বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে

মাওলানা মওদূদী

সম্পাদনায়ঃ
আব্বাস আলী খান

বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে

মাওলানা মওদূদী

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনায়ঃ

আব্বাস আলী খান

বই কিতাব প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ
কাওসার মুহাম্মদ ইফতিখার
বই-কিতাব প্রকাশনী
৮২/এ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি
ঢাকা- ৪
৬৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা ১১০০

প্রথম সংস্করণ
যিলকাদ ১৪০৭ হিজরী
শ্রাবণ ১৩৯৪
আগষ্ট ১৯৮৭

সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ
এইচ, হাসেম
৩৮/৪০ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ শোভন পঁচাত্তর টাকা
সুলভ পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণে
সরকার কবির উদ্দিন
বর্ণক মুদ্রায়ণ
২৪ শ্রীশদাস লেন
বাংলাবাজার ১১০০

BISWER MONISHIDER DRISHTITE MAULANA MAUDOODI
EDITED & COMPILED BY ABBAS ALI KHAN
published by BAI-KITAB PROKASHONI
PRICE White 75,00 News 50,00

www.pathagar.com

নাহি সেত আজ ধূলার ধরায়,
আছে শুধু তার জ্বালানো আলো।
পথ হারা কতো লক্ষ পথিক
সে আলোতে পথ পেলো।

www.pathagar.com

কিছু কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ছিলেন যুগ ও ইতিহাস স্রষ্টা এক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের পাতায় এমন বিরাট মনীষীর উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সবার 'রঙে রঙ মিশিয়ে' অথবা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে' কিছুলোক ত সাময়িকভাবে চমক সৃষ্টি করতে পারেন এবং করেছেনও। কিন্তু বিশ্বের দরবারে কেন, আপন সমাজেও তাঁদের কোন স্থায়ী ও কল্যাণকর প্রভাব তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। মাওলানা মওদূদী অতি প্রতিকূল পরিবেশে এক বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন এবং এ বিপ্লবে সাফল্যলাভও করেছেন। তাঁর আপনজন সংগী সাথী ও সমাজপতিগণ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে অনেক বাধার পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জাহেলী চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডের প্রচন্ড বাঁধ ভেঙে তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন। অসংখ্য অগণিত মানুষের মনের দুনিয়া বদলে দিয়েছেন। তাঁদের বাস্তব জীবন, আচার আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। একেই বলে মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব। জাহেলিয়াতের ঘন আঁধার, খোদাদ্রোহিতা ও খোদা বিমুখতা থেকে অসংখ্য মানুষকে ইসলামের স্বচ্ছ ও নির্মল আলোকে টেনে এনেছেন এবং তাদের গোটা জীবনকে এক ও লা'শরীক আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিয়েছেন। তাঁর এ বিপ্লব তাঁর আপন দেশেই সীমিত থাকেনি, তার প্রভাব সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে।

এ কাজ সহজেই হয়নি। এর জন্যে সারাজীবন তাঁকে অশেষ জুলুম অবিচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, বহুবার নির্জন কারাবাস, এমন কি মৃত্যু-দন্ড পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর কাছে তিনি ক্ষণিকের জন্যেও নতি স্বীকার করেন নি। সত্যের প্রতি তাঁর এ অবিচলতা এবং তাঁর অতুলনীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য [illegible] করেছে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ইমাম আযম (রহ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ), ইমাম মালেক (রহ) এবং ইমাম তাইমিয়ার (রহ) চরিত্রের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ইসলামী পন্ডিত ও মনীষী তাঁকে এ যুগের ইমাম তাইমিয়া বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি একই সাথে বহু ফ্রন্টে কৃতিত্বের সাথে লড়াই করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহকের দল, নাস্তিক খোদাদ্রোহীর

www.pathagar.com

দল, উদ্ভট নবুয়তের দাবীদার, হাদীস অমান্যকারীর দল, ইসলামকে নিছক কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে রূপান্তরকারীর দল, জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার আবর্জনায় ইসলামকে আচ্ছন্নকারীর দল এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ছাঁচে ইসলামকে ঢেলে সাজাবার দল—এ সবের বিরুদ্ধে তিনি প্রচন্ড মসিযুদ্ধ চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করেছেন। তাই বিশ্বের সর্বত্র আজ ইসলামের নবজাগরণ দেখা যাচ্ছে। এ তাঁর নির্মল ও বলিষ্ঠ-চিন্তাধারারই ফসল।

ইসলামী বিশ্বে মাওলানার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, তিনি ইসলামকে একটি বিপ্লবী চেতনা-বিশ্বাস ও একটি জীবন্ত জীবন বিধান হিসেবে এবং আদিকালীন পবিত্রতা (PRISTINE PURITY) এবং পরিপূর্ণতাসহ পেশ করেছেন। তাঁর প্রকাশভংগী অত্যন্ত সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। পাঠকের মনের গভীরে তা সহজেই প্রবেশ করে। তাঁর ভাষায় ভাব-প্রবণতা নেই, সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেরণা ও প্রবণতা আছে, বিপ্লবের উত্তাপ আছে যা মনমস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে তোলে. নির্জন কক্ষ থেকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনে।

যে সব মতবাদ ও বিশ্বাস মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করে, মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনে, সেসবের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সে সবের ভ্রান্তি ও অন্তঃসারশূন্যতার অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। মানব সমাজে অকল্যাণ, বিশৃংখলা ও দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন বিষয় নেই, যার বিরুদ্ধে তিনি শক্তিশালী মসিচালনা করে তা খন্ডন করেননি।

যে কোন সমাজ বিপ্লবে হর হামেশা যুব সমাজকেই জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে দেখা যায়। নবী রসূলগণের বেলায়ও তাই দেখা গেছে। মাওলানার চিন্তাধারা ও সাহিত্যে এমন এক বিরাট আকর্ষণ আছে যা সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে যুব সমাজকে। নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহিতা ও নৈতিক বল্গাহীনতার প্রবল স্রোতে ভাসমান সংগী-সাথীদের থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক পথ বেছে নিয়েছে জীবনের জন্যে। কোন ভয়ভীতি, প্রলোভন অথবা জীবনকে উপভোগ করার সুবর্ণ সুযোগ তাদেরকে ফেরাতে পারেনি সে সব পথ থেকে যে পথের সন্ধান তারা পেয়েছে মাওলানার চিন্তাধারা ও সাহিত্যে। তারাই আজ ইসলামী বিপ্লবের অগ্রপথিক।

মাওলানার বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বের বহু ইসলামী চিন্তাশীল ও পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে যে সব

www.pathagar.com

মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তা একত্রে সংকলিত করে পাঠক সমাজকে পরিবেশন করাই আমার উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থের প্রবন্ধকারগণ শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে মাওলানার রেখে যাওয়া অমূল্য অবদানের উল্লেখই করেন নি, সেই সাথে তাঁর প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাভালোবাসার অশ্রুকাতর অভিব্যক্তিও করেছেন। দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের দুঃসংবাদ তাঁদেরকে এমন ব্যথিত ও মর্মাহত করেছে যেন তাঁদের প্রিয়তম ব্যক্তি তাঁদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের এ শ্রদ্ধাজড়িত ভাবাবেগ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এ ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ইসলামী প্রেরণা সৃষ্টি করবে এবং মাওলানার চিন্তধারা থেকে তারা তাদের জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে। বিশেষ করে মাওলানার তাফহীমুল কুরআন যুগ যুগ ধরে তাদের রাহনুমায়ী করতে থাকবে।

মাওলানা তাঁর সারা জীবন কুরআন পাক এবং নবী মুস্তাফার (সঃ) জীবন চরিতকে অনুসরণ করেই চলবার চেষ্টা করেছেন এবং এ দিকেই সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মুসলিম জাতির সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান এ পথেই হতে পারে একথা তিনি আগাগোড়াই বলে এসেছেন। মানব সমাজে ইসলামের সঠিক ও বাস্তব রূপায়নই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

দেশ ও বিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী ও মনীষী মাওলানার গুণমুগ্ধ হয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন এবং বিশেষ করে তাঁর ইন্তেকালের পর যাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও ভাবাবেগ ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সে সব কথার ভাষান্তর সংকলন ও সম্পাদনার ফসলই এ গ্রন্থখানা। দ্বিতীয় খন্ডও ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে।

এ গ্রন্থখানি পাঠ করে যদি কারো মধ্যে দ্বীন কায়েমের প্রেরণা জাগ্রত হয় যার জন্যে মাওলানা তাঁর গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাহলে এ পরিশ্রম-লব্ধ সংকলন সম্পাদনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজে আমাদেরকে লাগিয়ে দিন—আমীন।

—সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১।	সালাহ্উদ্দীন	১
২।	আলতাফ হাসান কুরায়শী	১৫
৩।	নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান	৫৪
৪।	হুসাইন খান	৬৭
৫।	এ কে ব্রোহী	৮৭
৬।	আলতাফ গওহর	১০০
৭।	বিচারপতি মুহাম্মদ আফযাল চীমা	১২০
৮।	অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ	১৩০
৯।	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দ্বলভী	১৩৫
১০।	উস্তাযুল ওলামা হযরত মুহাম্মদ চেরাগ	১৩৮
১১।	মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ	১৪১
১২।	মালিক গোলাম আলী	১৪৩
১৩।	আবাদ শাহপুরী	১৮৩
১৪।	হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস	১৯৮
১৫।	ফরিদ আহমদ	২০৮
১৬।	ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী	২১৫
১৭।	মাওলানা গোলযার আহমদ মোযাহেরী	২২০
১৮।	আখবারে জাহান	২২৬
১৯।	সাইয়েদ মুজতাবা হুসাইন	২৩০
২০।	আবদুল করীম আবেদ	২৩৪
২১।	সালীম আহমদ	২৪১
২২।	অধ্যাপক ওয়ারেস মীর	২৪৬
২৩।	মতিন ফিকরী	২৫১
২৪।	মকবুল জাহাঙ্গীর	২৫৭

www.pathagar.com

২৫। সাইয়েদ আবদুল ওয়াদুদ শাহ ২৬৪
২৬। রফীক গোরী ২৬৮
২৭। মিয়া আবদুল মজিদ ২৭১
২৮। মুশতাক আহমদ ভাট্টি এম, এ ২৭৭
২৯। মাওলানা মঈনুদ্দীন ২৮১
৩০। জনৈক প্রবন্ধকার, জামারাত ২৯৩
৩১। আবদুর রশীদ আরশাদ ২৯৮
৩২। মাওলানা 'আসেম নোমানী (সাক্ষাৎকার) ৩০৩
৩৩। অধ্যাপক আবদুল গণী ফারুক ৩১২
৩৪। ডাঃ জাবিদ ইকবাল ৩২৩
৩৫। নঈম সিদ্দীকী ৩৩৪

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী ও তাঁর যুগ

—সালাহুদ্দীন

যে ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে আজ আমরা সমবেত হয়েছি, তাঁর সম্পর্কে, তাঁর দ্বীনী খেদমত সম্পর্কে কিছু বলা বড়ো কঠিন এবং তা আবার আমাদের জন্যে যখন আমরা শোক সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। ইকবালের কবিতার দুটি ছত্রে এ ব্যাপারে কিছু আলোকচ্ছটা দেখতে পাওয়া যায়—

খিযির কিঁউকর বাতায়ে কিয়া বাতায়ে
আগার মাহী কাহে দরিয়া কাঁহা হ্যায়—।
কিভাবে বলিবে খিযির, বলিবেই বা কি ?
যদি মাছে বলে, নদী কোথা, তার নাহি জানা ?

কথা বলার জন্যে খিযিরও যদি না থাকে—আর ব্যাপার নদীর না হয়ে যদি সমুদ্রের হয়—, তাহলে মনের যা অবস্থা হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মাওলানার অবদানের কথা যখন আমরা উল্লেখ করি, তখন ইতিহাসের বরাত দিয়ে আমরা এ কথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে খেলাফতে রাশেদার পর এমন বহু ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা তাঁদের সংগ্রাম ক্ষেত্রে দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্যে ও তার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। এ পথে তাঁরা তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং ইতিহাসের গতিধারা বদলে দিয়েছেন। কিন্তু আপন কাজের সঠিকতা, প্রসারতা ও প্রভাবের দিক দিয়ে মাওলানা মওদূদীর স্থান অনন্য। মজার ব্যাপার এই যে, যে যুগে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের বিজয় ও প্রতিরক্ষার জন্যে মাওলানাকে বেছে নিয়েছিলেন, সে যুগে যাবতীয় ফেৎনার সমাবেশ ঘটেছিল যা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা দিয়েছিল। নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ওফাতের পর পরই দুটি বড়ো বড়ো ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়েছিল। একটি হচ্ছে মিথ্যা

www.pathagar.com

নবুয়তের দাবীদারের এবং সে ফেৎনা মাওলানা সাইয়েদ মওদুদীর জীবনকালেও প্রকট হ'য়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় ফেৎনাটি ছিল এই যে কোরআন করীমের উপর পুরোপুরি আমল করার পরিবর্তে একটি বিরাট দল কোরআনের কতিপয় নির্দেশ পালনে ব্যতিক্রম চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, নামায তো আমরা পড়বই, তবে যাকাত দেব না। অর্থাৎ আল্লাহতা'য়ালার নির্দেশাবলীকে তারা কয়েকভাগেবিভক্ত করতে চেয়েছিল এবং তারপর তার কিছু মানবে, আর কিছু মানবে না। এভাবে আল্লাহ্‌র আদেশের অধীন না হ'য়ে তারা তাদের প্রবৃত্তির অধীন হ'তে চেয়েছিল। এ ধরনের ফেৎনাও মাওলানার জীবদ্দশায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা ইতিহাসের আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলে খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘটিত এক হৃদয় বিদারক সংঘর্ষ কারবালা প্রান্তরে দেখতে পাই। ঘটনার তীব্রতা ও কঠোরতায় পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু কোন না কোন আকারে সে ফেৎনা মাওলানার জীবনেও এসে পড়ে এবং একনায়কত্ব ও চরম স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়। তার পরের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, আব্বাসীয় খেলাফতের সময়ে মতবাদ ও চিন্তাধারার এক ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মু'তাযিলা নামে একটি দলের আবির্ভাব হয়। গ্রীক ও রোমীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। মানুষের মন মানসিকতাকে তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়। মানুষ নতুন চিন্তাধারার ইন্দ্রজালে বিমোহিত হয়। এ যুগেও নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। বলা হয়, হাদীস নিছক কতকগুলি বর্ণনা সমষ্টি। অতএব হাদীস ছাড়াই চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কোরআন উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। নবী মুহাম্মাদ (সঃ) ইতিহাসের একটি অংশ ছিলেন এবং তিনি অতীত হ'য়েছেন। তাঁর বর্ণনাবলীও ইতিহাসের একটি অংশ। এখন তার উপর আমল করার আমাদের প্রয়োজন নেই। অতএব কেন আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে আমাদের পথ নির্দেশক বানাব না? আমাদের বিবেক যদি বলে কোরআনের অমুক আয়াতের অমুক মর্ম। তাহলে তদনুযায়ীই আমরা চলব। শরিয়তের স্মরণাপন্ন হওয়ার এমন কোন প্রয়োজন নেই যে সেখান থেকে যে নির্দেশ মিলবে তাই মাথা পেতে নিতে

www.pathagar.com

হবে। হাদীস অস্বীকারের ও প্রবৃত্তি পূজার এ ফেৎনা মাওলানা মওদূদীর জীবদ্দশায় শুরু হয়।

তারপর আমরা দেখতে পাই, বাগদাদের উপর বৈদেশিক শক্তির অকস্মাৎ আক্রমণ শুরু হয় এবং তাতারীয়দের দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হ'য়ে যায়। মুসলমানদের উপর বিজাতীয়দের আধিপথ্য প্রতিষ্ঠাও ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ঐ সব ফেৎনার মুকাবেলা করার জন্য আল্লাহতায়ালা ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে এবং তরবারী দিয়ে তার সমুচিত জবাব দেন। তিনি ওসব ফেৎনার মূলে আঘাত করেন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নতির জন্যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন। সে সময় তার সমকক্ষ কোন লোক আমাদের চোখে পড়ে না।

মাওলানা মওদূদী যে যুগে তাঁর কাজ শুরু করেন, সে যুগেও বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান স্বাধীন ছিল না। গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। চিন্তাধারা ছিল অন্যের, শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অন্যের এবং রাষ্ট্র শক্তিও ছিল অন্যের হাতে। আমরা মুসলমানগণ নিকৃষ্ট শাসনে নিষ্পিষ্ট ছিলাম।

তারপর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ওসমানীয় খেলাফতের পর তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ফেৎনার উদ্ভব হয় তা বিরাট আকার ধারণ করে এবং তার গর্ভ থেকে নাস্তিকতার এক ভীষণ ঝড় উত্থিত হয়। এ ঝড় মুসলমানদের আপন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড় থেকেও উত্থিত হয়—যা মুসলমানদেরই জন্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং আলীগড় হয়ে পড়ে নাস্তিক্যের-উৎসকেন্দ্র, যেখান থেকে অসংখ্য লোক শিক্ষা সমাপ্ত করে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যের শিক্ষা দিতে শুরু করে। আপনারা ইতিহাস থেকে সকল প্রকার ফেৎনার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং এ সকল ফেৎনা একত্রে দেখতে পাবেন এমন এক যুগে, যে যুগে আল্লাহতায়ালা মাওলানা মওদূদীকে শুধু ইসলামের প্রতিরক্ষার দায়িত্বই অর্পন করেন নি, বরঞ্চ তাকে সমুন্নত করার দায়িত্বও অর্পন করেন।

তারপর একটু চিন্তা করে দেখুন এমন কোন্ ফ্রন্ট, জীবনের এমন কোন্ বিভাগ এবং সমাজের এমন কোন্ স্তর আছে যার প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনার হক মাওলানা আদায় করেন নি? শিক্ষক অনুভব করে যে সে মাওলানার সব চেয়ে অধিক প্রিয়, শ্রমিক মনে

www.pathagar.com

করে মাওলানার মনোযোগ হয়তো সব চেয়ে তার দিকেই বেশী। ছাত্রগণ বলে, না সবচেয়ে মাওলানা আমাদেরকেই বেশী ভালোবাসেন। এ অবস্থা সমাজের প্রতিটি স্তরের। নারী সমাজ মনে করে, মাওলানা 'পর্দা' ও 'হকুকুয্ যাও জাইন' (স্বামী স্ত্রীর অধিকার) লিখে তাদের জীবনে যে বিপ্লব এনে দিয়েছেন তাতে করে তিনি তাদের সব চেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাংখী। আইনবিদগণ মনে করেন শরিয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে এ যুগ তাঁদেরকে যে সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং যেখানে এ দেশের প্রখ্যাত আইন-বিদগণ এ চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে আইন শাস্ত্রে ইসলামী আইনের কথা কোথায় আছে? সেখানে মাওলানা মানুষের মনকে প্রভাবিত করেন এবং দেশের প্রখ্যাত সকল আইনজীবীর নিকট থেকে সনদ লাভ করেন যে, হাঁ, যা কিছু আপনি বলেছেন—তা শুধু সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করাই নেই বরঞ্চ তার রূপরেখা এতো প্রকট যে এর প্রভাবে দুনিয়ার যাবতীয় জীবন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। তারপর মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হচ্ছে যে প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ায় কোন আইন শাসন সম্ভব হলে তা একমাত্র ইসলামী আইন শাসনই হতে পারে। আর যত আইন শাসন তা শুধু প্রতারণা মাত্র। সে সব মানুষকে গোলাম বানাবার এবং মানুষের উপর মানুষের খোদায়ী প্রভুত্ব কায়েমের সহায়ক মাত্র। যদি এমন কোন আইন শাসন থাকে যা আমাদেরকে শুধু খোদার বন্দেগীর পথ দেখাবে এবং মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্তি দান করবে, তাহলে সেটা তাই যা কোরআন এবং নবী (সঃ)-এর সুন্নাত আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। আইনজীবীদের প্রতি তাঁর হেদায়েতের দায়িত্ব এভাবে তিনি পালন করেছেন যে তাঁর বক্তব্য শুনে প্রত্যেকে জানিয়ে দিলেন যে, হাঁ, তিনি সে কথাই বলেছেন যার প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম এবং যাঁরা এক সময়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতেন পরবর্তীতে তাঁরা তাঁরই অনুসারী ও সাহায্যকারী হ'য়ে পড়েন।

এমন এক সময় ছিল যখন বিদ্রূপ করে বলা হতো—শাসন ক্ষমতার সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? পার্লামেন্ট পরিষদের সাথে এবং বিচার বিভাগের সাথেই বা কি সম্পর্ক? এ হচ্ছে মসজিদ মাদরাসার জিনিস। মসজিদের মুসাল্লায় দাঁড়ালে ইসলামের কথা বলবে। মাদরাসায় বসে

www.pathagar.com

ইসলামের কথা বলবে। ব্যবসা বাণিজ্যে, ব্যাংকিং এ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের উল্লেখ কি ভাবে এলো? মাওলানা মওদূদী একটি শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁর কাজের সূচনা করেন। তাহলো এই যে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। আজ দেখুন যে এটি এমন একটি কথা যা সাধারণ মানুষের মুখ থেকে আইনজীবীদের মুখে এবং তাদের মুখ থেকে শাসকদের মুখে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে।

এ কথাটি যাদের জন্যে বলা হয়েছিল তারা তা মেনে নিয়েছে এবং তা তারা গর্বের সাথে বলে। আমল তাদের যা কিছুই হোকনা কেন। আমলের কথা আমি বলছিনা। কিন্তু তাদের মনমস্তিষ্ক এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে যা মাওলানা উপস্থাপিত করেছেন। আজ প্রতিটি মানুষ তার বাস্তব জীবন যাই হোক না কেন, তার আলাপ আলোচনার সূচনা এই একটি কথা দিয়েই শুরু করে যে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। যে বিশ্বাস, যে প্রত্যয় একটি সাধারণ নাগরিকের মনে সৃষ্টি হ'য়েছে এবং যা প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে স্থান লাভ করেছে—তা ঐ একটি মানুষেরই কাজ, তাঁরই অবদান। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, যখন আমি দেখি, ইতিহাসে একব্যক্তি এতো ব্যাপক আকারে মানুষকে প্রভাবিত করেছেন, এতো ব্যাপকভাবে মানুষের হেদায়েত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যম হয়েছেন এবং আপন জীবনেরও হ'য়েছেন, তখন আমি বিস্মিত হই, গর্বিত হই এবং আনন্দিতও হই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে তাঁর প্রিয় না ছাত্র, না শিক্ষক, না পুরুষ আর না নারী। বরঞ্চ তাঁর কাছে প্রিয় মানুষ, প্রিয় মুসলমান। তিনি চাইতেন যে একজন মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য করুক অথবা বিচারকের আসনে বসে তার দায়িত্ব পালন করুক, রাজ নীতিবিদ হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করুক অথবা শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করুক—যেখানেই হোক এবং যে পদেই অভিষিক্ত হোক, যদি সে মুসলমান হয় তাহলে সে তার দায়িত্ব মুসলমান হিসাবেই পালন করবে। তারপর প্রতিটি মুসলমান যে ক্ষেত্রেই কাজ করতো তিনি তাকে সে ক্ষেত্রে কাজ করার শিষ্টাচার শিক্ষা দেন। প্রতিপক্ষের মুকাবেলার জন্যে যে সব যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল

www.pathagar.com

তার মোক্ষম যুক্তি প্রমাণও তিনি তাকে সরবরাহ করেন, যাতে করে প্রতিপক্ষ তার কাছে নতি স্বীকার করতে পারে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি অনুভব করি যে তিনি সবচেয়ে বেশী কল্যাণ করেছেন সাংবাদিকদের। আজ এ দেশে, উপমহাদেশে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের যে যে স্থানে মুসলমানগণ কাজ করছে, সেখানকার লেখকগোষ্ঠী এবং গণসংযোগের মাধ্যমগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্য থেকে যারা ইসলামের স্বার্থে কাজ করছে তাদেরকে বাছাই করে তাদের সংখ্যা নিরূপন করে দেখুন যে এসব লোক তৈরীর কাজ মাত্র এক ব্যক্তিই করেছেন। এক ব্যক্তি এতো অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন যে এমন কোন নজির পাওয়া যাবে না যেখানে সাইয়েদ মওদুদীর চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে মনপ্রাণ ও পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে কাজ চলছে না।

আপনারা আজ বৃটেন, আমেরিকা, কোরিয়া, হংকং, আফ্রিকার মরুময় প্রান্তর এবং গোটা বিশ্বে এসব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ শুনতে পাবেন। তিনি দুনিয়ার সর্বত্র সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরকে বসিয়ে দিয়েছেন যাঁরা মানুষকে হেদায়েতের আলো দান করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তাঁর কাজের প্রভাব কত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী তার একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এ হচ্ছে ভুট্টু যুগের কথা। আমরা করাচীর কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঈদ উপলক্ষ্যে আমাদেরকে সারা জেলখানা ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ দেয়া হয়। আমাদেরকে এমন একটি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো যাকে CONDEMNED WARD বলে, হত্যার অপরাধীগণ সেখানে ফাঁসির দিনের অপেক্ষায় থাকে। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম এক ব্যক্তির সামনে 'তাফহীমুল কোরআন' রাখা আছে। কোন্ অপরাধে তিনি এখানে এসেছেন এ কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তিনি এক পারিবারিক বিবাদে জড়িত হয়ে এ শাস্তি ভোগ করছেন। তিনি দর্জির কাজ করতেন এবং সামান্য লেখাপড়া জানেন। তিনি কোন এক ব্যক্তির পরামর্শে মাওলানা মওদূদীকে একখানা পত্রে বলেন ঃ—আমি জেলে আমার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছি। আমি সামান্য উর্দু লিখতে পড়তে পারি। আরবী জানি না। আমি শুনেছি আপনি উর্দুতে কোরআনপাকের তরজমা করেছেন

www.pathagar.com

যার ভাষা খুব সহজ এবং একজন সাধারণ মানুষ তার থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে। দয়া করে আমাকে এক খন্ড পাঠিয়ে দেবেন।

মাওলানা মওদূদী শুধু গোটা ইসলামী বিশ্বেরই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না, বরঞ্চ এক একটি করে প্রতিটি মানব সন্তানের উপর তাঁর নজর ছিল। লোকটি বল্লেন, আমার পত্র লেখার দশদিন পর আমার হাতে একখন্ড 'তাফহীমুল কোরআন' এসে পেঁছিলো। যাতে মাওলানা মওদূদীর দস্তখত রয়েছে। লোকটি আনন্দ ও গর্বভরে সে দস্তখত আমাকে দেখিয়েছিলেন।

তারপর যেহেতু সে লোকের মৃত্যুদন্ড মাফ করে দেয়া হয়েছিল, সেজন্যে তিনি তার অন্যান্য সাথীকেও কোরআনের দারস দেয়ার সংকল্প করেন। আমি দেখলাম সে ওয়ার্ডের কয়েদী সংখ্যা ৭২ জন। তারা এক কালে ছিল মদখোর, মাতাল, ব্যভিচারী, খুনী এবং অন্যান্য বহু নিকৃষ্ট অপরাধে জড়িত। দেখলাম তারা অজু করে পাক সাফ কাপড় পরে আদবের সাথে দারসে কোরআন শুনতে লাগলো। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, যখন আমি আমার নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম—কোরআন পাকের এ অংশের দারস আমি এতো সুন্দরভাবে দিতে পারব কিনা, তখন আমি আমার নিজেকে তাঁর থেকে নিকৃষ্ট মনে করলাম। এতো সহজ সাবলীল ভাষায় এবং এতোটা আস্থাসহকারে তিনি তরজমা পড়ে পড়ে কোরআনপাকের মর্ম শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরছিলেন যে আমি তা শুনে মুগ্ধ হলাম। লোকটি কোরআনের শিক্ষক হিসাবে বহু লোকের হেদায়েতের কাজ করছেন। এ হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদীর কাজের ব্যাপকতা ও প্রসারতা।

তারপর আমি সামনের কুঠুরির দিকে অগ্রসর হলাম, সেখানে একজনের সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জামায়াতে ইসলামীর লোক? বল্লাম, আপনি কি বলতে চান?

তিনি বল্লেন, এই যে আমার চোখে মোটা চশ্‌মা দেখছেন তা কোথা থেকে পেলাম জানেন? আমাকে যখন মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো তখন দিনরাত কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তার চশ্‌মা বানিয়ে নিতে বল্লো। কিন্তু আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তারপর একজন আমাকে মাওলানা মওদূদীকে পত্র লেখার পরামর্শ দিল। আমি তাঁর কাছে একখানা পোষ্ট কার্ড পাঠালাম। এক হপ্তা পরে আমি পেয়ে গেলাম একটা

www.pathagar.com

জায়নামাজ, একটা তসবিহ, নগদ দুশ' টাকা এবং এ চশমাটি যা আমার চোখে দেখছেন। এ সব পাঠিয়েছেন মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী।

একটু চিন্তা করুন। এক ব্যক্তি এতো সব কাজের মধ্যে জড়িত থেকেও মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিল কত প্রখর। দিন রাতে ২৪ ঘন্টা যেমন আমাদের তেমনি তাঁরও। এ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন নেই। কিন্তু দেখুন পত্রের জবাব দিতে আমাদের মাসের পর মাস চলে যায়। কিন্তু এ ব্যক্তির ব্যাপার এই যে তফসীর লিখছেন, সীরাত লিখছেন। সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কাজও করছেন। রাজনৈতিক কর্মসূচীও তৈরী করছেন এবং তার সাথে সাথে অগণিত লোকের ব্যক্তিগত জীবনের উপরও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখছেন। জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, জীবন সম্পর্কে এমন কোন জিজ্ঞাসা নেই যা মানুষের মনে উদয় হয়েছে এবং তার জবাব সাইয়েদ মওদূদীর সাহিত্যে নেই।

আমি চ্যালেঞ্জ করছি, জীবন সম্পর্কে আমাকে কেউ এমন প্রশ্ন করুন যার জবাব মাওলানার সাহিত্যে নেই। তার অর্থই হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর কাজ পরিপূর্ণভাবে করে গেছেন। কোন অপূর্ণতা রেখে যাননি।

তিনি ছিলেন, এমন এক ব্যক্তি যিনি ঈদকার্ড প্রেরককেও জবাব দেয়া অপরিহার্য মনে করতেন। যাকে আসর থেকে মাগরেব পর্যন্ত সময়ে আগমনকারীদের সাথে কথা বলতে হতো, যাঁকে সাংগঠনিক কাজও করতে হতো এবং যিনি প্রথমেই অনুভব করেছিলেন যে, যে ধরনের চ্যালেঞ্জের আমরা সম্মুখীন তার মুকাবেলা করা যাবে না। ব্যক্তিগত এবাদত এবং ব্যক্তিগত পাক পবিত্রতা দিয়ে, কারণ বর্তমান যুগে বাতিল অত্যন্ত সংগঠিত ও মজবুত।

এখন অবস্থা এ নয় যে গ্রীক চিন্তাধারা শুধু অনুবাদের আকারে আমাদের সামনে এসেছে। বরং এ চিন্তাধারার পেছনে রয়েছে গণসংযোগ মাধ্যমগুলো, রয়েছে রেডিও টেলিভিশন। আমেরিকায় বসে আমাদের উপর কলমের আক্রমন করা হচ্ছে। আমাদের উপর সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলছে। তারা সেখানে বসে বোতাম টেপে আর এখানে মন মানসিকতা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। একজন বি বি সি'র ষ্টুডিওতে বসছে এবং গোটা জাতিকে তার সমমনা বানিয়ে ফেলছে। এমন এক যুগেই মাওলানা মওদূদীকে কাজ করতে হয়েছিল। একবার চিন্তা করে দেখুন, তাঁর সামনে কত বড়ো সুসংগঠিত শক্তি ছিল। তাঁর

www.pathagar.com

সামনে তাঁর স্বীয় শাসকবর্গ ছিল, বৈদেশিক শক্তিগুলির মজবুত দল ছিল। তাঁর সামনে এমন সব লোক ছিল যাদেরকে অর্থ সরবরাহ করা হতো। তাঁর সামনে ছিল দেশীয় রাজ্যগুলো সহ বিশ্বব্যাপী শক্তি। কিন্তু তিনি একাকী ছিলেন সকলের প্রতিপক্ষ এবং এতদসত্বেও তিনি কত সুন্দরভাবে দ্বীন সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের এক একটি শক্তিকে তিনি পরাভূত করেন। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন তিনি নিশ্চিত মনেই চলে যান যে বাতিল মতবাদগুলো তিনি পরাভূত করেছেন।

এ কথা ঠিক যে তাঁর কাজের পরিপূর্ণতার জন্যে আমাদেরও কিছু করার আছে। আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য স্থলে পেঁছতে হবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁকে এমন এক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে-ছিলেন যে ইসলাম দুশমনদের বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে গোটা ইসলামী বিশ্বে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হতে স্বচক্ষে দেখে গেছেন। এ হচ্ছে তাঁর কাজের সার্বিকতা ও বিশ্বজনীন প্রভাব।

তাঁর চিন্তাধারা ও সাহিত্যের উপর এখন গবেষণা হতে থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দুনিয়া এখন স্বীকৃতি দান করবে। সম্ভবতঃ সে সব লোকও এখন তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করবেন যাঁরা তার জীবদ্দশায় তাঁর নিকটে যেতে অপমান বোধ করতেন। এখন তাঁর নামে একাডেমী কায়েম হবে, লোকেরা তা থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করবে। তাঁর কাজ ও সাহিত্যের চর্চা হবে এবং ইনশাআল্লাহ্ তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তাঁর জীবনেই এ কাজে যে বরকত দান করেন তা অব্যাহত থাকবে এবং এ চিন্তাধারা বিজয়ী হবে।

যখন আমি এ দিক দিয়ে চিন্তা করি যে আমাদের প্রতি মাওলানার সবচেয়ে বড়ো এহ্সান কি ? তখন স্পষ্টই অনুভব করি যে তাঁর সব চেয়ে বড়ো এহসান এই যে তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের সম্পর্ক কোরআন পাকের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। আপন রবের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তার আগে বহু কিছু বান্দাহ এবং খোদার মধ্যে প্রতি-বন্ধক হয়েছিল। কোথাও প্রতিবন্ধক ছিল কিছু লোক, কোথাও কিছু আকীদাহ বিশ্বাস, কোথাও লৌকিকতা। কোথাও প্রতিবন্ধক ছিল তার শিক্ষাহীনতা এবং কোথাও আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা। মোট-কথা বহু প্রতিবন্ধকতা তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী আমাদের এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর যে বিরাট এহ্‌সান করেছেন তা তাফ্‌হীমুল কোরআন পড়ার সময় অনুভূত হয়। আমাদের মনে হয় যেন আমরা সে যুগেই বাস করছি যে যুগে কোরআন নাযিল হ'চ্ছে। কোরআন এবং আমাদের মধ্যে যেন কোন মাধ্যম নেই—যেন সরাসরি আমাদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছে। আমাদের এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মাঝে একমাত্র নবী (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম নেই।

এ হচ্ছে সেই বিরাট কাজ যার গুরুত্ব আমার নিকট সর্বাধিক। কোরআন পাক বুঝবার জন্যে যত প্রকারের পন্থা পদ্ধতি সম্ভব তা মাওলানা পেশ করেছেন। মাওলানা যদি তাফ্‌হীম নাও লিখতেন এবং শুধুমাত্র বিষয়সূচী লিখে দিতেন—তাহলে তাও এতো বড়ো খেদমত হতো যে আল্লাহর নিকটে তিনি বিরাট প্রতিদান পেতেন। আজ আমি কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বিষয় সূচী থেকে তার জবাব বের করে নিই এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোরআনের যাবতীয় হেদায়েত আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমার হেদায়েত ও পথ নির্দেশনার জন্য তিনি যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন কোরআন সহজে উপলব্ধি করার জন্যে এতো বড়ো এহ্‌সান আর করতে পারে ?

তারপর তাঁর মহান কাজ এই যে তিনি নবী আকরাম (সঃ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন। নবীর মহব্বতের দাবীদার বহু আছেন। নবী প্রেমিকেরও অভাব নেই। কিন্তু অবস্থা এই যে নবী আকরাম (সঃ)-এর হেদায়েত একদিকে এবং তাঁদের পীর সাহেবের হেদায়েত যখন হয় অন্যদিকে, তখন তাঁদের স্মরণ থাকে না যে এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) কি বলেছেন। তাঁদের নিকটে পীর সাহেবের কথাই অকাট্য, তাঁদের ইমাম সাহেবের কথাই অকাট্য। আমরা জঘন্য ফের্কাবন্দীতে আবদ্ধ হ'য়ে ছিলাম। আমাদের চোখের উপরে পট্টি বাঁধা ছিল। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়েছিলাম। যদি দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একত্র করে একই প্লাট ফরমে মিলিত করতে হয়, তাহলে তাদের সকলের খেদমতের স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা যেন এতোটা বেশী না হয় যাতে করে—খোদা এবং রসূলের মহব্বত ম্লান হ'য়ে যায়। এমন যেন না হয় যে আপনারা অন্যকে আপনাদের নেতা বানিয়ে

www.pathagar.com

নিলেন এবং নবীর হেদায়েত দ্বিতীয় স্থানে রাখলেন। যাঁরা মাওলানা মওদূদীর বই-পুস্তক পড়া-শুনা করেছেন তাঁরা নিজ নিজ মনের অবস্থা পর্যালোচনা করুন এবং দেখুন যে এর পূর্বে নবী (সঃ) এর প্রতি মহববত ও শ্রদ্ধা কতখানি ছিল এবং এ সব সাহিত্য পড়ার পর মহব্বতের, জান কুরবান করার এবং আনুগত্য করার প্রেরণা কতখানি বেড়েছে। প্রত্যেকে নিজের অবস্থার মূল্যায়ন করুন, দাবী করার প্রয়োজন নেই।

মাওলানার বিরাট কাজের ফলশ্রুতিতে মধ্যবর্তী সকল দূরত্ব মিটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে যে নবী (সঃ)-এর হেদায়েত সরাসরি আমাদের কাছে পেঁছুচ্ছে। আর এটা এমন জিনিস যা ফের্কাবন্দী নির্মূল করে দেয়। ফের্কাবন্দীর ফলে সৃষ্ট ঘৃণা বিদ্বেষ শেষ হ'য়ে যায় এবং বিশ্বজনীন ইসলামী ঐক্যের জন্য মজবুত বুনিয়াদ তৈরী হয়। আপনারা দেওবন্দের নাম করে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একত্র করতে পারবেন না। আপনারা বেরেলীর নাম করে সকলকে এক প্লাটফরমে জমা করতে পারবেন না। বাগদাদের নাম করেও তা করতে পারবেন না। এ উদ্দেশ্যের জন্যে আপনাদের নিকটে তাওহীদ ও রেসালাত ব্যতীত অন্য কোন বুনিয়াদ নেই।

যে সকল বুযর্গের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনারা মস্তক অবনত করেন, তাঁদের খেদমত অনস্বীকার্য। তাঁদের প্রতি আমাদের মহব্বত কারো থেকে কম নেই। শরীয়ত এবং ইসলামের মধ্যে যে স্থান খোদা ও তাঁর রসূলের রয়েছে, তা আর কাউকেই দেয়া যাবেনা। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকল শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে খোদা ও রসূলের মহব্বতের অধীন করে দিয়ে সরাসরি তাঁদের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন না করেছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে দুনিয়ার মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হবে। ঐক্যের প্রাথমিক শর্ত ইসলামী দুনিয়ার একটা কেন্দ্র হবে এবং এ কেন্দ্রের পাশে আমরা সকলে কোন এক ব্যক্তিত্বের পাশে জমায়েত হবো।

আজ গোটা ইরান, আরব, আজম এবং দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসী মুসলমানগণ একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বলে অনুভব করছে। ইসলামী বিশ্বের ঐক্য একটা বাস্তব রূপ ধারণ করছে। কেউ মিশর থেকে, কেউ বাগদাদ থেকে, কেউ তুরস্ক থেকে, কেউ সিরিয়া থেকে এবং কেউ ইরান থেকে এ ঘোষণা করছে এবং সকলে এ কথারই

www.pathagar.com

ঘোষণা করছে, "আমার এ আন্দোলনের, আমার এ যাত্রা পথের লক্ষ্য ও গন্তব্য যদি কেউ নির্ধারিত করে দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।"

মনে করে দেখুন এ কাজ শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ গোটা ইসলামী বিশ্ব এ কাজের দ্বারা জাগ্রত হয়েছে, তার মধ্যে একমুখীনতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ইসলামী সাহিত্য যতোই পথ তৈরী করে যাচ্ছে, ততোই মনের দিক দিয়ে পরস্পর নিকটবর্তী হচ্ছে, হৃদয়ের স্পন্দনও হচ্ছে একই রকমের।

কথা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বরঞ্চ এ আকাংখা হচ্ছে যে, যে হেদায়েত আমরা লাভ করেছি বলে অনুভব করি তা অপরের কাছে পৌঁছানোই আমাদের দায়িত্ব। আমরা এবাদতের উত্তম পন্থা পেয়ে গেছি। কোরআন ভালোভাবে বুঝতে শিখেছি। এ আমাদের আখেরাতের নাজাতের কারণ হবে এ সব মনে করে আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বরঞ্চ আমরা অনুভব করি যে ইসলাম আমাদের কাছে দাবী করে যে দ্বীন থেকে যা আমরা লাভ করেছি এবং যাকে আমরা আমাদের সৌভাগ্য মনে করি তা অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ এমন এক সদকায়ে জারীয়া যা ইনশাআল্লাহ দ্রুত বাড়তে থাকবে। তারপর সাইয়েদ মওদূদীর খেদমতের স্বীকৃতি আজ যতোটা পাওয়া যাচ্ছে, তার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়া যাবে।

মাওলানার প্রতি একটা অভিযোগ করা হয় এবং অভিযোগকারী এখনও বিদ্যমান আছে, তা এই যে, তিনি পাকিস্তানের দুশমন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। একবার ভেবে দেখুন যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে যাঁর কলম থেকে I am a Muslim and Pakistani একথা বেরয় তাঁকে কি করে পাকিস্তানের দুশমন বলা যায়? দু'টি বিষয়ের উপর তাঁর গর্ব ছিল। এক মুসলমান হওয়ার উপরে এবং দ্বিতীয় পাকিস্তানী হওয়ার উপর।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান আন্দোলন শেষ হয়নি। বরঞ্চ সত্যিকার পাকিস্তান আন্দোলন ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়। কে কতটুক পাকিস্তানের খেদমত করেছেন তা একত্র করুন, মন্ত্রীদেরও খেদমত একত্র করুন। তারপর বলুন দুনিয়ায় পাকিস্তানকে কে পরিচিত করিয়েছেন? কার মাধ্যমে পাকিস্তান তার গর্বের আসন লাভ করেছে? ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অন্তরে পাকি-

www.pathagar.com

স্তানের প্রতি শ্রদ্ধা কে সৃষ্টি করেছেন ? যখন কোন ব্যক্তির হাতে, তা তিনি দুনিয়ার যে কোন স্থানেরই হোক না কেন, মাওলানা মওদূদীর একখানা বই দেখা যায়—উপরে লেখা থাকে—"লাহোর পাকিস্তান।" তখন সে ব্যক্তির মনে পাকিস্তানের সম্মান ও মহত্ব কতো বেড়ে যায় !

তারপর এটিও চিন্তা করে দেখুন যে যখন একটি দেশ সম্পর্কে এ ধারণা হয় যে সেখানে এতো বড়ো একজন চিন্তাশীল জন্ম গ্রহণ করেছেন, দ্বীনের এতোবড়ো খাদেম পয়দা হয়েছেন, তখন স্বভাবতই মনের মধ্যে সে দেশের মহত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। কোন মানুষ একথা মনে করে যে, যে মহান ইসলামী চিন্তাবিদ তার জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছেন, তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন সে তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর দেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে। তার মনে হয় যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে দেশের স্থান অনেক উচ্চে। সে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের মাধ্যমেই পাকিস্তানের সাথে পরিচিত হয়েছে। পাঠকের আলবৎ ধারণা হওয়ার কথা যে যে দেশে এতোবড়ো একজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশ অবশ্যই অতি মহিমান্বিত।

যে ব্যক্তি আমাদের সম্ভ্রমশীল জীবন যাপনের জন্যে, আমাদের স্বচ্ছলতার জন্যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, সমাজতন্ত্র এবং ভেতর বাইরের শত্রুগুলোর সাথে সংগ্রাম করেন, যিনি দেশের জন্যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসর্গ করেছেন, দেশের জন্যে জীবন দান করতে পারেন এমন একদল যুবক তৈরী করেছেন, তিনিই ক্রমশঃ এখানকার সকল বাতিল শক্তি চূর্ণ করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের তথাকথিত পতাকা বাহকগণ পাকিস্তানের ভিত্তি-মূল ভেঙে দিয়েছেন। সাইয়েদ মওদূদী অন্যদিকে এ দেশের আদর্শিক বুনিয়াদ সংরক্ষণের জন্যে অক্লান্ত সংগ্রাম করে তার ভিত্তি মজবুত করেছেন। এ কাজের জন্যে তিনি অসংখ্য লোকও তৈরী করেছেন। তিনি এ দেশকে তার আদর্শিক বুনিয়াদ থেকে বিচলিত হতে দেন নি। যদি একবার এদেশের আদর্শিক বুনিয়াদ ভেঙে যেতো তাহলে এর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আমি একথাও বলতে চাই যে মাওলানা আমাদের মংগল ও কল্যাণের জন্যে বহির্বিশ্বে অসংখ্য বন্ধু ও শুভাকাংখী তৈরী করে গেছেন। আজ সউদী আরব পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ এবং ইসলামী বিশ্বের মহান ব্যক্তিগণ অতি আগ্রহে পাকিস্তান সফরে আসছেন। এর থেকে অনুমান করুন যে বহির্বিশ্বে আমাদের প্রীতি

www.pathagar.com

ভালোবাসার কতখানি আকর্ষণ সৃষ্টি হ'য়েছে। এ ব্যাপারে কার কত অবদান রয়েছে একবার যাচাই করে দেখুন। ভালোবাসার এ প্রেরণা কে সৃষ্টি করলো? ভক্তি শ্রদ্ধার মোড় কে এ দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে? আজ মাওলানা মওদূদীর ওফাতের পর সারা বিশ্ব থেকে যে অসংখ্য শোকবাণী আসছে, তাতে করে যে গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হচ্ছে, তার থেকে সহজেই এ কথা মনে করতে পারেন যে, দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত তাঁর কত বিরাট ও ব্যাপক ছিল।

আমি এ দোয়ার সাথে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, যে পথ মাওলানা আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং যে লক্ষ্য ও গন্তব্যের সন্ধান তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, সে পথ ও লক্ষ্য থেকে আমরা যেন বিচ্যুত না হই। আমরা যেন অচল অটল হ'য়ে সে পথে অগ্রসর হতে পারি খোদার দ্বীন যে পথে চলার দাবী জানায়।

www.pathagar.com

প্রিয় মাওলানা

—আলতাফ হাসান কুরায়শী

কলম হাতে কয়েক ঘন্টা বসে আছি। একটি অক্ষরও বেরুল না। মনে হয় সকল শব্দ ও ভাষা অশ্রুর সাথে বেরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই বলি মানুষ কাঁদে কেন? সে তার কথা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না কেন? কিন্তু এখন জানতে পারলাম যে—শব্দ ত আবেগের সাথে সহযোগিতা করে না। মনের অবস্থাও ব্যক্ত করে না। গভীরতায় নেমেও যায় না। তবে নাজুক মুহূর্তে বক্তব্যও দৃষ্টির আবরণ হয়ে যায়।

আমার চারদিকে বহু শব্দ ছড়িয়ে আছে। কানে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। বিলাপ ও আর্তনাদে কলম থেমে গেছে, জমাট হয়ে গেছে। কে জানে সে কি ভাবছে। শোকের পুরু স্তর থেকে একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে। তারপর এ আলোক রশ্মি একটা সুতার রূপ ধারণ করছে—একটি দীর্ঘ অনুক্রম এবং একটি দীর্ঘ কাহিনী অশ্রুর ভাষায় তৈরী হয়েছে। সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝর্না মনের উপরিভাগ থেকে নীরবে বয়ে চলেছে, দাবীর প্রথম মনযিল হোক অথবা শেষ, অশ্রু ব্যতীত তা জয় করা যায় না।

টিপ্...টিপ্...টিপ্...এ কেমন অবিরল বর্ষণ যে থামতেই চায় না? আগুন এমনভাবে লেগেছে যে নিভছে না—নিভবেই বা কি করে? নিভে গেলে জীবন এক মুঠো মাটি এবং পথের ধূলি ছাড়া আর কি হবে—ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রেমের আগুনেই ত আলো, উত্তাপ এবং জীবন। আর মহত্তর জীবনের জন্যে মস্তক বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা। এ প্রেরণাই যদি শিথিল হয়ে পড়ে তাহলে বেঁচে থাকার জন্যে কি রইলো? তারপর এ সুন্দর পৃথিবী কিসের জন্যে?

www.pathagar.com

হায়, এ দৃশ্য কেমন? পাক রূহের মাটির দেহ আমাদের সামনে। সত্যিই কি সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন? আমরা কি এখন তাঁর সাথে কথা বলতে পারব না? উঃ এ কি হলো? কে যেন বুকের উপর করাত চালাচ্ছে—বুকে প্রচণ্ড জ্বালা যেন কেউ উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড বিদ্ধ করে দিয়েছে। এ সব কে করছে? ব্যথা বেদনার এ নতুন প্রবাহ আবার কেন উঠছে? দেহের অংগ প্রত্যংগ পুড়ে কয়লা হয়েছে কেন? মৃত ব্যক্তির সাথে আমাদের সম্পর্ক কোন্ ধরনের যে নিজের সবকিছু যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এ অবস্থা কেবল আমারই নয়, লক্ষ কোটি মানুষের। এক মুহূর্তের ব্যাপার নয়, এক শোকের যুগ। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আর্তনাদ ও কান্নার রোল উঠছে আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই মুষড়ে পড়েছে যে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। একাত্মতার এ অনুভূতি অসীম, অতলস্পর্শী। আর এই হচ্ছে জীবন ও প্রাণ।

লাহোর কাজাফী স্ট্যাডিয়ামে মানুষের ঢল নেমেছে। এ ময়দানে এতো লোক সমাগম এর আগে কখনো হয়নি। বুকে যতোটা উদ্বেগ-বেদনার উচ্ছ্বাস, মানুষের সারিতে ততোটা সামঞ্জস্য, ততোটা শৃংখলা ও সাদৃশ্য। প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদাত। বেদনা ক্লিষ্ট মুখে মুখে দোয়ার গুঞ্জরন। হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে আওয়াজ উঠছে বর্তমান যুগের ইমাম তাঁর রবের দরবারে সাফল্য লাভ করুন, চিরন্তন শান্তি লাভ করুন, খোদার সন্তুষ্টি লাভ করুন, এ ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এ দোয়া ও ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ছিলনা কোন কৃত্রিমতা, ছিলনা প্রদর্শনী বা বাহ্যাড়ম্বর। সৌন্দর্য পিপাসুগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে সে সব ভাগ্যবানও আছেন যাঁরা জানাজায় শরীক হওয়ার জন্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে এসেছেন। তাঁরাও আছেন যাঁরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তাঁরাও আছেন যাঁরা তাঁদের প্রিয়তমের মৃত্যুতে ঘরদোর ছেড়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছেন। শারীরিক দিক দিয়ে চলঃশক্তিহীন হলেও তাঁদের সংকল্প ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ইতিহাসের চোখ তাদের আগ্রহ আসক্তির কপাল বার বার চুমো দিল এবং আকর্ষণ চরম ভালোবাসার অভিব্যক্তি করলো। মন ও প্রাণের এ অসীম সমাবেশে কৃত্রিমতার অবকাশ কোথায়? এখানেত তাঁরাই এসেছেন—যাঁদের পদমর্যাদা থেকে

www.pathagar.com

ঢের বেশী সম্পর্ক ছিল একটা উত্তম ও মহত্তম আদর্শের সাথে। এমন এক দাওয়াতের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল—যা বর্ণ, বংশ, বেরাদরী ও অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না এবং মানুষকে পরিমাপ করে তাক্ওয়ার মানদন্ডে। সে মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি মৃত্যুর আঙিনায় প্রবেশ করেছিলেন, যিনি ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন, বেপরোয়া ছিলেন, সেই সত্তা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী স্বয়ং ত ছিলেন ছায়াপথের গুল্বাগ। কিন্তু তাঁর ঘরের পথে কোন ছায়াপথ ছিল না। তাঁর জানাযায় রাষ্ট্রদূতগণও ছিলেন, মন্ত্রীবর্গও ছিলেন, রাষ্ট্র প্রধানও ছিলেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি এ সমাবেশের শোভাবর্ধন করেছিল ঐ সব নওজোয়ান ও উৎসর্গিত প্রাণ যারা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়ে মাওলানার চারধারে বুক রক্ত রঞ্জিত করেছে, যারা ছিল ঢাল স্বরূপ।

লাহোরের ইতিহাসে সাইয়েদ মওদূদীর জানাযা ছিল সর্ববৃহৎ। সমগ্র পাকিস্তান থেকে প্রেমপথের পথিকগণ দলে দলে কাতারবন্দী হয়ে চলে আসে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের দল বিলাপ ও আর্তনাদের স্বরে সালাম করে। এ ছিল মাওলানা মুহতারামের চরিত্রের চুম্বকাকর্ষণ যার জন্যে জানাযায় তাঁরাও শরীক হন মাওলানার সাথে যাঁদের মতভেদ ছিল বিস্তর। তাঁদের আবেগের মধ্যে ঐকান্তিকতা ছিল। তাঁদের চোখ দিয়েও নীরব অশ্রু ঝরছিল এবং অশ্রুর ভাষায় তাঁরা কিছু বলছিলেনও। কিন্তু যাঁর জন্যে বলা হচ্ছিল তিনিত চলে গেছেন।

ছাব্বিশে সেপ্টেম্বরের উদীয়মান সূর্য দেখলো যে মনের উপর রাজত্বকারী এবং ঘাড়ের উপর আরোহনকারীর মধ্যে ফারাক্ কতখানি। একদিকে অপ্রতিরোধ্য আবেগ ও অপরদিকে লাগামহীন কামনা বাসনা নিয়ে মনের কাফেলা মাওলানাকে শেষ সালাম জানাতে এসেছে। আত্মসমর্পণের এক আজব দৃশ্য। মানুষ নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছিল। তারা এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হ'য়েছিল। দর্শকবৃন্দ তাকে চারিত্রিক ও আদর্শিক শক্তি বলে ব্যাখ্যা করেন।

এ নশ্বর জগত থেকে মাওলানার বিদায় এক স্বাভাবিক ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট দুর্ঘটনা এবং এক অপূরণীয় ট্রাজেডি। তাঁর মতো দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্ব ইসলামী বিশ্বে খুঁজে

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে না। মাওলানার চিন্তাধারা যতোখানি সুসমঞ্জস, সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী ছিল, তাঁর বর্ণনা ভংগীতে যে জাদু ছিল এবং তিনি তাঁর জীবনে যে বিপ্লব সাধন করেছেন—তার দৃষ্টান্ত কয়েক শতাব্দীতে চোখে পড়ে না। এ কারণেই ইসলামী বিশ্ব তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হ'য়েছে, অতি আগ্রহে তাঁর সাহিত্য পড়তে লেগেছে। এ প্রেক্ষাপটে মাওলানার মৃত্যু ইসলামী চিন্তাজগতে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তাই শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ শোকার্ত কন্ঠে বলেন, আমাদের ইমাম বিদায় হ'য়েছেন।

পাকিস্তান বর্তমানে বড়োই নাজুক পরিস্থিতিতে বিব্রত হ'য়ে আছে। এ গোলযোগপূর্ণ সময়ে মাওলানার বিচক্ষণতা জাতির মানসিক ও রাজনৈতিক পথ নির্দেশনা করতে পারতো। মনে হয় তাঁর অভাবে এ দুটি ক্ষেত্র অসাড় পড়ে আছে। তাঁর অভাবে যে ভয়ংকর ক্ষতি হলো, সে কথা মনে হতেই সকল মনোবল হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তির পরিবর্তে নীতি ও আদর্শ আঁকড়ে ধরার শিক্ষা দেয় এবং এ শিক্ষাই শোক সন্তপ্তদের বেঁচে থাকার এবং সংগ্রাম করার সৎ সাহস জোগায়। সাইয়েদ মওদূদী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়মশৃংখলার প্রশংসনীয় ছাঁচে গড়েছেন। ঈমানের দাবী কি তা তাদেরকে ভালো করে শিখিয়েছেন এবং খোদার আনুগত্যের জন্যে অন্যান্য সকল প্রকার আনুগত্য কুরবানী করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ জন্যে লক্ষ লক্ষ চক্ষু অশ্রুসিক্ত হওয়া সত্ত্বেও দায়ীত্বের অনুভূতিতে উজ্জ্বল ছিল। অসংখ্য লোক শোকের আধিক্যে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি খেয়াল ছিল পুরোপুরি। আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও সতর্কতার ছাপ ছিল। সরলতার মধ্যেও বুদ্ধিমত্তা ছিল। অসংখ্য লোক ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি হ'য়ে নীরবে অশ্রু ধারা সংযত রেখেছেন—প্রবাহিত হতে দেন নি। এমনও অনেক ছিলেন যাঁরা বিলাপ ও আর্তনাদকে বিশ্বস্ততার পরিপন্থী মনে করেন এবং 'তস্‌লিম' ও 'রিযার' মূর্ত প্রতীক হ'য়ে থাকেন। অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বহু লোক বলেন, মাওলানার নশ্বর দেহ থেকে তাঁর মিশন আমাদের কাছে অধিক প্রিয় এবং আমরা যে কোন মূল্যে তাঁর মিশনকে জীবন্ত ও সজীব রাখব। নীতি ও ব্যক্তি প্রেমের মধ্যে এমন সুন্দর ভারসাম্য প্রকৃতপক্ষে সাইয়েদ মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত মানসিক বিপ্লবেরই শ্রেষ্ঠ অবদান।

www.pathagar.com

মাওলানার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর ও নীরব। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাও ছিল, ভালোবাসাও ছিল। কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে একেবারে পৃথক এক নতুন মানদন্ড তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে দান করেছেন। তা হচ্ছে এই যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অন্ধ হওয়া চলবেনা। বরং প্রতিটি বিষয়কে সত্যের কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে নিতে হবে। এ কষ্টি পাথর আমাকে এ সাহস দিয়েছিল তাঁর বাস্তব কার্যকলাপের উপর খোলাখুলি আলোচনা করার। তার ফলে মতানৈক্যও হতো। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনতেন এবং শেষে তাঁর দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি বড়ো নিপুণতার সাথে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছিলেন।

আমি একথা স্বীকার করতে আনন্দ বোধ করি যে আমি যা কিছু তা মাওলানার বদৌলতেই হ'য়েছি। আমি তাঁর বইপুস্তক পড়ে প্রথমে চিন্তা করা এবং তারপর কিছু ভালোমন্দ লেখা শিখলাম। আশা করছিলাম যে তাঁর মতো যেন দুটো বাক্যও লিখতে পারি। কিন্তু এ আশা বিষাদে পরিণত হয়। তাঁর বর্ণনাভংগীর মহত্বই আলাদা। মাওলানার সাহিত্যের মাধ্যমেই আমি ইসলামকে একটা জীবন বিধান হিসাবে বুঝতে পেরেছি। তারপর নিজেও পড়াশুনা করেছি। সত্য কথা বলতে কি বাল্যকালে যদি তাঁর সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি না হঁতো, তাহলে কে জানে চিন্তার অরণ্যে কতবার পথ রুদ্ধ হ'য়ে আসতো। তারপর পাকিস্তানের মহত্ব ও গুরুত্বের অনুভূতিও মাওলানার রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকেই লাভ করেছি। শাসনতন্ত্র ও আইনের অধিকাংশ নাজুক জটিলতা তাঁর বক্তৃতা অথবা লেখার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি। সব চেয়ে বড়ো জিনিস এই যে তিনি আমাদেরকে সমালোচনার এক সুরুচিপূর্ণ প্রবণতাদান করেছেন এবং পর্যালোচনা-মূলক লেখার প্রেরণা দিয়েছেন। তাগুত ও তার স্বৈরাচারের মুকাবেলা করার পথ দেখিয়েছেন।

আমার প্রতি তাঁর এতো অনুগ্রহ ও অনুকম্পা ছিল যে আজ আমি নিজেকে এমনি নিঃসংগ ও অপূর্ণ অনুভব করছি যেন যে কোন সময়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাব। কিন্তু আমাকে ত এখন তাঁর মিশনকে সম্মুখে বাড়াতে হবে, যে মিশনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন কোরআন অধ্যয়ন ও আম্বিয়া, সুলাহা ও শুহাদার সংগ্রামী ইতিহাস থেকে। আর তা হচ্ছে এই যে মানুষের উপর মানুষের শাসনের পরিবর্তে

www.pathagar.com

খোদার নিরংকুশ শাসন কায়েম করা, যাতে করে আমাদের ভূখন্ড ইনসাফ, সাম্য ও স্বাধীনতার লালনভূমি হয়ে পড়ে। এ মিশনে রয়েছে প্রচুর প্রাণশক্তি। তার জন্যে যারা জীবন উৎসর্গ করতে চায় তারা দমে যায় না, ভেঙে পড়ে না, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় না। এ মিশনের পতাকাবাহীদের সাথেই আমি সম্পৃক্ত থাকতে চাই।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (আল্লাহ তাঁর উপর হামেশা রহমত বর্ষন করতে থাকুন) ইসলামের একজন সিপাহী ছিলেন। তিনি দ্বীনের পুনর্জাগরণের জন্যে এমন সব অবদান রেখে গেছেন যার জন্যে ইসলামী ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গর্ব বোধ করবে। যতোই সময়কাল অতিবাহিত হবে ততোই তার দাওয়াত ও দৃঢ় সংকল্পের অনুভূতি বাড়তে থাকবে। এখনো ত অনেক মুসলমানের জানা নেই যে মাওলানা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে কতকিছু করেছেন। সমকালীন বিরোধিতা ও ভুল বুঝাবুঝি তাঁর সঠিক মর্যাদা নির্ধারণ করতে দেয়নি। প্রত্যেক যুগেই এমন ধারা হয়েছে এবং ইসলামের সত্যিকার খাদেমকে অধিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁর আপন লোকদের পক্ষ থেকে। কুফরী ফতোয়া থেকে শুরু করে জল্লাদের বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে তথাপি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) হাসিমুখে দ্বীনের পুনর্জাগরণ কাজে লেগে থাকেন। ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফাও (রঃ) এ ধরনের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ইমাম হুসাইন (রাঃ) ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্যে যখন বেরুলেন তখন তাঁর এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় সংগী সাথীদের বক্ষ তীর ও তলোয়ারের দ্বারা রক্ত রঞ্জিত করা হলো। এ আযিমাত ও জীবন দানের ইতিহাস বড়ো দীর্ঘ এবং এখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে মাওলানা মওদূদী সেই কাফেলারই একজন সদস্য এবং এ মহান ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।

তাঁর বিরোধিগণ তাঁর প্রতি এরূপ অভিযোগ করেন যে তিনি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেন এবং নিজের এক পৃথক ফের্কা বানিয়েছেন। কিন্তু মাওলানা মুহতারাম সজ্ঞানে এ ধরনের সকল প্রকার দাবী দাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। তিনি ত শুধু কাজ করতে থাকেন এবং ইসলামের ঐতিহাসিকগণ তাঁর কাজ থেকেই তাঁর স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করবেন। তারপর বিদ্বেষের আগুন যখন নিভে যাবে

www.pathagar.com

এবং সময়ের কষ্টিপাথর বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিতকে পৃথক পৃথক করে দেবে, তখন মাওলানার উপরে অভিযোগ অপবাদের গোলা বর্ষণকারী-গণ তাদের কাজের জন্যে অবশ্যই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবেন। কিন্তু তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

সাইয়েদ মওদূদী ইসলামের এতো ফ্রন্টে লড়াই করেছেন এবং এমন এমন উপায়ে তাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন যে তা কোন একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি ক্রমাগত ষাট বছর যাবত জাহেলিয়াত ও অনাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকেন। সাথে সাথে গঠনমূলক শক্তির সংগঠন ও প্রশিক্ষণে সর্বদা তৎপর ছিলেন। খোদার ফজলে তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। যে ইসলামী শক্তি অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রত্যেক ফ্রন্টে মার খাচ্ছিল, তা আজ মানবতার ভবিষ্যতের আশার আলোক হয়ে পড়েছে। এ বিরাট পরিবর্তনে সাইয়েদ মওদূদীর ঐতিহাসিক অবদান এমন এক নতুন যুগের দুয়ার খুলে দেয় যা একেবারে অদ্বিতীয়।

তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর অমূল্য গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও বেশী। ছোটো খাটো বই পুস্তকের সংখ্যাও ঢের। সব গ্রন্থ উর্দু ভাষায় লিখিত। তার অনুবাদ দুনিয়ার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ভাষায় হয়েছে এবং হচ্ছে। এ দুনিয়ার যেখানেই ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানেই মাওলানার সাহিত্যের পিপাসা অনুভূত হয়েছে। আজ অবস্থা এই যে ইসলামের উপরে যে কোন সম্মেলনই হোক, সেখানে আলোচনায় মাওলানার গ্রন্থাবলীর বরাত দেয়া হয় এবং তাঁর অভিমত বড়ো শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেয়া হয়। ইসলামী রেনেসাঁর যে সৌন্দর্য শোভা দেখা যাচ্ছে তাতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের অবদানই রয়েছে।

সাইয়েদ মওদূদী মরহুম তাঁর পক্ষ থেকে কোন স্বতন্ত্র মতবাদ ও কোন নতুন চিন্তাধারা পেশ করেন নি। নেতৃত্বের কোন খাহেশ তাঁর ছিল না। তাঁর এ বাসনাও ছিল না যে কোন নতুন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে তাঁর নাম লিখা থাকবে। তিনি ত শুধুমাত্র ইসলামকে তার প্রকৃত রূপে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কুসংস্কার ও রেসেম-রেওয়াজ থেকে মুক্ত ইসলাম-নতুন ও পুরাতন জাহেলিয়াত বিবর্জিত ইসলাম—জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও বিপ্লবাত্মক ইসলাম—একটি জীবনবিধান ও একটি তাহ্‌যিব ও তামাদ্দুনের আকারে ইসলাম—হৃদয়ের গভীরে প্রবেশকারী এবং মনমানসিকতাকে বশীভূত কারী ইসলাম-বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল ইসলাম—উন্নতি ও সৃজন শীলতার সকল সম্ভাব্যতার অগ্রগামী ইসলাম—এটাই ছিল কাম্য ইসলাম।

তিনি ইসলামের নতুন সংস্করণ তৈরী করেন নি, যা এ যুগে করা হয়েছিল। বরঞ্চ স্রষ্টা ও সৃষ্টের মাঝখানে যে যবনিকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা তিনি ছিন্ন করেন। জীর্ণ মতবাদ ও ধারণা বিশ্বাস যে বেড়াজাল তৈরী করে রেখেছিল তা তিনি বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ছিন্ন ভিন্ন করেন। জড়ত্বের প্রতিমা তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। এ কাজ সহজ ছিল না। কিন্তু বিরাট মানুষ ত বিরাট কাজেই হাত দেন এবং বন জংগল পরিষ্কার করে রাজপথ তৈরী করেন।

মনে হয়, সাইয়েদ মওদূদী পূর্ণ অনুভূতি সহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলাম গ্রহণের এ কাজ কয়েক বছর ধরে চলে। তিনি নিজেই বলতেন, যৌবনের প্রারম্ভে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে নানান ধরনের সন্দেহ সংশয় তাঁর মনে ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আক্রমণ অভিযানে মুসলমান যুবকদের মনে যে সব প্রশ্নের উদয় হতো তা তাঁর মনেও হতো। তাঁর পর তিনি সত্যের সন্ধানে বের হন এবং প্রত্যেক ধর্মের সাহিত্য পাঠ করেন। পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ইতিহাসের উত্থান পতনের পর্যালোচনা করেন। ইসলামের উত্থান পতনের ইতিহাস সম্পর্কে বছরের পর বছর ধরে চিন্তা গবেষণা করেন। আইন, তর্কশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আন্দোলন সম্পর্কে প্রভৃতি জ্ঞানলাভ করেন। তারপর কোরআনের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এক একটি বিষয়ের উপরে বহুদিন ধরে চিন্তাগবেষণা করেন এবং যতোক্ষণ না নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সম্মুখে অগ্রসর হন নি। এভাবে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর গোটা ইসলামী সাহিত্য সামনে রেখে ইসলামের এক পূর্ণাংগ চিত্র তৈরী করেন। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এগারো বছর ধরে সত্যের সন্ধান করতে থাকেন। তাঁর মনেও সন্দেহ সংশয়ের আলোড়ন ছিল। যখন তিনি চাক্ষুষ সত্যের সন্ধান পান তখন ইমামের পদে

www.pathagar.com

অভিষিক্ত হন। কিছুটা এ ধরনের অবস্থা সাইয়েদ মওদূদীরও ছিল। তাঁর অনুসন্ধানের যুগ সংক্ষিপ্ত ছিল এবং যখন মনে প্রশান্তি লাভ করেন তখন সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তারপর ইসলাম দুশমনদের প্রতি এমন প্রচন্ড আক্রমণ করেন যে তাদেরকে অবশেষে পশ্চাদাপসরণ করতে হয়। ফলে ইসলামের আওয়াজ ও তার প্রভাব দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মাওলানার সবচেয়ে বড় অবদানই এই যে তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপিত করেন। এর পূর্বেও ইসলামী চিন্তাশীলদের বক্তব্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা ছিল ইংগিত মাত্র। তাঁদের লেখার ভেতর দিয়ে পূর্ণাংগ জীবন বিধানের সুস্পষ্ট চিত্র সংকলিত হয়নি। সাইয়েদ মওদূদী চরম অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে এক সার্বিক পরিকল্পনা তৈরী করেন যার মধ্যে আকায়েদ, এবাদত, নৈতিক ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা পরস্পর সামঞ্জস্য-শীল ও অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষের মূল, শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লবের মধ্যে যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক তেমনি এ সবও পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ওতপ্রোত জড়িত।

ইসলামের এ সুস্পষ্ট চিত্র শিক্ষিত যুবকদেরকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। অমুসলিম প্রবন্ধকারগণ যুগ যুগ ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে এ বিষাক্ত প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন যে ইসলাম কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও জীর্ণ শিক্ষাদীক্ষার নাম। তার মধ্যে না কোন প্রতিষ্ঠান আছে আর না কোন অর্থনৈতিক মূলনীতি আছে। এতে আইন প্রণয়নের কোন সম্ভাবনাও নেই। আছে শুধু দাসদাসী, ও রক্তাক্ত যুদ্ধ বিগ্রহ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাশ্চাত্যের এ প্রচারণা অনেক মুসলিম মনমস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। তারপর তারাও ইসলামের দোষ অন্বেষণ করতে লেগে যায়। কতিপয় হতভাগা মুসলমান এতদূর অগ্রসর হয় যে তারা ইসলামের এক নতুন সংস্করণ তৈরী করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফিরিংগী শাসকদের সন্তুষ্টি লাভ এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার শক্তি চূর্ণ করা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা অনেক শিক্ষিত মুসলমান এতখানি প্রভাবিত হয় যে তারা কোরআনের পরিভাষাগুলোর নানা-রূপ অপব্যাখ্যা করতে থাকে। তাদের লেখায় ইসলামের জন্য কোন

www.pathagar.com

প্রেরণা সৃষ্টির পরিবর্তে এক ধরনের লজ্জা ও পরাজয়ের মনোভাব সৃষ্টি হয়।

সাইয়েদ মওদূদী একদিকে পশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকারিতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা সহ পাশ্চাত্য শিক্ষার ত্রুটিবিচ্যুতি ধরে দেন, অপরদিকে ইসলামের মহান ব্যবস্থার কাঠামোর উপর আলোকপাত করেন তিনি বলিষ্ঠ যুক্তিসহ প্রমাণ করেন যে মানবতার দুঃখকষ্টের প্রতিকার একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। তাঁর কথাগুলো কোন বক্তার ওয়াজের মতো ছিল না। বরঞ্চ উচ্চাংগের গবেষণা মন্ডিত ছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলেন ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণা কি, শাসনের ধরনটা কি, শাসক ও সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব কোন্ ধরনের, পরামর্শের আধুনিক পন্থা কি হতে পারে, মৌলিক অধিকারের উন্নয়ন কি, সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর কি কি বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে এবং ব্যক্তি সরকারের কতোখানি সমালোচনা করতে পারে। এভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক মূলনীতি আধুনিক জীবনে কি বিপ্লব আনতে পারে, শ্রমের বিনিময় কি হবে, মূলধন কতদূর বাড়তে দেয়া হবে, শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে, সম্পদ বন্টনের ভিত্তি কি হবে, উৎপন্ন ফসলে কার কার অংশ থাকবে, ব্যক্তি মালিকানার অনুমতি কতদূর দেয়া যাবে এবং কতদূর পর্যন্ত সামাজিক স্বার্থের খেয়াল রাখা হবে—এসব কিছুর উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। মাওলানা এসব আলোচনায় আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ ও কলাকৌশলের দোষত্রুটির উপর অংগুলি নির্দেশ করেন। এজন্যে আধুনিক শিক্ষিত মহল সহজেই তাঁর কথা বুঝতে পারেন এবং তাঁরাও পূর্ণ অনুভূতি সহ ইসলামের মহত্বের উপর ঈমান আনতে থাকেন।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর দ্বিতীয় বিরাট অবদান এই যে তিনি মুসলমানদের মধ্যে কোরআন অনুধাবনের সত্যিকার অর্থে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। যে কোরআন আল্লাহতায়ালার হেদায়েতের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও সংরক্ষিত উৎস, আমরা তা ভুলে বসেছিলাম। আমাদের কতিপয় আলেম কোরআন থেকে জীবনের কাজকর্মে পথ নির্দেশনা লাভ করার পরিবর্তে তাবিজতুমার ও ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত সীমিত করে রেখেছেন। অপরদিকে প্রাচ্যবিদগণ এমন এমন মারাত্মক আক্রমণ কোরআনের প্রতি চালায় যে তাতে আধুনিকতা-

www.pathagar.com

বাদী শিক্ষিত লোক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা কোরআনের কোন কোন স্থানের অর্থ একেবারে পরিবর্তন করে ফেলেন। এমনও হয় যে কোন কোন তফ্সীরকারগণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন বিতর্কের অবতারণা করেন যে তার সাথে না জীবনের আর না কোরআনের কোন সম্পর্ক আছে। অধিকাংশ অনুবাদ এমন জটিলতাপূর্ণ এবং পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন যে আল্লাহতায়ালার মূল বক্তব্য বুঝতেই পারা যায় না।

মাওলানা এ ক্ষেত্রে এমন চমৎকার কাজ করেছেন যে অসংখ্য লোকের অন্তর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর জন্যে দোয়া বেরিয়ে আসে। তাফহীমুল কোরআন বিরাট মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। যুব সমাজের কোরআনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলেছে এবং আল্লাহ্‌র কেতাব অধ্যয়নে স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে। উর্দু ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এতো সুন্দর হয়েছে যে সহজ সাবলিল ছোটো ছোটো বাক্য অন্তরাত্মাকে প্রভাবিত করে ফেলে। আসমানী কেতাবের ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতা অবিকল উর্দু ভাষায় ত রূপান্তরিত হতে পারে না। কিন্তু মাওলানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার থেকে উৎকৃষ্টতর ভাষার ব্যবহার সম্ভবতঃ এ যুগে আর সম্ভব ছিল না। সাধারণের জন্যে এতোটা বোধগম্য যে এর চেয়ে সহজতর বর্ণনা ভংগী সম্ভব নয়। ভাষা এতোটা বেগবান ও গতিশীল যে জলতরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে মহত্বও আছে, সৌন্দর্যও আছে। বিন্দু বিন্দু বারিপাতও আছে, মেঘের গর্জনও আছে। বিষয়বস্তুর বর্ণনার সাথে সাথে শব্দের ঝংকারও অনুরণিত হয়।

ভাষার শক্তি ও প্রভাব ছাড়াও তাফ্হীমুল কোরআনে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুসমঞ্জসভাবে যেন পাঠকের সামনে থাকে। তাফহীমের ছ'খন্ডে এতো ব্যাপ্তি নিবদ্ধ করা হয়েছে যে অবাক লাগে এবং আনন্দও লাগে। কোরআন অধ্যয়নে যদি সে জীবন ব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া না যায় যার জন্যে এ কেতাব নাযিল করা হয়েছে এবং খোদার নবী পাঠানো হয়েছে তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। সাইয়েদ আবুল আ'লা সে জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র এবং পরিপূর্ণ প্রাসাদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের গোটা জীবনও পরিস্ফুট হয়েছে, যিনি তেইশ বছরে ডিজাইন মোতাবেক প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য এমন অনন্য যে আপনি যতোই তা পড়তে থাকবেন, ততোই আপনার মধ্যে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আগ্রহ বাড়তে থাকবে। আপনার মন চাইবে যে ভালো ও মন্দের, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যমীনের উপরে আল্লাহর মর্জি পূরণ করেই ছাড়বেন। কোরআন হাকীম একজন মুসলমানের জীবনে যে বিপ্লবের প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে চায়, তাফহীমুল কোরআনে বহুল পরিমানে তার সামগ্রী বিদ্যমান রয়েছে। মন মানসিকতা জয় করার এ তফসীর বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হতে দিন, তারপর দেখবেন বিপ্লবী প্রেরণার জোয়ার কত বেগবান হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুসলমানদের এ বিরাট উপকার করেছেন যে হীনমন্যতা, ওজর পেশ করার প্রবণতা ও পরাজয়ের মানসিকতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী ইসলামের জন্যে অত্যন্ত অনিষ্টকর ছিল। মুসলমান চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানীগণ পতন যুগে চিন্তা গবেষণার কাজ থেকে দূরে থাকেন। ওদিকে ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞানে পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও শিল্পকলার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করে। আমাদের আলেম সমাজ অধিকাংশ সময়ে ফেকাহ সম্পর্কিত ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত থাকেন। নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে তাঁরা খানকাহ ও মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগণ প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁরা নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে ইসলামী তাহযিব—তামাদ্দুনের ছাপ মেটাতে থাকেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকের প্লাবন সৃষ্টি করেন। তার দ্বারা এ ধারণা দেয়া হয় যে মুসলমান জল্লাদ এবং সর্বদা তরবারী হস্তে জনপদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে। পাদ্রীগণ প্রাচ্যবিদের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা নবী মুস্তফা (সঃ) এর উপর অন্যায় আক্রমণ চালায় এবং তাঁর পবিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনা করে। ইসলামী বিশ্বের উপর এ পৈশাচিক অভিযানের গভীর প্রভাব পড়ে। সাধারণতঃ ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনীহা বাড়তে থাকে। সর্বপ্রথম আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুদ্র মন্থন করার পর পাশ্চাত্যের চিন্তাশীলদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং ইসলামের সত্যিকার সঠিক চিত্র ভালোভাবে তুলে ধরেন। তাঁর

www.pathagar.com

দার্শনিক প্রবন্ধাদি পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিন্তাশীলগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে তাঁর কবিতা মুসলমানদের জন্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে কিছুটা আত্ম-চেতনার সঞ্চার করে। আল্লামা ইকবাল আটত্রিশ সালে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর যুগ সৃষ্টিকারী কাজ সাইয়েদ আবুল আ'লা চালিয়ে যান। আসলে আল্লামার আমন্ত্রণেই তিনি পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হন।

মাওলানার লেখার পদ্ধতি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি দার্শনিক প্রকাশ ভংগী অবলম্বনের পরিবর্তে সহজ সরল, শক্তিশালী ও প্রাণ-স্পর্শী পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মর্যাদা সহকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রন্থি উন্মোচন করেন। তাদের চিন্তার যাদুমন্ত্র নস্যাৎ করেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত হানেন যে কুফরী দুনিয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁর জীবন্ত ও চিরস্মরণীয় গ্রন্থ 'আল জিহাদু ফিল, ইসলাম' আল্লামা ইকবালের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি মন্তব্য করেন, 'আল্ জিহাদু ফিল্ ইসলাম' গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে মাওলানা এতে ওজর পেশ করার বাকপদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। বরঞ্চ যুদ্ধ ও জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পেশ করেছেন। ইসলামে জিহাদের দৃষ্টিভংগী, তার যুদ্ধ ও সন্ধির আইন প্রভৃতি বিষয়ের উপরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গ্রন্থ 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' এক অতি চমৎকার গ্রন্থ। প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে গ্রন্থখানি অধ্যয়নের জন্যে পরামর্শ দিচ্ছি।

তিনি ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদাকে পরিপূর্ণ আস্থাসহকারে পরি-স্ফুট করেন এবং সত্যতা যারা স্বীকার করে নেয় তাদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দৃঢ় সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেন। মুসলমানদেরকে পলায়নের মানসিকতা থেকে মুক্ত করে আযাদী সং-গ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মধ্যে একটি বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল তাহ্যিব তামাদ্দুনের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ইস-লামী মূলনীতিকে সমগ্র দুনিয়ার জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে পেশ করা—প্রকৃতপক্ষে এমন এক বিরাট অবদান যার জন্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ গর্ববোধ করবে।

তাঁর সংস্কার পুণরুজ্জীবনের কাজও কোন দিক দিয়ে কম নয়। তিনি ইসলামী ইতিহাস এবং মুসলমানদের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য

www.pathagar.com

নির্ণয় করে দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক অনুভূতি ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সূক্ষ্ম। তিনি রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার উর্ধে থেকে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সভ্যতার উত্থান পতনের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেন এবং যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা অবিকল লিপিবদ্ধ করেন। নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) মানব সমাজে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, যে শক্তিতে তা সামনে অগ্রসর হয় এবং পরবর্তীকালে যে সব শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে, কার্যকারণ ও ফলাফলের মূলনীতিসহ সে গুলির যাঁচাই পরীক্ষা করেন এবং মানুষকে মানুষের পর্যায়ে রেখে তাদের গুণাবলী ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। এ সমালোচনা মাওলানার 'খেলাফত ও মুলুকিয়াতে' অধিক পরিমানে দেখা যায় এবং 'তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীন'—এও এ ধরনের সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের আলেম সমাজের একটা বিরাট অংশকে এর জন্যে বেশ ক্ষুব্ধ দেখতে পাওয়া যায়। তারপর তাঁরা বিরোধিতার ঝড় সৃষ্টি করেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার নামে মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে উস্কানি দেন। এ আচরণ এখনো চলছে। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ সাধারণত, ঐতিহাসিক জ্ঞান, তার মূলনীতি ও অনুভূতির সাথে অল্পই পরিচিত। তাঁরা কোন সভ্যতা ও কোন বিপ্লবের উত্থান পতন সম্পর্কে কোন অনুরাগ রাখেন না। তাঁরা বুযর্গানের চারিপার্শ্বে পবিত্রতার এক চক্র সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও অলীদরবেশগণকে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধে মনে করেন। তাঁরা এটাকেই যথেষ্ট মনে করেন। এখন যদি কেউ সে বিপ্লবকে পুনর্জীবিত করতে চান, যা কোরআন আরব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাহলে তিনি ইতিহাস মন্থণ করে অবশ্যই জানতে চাইবেন, কোন্ কোন্ কারণ (FACTORS) ইসলামী সভ্যতার পতন ঘটিয়েছিল, কোন্ কোন্ ফেত্নার উদ্ভব হয়েছিল, কাদের পক্ষ থেকে কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছিল। এ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ব্যতিরেকে দ্বীন-পুনরুজ্জীবনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। এখন দুটি পথের একটিই অবলম্বন করা যেতে পারে। ইতিহাস একেবারে স্পর্শ করা চলবেনা এবং ইসলামকে পরাভূতই রাখতে হবে অথবা ঘটনাবলীর কার্যকারণের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে এবং ইসলামী বিপ্লবকে অতীতের দোষ ত্রুটি থেকে রক্ষা করে

www.pathagar.com

একটি জীবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। মাওলানা এ দ্বিতীয় পথটিই অবলম্বন করেন, সাহসিকতার সাথে বিরোধীতার আঘাত সহ্য করেন এবং আপন বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখেন। যুগের প্রাণশক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের এটাই ছিল কাজ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন করেছেন এবং অপর দিকে ঐ সব সংস্থা, বিভাগ ও আন্দোলনের বিজ্ঞতাপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন যা মুসলমানদের পতনের কারণ হয়ে পড়েছিল। তিনি অসূলে তফসীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, তাসাওউফ, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের (School of Thoughts) উপরে দ্বীন ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিশ্চিন্ত মনে কলম ধরেছেন এবং পক্ষপাতহীনভাবে রোগ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যেখানে যেখানে তিনি অস্ত্রোপচার করেছেন, সেখানে সেখানে এক বিরাট হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীন ও ধর্মের নামে বহু শতাব্দী যাবত যে ঠিকাদারি কায়েম ছিল, তার খাদেমগণ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং ঐ সব 'বুদ্ধিজীবীও"-এর সাথে একাত্ম হ'য়ে যায় যারা আধুনিকতার লেবেল লাগিয়ে মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ ও সম্পর্কচ্যুত করছিল। মাওলানার সুস্পষ্ট যুক্তি ছিল এই যে ইসলাম একটি জীবন্ত, গতিশীল এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে পথ নির্দেশক দ্বীন বা জীবন বিধান। তার স্বভাব প্রকৃতির প্রাথমিক দাবী এই যে চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ যেন চলতে থাকে এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ ও সম্প্রসারণে কোন স্থবিরতা না আসে। এ উদ্দেশ্যে ইস্তেম্বাত বা অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইজতেহাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের এখানে যে সব দ্বীনী মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম কায়েম আছে তার অধিকাংশ ছাত্রদের মধ্যেই সে দূর দৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে না যা বাণীবাহকের উপযোগী হয় এবং ইসলামের আলোকে বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান করতে পারে। এ জন্যে আমাদের এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সঠিক জ্ঞান ও ধীশক্তি দান করতে পারবে এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে ইসলামী দৃষ্টিকোণের অধীন করে দেবে। উপরন্তু মাওলানা তাসাওউফের বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন যে এ মুসলমানদেরকে জীবন সংগ্রাম থেকে দূরে রেখেছে এবং খানকাহ গুলিতে হা-হু ব্যতীত আর কিছু নেই।

www.pathagar.com

অথচ ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী মাযহাব এবং সে আমল এবং একটানা সংগ্রামের দাবী জানায়। মাওলানার এ সব বিচার বিশ্লেষণে রক্ষণশীল আলেমদের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। তাঁরা বাস্তবতার প্রতি শান্ত মনে চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে এবং সংস্কারমূলক প্রস্তাব-পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে নতুন আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চান এবং অভিযোগ অপবাদের ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করেন। মাওলানা অসাধারণ ধৈর্য সহকারে তাদের অমূলক অভিযোগ শুনতে থাকেন এবং নীরবে তাদের মন মানসিকতার উপরে অস্ত্রোপচার করতে থাকেন।

অপর দিকে নতুনত্বের ধ্বজাবাহীগণ তাঁর চরম বিরোধী হয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু মন মানসিকতা তৈরী হয়েছিল -যারা ইসলামের মধ্যে থেকেই তার প্রাণবায়ু নির্বাপিত করতে চাইতো। কেউ বলে, এখন তো জিহাদ হারাম হয়ে গেছে। কেউ বলে, এখন হাদীসের ভান্ডার অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়েছে। অতএব কোরআনই সব কিছু এবং নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এর মর্যাদা (খোদা না করুন) একজন ডাক হরকরা অথবা একজন দূতের ন্যায়। কোথাও থেকে এ আওয়াজ উঠলো, ইজতেহাদের মাধ্যমে নতুন যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক নতুন ব্যবস্থা রচনা করা যেতে পারে। কেউ ফতোয়া দিয়ে বসলো, সুদের বর্তমান ব্যবস্থা কোন দিক দিয়েই হারাম নয়। কিছু ফেৎনা সৃষ্টিকারী এ অপপ্রচার করতে লাগলো যে কোরআনে মদ হারাম হওয়ার কোন উল্লেখই নেই। কেউ আবার এ ব্যাখ্যা করলো যে কোরআনের দৃষ্টিতে ইংরেজের আনুগত্য অপরিহার্য। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে যাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল তারা দুই কোরআন এবং দু'ইসলাম আবিষ্কার করে এবং এভাবে মুসলমানদের মানসিক বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দেয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা এসব ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর প্রবণতা ও আন্দোলনের সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করেন এবং তাঁর খোদা প্রদত্ত লেখনী শক্তি ও যোগ্যতা সহকারে দিন-রাত কাজ করে এসব সন্দেহ-সংশয়ের কণ্টক পরিষ্কার করেন এবং ভবিষ্যৎ ফেৎনার পথ এমনভাবে রুদ্ধ করেন যে যুবসমাজের মনমস্তিষ্কই পাল্টে যায়। মাওলানা ইসলামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং মহান ঐতিহ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইজতেহাদের অধিকার একমাত্র

www.pathagar.com

তাঁদেরকে দেন যাঁদের কোরআন সুন্নাহ্ এবং ইসলামী সাহিত্যের উপরে পরিপূর্ণ দক্ষতা রয়েছে, যাঁদের চরিত্র ইসলামের ছাঁচে তৈরী এবং যাঁরা নতুন সমস্যার উপলব্ধি ও সমাধান খুঁজে বের করার যোগ্যতা রাখেন। এ সব সীমারেখা ও বাধা নিষেধ নতুনত্বকামী লোকদের সকল সংকল্প ধূলায় ধূসরিত করে দেয়। এভাবে ইসলামের ভেতরে পোপতন্ত্রেরও কোন অবকাশ রইলোনা এবং দ্বীনের বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যা খুশী তাই করার অধিকার রইলোনা।

তারপর মাওলানা পর্দাপ্রথার সমর্থনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন যার ফলে ইসলামের পরিপূর্ণ সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা সুস্পষ্ট ও সুরক্ষিত হয়ে যায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভয়াবহতা ও যৌন লাম্পট্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়াও যখন তিনি সুদের উপর কলম ধরেন, তখন সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক মতবাদের ভালো ও মন্দ দিক গুলো এমনভাবে তুলে ধরেন যে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়পরায়নতা ও ভারসাম্যের শ্রেষ্ট অবদান বলে মনে হলো। তারপর তিনি কোরআনের চারটি বুনিয়াদি পরিভাষার এমন বিশ্লেষণ করেন যে ঔপনিবেশিক শাসন নির্মূল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য হলো, তাগুতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবেচিত হলো এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ন্যায় নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরআনের চরম লক্ষ্য হিসেবে জানতে পারা গেল।

এ ধরনের কলমের জিহাদ আধুনিকতা পন্থীদেরকে মাওলানার অতি নিকৃষ্ট দুশমন বানিয়ে দেয়। যারা দ্বীনকে তাদের আপন খেয়াল খুশিমতো রাখতে চায়, তারা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে রক্ষণশীল, কাট মোল্লা এবং চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত করতে থাকে এবং একদল রক্ষণশীল আলেম তাঁকে অভদ্র ও বেয়াদব বলে গালি দিতে থাকে। উভয় মহল আপন আপন স্বার্থে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু হতে পারেনা যে, সাইয়েদ মওদূদী যে ধরনের সীরাতে রসূল (সঃ) রচনা করেন, নবী প্রেমে আপ্লুত হয়ে নবী পাক (সঃ) এর সঠিক মর্যাদা তাঁর লেখা, বক্তৃতা ও বাস্তব কর্মকান্ডে পরিস্ফুষ্ট করে তোলেন তার দৃষ্টান্ত উক্ত মহলে খুবই বিরল। মেলা সাজিয়ে, মাহফিল অনুষ্ঠান করে তাঁরা মনে করে রেখেছেন যে এতে করেই রসূলের আনুগত্যের হক আদায় হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

এখন এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, মাওলানা তাঁর যুগের অত্যন্ত উদার-চেতা লোক ছিলেন। তাঁর স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ ভার-সাম্য এবং তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন। দ্বীন সম্প-র্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এমন সুন্দরভাবে তিনি মনস্তত্ব, অর্থনীতি, জীববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ও আন্তর্জাতিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন যে এ বৈশিষ্ট্য তাঁর অনন্য ও অতুলনীয়। এজন্যে তাঁর মধ্যে কঠোরতা নেই, তিনি মানব প্রকৃতির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখেন এবং দ্বীনের মধ্যে অসংগত কঠোরতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টির বিরোধী মানবীয় প্রবণতা তাঁর জানা ছিল। সেজন্যে তিনি 'রাসায়েল ও মাসায়েলে' অসাধারণ বিজ্ঞতা, ভারসাম্য ও বাস্তববাদীতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতো বহুদর্শী ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন দ্বীনী পথ প্রদর্শক আবার কবে জন্মগ্রহণ করেন তা খোদাই জানেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ যুগ ছিল বড়ো ফেৎনার যুগ। ইউরোপে খোদা ও ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রকার গণবিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। দার্শনিক, ঐতি-হাসিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নতুন নতুন মতবাদ পেশ করছিলেন। সকলে মিলে একই ধ্যান ধারণা পেশ করছিলেন যে দুনিয়ার জীবনটাই সব কিছু, এবং মানুষ সৃষ্টি-গত ভাবে একটি পশু মাত্র। এজন্যে পাশবিক প্রবৃত্তি পূরণে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং খোদা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

অত্যন্ত জোরে-সোরে এসব মতবাদের প্রচার চলছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞা-নের বিভিন্ন শাখায় যে সব নতুন নতুন তথ্যের উদ্ঘাটন হচ্ছিল, তা খোদা এবং ধর্মের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হতো। দুনিয়া হতবাক হলো, ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যের প্রবল ঝড় বইতে লাগলো এবং খোদা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা একটা ফ্যাশনে পরিনত হলো।

সে সময়ে ডারউইনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ওদিকে ফ্রয়েড যৌন অনাচারের সকল পথ উন্মুক্ত করে দেয়। প্রতিটি মূল্যবোধ ও নীতি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হয় এবং এমন মনে হচ্ছিল যে মুসলমান সম্ভবতঃ তাদের উত্তরা-ধিকার সংরক্ষিত রাখতে পারবেনা।

ভারত ভূখন্ডে সর্ব প্রথম আল্লামা ইকবাল ধর্মহীনতার আন্দোলন ও তার মৌলিক মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বুদ্ধি বৃত্তিক পন্থায়

www.pathagar.com

ইউরোপীয় চিন্তাশীল ও গবেষকদের চিন্তার ভ্রান্তি উন্মোচন করেন। তারপর ইসলামী মতবাদ, আকীদাহ্, বিশ্বাস, নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পেশ করেন। তাঁর তত্ত্বানুসন্ধান প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসে।......

আল্লামা ইকবালের প্রবন্ধাবলী ছিল অতি গভীর ও সূক্ষ্ম, তা অনুধাবন করার জন্যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর ছ'টি ভাষণ যেমন ছিল উচ্চাংগের, তেমন কমই হৃদয়ংগম করা হয়েছে। এমনিভাবে তাঁর কবিতা বৈদেশিক ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি করে, মিল্লাতে ইসলামীয়ার মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির সঞ্চার করে এবং তার মধ্যে নবীপ্রেমের রস সিঞ্চন করে। কিন্তু কবিতার দ্বারা চিন্তা ও কাজের বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা সম্ভব ছিল না। তার মধ্যে শুধু সুস্পষ্ট ইশারা ইংগিত ছিল।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ সব ইশারা ইংগিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। প্রথমতঃ কয়েক বছর যাবত পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এক একটি তথ্য ও মতবাদের মর্মকথা উপলব্ধি করেন, ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই লক্ষ্য করেন, দার্শনিক ও চিন্তাশীলদের জীবনী অধ্যয়ন করেন, সমালোচনার দৃষ্টিতে সাহিত্য পাঠ করেন। ইউরোপে গীর্জা কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করেছে তার বিশদ মূল্যায়ন করেন। তারপর কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অধ্যয়নে যে জ্ঞানের আলোক লাভ করেন এবং তার উপর আমল করে যে নিশ্চিন্ততা উপলব্ধি করেন তার ভিত্তিতে মাওলানা খোদাদ্রোহীতা, নাস্তিকতা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করেন। তাঁর সমালোচনা এতোটা ব্যাপক, যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসুলভ হতো যে অপর পক্ষ থেকে তার যুক্তিসংগত জবাব পাওয়া যেতো না। খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে ও আখেরাতের সমর্থনে তিনি এমন এমন যুক্তি পেশ করেন যে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তাঁর কালাম শাস্ত্রে (Scholastic Philosophy) সহজ সরল ভাষা ও বর্ণনাভংগী এবং প্রভাব ছিল। তাঁর প্রকাশভংগীর তেজস্বিতা এবং বিষয়বস্তুর উপর তাঁর পরিপূর্ণ দক্ষতা বিবেক ও মনমানসিকতাকে অভিভূত করে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। তাঁর 'তানকীহাত' ও 'তাফহীমাত' গ্রন্থ দুটি লেখার ধরন যে কত শালীন

www.pathagar.com

ও যাদুমন্ত্রের ন্যায় প্রভাবশীল তা দেখার বস্তু। যে সব মারাত্মক রোগে ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতা আক্রান্ত ছিল মাওলানার লেখনীর অস্ত্র তার অস্ত্রোপচার করে। তিনি গবেষণালব্ধ ও বিজ্ঞানসুলভ ভাষার দ্বারা ওসব মতবাদের উপরে মরণ আঘাত হেনেছেন যা বস্তুবাদ, নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ ছিল। এ আঘাতে ইউরোপবাসী বিব্রত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে চরম উৎসাহ-উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মাওলানার সাহিত্য যে যুব সমাজের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তারা পাগলের মতো নৈতিকতা ও ধর্মের দিকে ছুটে চলে এবং স্বয়ং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার পিপাসা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মন্তব্য করে বলেন :

"মাওলানা (সাইয়েদ আবুল আ'লা) হকের বাগিচার সুরভিত পুষ্প যার সুরভি চির সতেজ ও হরহামেশা পূতিগন্ধ বাতিলকে অভিভূত করে সত্যানুসন্ধীদের মনমস্তিষ্ককে সুবাসিত করতে থাকে যার কোন ধ্বংস নেই।"

সিরিয়ার অন্যতম প্রখ্যাত আলেম শায়খ মুস্তাফা যুরকা মাওলানার লেখনী শক্তি দেখে মন্তব্য করেন :

"হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দ্বীনী চিন্তা-গবেষণার দিক দিয়ে ইমাম গাযযালী এবং ইমাম তাইমিয়ার সমপর্যায়ের চিন্তাশীল।"

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী মাওলানাকে সংগ্রামরত দেখে বলে উঠেন :

"জ্ঞান বিজ্ঞানের জগত মাওলানা মওদূদী সাহেব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হতে পেরেছে এবং এটা সত্য যে তিনি এ যুগের ইসলামের মুখপাত্র ও উচ্চমানের আলেমে দ্বীন। ইউরোপ থেকে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যের যে প্লাবন ভারত উপমহাদেশে এসেছিল আল্লাহ তায়ালা তার সামনে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থাপনা মাওলানার পবিত্র হস্তেই করিয়েছেন, ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে যিনি ভালোভাবে সুপরিজ্ঞাত। তার সাথে তিনি কোরআন ও সুন্নাহর এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী যে তারই আলোকে বর্তমান যুগের সমস্যাদি সম্পর্কে সন্তোষজনক আলোচনা করতে পারেন।"

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের চিন্তা ও কাজের বিধান

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট করার জন্যে, মুসলমানদেরকে জাহেলী ও মুশরেকী রেসেম ও রেওয়াজ থেকে পবিত্র করার জন্যে, দলাদলি ও ফেকাবন্দি থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর পবিত্র আত্মাসমূহকে একত্র করে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি একবারও তাঁর খেদমতের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন নি। তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে একলা চলার পরিবর্তে সর্বদা তিনি নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের একজন সদস্য ও খাদেম মনে করতেন এবং সমগ্র দুনিয়ার আলেম সমাজ ও নেককার লোকদেরকে একই প্লাট ফরমে একত্র করে তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা সামষ্টিকতা পছন্দ করতেন। ইমাম খোমেনী হোন অথবা কুতুব শহীদ, হাসানুল বান্না হোন অথবা আবদুল কাদের আওদা, তিনি সকলকে স্বীকৃতি দান করেন এবং সকলের সহযাত্রী ছিলেন। ইসলামের উপরে কোথাও কোন ভালো বই প্রকাশিত হলে তাকে তিনি মূল্যবান সম্পদ মনে করতেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত করার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। তাঁর এ আচরণে এটাই প্রমানিত হয় যে তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তা, তাঁর খ্যাতি ও তাঁর জনপ্রিয়তা অপেক্ষা ইসলামের প্রসার ও তাকে বিজয়ী করার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক এটা তিনি চাইতেন না এবং ব্যক্তি প্রদর্শনী থেকেও দূরে থাকতেন। তাঁর জানা ছিল যে অতীতে মুসলমানদের বিরাট আন্দোলন কোন এক ব্যক্তির আমিত্বের উপর বিসর্জন দেয়া হয়েছে। আবার কখনো ভক্তদের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি নেতাকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করেছে এবং অসংখ্য ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাওলানা তাঁর ব্যক্তি সত্তাকে কারো উপরে চাপিয়ে দেন নি এবং তাকে পূজার পাদপীঠ হতেও দেন নি। সজাগ দৃষ্টি ও সাবধানতা খুবই দেখা যায় এবং যেখানে তা আছে সেখানে সত্যিকার মহত্বও আছে।

সাইয়েদ মওদূদী কলমের জিহাদ যতোখানি তীব্রভাবে এবং প্রাণ-পণ চেষ্টা করে করেছেন তার চেয়ে বড়ো জিহাদ তাঁর এই যে তিনি চরিত্র ও আচার-আচরণে বিরাট বিপ্লব এনেছেন। কোন কোন গ্রন্থ তিনি এভাবে রচনা করেছেন যে রাতে লিখতে বসেছেন এবং

www.pathagar.com

ভোর হতে হতে তা শেষ করেছেন। একবার আলাপ প্রসংগে বলেন, "এক সময়ে চিন্তার প্রবাহ এমনভাবে ছুটতো যে সেগুলো সাজানো গোছানো বড়ো কঠিন হতো। তবে হরহামেশা আমার উপরে খোদার খাস মেহেরবানী ছিল যে লিখতে গেলে কোন বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হতো না।"

নিঃসন্দেহে তাঁর খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ও কর্মশক্তি যে সব বই পুস্তক রচনা করেছে এবং তার জন্যে যে চিরস্মরণীয় খ্যাতি লাভ হয়েছে, যা দুনিয়ার কোন সর্ববৃহৎ সংস্থা অথবা কোন মণীষীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা কম কথা নয় যে চরিত্র গঠনের কঠিন কাজ তিনি আপন দায়িত্বে নিয়েছিলেন এবং এখানেও তিনি সূচনা করেন আপন ব্যক্তি সত্তা থেকে।

প্রথমতঃ তিনি তাঁর জীবনকে খোদা ও রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিবর্তে স্বাভাবিক এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন পথ অবলম্বন করেন। তিনি কামনা করতেন যে প্রত্যেকটি পরিবর্তন মনের আগ্রহ সহকারে হওয়া উচিত। অতএব তিনি মন তৈরী করতে থাকেন। দাড়ি রাখার ব্যাপারে একরাতে তিনি তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা এভাবে শুনালেন ঃ

হাদীস পড়াশুনা করে আমার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে দাড়ি রাখা সুন্নাতের মর্যাদাভুক্ত। অতএব শেভ করার সময় এ কথা মনে হতে থাকে এবং দাড়ি কামাবার বিরুদ্ধে মনে ঘৃণার উদ্রেক হতে থাকে। এ ভাবে কিছু দিন চলার পর একদিন ভোরে শেভ করতে মন অস্বীকার করে বসলো এবং আমার হাত ওখানেই থেমে গেল। তারপর আজ পর্যন্ত আর দাড়িতে হাত দিইনি।"

এ ছিল মাওলানার বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি। তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে দেহের সমস্ত শক্তিকে তাঁর আজ্ঞাবহ বানিয়ে নিতেন। তারপর যখন পদক্ষেপ করতেন তখন দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁকে আর ফেরাতে পারতোনা। তারপর তাঁর না হতো কোন ভয়, না দুঃখ, না কোন চিন্তা, আর না কোন অনুতাপ অনুশোচনা। এক-নিষ্ঠ হ'য়ে সামনে অগ্রসর হতেন।

চরিত্র গঠনের ব্যাপারে মাওলানার পদ মর্যাদা নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 'ওস্ওয়ায়ে হাসানা'কে সামনে রাখতো এবং তারই অনুসরণকে তিনি জীবনের সাফল্য ও আখেরাতের পাথেয় মনে করতেন।

www.pathagar.com

তারপর ইসলামী সভ্যতার বহিঃপ্রকাশের জন্যে যে সব মৌলিক গুনাবলী অপরিহার্য, তা তিনি সৃষ্টি করতেন।

রাহমাতুল্লিল আলামীনের পবিত্র জীবন চরিতের উজ্জ্বল দিক হচ্ছে সত্য নিষ্ঠা ও সততা। মাওলানা এ আদর্শে পৌঁছবার অবিরাম আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সততা ও সত্যবাদীতাকে তাঁর আপন নিদর্শন বানিয়ে নেন। কোরআন ও হাদীস থেকে যে কথা প্রমানিত হতো তা পরম আগ্রহে গ্রহণ করেন। তারপর তার সমর্থন ও প্রচার প্রকাশনায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন। তিনি সারা জীবন সত্যের বাণী প্রচারের জন্যে দুঃখ কষ্ট ও বিপদ আপদ সহ্য করতে থাকেন। আপন জাতির পক্ষ থেকে ফাঁসির আদেশও সহ্য করেন এবং অপরের আঘাতও। কিন্তু সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর অটল থাকেন। সত্য কথা বলতে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণের কোন তোয়াক্কা করেন নি এবং বিরোধীতা ও প্রতিবন্ধকতাকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব তাঁকে নীরব থাকতেও পরামর্শ দেন। কিন্তু এ সব পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি সত্য কথা বলেন এবং পরিনামের কোন পরোয়া না করেই বলেন। তিনি বলতেন, রসূলে খোদার গোলামির দাবী করার পর এটা সম্ভব নয় যে মানুষ সত্য থেকে বিরত থাকবে, তার থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে। সুতরাং তিনি সত্যের আহ্বানকারী হিসাবে সাহসিকতার সাথে বাতিল শক্তির মুকাবেলা করেন। জীবনের সকল কর্ম শক্তি এ মহান উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন। তিনি কামনা করতেন, "আল্লাহ-তায়ালা আমার চেষ্টা চরিত্র কবুল করে নিন, আমার ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা করুন।"

হকের পথে চলার সকল ভয়াবহ পরিনাম তাঁর সামনে ছিল। তাঁর বই পুস্তকে ও ভাষণে এর সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যেতো। একবার তিনি বলেনঃ "হক সম্পর্কে এ কথা ভালো করে বুঝে রাখুন যে এ স্বয়ং সত্য ও এমন এক শ্বাশত মূল্যবোধের নাম যা একেবারে সঠিক ও সত্য। সারা দুনিয়া যদি তার থেকে বিমুখ হ'য়ে যায় তথাপি সে সত্য... ... বিপদ আপদ সত্যের উপর আসেনা, সত্যপন্হীদের উপর আসে। কিন্তু যারা বুঝে সুঝে মনের নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তার সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে তাদেরকে যে কোন অবস্থায় তার উপর অটল থাকতে হবে এবং তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে

www.pathagar.com

জীবনের সকল সম্পদ তার জন্যে ব্যয় করবে, তারা বিপদগ্রস্ত হবে নিশ্চয়ই, তবে বিফল মনোরথ কখনো হবেনা।"

আপন উদ্দেশ্যের সত্যতা, খোদার সাহায্য সহানুভূতি এবং সত্য ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সাফল্যের উপর মাওলানার এতোটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে চরম সংকট মুহূর্তেও তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন না। কোন্ কোন্ সংকট মুহূর্ত আসেনি তাঁর জীবনে? সরকার চরম বিরোধী, জনগণ পরম বিরাগভাজন, সত্যপন্থীদের ক্ষুদ্র দল পথ চলতে গেলে লোক প্রতিবন্ধক হতো। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। কিন্তু মাওলানা এ কথাই বলতেন, "আমরা হকের উপরে আছি এবং একদিন জাতি তাদের ভুল বুঝতে পারবে।" এ দৃঢ়তা তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে যারা নবী পাকের (সঃ) আদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

নবী জীবনে হালাল রেজেক, নৈতিক দায়িত্বানুভূতি ও আত্মসম্মানবোধের অসাধারণ স্থান ছিল। মাওলানা তাঁর জীবনে এ তিনটি জিনিসের বিশেষ চেষ্টা করেছেন। তিনি ইতিহাস সূত্রে এ সত্যে পৌঁছেন যে দাওয়াতে হক নিয়ে সে ব্যক্তিই মাঠে নামতে পারে এবং তাকে সম্মানের সাথে সামনে অগ্রসর করাতে পারে, যার কাছে বৈধ উপায় উপাদান ও সৎলোকের একটি দল থাকে। যে নেতা তার খরচপত্রের জন্যে অপরের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে ও আত্মসম্মানের সাথে খুব কমই কাজ করতে পারে। সে জন্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সকলের আগে নিজের ও পরিবারের জন্যে সসম্মানে হালাল রেজেকের ব্যবস্থাপনা করেন। গ্রন্থরচনা ও তার প্রকাশনা থেকে প্রথমে এতোটা আয় হতো যে তার দ্বারা খুবই কষ্টে জীবনযাপন করা যেতো। বেশ কিছু কাল যাবত এ অবস্থা চলে। কোন কোন সময়ে মাওলানার কাপড়ে তালিও দেখা যেতো। তারপর তাঁর নগণ্য আয়ের এক অংশ জামায়াতের জন্যে তিনি ওয়াকফ্ করে দেন। দাওয়াতে হকের জন্যে যে ধরনের ত্যাগ তিনি অন্যের নিকট দাবী করতেন, সকলের আগে সে ত্যাগের নমুনা নিজের থেকে কায়েম করেন। বছরের পর বছর জেলে কাটান। কানে কানেও কাউকে এ সংবাদ দেয়া হয়নি যে তাঁর পরিবার কোন্ অবস্থায় আছে? উৎসর্গীত সহকর্মীগণ স্বয়ং এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়নি।

www.pathagar.com

তাঁর এতোটা আত্মসম্ভ্রম ছিল যে সরকারের নিকট কোন কিছুর জন্যে আবেদন করেননি। জেলের কর্মকর্তাগণ বলেন যে মাওলানার মুখে তারা কোনদিন কোন অভিযোগ শুনতে পান নি। খোদা ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু চাওয়া অথবা কারো সামনে হাত বাড়ানো তাঁর দৃষ্টিভংগীর বহির্ভূত ছিল। যখন প্রথমবার তিনি জেলে যান, তখন তিনি তাঁর উন্নত চরিত্রের ছাপ রেখে আসেন। ঐ সময়ের একজন সিনিয়ার ওয়ার্ডেন আমাকে বলেন, মাওলানাকে জেলখানায় যে কামরা দেয়া হয়েছিল তা গরমের দিনে তন্দুরের মতো উত্তপ্ত হতো। কিন্তু মাওলানা উঃ পর্যন্ত করেন নি এবং পাখাও দাবী করেন নি। অবশ্য কিছুদিন পরে একটা টেবিল ফ্যান দেয়া হয়। কিন্তু তা যতোটা চলতো তার চেয়ে বেশী শব্দ করতো। মাওলানা এ শাস্তিও হাসিমুখে সহ্য করেন। তাঁর চেহারায় না এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো, আর না কোন বিষাদের ছায়া। তিনি ত আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির আস্বাদ গ্রহণে মগ্ন থাকতেন।

দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কে মাওলানা তাফহীমুল কোরআনে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তা পড়লে মনে হয়, তিনি জীবন ও মৃত্যুর বড়ো সংকটতম মুহূর্তেও কতো আত্মসম্মান রক্ষা করে চলতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালারই সামনে আবেদন নিবেদন পেশ করতেন। তাফহীমুল কোরআন ষষ্ঠ খণ্ড (উর্দু) ৫৬০ পৃষ্ঠায় এক বিস্ময়কর টীকা সংযোজিত আছে। তাতে মাওলানা বলেন ঃ—

"১৯৪৮ সালে যখন আমাকে নজরবন্দ করা হলো, তার কিছুদিন পরে আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর আসার ফলে ষোল ঘণ্টা আমার প্রস্রাব বন্ধ থাকে। আমি আল্লাহতায়ালার নিকটে দোয়া করলাম যে আমি জালেমদের নিকটে চিকিৎসার আবেদন করবো না। হে খোদা! তুমিই আমাকে নীরোগ করে দাও। তারপর সে পাথর মূত্রনালি থেকে সরে গেল এবং বিশ বছর যাবত সরেই ছিল। অবশেষে ১৯৬৮ সালে আবার সে কষ্ট দিতে থাকে এবং তারপর অপারেশন করে তা বের করে ফেলা হয়।"

বায়ান্ন সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। মাওলানা "কাদিয়ানী সমস্যা" শীর্ষক এক চিন্তামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তখন লাহোরে সামরিক শাসন ছিল। নতুন আইনবিধির আওতায় এ পুস্তিকা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকটে পেশ করা হয়।

www.pathagar.com

সামরিক কর্তৃপক্ষ পুস্তিকার উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করলেন না। কিন্তু মাওলানা এবং তাঁর সংগীদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর সামরিক আদালতে মামলা চলে। আমি আদালতের শুনানী শুনি। তাতে পরিষ্কার মনে হচ্ছিল যে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করা ছিল। সে জন্যে সত্বরই খবর পেলাম যে মাওলানাকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ইসলামিয়াতের ছাত্র। মাওলানার মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনে মনের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হ'য়ে পড়ে। সেদিন আমাদের বিভাগে একটা অনুষ্ঠান ছিল। আমি আমার শিক্ষক আল্লামা আলাউদ্দীন সিদ্দীকীকে টেলিফোনে বললাম, আজ বড়ো বিষাদের দিন, অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিন। তিনি বল্লেন, এতো হতে পারে না। আমি বড়োই আঘাত পেলাম এবং অনেকক্ষণ ধরে আবেগের তরংগে আন্দোলিত হতে থাকলাম। মন কি কি বলছিল, তা মনে নেই। শুধু এতোটুকু মনে আছে যে মৃত্যুদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে এক বিরাট ঝড় উত্থিত হলো। পাকিস্তানের ভেতরে উত্তেজনা এবং বাইরে ভয়ানক উদ্বেগ। কিন্তু মাওলানা জেলের লৌহ যবনিকার অন্তরালে নিশ্চিন্তে ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করছিলেন। তারপর সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ক্ষমার জন্যে আপিল করার এক শর্ত দেয়া হলো। যখন জেলের অভ্যন্তরে মাওলানাকে এ কথা জানানো হলো তখন রাগে মাওলানার চেহারা লাল হয়ে যায় এবং তাঁর মুখ থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে এ কথাগুলো বেরয় ঃ

"আমি কারো কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো না। আমার বিষয়টি খোদার কাছে সোপর্দ করে দিচ্ছি। মৃত্যুর ফয়সালা যমীনে হয় না; আসমানে হয়। সেখানে যদি আমার মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আর যদি সেখানে আমার মৃত্যুর ফয়সালা না হ'য়ে থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আমার কণামাত্র অনিষ্ট করতে পারবে না।"

খোদার উপর অদম্য বিশ্বাস সেই ব্যক্তির মধ্যেই হতে পারে যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং কোন সৃষ্টির সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। মাওলানা যখন আপিলের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তারপর যা যা ঘটেছিল তা এক দীর্ঘ কাহিনী। তবে এতোটুকু বলতে চাই যে, যে অবস্থায় মানুষের গোটা অস্তিত্ব মৃত্যুর হাতছানিতে কেঁপে ওঠে,

www.pathagar.com

সে অবস্থায় মাওলানা পাহাড়ের মতো অটল অচল হয়ে রইলেন। সত্য কথা এই যে তাঁর এ অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে তিনি স্থান করে নেন এবং মানুষের মর্যাদাও বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

এ ঘটনার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা ছাব্বিশ বছর জীবিত থাকেন এবং এ সুদীর্ঘ সময়ে মাওলানা কারো কোন প্রলোভনে তাঁর হাত বাড়ানান। এমন কোন ঘটনা মনে পড়েনা যে তিনি কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন অথবা নিজের জন্যে কিছু চেয়েছেন। অথচ প্রত্যেক শাসকই এ প্রতীক্ষায় থাকতো যে মাওলানার পক্ষ থেকে কোন ইংগিত এলে হয়।

উনিশ' তেষট্টিতে লাহোরের ভাটি গেট এবং লোহারী গেটের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলন হয়। সরকার যে কোন সংগত স্থান দিতে অস্বীকার করেন। অতএব হকপন্থীগণ এ সংকীর্ণ স্থানেই তাঁবুর এক মনোহর শহর তৈরী করেন। শাসকগণ এ সম্মেলনের জন্যে এতোটা ভীত সংকিত হ'য়ে পড়েন যে তাঁরা মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে মাওলানা নিজে তার জন্যে আবেদন করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বক্তৃতার কথা শ্রোতাদেরকে পৌঁছাবার এমন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয় যে প্রথমে বক্তা কিছু কথা উচ্চারণ করেন এবং সে কথাগুলি বিভিন্ন লোক বিভিন্ন স্থানে আবৃত্তি করে শুনান। এভাবে সম্মেলনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সব কথা পৌঁছে যায়। এ সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমারও হ'য়েছিল। এক দেড় লক্ষ লোকের সমাবেশে অভূতপূর্ব শৃংখলা ও পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিল। যাকে বলে 'পিনড্রপ্ সাই-লেন্স্।' অর্থাৎ একখানা সূঁচ পড়লেও তার আওয়াজ শুনা যাবে। শ্রোতাগণ বক্তৃতা শুনছিলেন এমন সময় প্যান্ডেলের শেষ প্রান্তে কিছু কোলাহল শুনা গেল। ভাড়াটিয়া গুন্ডার দল আপন দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের উপর আক্রমণ চালায়। তাঁবুর বাঁধন কাটিতে থাকে, আগুন লাগাতে থাকে, কোরআন পাকের গ্রন্থগুলো চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এবং তারপর এক ব্যক্তিকে পিস্তলের গুলিতে শহীদ করার খবরও পাওয়া যায়।

গুন্ডার দল মাওলানার দিকে এগুতে থাকে এবং কিছু ঐ সব

www.pathagar.com

তাঁবুর দিকে ছুটে যায় যেখানে মহিলাগণ ছিলেন। মাওলানা অটল পাহাড়ের মতো তাঁর আপন স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর একটি মাত্র ইংগিতে পুনরায় শৃংখলা ফিরে আসে। বিভিন্ন প্রতিরক্ষীদল তাঁদের দায়িত্ব সামলে নেন। গুন্ডাদের চন্ডমূর্তি দেখে কিছু প্রেমিক চিৎকার করে বলেন, মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।

একথায় মাওলানার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক মহিয়ান বাণী উচ্চারিত হয়—যদি আমিই বসে পড়ব, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে ?

এ কথাগুলির মধ্যে কতোটা আস্থা ছিল এবং চার পাশের উপর কতোটা বিদ্রূপ !

বার্ষিক সম্মেলনে গুন্ডাদের চড়াও লাহোর শহরের উপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষের ঘৃণা কালাবাগের নবাব ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। প্রত্যেকেই বলতে থাকে, যে ব্যক্তি খোদার পথে শহীদ হলো তার খুন অবশ্যই সুফল বয়ে আনেব। দ্বিতীয় দিনে ঐ স্থানেই উপস্থিতি পূর্ব থেকে অধিক হয়। পরিবেশ যদিও বেশ শোকাভিভূত ছিল, তথাপি ভয়ভীতি ও পরাজয়ের কোন ছাপ্ কোন স্থানে দেখা যায় নি। মাওলানা নির্ধারিত সময়ে মঞে হাজীর হন এবং প্রেরণা দায়ক ও দৃঢ়-সংকল্প সৃষ্টিকারী এক ভাষণ দেন এবং অন্যান্য কথার সাথে একথাও বলেন, একজন রুকন (সদস্য) শহীদ হয়েছে এবং আমাদের জানা আছে কারা এ হত্যাকান্ড করেছে। কিন্তু আমরা এখানের কোন আদালতে মামলা দায়ের করার পরিবর্তে খোদার আদালতে মামলা দায়ের করেছি। এখন সেখান থেকেই কোন ফয়সালা হবে।

তারপর খোদার পক্ষ থেকে ফয়সালা হলো এবং কালাবাগের নবাবের পরিনাম সকলেরই জানা আছে।১ খোদার মার ব্যর্থ হয় না।

মাওলানার গোটা জীবন এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর আত্মসম্মানে কোন আঘাত লাগতে দেন নি। কিছু চাইলে আপন প্রভুর কাছেই চেয়েছেন। বিপদের সময় কাউকে ডাকলে তাঁকেই ডেকেছেন। সাহায্যের জন্যে কারো দিকে তাকালে তাঁর দিকেই তাকিয়েছেন। মনের অবস্থা কারো নিকটে বলতে হলে তাঁর কাছেই বলেছেন। এ জন্যে শাসকবর্গ তাঁর জন্যে কম্পিত হতেন এবং তাঁরা

১। কালাবাগের নবাব কিছুদিন পর তাঁর আপন পুত্রের পিস্তলের গুলীতে নিহত হন—(সম্পাদক)।

www.pathagar.com

ভালোভাবে জানতেন যে এ মর্দে দরবেশকে না কেনা যাবে, আর না নতি স্বীকার করানো যাবে এবং না তাঁর কোন দুর্বলতার সুযোগ নেয়া যাবে।

খোদাপুরস্তি ও আত্মবিশ্বাসের গুণাবলী পয়দা করার সাথে সাথে মাওলানা সহজ সরল জীবন যাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করেন। বেশভূষার যে বিশেষ ধরন ধারণ তিনি অবলম্বন করেন, শেষ পর্যন্ত তার উপরেই তিনি অবিচল থাকেন। জাঁকজমকের প্রতি তাঁর কণামাত্র আকর্ষণ ছিলনা। তাঁর প্রয়োজন ছিল অতি অল্প এবং যা কিছু মিলতো তা বিশেষ নিয়ম ও রুচি মাফিক ব্যবহার করতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর মেজাজপ্রকৃতির একটা বিশেষ অংশ হয়ে পড়েছিল। পোষাকে তালি ত হতে পারে কিন্তু তার উপরে কোন ময়লার দাগ বা চিহ্ন থাকবে না। আমি তাঁকে হর হামেশা সাদা পোষাক পরতে দেখেছি—সাদা কোর্তা ও সাদা পায়জামা। কখনো কোন অনুষ্ঠান বা সভায় যেতে হলে শিরওয়ানী পরতেন। শিরওয়ানীর কাপড় অধিক মূল্যবান হতোনা। গত বছর বিদেশ থেকে আমি তাঁর জন্যে শিরওয়ানীর কাপড় এনেছিলাম। বড়োই স্নেহ ভরে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন।

"আমি এখন জীবনের এমন এক প্রান্তে যে হয়তো বা তা ব্যবহার করার সৌভাগ্য হবেনা।"

এ কথা শুনে আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলামনা। মনের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে যখন মাওলানার দিকে তাকালাম তখন তাঁর সৌম্যশান্ত মূর্তি দেখলাম। বল্লাম—মাশাআল্লাহ্, আপনার স্বাস্থ্য ত বেশ ভাল মনে হচ্ছে এবং মানসিক দিক দিয়েও আগের থেকে ভালো। অতএব বয়সের শেষ প্রান্তের কথা কেন বলছেন? তিনি বল্লেন, আমার চেহারা আসলে আমার আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলন নয়। রোগ আমাকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে। এখন লেখার কাজ আমার দ্বারা হয় না। তবুও আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী যে এ অবস্থায়ও পড়াশুনা করতে পারি। কত ভালো হতো যদি সীরাত লেখার অবকাশ এবং হিম্মৎ পেতাম।

কিন্তু আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ যে মাওলানার বাসনা অপূর্ণই রইলো এবং মৃত্যুর ডাক এসে পড়লো।

www.pathagar.com

মাওলানার সাদাসিদে জীবন যাপন ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও সুরুচি-সম্পন্ন। চুল ছাঁটাবার ধরন ছিল বড়ো চমৎকার। আমি তাঁর চুল কখনো এলোমেলো দেখিনি। দাড়িও ছিল সুবিন্যস্ত। সাজপোষাকে তাঁকে একজন ভারসম রুচিশীল এবং মার্জিত লোক মনে হতো। আমাদের কতিপয় আলেম তাক্ওয়াকে অগোছানো বেঢ্প-সৌষ্ঠববিহীন সাজপোষাক ও রুচিহীন ধরন-ধারণের সমার্থবোধক বস্তুতে পরিণত করেছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা এ ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন এবং ইসলামের উদ্দেশ্য ও মেজাজ প্রকৃতি অনুযায়ী অনাড়ম্বরতা, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন যাতে কেউ নিকটে এলে যেন সংকোচ বোধ না করে বরং আকৃষ্ট হয় এবং মেলামেশায় আনন্দ পায়।

মাওলানার এ টিপ্টপ্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে কৃত্রিমতা ও লোক দেখানোর কোন মনোভাব ছিল না। তাঁর ভেতর বাইর ছিল সমান। তাঁর মধ্যে না ছিল দু'ধরনের ব্যক্তিত্ব, আর না দু'ধরনের মান। তাঁর স্নেহ ভালোবাসা, বিনয়নম্রতা ও শালীনতা ছিল সকলের জন্যে। কারো সাথে বৈষম্যসূচক কোন আচরণ তিনি করতেন না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে ধোকাবাজি ও ভন্ডামী করে বাজিমাত করা হয়। এ রূপ ধারণ করার তাকীদ বার বার মাওলানাকে করা হয়। কিন্তু তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে এ সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ বলেন, পাঞ্জাবে পীরিমুরীদি শুরু করে দিন, রাজনৈতিক প্রভাব বেড়ে যাবে। মাওলানার একই জবাব ছিল, আমি সঙ্ সাজতে প্রস্তুত নই। কোন কোন মহল থেকে পরামর্শ দেয়া হলো, পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যে দু'চারটে বাংলা শব্দ শিখে নিন এবং প্রত্যেক জনসভায় বার বার বলতে থাকবেন। মাওলানা বলেন, আমার সাধ্যানুযায়ী সে ভাষা শিখবার চেষ্টা ত করব যাতে করে প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি। কিন্তু আমি মাদারীর খেলা (ভেলকিবাজী) দেখাতে পারি না।

পদমর্যাদায় ছোটো বড়ো সকলের সাথেই মাওলানা মিশতেন। সুটবুট পরা ফুলবাবু থেকে ইসলামী জামায়াতের একজন অতি দরিদ্র কর্মী তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় ছিল এবং এ ধরনের লোকের সাথে বসতে তাঁর আনন্দ হতো। খাজা নাজিমুদ্দীন থেকে শুরু করে জেনারেল জিয়াউল হক পর্যন্ত প্রায় সকল শাসকের সাথে কোন না কোন

www.pathagar.com

প্রকারে তাঁর সাক্ষাৎ হতে থাকে। এসব সাক্ষাৎকালে কথা প্রথমে তিনি খুব কমই বলেছেন এবং তাঁদের অভ্যর্থনায় কোন প্রকারের কৃত্রিমতাও প্রদর্শন করেন নি। কাজের কথাটুকু বলে নীরব থাকতেন। অসংলগ্ন কথা বলা অথবা অনর্গল বলতেই থাকা তিনি খুব অপছন্দ করতেন। একবার আইয়ুব খান সাক্ষাতের জন্যে মাওলানাকে গভর্ণর হাউসে আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা যান এবং ড্রইংরুমে আইয়ুব খানের সামনা সামনি বসেন। আইয়ুব খান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন যে মাওলানা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আলাপের সূচনা করবেন। কিন্তু সালাম আদান প্রদানের পর মাওলানা নীরব থাকেন।

আইয়ুব খান বলেন, মাওলানা, রাজনীতি বড়ো অশ্লীল ও অপবিত্র জিনিস। এর মধ্যে কি জন্যে এলেন ?

মাওলানা নির্ভিকচিত্তে বলেন, আপনি কি চান যে রাজনীতি অশ্লীল ও অপবিত্র থাক ?

আইয়ুব খান নিরুত্তর হলেন। তবে আলাপের রেশ টেনে বল্লেন,— আপনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। সরকার এ ব্যাপারে যতোটা পারে খেদমত করবে।

মাওলানা শান্তকণ্ঠে বলেন, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি পৃথক বস্তু নয়। সরকারের মধ্যে সৎলোক থাকলে দ্বীনের ভালো খেদমত করতে পারে এবং সৎ লোকই ভালোভাবে সরকার পরিচালনা করতে পারে।

আইয়ুব খানের মনে হয়েছিল যে আজ যে ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ তিনি অন্যান্য লোক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। না তিনি মাথা নুইয়ে ভদ্রতা দেখালেন, আর না তোষামুদি কথাবার্তা বল্লেন। নিজের জন্যে না তিনি চাইলেন, আর না খেদমতের অর্থ বুঝলেন। মুসাহিবরা তাঁর কানে হয়তো এ কথা দিয়ে থাকবে যে তিনি এক উদ্ধত প্রকৃতির মোল্লা এবং গদি দখল করতে চান। অতএব সরকারের আচরণে কঠোরতা এলো এবং মাওলানার বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধীতার প্রচারণা জোরদার করা হলো।

জনাব ভুট্টু কয়েকবার মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভুট্টু ছিলেন ভয়ানক ধূর্ত এবং মাওলানা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মুশকিল ছিল এই যে জনাব ভুট্টুর জন্যে মিথ্যা কথা বলা, ধোকা দেয়া, দরকার হলে গাধাকে বাপ বলা ছিল অতি সহজ। এ সব জানা সত্ত্বেও যে তিনি একজন বদলোকের পাল্লায় পড়েছেন, তিনি কখনো

www.pathagar.com

ধোকাবাজির আশ্রয় নেননি। জনাব ভুট্টো প্রত্যেক বার রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন এবং সাধারণভাবে কিছু সুযোগ তিনি পেয়েও বসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাওলানার স্পষ্টবাদিতা ও সততারই জয় হয়েছে এবং তাঁরই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জেনারেল জিয়াউল হক কয়েকবার মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই এ কথার সাক্ষ্য দেবেন যে সাক্ষাতের কোন পর্যায়েই মাওলানা কপটতা প্রদর্শন করেননি এবং এমন কোন কথা বলেননি যা তাঁর মর্যাদার হানিকর। কোনরূপ উল্টাপাল্টা কথাও বলেননি। মাওলানা ছিলেন একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের মতো ভেতর বাইর সমান। তাঁর এক একটি কাজে দায়িত্বানুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতো। এ সংকটপূর্ণ সময়ে তাঁকে কয়েকবার বলা হয় একটা গোপন সেল গঠন করার জন্যে যাতে করে গোপনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ সব কথার জবাবে তিনি শুধু এতোটুকু বলে নীরব থাকতেন, আমার ত এটা স্বভাবই নয়। আমি প্রকাশ্য কথা এবং প্রকাশ্য তৎপরতার পক্ষপাতী।

সরওয়ারে আলমের উত্তম আদর্শের মধ্যে ক্ষমার একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি তাঁর মহৎ গুণাবলীর মাধ্যমে মানব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর আদর্শ মানবের আনুগত্যের প্রেরণায় চরম সংকট মুহূর্তেও নিজেকে সংযত রেখেছেন এবং দুশমনদের সাথে হর হামেশা ভালো আচরণ করেছেন।

তিনি চল্লিশ বছর আগে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে দাওয়াতে হকের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। এ মুষ্টিমেয় সহকর্মীর সামনে তিনি যে ভাষণ দেন, তার অধিকাংশই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রাখার মতো। গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও সীমাহীন ভাবাবেগ সহকারে তিনি বলেন :

"বেরাদরানে ইসলাম! আমি দূর-দূরান্তের অধিবাসী। আমার ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে আপনাদের বস্তিতে এ জন্যে এসেছি যে ইসলাম এবং মুসলমানদের কিছু খেদমত করতে চাই। কোন প্রকার প্রলোভন আমাকে এখানে টেনে আনে নি। আমি আপনাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকও চাই না। আমি শুধু আপনাদের এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখেরাতের মংগল চাই। এ ব্যাপারে আমার যদি কোন লোভ থাকে তাহলে এতোটুকু যে আমার মালিক প্রভু

www.pathagar.com

আমার উপর খুশী হ'য়ে আমার গোনাহ্ মাফ করে দেবেন।

ভাইসব! যদি আপনাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে এ কাজে সহযোগিতা করা আপনাদের ফরয তাহলে আমার সাথে সহযোগিতা করুন। আমার সহযোগিতা এ ছাড়া আর কিছু নয় যে খোদা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী আমি যা কিছু আপনাদের বলি তা মেনে নিন। যে কাজ করতে নিষেধ করি তার থেকে বিরত থাকুন। তারপর আপনাদের ইহকাল পরকালের মংগলের জন্যে যে কাজ আমি করি, তাতে আমার সাথে সহযোগিতা করুন। যদি আপনারা তা করেন, তাহলে খোদা মেহেরবাণী করে আমার এবং আপনাদের সকলের সাহায্য করবেন, আমাদেরকে সাফল্য দান করবেন।

ভাইসব। এল্মের দিক দিয়ে এবং আমলের দিক দিয়ে আমি কামেল এ দাবী আমি করিনা। আমি ত পাপের দুনিয়া থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছি যাতে করে আমার সংস্কার সংশোধন করার ও পুরোপুরি মুসলমান হওয়ার সুযোগ মেলে। অন্যান্য লোকের এল্ম ও আমলে যেমন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, আমারও তাই আছে। এ জন্যে আমি কখনো এটা চাইবনা যে চোখ বন্ধ করে আপনারা আমাকে মেনে চলুন।"

মণিমুক্তার মতো এ ভাষণের পর মাওলানা হকের দাওয়াত সুসংগঠিতভাবে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেন, আর সেদিন থেকেই শুরু হয় বিরোধিতা। ইংরেজ এজন্যে বিরোধী যে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড সমালোচনা ওদিক থেকেই হয়। তাগুতী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওদিক থেকেই হয়। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী মাওলানাই হারাম ঘোষণা করেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার উপর প্রচন্ড আঘাত তাঁর কলমই সবচেয়ে বেশী করছিল। হিন্দু এ জন্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে ভৌগলিক ও এক জাতীয়তার প্রাসাদ মাওলানাই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন এবং ঐ সব আলেমের এল্ম ও দ্বীনের ব্যাপারে পদস্খলন তুলে ধরেন যারা মুসলমানদেরকে একই দেশের অধিবাসী হওয়ার ভিত্তিতে হিন্দুদের গোলাম বানিয়ে দিতে চাইতেন এবং ছিলেন কংগ্রেসের অন্ধ সমর্থক।

মুসলমানদের একটা মহলও এ দাওয়াতে হকের বিরোধীতা করছিল। কিছু অবুঝ মৌলভী এবং বে-আমল সুফী এ মহলটিকে

www.pathagar.com

উস্‌কিয়ে দেয়। তারপর এটাও হয়েছিল যে মাওলানার আহ্বানে যে সব আলেম সাড়া দেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর কেটে পড়েন, কিছু নীরব হ'য়ে পড়েন এবং কিছু বিরোধীতা করেন ও চরম আক্রমনাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আজে বাজে কথায় মোটে কান দিতেন না। তিনি আপন পর উভয়ের পক্ষ থেকে জুলুমের আঘাত খেতে কেন। গালির জবাবে হেদায়েতের দোয়া করেন এবং যতোটা সম্ভব তাদের সাথে শুভাকাংখী হিসাবে আচরণ করেন।

পাকিস্তান হলো। একদিকে ধর্মহীন ও কমিউনিষ্ট মহল মাওলানার বিরুদ্ধে লেগে যায় এবং অপর দিকে সরকারের পক্ষ থেকে বিরূপ আচরণ দেখানো হয়। বিরোধিতা ও শত্রুতা বাড়তে থাকে, এবং বিভিন্ন মহল মিলিত হয়ে ইসলামী আন্দোলন ও মাওলানার আওয়াজ স্তব্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহতায়ালার রহমতে এ প্রদীপ জ্বলতেই থাকে এবং অনেক প্রদীপই আলোকিত হতে থাকে। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপগুলো যতোই আলো দিতে থাকে ততোই তার মুকাবেলায় বিরোধিতার ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবলতর হ'তে থাকে। কোন্ আঘাতই বা তিনি পাননি। হকের পথে গালি, কটুক্তি, ঘৃণ্য অভিযোগ, হীন প্রচারণা, জেলজুলুম ফাঁসি প্রভৃতি মাওলানাকে সইতে হয়। এতসব স্বত্ত্বেও তিনি একজন ব্যতীত কাউকে বদদোয়া দেন নি যে ব্যক্তি একটি পরিকল্পনার অধীন মাওলানাকে কাশ্মীরের জেহাদের প্রশ্নে জড়িত করে, যার ফলে তাঁকে জেলে যেতে হয়। কিছুকাল পরে সে ব্যক্তি মাওলানার খেদমতে হাজীর হয় এবং গোটা কাহিনী বিবৃত করে। মাওলানা এমন হাসিমুখে তার সাথে কথা বলেন যে সে অবাক হ'য়ে যায় এবং মাওলানার এ সদাচরনের গভীর ছাপ মনের মধ্যে নিয়ে বিদায় হয়। এমনিভাবে যে সামরিক আদালত মাওলানার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারী করে তার বিচারকদ্বয়, কিছুকাল পরে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁদের সাথেও মাওলানা স্নেহ ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করেন এবং এটাই ছিল মাওলানার স্বভাব।

এটাও এক বিচিত্র ঘটনা যে যারা মাওলানাকে অত্যাচার-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত করছিল তাদের অধিকাংশই এ দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেন নি। কিছু এমনও আছে যাদেরকে পরবর্তী-

www.pathagar.com

কালে মাওলানার সাহায্য সহানুভূতি নিতে হয় এবং এ ব্যাপারে মাওলানা মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত করেননি। আপন বন্ধুবান্ধবের সাথে যেভাবে আন্তরিকতা সহকারে ও হাসিমুখে মিলিত হন, ঠিক তেমনি তাদের সাথেও সেভাবে মিলিত হন, যারা একসময়ে জালেম ছিল এবং পরে মজলুম হয়ে পড়ে।

মাওলানা প্রথমে গ্রেফতার হন ১৯৪৮ সালে। সে সময়ে পাঞ্জাবে দৌলতান এবং মামদোটের প্রাধান্য। পরবর্তীকালে উভয়ে মাওলানার সাহায্য লাভে বাধ্য হন। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ইসলামকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানে যাঁরা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁদেরকে প্রতারণা ও ধোকাবাজির দ্বারা নির্যাতিত করতে চান। ভাগ্য তাঁর চরম শিক্ষণীয় পরিনাম ডেকে আনে। সেকান্দার মির্জা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচন্ড অভিযান শুরু করেন। তিনিও মাওলানার উপরে অমূলক অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁকেও লাঞ্ছনার সাথে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। আইয়ুব খানের সময় কালাবাগের নবাব জামায়াতে ইসলামীর উপর গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেন এবং নেপথ্যে তাদেরকে সাহায্য করেন। তিনি তাঁর অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেন। শেখ মুজিব পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের উপর যে পৈশাচিক আক্রমণ চালান, তার ফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। জনাব ভুট্টো ছিলেন ইসলামের দুশমন এবং মাওলানার চরম বিরোধী। তিনি প্রত্যেকবার রক্তক্ষয়ী আঘাত করেন এবং ভদ্র শালীনতার সকল বন্ধন ছিন্ন করেন। তাঁর পরিণামও তাই হয়েছে যা হ'য়ে থাকে খোদার দ্বীনের সাথে খেলা ও বিদ্রুপকারীদের।

সাতান্ন সালে জামায়াতে ইসলামীর কিছু ভালো লোক সরে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিরহ বেদনায় নীরবতা অবলম্বন করেন। কেউ কেউ প্রাইভেট বৈঠকে বিরোধীতা সীমাবদ্ধ রাখেন। কিছু এমনও ছিলেন যাঁরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হন, মাওলানার ব্যক্তিত্বের উপর হামলা করতে থাকেন এবং বিপদের সময় উত্তেজনা ছড়াতে থাকেন। কিন্তু মাওলানা কোন জবাব দেননি, কোথাও কোন অভিযোগও করেননি এবং সবকিছু মনের ভেতরেই রাখেন যেন কিছুই হয়নি। প্রত্যেক ব্যাপারে তাদেরকে ক্ষমা ও

www.pathagar.com

উপেক্ষার নজরে দেখেন। যদি কেউ এসব দুঃখজনক কথার উল্লেখ করতো তাহলে তিনি অন্য প্রসংগ টানতেন। আমি ভাবছি যে স্নেহ ভালোবাসার কত বিরাট সমুদ্র তিনি ছিলেন। কত উদার ও প্রশান্ত ছিল তাঁর হৃদয় যে ঘৃণা ও প্রতিশোধের প্রতিটি অস্ত্র ভোতা হতে থাকে। আজকাল ত সামান্য একটু কথায় বহুদিনের বন্ধুত্ব ভেঙে যায়, উভয়ের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। মানুষ বিভক্তই রয়ে যায়।

মাওলানার মহত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে তিনি প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি বশীভূত করে রাখেন। কোরআন হাদীস মন্থন করার পর এ অমূল তথ্য লাভ করেন যে মানব সত্তার পরিপূর্ণতা, সৃজনশীল কাজ-কর্ম এবং স্রষ্টার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে প্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রতিবন্ধক শক্তি। এ সত্য উপলব্ধি করার পর তিনি তায কিয়ায়ে নফ্সের (আত্মশুদ্ধির) ঐ পন্হাই অবলম্বন করেন যা ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাজকর্মে এমনভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে যেন কোন মলীনতা গায়ে না লাগে। এ সত্য তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাঁর ধ্যান-ধারণা ও বাস্তব ক্রিয়াকর্ম অভিন্ন হওয়ার কারণে তা এক অবিভাজ্য একক বস্তুতে পরিণত হয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী এক পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং কোন ক্ষেত্রেও প্রবৃত্তি পূজার অভিব্যক্তি করেননি। বরঞ্চ একথা বল্লে ঠিক হবে যে এ জড়বাদী দুনিয়ায় তিনি প্রবৃত্তি প্রজার বিপ-রীত এমন এক মান প্রতিষ্ঠিত করেন যা আগামী শতাব্দীগুলোর জন্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকবে। তিনি ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের উর্ধে। আপন প্রবৃত্তিকে নৈতিকতার বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ রাখেন যে যাত্রাপথের উচ্চতা নিকটে আসে।

নিয়ম শৃংখলার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মাওলানার মতো এতোটা সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তী অন্য কোন নেতা খুবই বিরল। এ উপমহাদেশে সময় নিষ্ঠার কোন গুরুত্বই দেয়া হতোনা। খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন এবং প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কোন নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতেন না। কায়েদে আজম ব্যতীত অন্য কোন নেতাকে নিয়ম শৃংখলার প্রতীক হিসেবে দেখা যায় নি। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী সর্ব প্রথমে নিজেকে নিয়ম শৃংখলার অধীন

www.pathagar.com

করে নেন। প্রত্যেক দিনের কর্মসূচী তৈরী করে প্রত্যেক মিনিটের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি তাঁর অভ্যাসের মধ্যে নিয়ম শৃংখলা সৃষ্টি করেন। অনর্থক সময় ক্ষেপণকে মাওলানা অমার্জনীয় অপরাধ মনে করতেন। এ নিয়ম শৃংখলা ও সময়নিষ্ঠার ফলশ্রুতি এই ছিল যে তিনি গ্রন্থ-রচনার কাজ এতো ব্যাপকভাবে করেন এবং এক বিরাট আন্দোলন সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর সুসংগঠিত করেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও যোগ-দান করেন এবং সামাজিক হকুকুল এবাদও আদায় করেন। একবার তিনি তাঁর জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক সময়ে খানাপিনার সময়ের এতোটা কড়াকড়ি ছিল যে, কারো সংগে দেখা করতে যেতে হচ্ছে এবং সাক্ষাতের সময় খানার সময় হওয়ার সম্ভা-বনা রয়েছে, এমন অবস্থায় খানা সাথে করে নিয়ে যেতাম এবং ক্ষমা চেয়ে খাওয়া শুরু করে দিতাম।

তাঁর নিয়ম শৃংখলা ও সময় নিষ্ঠার এ ব্যবস্থাপনা মোটামোটি তাঁর সারাজীবনই অব্যাহত ছিল।

তারপর খানার পরিমাণও নির্দিষ্ট থাকতো, তার বেশী বা কম খেতেন না। একবার লাহোরে এক বড়োলোকের বাড়ীতে তাঁর দাওয়াত ছিল। বন্ধুর পীড়াপীড়িতে দাওয়াত কবুল করেন। তিনি তাঁর পরিমাণ মতো খাওয়ার পর হাত গুটিয়ে নেন। মেজবান আরো কিছু খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে মাওলানা গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, এখন যদি বেহেশতের কোন ফলও আমার সামনে রেখে দেয়া হয়, তাহলে তাতে আমি হাত লাগাব না।

আত্মসংযমের এ এক অনন্য ও অনুপম প্রকাশ ভংগী এবং এ প্রকাশ ভংগীর পেছনে এক ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রও প্রসারিত ছিল।

খানাপিনা ছাড়াও তাঁর কাজকর্মের সময় নির্ধারিত ছিল। নিয়মিত ভ্রমন করতেন। জীবনের শেষ দিকে বাড়ী থেকে দূরে যেতে পারতেন না। তাঁর কুঠির প্রাংগণেই গুণে গুণে কয়েক চক্কর লাগাতেন এবং এ অভ্যাস বড়ো নিয়মিত ছিল। তাঁর সাক্ষাতের সময়ও নির্দিষ্ট ছিল। তারপর শুধু নেহায়েৎ জরুরী কাজের জন্যে সময় বের করতেন. আসর ও মাগরেবের মাঝখানে সাধারণ বৈঠক কোন বিরতি ব্যতি-রেকেই দু-চার বছর নয়—পঁচিশ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশ্য কিছু সময় এ বৈঠক হ'তে পারেনি যখন তিনি চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরে যান এবং পাকিস্তানে থাকাকালীনই এতোটা

www.pathagar.com

অসুস্থ হ'য়ে পড়েন যে চলা ফেরা করার শক্তি ছিল না।

মাওলানার মধ্যে ধৈর্য্য শক্তি সৃষ্টি হ'য়েছিল প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে রাখার কারণে। মৃত্যুদণ্ড হোক অথবা ভাটি গেটের দুর্ঘটনা হোক, জামায়াতে ইসলামীর প্রতি সরকারের রোষানল বর্ষিত হোক অথবা দীর্ঘ কারাদন্ড, আপন লোকের বিশ্বাসঘাতকতা হোক অথবা অপরের জুলুম নির্যাতন, কোন সময়েই মাওলানার মুখমন্ডল মলিন হতে দেখা যায় নি।

নফ্‌সে আম্মারার উপর মাওলানার এতোটা নিয়ন্ত্রণ ছিল যে তার লাগামহীন হওয়ার সুযোগই হয় নি। তিনি মুখে কাউকে কোন খারাপ কথা বলেননি এবং কারো অমংগল কামনাও করেন নি। যে ব্যক্তিই দেখা করতে আসতো তার সাথে এমন ভাবে মিশতেন এবং তার প্রতি এতোটা মনোযোগ দিতেন যে সে মনে করতো তার সাথে মাওলানার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অপরের মংগল কামনা তাঁর মজ্জাগত ছিল।

তাঁর মতো নম্র মেজাজের লোক আমাদের চার পাশে আর কাউকে দেখিনি। উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় নীরব থাকতেন অথবা মৃদু হাসি হাসতেন। তাঁকে রাগান্বিত করা অথবা তাঁর সামান্য রাগের সঞ্চার করা বড়োই কঠিন ছিল। ভাবাবেগের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতোটা মজবুত ছিল যে অনেক সময় মনে হতো যে মাওলানার মধ্যে মোটেই কোন ভাবাবেগ নেই। কিন্তু তা নয়, তিনি সব কিছুই অনুভব করতেন কিন্তু তা প্রকাশ হতে দিতেন না। তাঁর মুখ থেকে স্থৈর্য ও প্রশান্তির পরিপন্থী কোন কথা বেরিয়ে আসা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার।

আটচল্লিশে যখন মাওলানা প্রথম বার গ্রেফতার হন, তখন তাঁর ভাবাবেগের ঝড় উঠেছিল এবং তাঁর আশা আকাংখায়ও আঘাত লাগে। তিনি একজন মানুষইত ছিলেন। কিন্তু ধীরে ও নম্রভাবে মনকে শান্ত হতে অভ্যস্থ করেন। তাঁর এ সৌম্য শান্ত ভাব মূর্তি আলো বিকরণ করতে থাকে, সুবিন্যস্ত হতে থাকে এবং বন্ধু বান্ধবের একটা জগত সজ্জিত করতে থাকে।

তিনি ছিলেন দুঃখ ভরা দুনিয়ার জন্যে এক ভালোবাসার বাণী, পথ ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন মানবতার জন্যে এক চিত্তাকর্ষক আযানধ্বনি এবং বিব্রত মানসিকতার জন্যে এক সুমিষ্ট সংগীত। তাঁর থেকে

www.pathagar.com

শাশ্বত গোলাপের সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। তাঁর কথা সুবাস ছড়াচ্ছিল এবং তাঁর চিন্তাধারা আলোক মণ্ডিত ছিল।

প্রবৃত্তির কুকর্ম করার শক্তি বশীভূত করার পর তিনি এক নতুন যাত্রা শুরু করেন—বিলাসিতা ও জাঁকজমকের দুনিয়া ধ্বংসকারী যাত্রা। তিনি ইতিহাসের প্রবাহে ভেসে যাওয়ার পরিবর্তে এক নতুন ইতিহাস, এক নতুন অক্ষশক্তি এবং নতুন কেন্দ্র তৈরী করছিলেন, এক বিপ্লব সৃষ্টি করছিলেন, সিংহের বিপ্লব, উৎসর্গীকৃতদের, বিপ্লব, জীবন বিসর্জন দিয়ে চিরকালীন জীবন লাভের বিপ্লব।

মাওলানার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ দুনিয়ায় তাঁর এক অর্থবহ জীবন শুরু হয়েছে। এমন এক জীবন যেখানে দুনিয়াবাসী তাঁকে উপলব্ধি করবে।

(উর্দু ডাইজেস্ট সম্পাদকীয়, অক্টোবর, ১৯৭৯)

www.pathagar.com

সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম

—নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সময়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের আমার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পূর্বে আমরা এক সম্মেলনে সমবেত হই যেখানে মাওলানা মওদূদীও ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। আমি অনুভব করলাম যে মাওলানা রাজনীতির ব্যাপারে স্বচ্ছ ও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতেন। তারপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নয় নেতার বিবৃতি প্রকাশিত হলো। এতে আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়। তখন আমি মনে করলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি পৃথক চিন্তাভাবনা করে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের চিন্তাভাবনা অন্য রকমের হয়, তাহলে তা দেশের নিরাপত্তার দাবী মিটাতে পারবেনা। তখন আমি মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার উদ্বেগ প্রকাশ করলাম। তারপর আমি পূর্ব পাকিস্তান যাচ্ছি এ কথাও বললাম, কারণ ওসব নেতৃবৃন্দ এন ডি এফ (NDF) নামে একটা জোট গঠন করেছেন এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে গণতন্ত্র বহাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল বহাল করবেন না।

আমি সেখানে গেলাম এবং যেভাবে মাওলানার সাথে পরামর্শ হয়েছিল সেভাবে কাজ করলাম। তাঁদেরকে এ কথায় সম্মত করা হলো যে এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ না রেখে এতে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকেও শামিল করা হোক। তারপর সম্মিলিতভাবে

www.pathagar.com

বুনিয়াদী দাবী এ হওয়া উচিত যে যেহেতু ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে জাতিকে দান করেছে সে জন্যে সেটাকেই বহাল করা হোক। কারণ সেকেন্দার মীর্জা এবং আইয়ুব খানের এ শাসনতন্ত্র বাতিল করার কোন আইনগত অধিকার নেই।

এ সব আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তান সফর করবেন। তখন হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর নজরবন্দী থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। তিনি অন্যান্যদেরকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এলেন। তারপর এখানে মাহমুদ আলী কসুরীর বাড়ীতে আমাদের বৈঠক হতে থাকে। মাওলানাও এতে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। এ আন্দোলনের গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বহাল করার ব্যাপারে মাওলানার বিচার বিবেচনা একেবারে সঠিক ছিল। আমি এমন কখনো দেখিনি যে মাওলানা এমন কোন স্ট্যান্ড গ্রহণ করেছেন যা অন্যান্য গণতন্ত্রমনা রাজনীতিকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। তর্কের খাতিরেও তিনি তাঁর অভিমত যুক্তি সহকারে পেশ করতেন, তাঁর প্রকাশভংগী ভাবাবেগ মুক্ত হতো এবং নিরেট যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তিনি তাঁর সংগীসাথীদেরকে সম্মত করার চেষ্টা করতেন।

অবশেষে স্থির হলো যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকগণ সম্মিলিতভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করবেন। মুসলীম লীগ, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী সকলেরই নেতৃবৃন্দ শরীক হবেন। কতিপয় স্বতন্ত্র রাজনীতিকও আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। ইত্যবসরে পশ্চিম পাকিস্তান সফরের প্রোগ্রাম তৈরী হলো এবং মাওলানার নির্দেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দও আমাদের সাথে শরিক হন। পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান এবং আমাদের বৈঠক লাখম হাউসে হয়। মাওলানার কথায় মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ ও অন্যান্য জামায়াত নেতাগণ বেঠকে শরীক হন। এখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ভিত্তিতে আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা করা হয়। কিছুকাল পরে আমাদেরকে নজরবন্দ করা হয়। কয়েক বছর ধরে এ মামলা চলতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব চিকিৎসার জন্য বৈরুতে ছিলেন। এদিকে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে থাকে। এ সময়ে একবার মাহমুদ আলী কসুরীর বাড়ীতে বৈঠক হয়,

www.pathagar.com

যেখানে মাওলানা মওদূদী, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মিয়া মাহমুদ আলী কসূরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্থির হয় যে আমি বৈরুত গিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তান ফিরে এনে সেখান থেকে আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের এ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল একটা অর্ডিন্যান্স, যাতে বলা হয়েছিল যে যাঁদেরকে এবডো করা হয়েছে তাঁরা না কোন রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে পারবেন আর না কোন মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

এ অর্ডিন্যান্সের বিরোধীতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর সূচনা করা হবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। এ ব্যাপারে সকলে এবং বিশেষ করে মাওলানা মওদূদী অভিমত ব্যক্ত করেন। এ পরামর্শের ভিত্তিতে মামলা চলা কালে আমি আবেদন জানাই যে আইনগত পরামর্শের জন্যে আমাকে বৈরুত যেতে হবে এবং এ জন্যে আদালতে হাজীর হওয়া থেকে অব্যাহতি লাভের অনুমতি লাভ করি। তারপর আমি বৈরুতে যাই। বৈরুতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে কথা পাকা পোক্ত করে পাকিস্তান আসার তারিখ ঠিক করি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর করাচী পেঁাছার কথা এবং করাচী থেকে ঢাকা গিয়ে এক জনসভায় উক্ত অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কথা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ক'দিন পরই সোহরাওয়ার্দী সাহেব বৈরুতে এন্তেকাল করেন। তারপর গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিছুকাল পর নতুন করে রাজনৈতিক ঐক্যের চেষ্টা চলতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রথম থেকেই এ চিন্তা ছিল যে মুসলীম লীগ একাকীই এ এক নায়কত্বের মুকাবেলা করার যোগ্যতা রাখে এবং এ ব্যাপারে কারো সাথে সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। অথচ তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্বে মিয়া মমতাজ দৌলতানা, সরদার বাহাদুর খান, ইউসুফ খটক প্রমুখ সকল নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে সহযোগীতা করে আসছিলেন। কিন্তু খাজা সাহেবের এ পলিসির জন্য আমাদের বড়োই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায়।

ইত্যবসরে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মাওলানা মাওদূদীসহ অন্যান্য বহু উচ্চস্তরের জামায়াত নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানে PDM কায়েম করা হয়। এতে জামায়াত নেতৃবৃন্দও শামিল ছিলেন। বলা-

www.pathagar.com

বাহুল্য মাওলানা মওদূদীর নির্দেশ ব্যতীত তাঁরা এমন করতে পারতেন না।

আমি ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তান এন ডি এফ-এর আহ্বায়ক। পূর্ব পাকিস্তান এন ডি এফ-এর আহ্বায়ক হলেন নূরুল আমীন সাহেব। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দীন আমাকে পত্র লিখেন যে তিনি আমার সাথে পরামর্শ করতে চান। আমি রাওয়ালপিন্ডি ছিলাম এমন সময় খাজা সাহেব লাহোর এলেন। আমি লাহোর এলে তাঁর সাথে আমার কথা হলো। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম যে মুসলিম লীগের আমাদের সাথে মিলে কাজ করা উচিত। যখন তাঁর পক্ষ থেকে এ কথা বলা হলো যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মিলে তাঁরা কাজ করতে চান, তখন প্রথম বৈঠক ঢাকায় নূরুল আমীন সাহেবের বাড়ীতে হয়। মাওলানা মওদূদী তখন জেলে বন্দী ছিলেন। আমার যতোটা মনে পড়ে চৌধুরী রহমত ইলাহী জামায়াতের পক্ষ থেকে বৈঠকে শরীক হন। কারণ তিনি জেলের বাইরে ছিলেন।

ঢাকায় আমরা স্থির করলাম যে পরবর্তী বৈঠক করাচীতে হবে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে আমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দেয়া হবে কি না। এ এমন এক সময় ছিল যখন জাতীয় পরিষদে আইন মন্ত্রী শেখ খুরশিদ আহমদ ঘোষণা করেন যে তাঁদের পক্ষ থেকে আইয়ুব খান একজন প্রার্থী আছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিরোধী দলগুলি বিচ্ছিন্ন, সে জন্যে তাঁরা একমত হয়ে কোন প্রার্থী দিতে পারবেন না। রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং বাধা নিষেধের কারণে জনগণের মধ্যে কোন উৎসাহ উদ্যমও নেই।

আমরা যখন করাচীতে একত্র হলাম, তখন ন্যাপ সভাপতি মাওলানা ভাসানী আমাদের জন্যে একটা সমস্যা সৃষ্টি করলেন। তা ছিল এই যে সে সময়ে বিরোধী দলের সামনে দুটি নাম ছিল। এক জেনারেল আজম খান এবং দ্বিতীয় মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নাহ। আজম খানের পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তার কারণে নির্বাচনে সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল।

মাওলানা ভাসানী ভেতরে ভেতরে আইয়ুব খানের সাথে একাত্ম হ'য়ে ছিলেন। আমাদের বৈঠকের পূর্বেই তিনি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক করেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত করেন যে এমন কোন ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রূপে গ্রহণ করা হবে না। সামরিক আইনের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে। বলাবাহুল্য তিনি চাচ্ছিলেন জেনারেল আজমকে প্রার্থী হতে না দেয়া হোক। এখন শুধু বাকী থাকে মুহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নাম। তাঁর সম্পর্কে সাধারণতঃ বলা হতো যে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করবেন না। এটা এ জন্যে মনে করা হতো যে জেনারেল আজমকে বাদ দিলে বিরোধী দল অন্য কারো ব্যাপারে একমত হবে না।

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা এ ছিল যে দ্বীনী মহল মনে করতো ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। আমাদের জন্যে এ এক কঠিন সমস্যা ছিল যা ভাসানী সাহেবের উক্ত পলিসির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর স্থির হলো বিষয়টি মাওলানা মওদূদীর কাছে পেশ করা হোক, যাতে করে তিনি এ বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন পথ বের করতে পারেন। মাওলানা তখন জেলে ছিলেন।

মাওলানা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়টির উপর চিন্তাভাবনা করেন এবং জেল থেকে জামায়াত কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের নির্বাচনে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ আইয়ুব খানকে অপসারণ করার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

উপরন্তু আমাদের নয় দফা কর্মসূচীতে এটাও ছিল যে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে পার্লা-মেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠন করা হবে। এভাবে রাষ্ট্র প্রধান সম্পর্কিত বিতর্কও শেষ হ'য়ে যাবে। কারণ এ অবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান নিছক আইনগত অভিভাবকের রূপ গ্রহণ করে। এভাবে মাওলানা মওদূদীর সময়মত বিচার বিবেচনার ফলে আমরা এক বিরাট সংকট থেকে বেঁচে গেলাম। অবশেষে আমরা মাদারে মিল্লাতকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করি। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টি আমাদের সাথে শামিল হয়। তাঁরা উভয়ে ছিলেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আহ্বায়ক। তাঁরা আমাদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করেন।

মাওলানা ভাসানী আশা করছিলেন যে মাদারে মিল্লাত রাজী হবেন না। ব্যাপার তাই। তবে আমাদের পীড়াপীড়িতে তিনি

www.pathagar.com

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত হন।

তাঁর সম্মতি ঘোষণা করা হয়। তড়িৎ গতিতে গোটা দেশে তার প্রতিক্রিয়া হয়।

তারপর ভাসানী সাহেব নতুন এক সমস্যা সৃষ্টি করেন। আমাদের নয় দফার মধ্যে একটি ছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ভাসানী সাহেব এ দফা বাদ দেয়ার দাবী করেন। তা না করলে ন্যাপ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে এমন হুমকিও দেন। এ ছিল বড়োই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। খাজা নাজিমুদ্দীন, চৌধুরী মহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েন। আমি মাওলানা ভাসানীকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের নয়-দফা ফরমূলায় আপনি দস্তখত করেছেন কি না? তিনি বল্লেন, হাঁ করেছি।

ব্যাপার এই যে মাওলানা ভাসানী দস্তখত করেছিলেন এবং তাঁর নাম ইংরেজী কাগজের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তাঁকে বলা হলো যে এ দস্তখতের পর আমাদের আর করার কিছু নেই। আপনি আপনার দলকে রাজী করুন অথবা দলের সভাপতির পদে ইস্তাফা দিন।

আসলে মাওলানা ভাসানী এ পয়েন্ট এ জন্যে তুলেছিলেন যে মাদারে মিল্লাত প্রার্থী হওয়ার পর যদি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দফা বাদ দেয়া হয়, তাহলে সকল বিরোধীমহলগুলোর মাদারে মিল্লাতের বিরুদ্ধে প্রচারণা করার সুযোগ হতো। উপরন্তু জামায়াতে ইসলামী ও নিজামে ইসলাম পার্টির মতো দলগুলির সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। অবশেষে আমরা ভালোভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং সাংঘাতিক ধরনের কারচুপির ফলে আমরা হেরে যাই।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর একটি বৈঠক করাচীতে হয়। যাতে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপির পর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এ বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুধু শেখ মজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে আন্দোলন চালাতে হবে যে নির্বাচনের ফলাফল আমরা মানি না। আমাদের বিশ্বাস ছিল তখন পর্যন্ত মুহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্র জন্যে, কোন হাতকড়ি আবিষ্কার করা হয়নি যা তাঁর হাতে লাগানো যায়। আইয়ুব খান

www.pathagar.com

যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করতেন তাহলে তার পরিনাম তাঁর জন্যে অত্যন্ত মারাত্নক হতো। ব্যাপার এ হতো যে, যে আন্দোলন আমাদেরকে ১৯৬৯ পর্যন্ত চালাতে হয় তা সংক্ষিপ্ত হতো এবং জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতো। কিন্তু এ পর্যায়েও মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমান ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করেন। তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন যে বৈঠক পূর্ব পাকিস্তানে করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত সেখানে করা হবে। অতএব আমরা ঢাকা পেঁছিলাম। এ বৈঠক মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে হয়। আমাদের উপর এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা এ সিদ্ধান্ত এ জন্যে মেনে নিলাম যে আমরা বিরোধীদলকে দুটি আঞ্চলিক বুনিয়াদের উপর দুটি ভাগে বিভক্ত করতে চাচ্ছিলাম না। আমরা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে এ কুরবানী করেছিলাম। অথচ আমরা নিষ্ঠাসহকারে মনে করতাম যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপির পর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন অর্থই হয় না। এখন এঁদেরও জানা আছে যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কিভাবে কারচুপি করা হয়েছিল।

মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী মুহম্মদ আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একত্রে মিলিত হন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পেঁছি যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন বয়কট করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানে এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যে কারচুপি করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান অংশগ্রহণ করেনি।

এখন তাসখন্দ ঘোষণার প্রশ্নটি সামনে এলো। যুদ্ধের সময়েও একটি ঘটনা ঘটে। পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বর যুদ্ধের একদিন পূর্বে মাওলানা মওদূদী, সরদার শওকত হায়াত, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী এবং আমি রাওয়ালপিন্ডিতে চৌধুরী গোলাম আব্বাসের বাসগৃহে নিখিল পাকিস্তান কাশমীর কমিটির এক বৈঠকে যোগ দান করি। এ এমন এক সময় ছিল যখন ছম্ব ও জুরিয়ান জয় করা হয়েছিল। আমাদের সেনাবাহিনী আখনৌরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। চৌধুরী গোলাম আব্বাস ছিলেন বড়ো নিষ্ঠাবান কাশমীরী নেতা এবং তিনি ঐকান্তিক আশা করছিলেন যে কাশমীর যতোশীঘ্র সম্ভব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়ে যাক। এজন্যে তিনি বড়ো খুশী ছিলেন।

www.pathagar.com

এ বৈঠকে আমরা আমাদের আশংকা প্রকাশ করলাম যে কি জানি পাকিস্তানের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, কারণ বার বার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেন, কাশমীর আক্রান্ত হলে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো যুদ্ধ ফ্রন্ট খুলব। যার পরিষ্কার অর্থ এ ছিল যে, তাঁরা পাকিস্তান আক্রমণ করবেন। তাঁদের পক্ষ থেকে এ কথাও বলা হলো যে কাশমীরের উপর আক্রমণকে ভারতের উপর আক্রমণই মনে করা হবে।

রাতে খয়বর মেইলে আমি লাহোর রওয়ানা হলাম। ধংকল পেঁৗছার পর জানতে পারলাম যে সেখানে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। আমি লাহোর পেঁৗছে গেলাম, কিন্তু মাওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলী পিন্ডিতেই রয়ে গেলেন। আমি আমার বাসায় যখন গেলাম তখন জানতে পারলাম যে জনৈক ইনফরমেশান অফিসার আইয়ুব খানের পয়গামসহ আমার তালাশ করছেন। দেখা হওয়ার পর জানতে পারলাম যে আইয়ুব খান আজ বিরোধী দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, বিমান সার্ভিসও বন্ধ। এমন কোন উপায় ছিলনা যে আমি বিকেল বেলা রাওয়ালপিন্ডি পেঁৗছতে পারি। অতএব রাওয়ালপিণ্ডিতে মাওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর সাথে যোগাযোগ করলাম এবং বলে দিলাম যে আপনারা যখন বৈঠকে যোগদান করবেন তখন আইয়ুব খানকে আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে দেবেন। বৈঠকে তাঁরা আইয়ুব খানকে শর্তহীন সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন। এ সহযোগিতার পশ্চাৎ পটভূমির দিকে তাকালে দেখা যায় যে তাঁরা ঐসব দলের নেতৃবৃন্দ যাঁদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছিল। কিন্তু যখন দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে এলো তখন তাঁরা নীতিগত মতপার্থক্য ভুলে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে পুরোপুরি সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে মাওলানা মওদূদী কয়েকবার রেডিওতেও ভাষণ দান করেন।

যুদ্ধের শেষ দিকে আইয়ুব খান বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। আমি তখন গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম বলে যেতে পারলাম

www.pathagar.com

না। আমি বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করলাম। মাওলানা মওদূদী এবং চৌধুরী মুহাম্মদ আলী গেলেন। পরে মাওলানা আমাকে বলেন যে আইয়ুব খান চরম মানসিক দুর্বলতায় ভুগছেন। আইয়ুব খান বলেন, ডিফেন্স সেক্রেটারী সব কথা বলবেন। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। অর্থাৎ এমিউনিশান শেষ হতে চলেছে। Replacement হচ্ছে না। আমেরিকা সাহায্য দিচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জন্যে যুদ্ধ বেশী দিন চালানো যাবে না। এ জন্যে Cease-fire বা যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেয়া দরকার। মাওলানা মওদূদী এবং চৌধুরী মুহাম্মদ আলী আইয়ুব খানকে বলেন, সাহসিকতার পরিচয় দিন, গোটা জাতি আপনার পেছনে আছে এবং কুরবানী দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। যদি দু'এক দিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হয় তাহলে নিজেদের এলাকা দুশমনের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে এবং দুশমনের এলাকার উপর দখল মজবুত করা যাবে। তারপর সুবিধাজনক শর্তে দর কষাকষি করা যাবে। এমনও হতে পারে যে কাশমীরের ব্যাপারেও কোন একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু আইয়ুব খানের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার জন্যে তিনি এ পরামর্শ মেনে নিতে পারেন নি। তার ফলে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো। তারপর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আইয়ুব খানের নিকট আমন্ত্রণ পত্র এলো।

মাওলানা মওদূদী এবং আমাদের সকলের এ অভিমত ছিল যে আমেরিকা যুদ্ধের সময় যে আচরণ দেখায় তা ছিল বেদনাদায়ক। সকল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং সেন্টো চুক্তির ভিত্তিতে আমাদের এ অধিকার ছিল যে আমেরিকা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু সে তার বিপরীত আচরণ করেছে। এমন কি আমাদের সামরিক সাহায্যও বন্ধ করে দিয়েছে।

এজন্যে আমাদের অভিমত এ ছিল যে আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য কিছু করা উচিত। অতএব মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, সরদার শওকত হায়াত এবং আমরা সব একত্রে মিলিত হলাম এবং প্রেসে বিবৃতি দিলাম, কিন্তু তা প্রকাশ করতে দেয়া হলো না। তথাপি আমরা তার হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বিতরণ করলাম।

এত সব বিক্ষোভ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইয়ুব খান আমেরিকা গেলেন। তারপর রুশ প্রধান মন্ত্রী কোশিগেন, আইয়ুব খান এবং

www.pathagar.com

ভারতের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর সাস্ত্রীকে তাশখন্দ পেঁছার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আলাপ আলোচনা হবে। তাশখন্দ থেকে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেল যে আমাদের প্রতিনিধি দল নিজেদের দৃষ্টি কোণের উপর অবিচল আছেন। কিন্তু তারপর অকস্মাৎ এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে আমাদের প্রতিনিধিকে তাশখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে হয়। এখন আর কোন রহস্য গোপন রইলো না যে কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে প্রথমে তাশখন্দেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হলো।

মাওলানা মওদূদী এবং চৌধুরী মহাম্মদ আলীর অভিমত যে এর উপরে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হোক। এ জন্যে আমি পূর্ব পাকিস্তান গেলাম। জনাব নূরুল আমীন, এন ডি এফ-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান, ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া প্রমুখের সাথে দেখা করলাম। জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্যে তাঁদেরকে আহ্বান জানালাম। জাতীয় সম্মেলন হলো বটে কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ৬ দফা পেশ করে সম্মেলনকে স্যাবোটাশ করলেন।

মাওলানা মওদূদীসহ আমরা সকলে এ অভিমত পোষণ করতাম যে সম্মেলনে তাশখন্দ সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা হবে না।

জাতীয় সম্মেলনের পর পরই আমি ঘোষণা করলাম যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ঢাকায় হবে ওখানে এ বিষয়ের উপর (ছ'দফা) আলোচনা করে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তার সমাপ্তির প্রচেষ্টা করা যাবে। কিন্তু জানিনা কি কারণে আইয়ুব খান এ ধারণা দেয়ার এবং তা অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছা করতেন যে বিরোধীদলের মধ্যে ভাঙন রয়েছে এবং সে জন্যে তিনি ছয় দফাকে খুব ছড়াতে থাকেন। আমাকে ঢাকা যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে গ্রাম থেকে আমাকে গ্রেফতার করে ন'দশ মাস ধরে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। আমি যখন মুক্তিলাভ করে লাহোর আসি, মাওলানা মওদূদী দেখা করতে আসেন। আরও অনেকে এলেন। আমি বল্লাম, বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ পুনরায় শুরু করা দরকার। মাওলানা পুরোপুরি একমত হলেন। আমার স্মরণ আছে ভুট্টু সাহেবও দেখা করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি জানতে চান। বল্লাম যে আমি পূর্ব পাকিস্তান যেতে চাই। জাতীয় পর্যায়ে বিরোধী দলের কোন সংগঠন করার চেষ্টা করতে হবে। ভুট্টু

www.pathagar.com

সাহেব বেশ উদ্বিগ্নতার সাথে বল্লেন যে প্রকাশ্যে এ ধরনের কিছু করতে গেলে হয়তো আবার আমাকে গ্রেফতার করা হবে। যা কিছু করতে হয় গোপনে করতে হবে। বল্লাম, গোপনে এ কাজ হতে পারে না কারণ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কামিটিতে বিষয়টির আলোচনা হবে, তা কি করে গোপন রাখা যাবে ?

যাহোক পূর্ব পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ... ... এ সিদ্ধান্ত মাওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মহাম্মদ আলীর পরামর্শের ভিত্তিতে করা হয়। ঢাকা যাওয়ার পূর্বে করাচীতে মিয়া মমতাজ দৌলতানার সাথে দেখা হয়। এ সময়ে জনাব ভুট্টু রাতে তাঁর বাড়ীতে খানার দাওয়াত করেন। আমি এবং দৌলতানা গেলাম। ভুট্টু বল্লেন যে পূর্ব পাকিস্তানে ঐক্যের কোন পথ যদি বের করা যায় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও যেন ডাকা হয়। কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তান নেতাদেরকে সম্মত করা গেল এবং স্থির হলো যে এ সংগ্রামের জন্যে কোন সম্মিলিত সংগঠন তৈরী করা হোক। তার প্রাথমিক দফাগুলো তৈরীর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তান যেতে বলা হলো। মাওলানা মওদূদী এবং অন্যান্যগণ পেঁৗছে গেলেন। ভুট্টু সাহেবকে বলা হলে তিনি জবাব দেন যে মহররমের জন্যে তিনি যেতে পারবেন না... তবে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈঠক হলে তাতে তিনি শরীক হবেন। পূর্ব পাকিস্তানে দফা ঠিক করা হলো। তারপর লাহোরে বৈঠক হলো যেখানে সংগঠনের কাঠামো এবং দায়িত্বশীলদের নির্বাচন হবার কথা।

দায়িত্বশীল নির্বাচনের জন্যে দু'টি নাম পেশ করা হলো। একজন নুরুল আমীন এবং দ্বিতীয় আমার নাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল যাতে সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টির মীমাংসা হয়। অবশেষে ঠিক হলো যে মাওলানা মওদূদী দায়িত্বশীলদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা অনুমোদন করা হবে। মাওলানা মওদূদী সভাপতি হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করেন। সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে মাহমুদ আলীর নাম, সহ সভাপতির জন্যে খাজা খায়রুদ্দীন ও ফরিদ আহমদের নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সংগঠনের নাম রাখা হয় PDM--পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট। আমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করলাম। মাওলানা মওদূদী আমাদের গণ সংযোগ অভিযান পরিচালনা করেন।

www.pathagar.com

আমি সব সময়ে দেখেছি যে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করার যোগ্যতা মাওলানার ছিল।...সক্রিয় রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ এমন এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে যা আমরা বরাবর অনুভব করেছি। পরামর্শ, অভিমত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আমরা তাঁর অভাব অনুভব করেছি। তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধবের সাথে সর্বদা আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। সত্য কথা বলতে কি সে সময়ে আমাদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ ছিল এবং ছিল ডিসিপ্লিনও। পরে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু অভিযোগ শুনা গেলে তার কারণ ছিল এই যে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা মওদূদী আমাদের মধ্যে ছিলেন না। তাঁদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক মহত্ত আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে দেয় নি।

তাঁদের এবং আমাদের মধ্যে চরম মত পার্থক্য হতো। কিন্তু তার পরও তিক্ততা হতো না। কারণ মত পার্থক্য ব্যক্তিগত হতো না। সত্তরের নির্বাচনে লাহোরের একটি আসন নিয়ে আমাদের মধ্যে অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের পর লাহোরে সুরেশ কাশ্মীরী আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি বল্লেন যে মাওলানা মওদূদী অসুস্থ। আমি টেলিফোনে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলাম এবং বল্লাম যে আমরা দেখতে যাচ্ছি।...আমরা গেলাম। সাক্ষাতের সময় মাওলানা অপ্রীতিকর ঘটনার কোন উল্লেখই করলেন না। তারপরও যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, মাওলানার অভিমত জানতে চেয়েছি। তাঁর সাথে পরামর্শ করেছি, এবং তাঁর নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছি। অবসর গ্রহণের পরেও জামায়াতে ইসলামীর উপর তাঁর প্রভাব পূর্ববৎ ছিল। আমার জানা আছে যে কয়েকবার আমাদের সাথে একমত হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রভাবও বিস্তার করেন।

জনাব ভুট্টুর যমানায় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা লিখতে গেলে বিরাট বিরাট গ্রন্থ তৈরী হবে। একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ভুট্টুর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন মাওলানা এক বিবৃতি দেন যা আমাদের মতে ঠিক হয় নি। আমি এবং মাওলানা জান মুহাম্মদ আব্বাসী তাঁর খেদমতে হাজীর হয়ে আমাদের যুক্তি পেশ করলাম। তাঁর চরিত্রের এক বড়ো মাধুর্য এ ছিল যে তাঁকে কোন ব্যাপারে যদি যুক্তি দ্বারা বুঝানো যায় তাহলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতেন। যাহোক

৫—

www.pathagar.com

মাওলানা আমাদের সাথে এক মত হলেন এবং স্বীকার করলেন যে তাঁর বিবৃতি দেয়াটা ঠিক হয়নি।

মাওলানা মওদূদী বিরাট আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কেও একটা ঘটনার কথা বলি। পাকিস্তান হওয়ার কিছু দিন পর আমি, সুরেশ কাশমীরী এবং মাওলানা মওদূদী একটি মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে একটা মসজিদ পেলাম। মসজিদের সাথেই এক ভদ্রলোকের বাড়ী। তাই দেখে সুরেশ কাশমীরী বল্লেন, বাঃ মসজিদের সাথে শুঁড়ি খানাও চাই।

মাওলানা বল্লেন, ভাই, এমন বলেন না কেন—

'এক বান্দায়ে কমীনা হামসায়ায়ে খোদা হ্যায়—'

এক ইতর বান্দাহ, খোদার প্রতিবেশী,

যে দিক দিয়েই হোক, মাওলানা মওদূদী ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন, আমীন। সুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

হুসাইন খান—টোকিও, জাপান

মাওলানা মওদূদী ঃ

—কিছু স্মৃতি কথা

আমি যখন জেদ্দার আল্ জাযীরা ব্যাংকে লণ্ডন-নিউইয়র্ক যাবার জন্যে ট্রাভেলার্স চেক বানাচ্ছিলাম, তখন মাওলানার মৃত্যুর মর্মন্তুদ খবর পাই। বড়ো দুঃখ পেলাম। জানতে পারলাম যে জেদ্দার একটি ইংরেজী দৈনিকে এ সংবাদ বেরিয়েছে। সে জন্যে তড়িঘড়ি সে পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়লাম। ভেতরের পৃষ্ঠায় একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে তার মধ্যে এ সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে নিউইয়র্কের বাফেলো হাসপাতালে মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে মাওলানার বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক খেদমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমি একটি ট্রাভেল এজেন্সির কাছে গেলাম টিকেট কেনার জন্যে। সেখানে কয়েকজন পাকিস্তানী মাওলানার মৃত্যু সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছিলেন। জানতে পারলাম যে কিছু পূর্বে সউদী রেডিও মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ প্রচার করেছে। না জেদ্দার আল জাযিরাহ ব্যাংকের কর্মচারী এবং না ট্রাভেল এজেন্সীতে টিকেট খরীদকারী পাকিস্তানীগণ জামায়াতে ইসলামীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন। আমি নীরবে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম। আমি অনুভব করলাম মাওলানার বই পুস্তক অথবা জামায়াতে ইসলামীর কর্মীসংখ্যার দ্বারা মাওলানার সম্মান শ্রদ্ধা অথবা তাঁর মহান খেদমতের পরিমাপ করা কতটা ভুল। আমার চার ধারে যাঁরা মাওলানা সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলেন সম্ভবতঃ তাঁরা কেউই মাওলানার কোন বই পুস্তক পড়েন নি। আর না তাঁরা কেউ জামায়াতের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন। এরা ছিলেন সকলে সাধারণ পাকিস্তানী এবং রাজনীতি থেকে বহু দূরে এক ভিন্ দেশে বসবাস করছিলেন। এ জন্যে মাওলানার প্রভাবের ব্যাপকতা আন্দাজ করা বড়োই কঠিন। প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে

www.pathagar.com

একমাত্র সে ব্যক্তির জনপ্রিয়তাই স্থান লাভ করতে পারে যার জনপ্রিয়তা আল্লাহ্‌র নিকটে গৃহীত হয়েছে।

সত্তর অথবা আশি বছর জীবন যাপন করার সুযোগ সম্ভবতঃ আমার এবং আপনাদেরও হতে পারে। কিন্তু কতখানি সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যিনি এ জীবন কালের মধ্যে দুনিয়ার উপর তাঁর কর্মকান্ডের এমন সব সাক্ষর রেখে গেছেন যে তার সওয়াব সদকায়ে জারীয়া হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত তিনি পেতে থাকবেন এবং আখেরাতে লাভ করবেন বিরাট সাফল্য। দুনিয়াতে কতজন আলেম আছেন যাঁরা এমন মর্যাদা লাভ করেছেন যা আল্লাহতায়ালা মাওলানা মাওদূদীকে দিয়েছেন। এমন কোন রাজনৈতিক নেতা সমাজ সংস্কারক আছেন কি যিনি প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন? এবং যার জন্যে প্রত্যেকের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোয়া বেরয়? মাওলানা মওদূদীর জীবন আমাদের সকলের জন্যে আলোর দিশারী হওয়া উচিত। এ আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে সম্পৃক্ত আমার কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়া এখানে বয়ান করতে চাই যাতে করে আমার এবং আপনাদের তাঁর থেকে কিছু শিক্ষালাভ করার এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করার তওফিক হয়। বিরাট বিরাট বিষয়ের উপরে মাওলানার সাহিত্য বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ছোটো খাটো এবং দৈনন্দিন ব্যাপারেও মাওলানা থেকে শিক্ষা লাভ করার বহু কিছু আছে।

আমার মনে মাওলানার বিরাট প্রভাব পড়েছিল একটি ঘটনা থেকে। এই যে খুরশিদ সাহেব যিনি অধ্যাপক খুরশিদ নামে খ্যাত। যিনি পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্লানিং কমিশনের ডিপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আমার নিকটে সেই খুরশিদ সাহেব, যেমনটি তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষাজীবনে। তিনি ছিলেন ইসলামী জমিয়তে তোলাবার নাজেমে আলা (সভাপতি) এবং আমি ছিলাম সেক্রেটারী জেনারেল। আমরা দু'বছর যাবত ইসলামী জমিয়তে তোলাবা পাকিস্তানের এ দুটি দায়িত্ব পালন করি। খুরশিদ সাহেব অর্থনীতিতে এম এ করেন এবং তাঁর ছাত্র জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তার ফলে ইসলামী জমিয়তে তোলাবার সভাপতিত্বের দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত হতে যাচ্ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জমিয়ত যথেষ্ট উন্নতি করে। এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল করাচীতে। করাচীর বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল আমি বার বার সফর করি। জমিয়তের শাখা, কর্মীসংখ্যা

www.pathagar.com

দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। ঠিক এমন সময়ে—খুরশিদ সাহেবের জমিয়ত থেকে বিদায় গ্রহণ আমার কাছে একটা দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। সে জন্যে খুরশিদ সাহেবকে জমিয়তে রাখার জন্যে আমি এক বিরাট আন্দোলন শুরু করলাম। জমিয়তের অধিকাংশ লোক আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমার এবং অন্যান্য সকলের নিকটে এটা পরিষ্কার ছিল যে খুরশিদ সাহেব বিদায় হওয়ার পর নির্বাচন হলে দায়িত্বটা আমার কাঁধেই পড়বে। কিন্তু পুরো দিয়ানতদারীর সাথে মনে করতাম যে এ কাজের জন্যে আমি অনুপযুক্ত। খুরশিদ সাহেবের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের পর নাজেমে আলার দায়িত্ব আমার উপরে এলে জমিয়তের পতনের কারণ হতে পারে। খুরশিদ আমাকে বার বার বুঝাচ্ছিলেন যে এ দায়িত্ব পালনের জন্যে যে চারটি গুণের প্রয়োজন তা আমার মধ্যে আছে। কিন্তু তাঁর কথা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। অতএব জমিয়তের মজলিসে শুরাতে বিষয়টি আমি খুব জোরালো ভাষায় পেশ করে বললাম যে খুরশিদ সাহেবের ছাত্র জীবন বাড়িয়ে দেয়া দরকার। লাহোরে জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা। স্থিরীকৃত হয় যে বিষয়টি গোটা মজলিসে শুরাসহ মাওলানা মওদূদীর সামনে পেশ করা হবে। সে সময়ে জমিয়তের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল করাচীতে। কিন্তু সাধারণতঃ বার্ষিক সম্মেলন লাহোরে হতো। আর এটাও ঐতিহ্যে পরিণত হ'য়েছিল যে মাওলানা মওদূদী জমিয়তের কেন্দ্রীয় শুরার সদস্যদেরকে তাঁর বাড়ীতে খানার দাওয়াত দিতেন। তাতে অবশ্যই থাকতো অতীব উপাদেয় ও সুস্বাদু দিল্লী অথবা হায়দরাবাদের বিরিয়ানী। জমিয়তের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার এ স্মরণীয় বৈঠক মাওলানা মওদূদীর বাড়ীতে তাঁর স্টাডি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এটা স্মরণীয় এ জন্যে যে ইসলামী জমিয়তে তোলাবার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এটিই ছিল প্রথম এবং শেষ বৈঠক যাতে মাওলানা এভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আমি খুরশিদ সাহেবকে জমিয়তে আরও কিছুকাল রাখার জন্যে এমন জোরেশোরে আমার বক্তব্য পেশ করলাম যে খুরশিদ সাহেবও কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। আমার বক্তব্য নাকচ করা মাওলানার জন্যেও কঠিন হ'য়ে পড়লো। অথবা নিদেনপক্ষে আমি তাই ভাবছিলাম। কিন্তু এ আলোচনা ও বিতর্কে মাওলানা বিষয়টির সত্যানুসন্ধানের জন্যে যখন প্রশ্ন করা শুরু করলেন তখন আমি

www.pathagar.com

হতবাক হ'য়ে পড়লাম।

মাওলানা আমার অথবা খুরশিদ সাহেবের পক্ষে বিপক্ষে কোন দীর্ঘ বক্তৃতা করেন নি। এ বিষয়টির সকল দিক উপলব্ধি করার জন্যে তিনি আমাকে, খুরশিদ সাহেবকে এবং মজলিসেশূরার সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারা গেল না যে মাওলানার নিজের অভিমত কি। কারণ প্রথম থেকে তাঁর কোন গৃহীত অভিমত হয়তো বা ছিলই না। তাঁর প্রশ্নের ধরনই এমন ছিল যেন তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানতে এবং তার মূল্যায়ণ করতে চাচ্ছিলেন। মাওলানা কোন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার আগেই আমার মনে হতে লাগলো যে আমার বক্তব্য অর্থহীন ও অবাস্তব। খুরশিদ সাহেবের বার বার বুঝানোর পরও যে কথা আমি মেনে নিতে পারি নি, মাওলানার বিভিন্ন প্রশ্নের ফলে তা আমি মনে মনে স্বীকার করে নিলাম। এ ছিল মাওলানার নেতৃত্বের এমন সব যোগ্যতা যা তাঁকে একজন সাহিত্যিক, চিন্তাশীল, আলেম অথবা শিক্ষাংগণের পন্ডিত (Academic man) ব্যক্তির পরিমন্ডল থেকে বের করে যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কার্যে সাফল্যমন্ডিত করেছে। ভালো ভালো মতবাদ অথবা দর্শন পেশ করা সহজ। কিন্তু বাস্তব জগতে সে মতবাদের ধারক ও বাহক হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সাফল্য সহকারে তার লীডারশিপের দায়িত্ব পালন করা বড়ো কঠিন ব্যাপার।

এ সব চিন্তার সাগরে হাবু ডুবু খেতে খেতে আমি জেদ্দা থেকে লন্ডন হয়ে নিউইয়র্কের পথে রওয়ানা হলাম। লন্ডন টাইম অনুযায়ী ২৪ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় জেদ্দা থেকে লন্ডন পেঁাছলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে যদি আমি তাড়াতাড়ি নিউইয়র্ক পেঁাছে যাই, তাহলে হয়তো মাওলানার জানাযায় শরীক হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাব। সকাল ৮টা পর্যন্ত লন্ডন বিমান বন্দরে থাকার পর শহরের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। পরে জানতে পারলাম যে আমার বিমান বন্দর থেকে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়ার আধ ঘন্টা পরেই অর্থাৎ সাড়ে আটটায় মাওলানার মাইয়েত নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন বিমান বন্দরে আসে এবং সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত থাকে। দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য লোক লন্ডন বিমান বন্দরে আসে এবং কয়েকবার জানাযার নামায পড়া হয়।

www.pathagar.com

আমি এ খবর লন্ডনে বিলম্বে পাই। যখন আমি ঐ দিন বিকেলে নিউইয়র্ক যাবার জন্য লন্ডন বিমান বন্দরে পেঁৗছি তখন লন্ডন বিমান বন্দরের দূরে দূরে অবস্থিত তিনটি Terminal এর যে Terminal থেকে আমার নিউইয়র্ক যাবার কথা, সে Terminal এই দেখতে পেলাম যে পিআইএর বিমান মাওলানার মাইয়েতসহ করাচী রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। বিমান বন্দরে খুরশিদ সাহেব, খুররম জাহ মুরাদ এবং ইসলামী আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত হলো। খুরশিদ সাহেব বল্লেন যে তিনি নিউইয়র্ক থেকে মাইয়েতের সাথেই এসেছেন এবং লাহোর পর্যন্ত সাথেই যাবেন। লন্ডনে যাবতীয় ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব খুররম জাহ মুরাদ সাহেবের উপরেইছিল। তিনি খুরশিদ সাহেবের পূর্বে জমিয়তের নাজেমে আলা ছিলেন। এখন তিনি খুরশিদ সাহেবের জায়গায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। খুররম জাহ মুরাদ সাহেব, খুরশিদ সাহেব এবং আমি তিনজনেই জমিয়তের সাবেক নাজেমে আলা লন্ডন বিমান বন্দরে শোকার্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে এবং অদূরেই পিআইএর বিমানে মাওলানার মাটির দেহ শয়ান। মনের মধ্যে পঁচিশ বছরের হারানো স্মৃতি ভেসে উঠলো যখন আমরা তিনজনেই করাচিতে ছাত্র ছিলাম এবং লাহোরের বার্ষিক সম্মেলন গুলিতে এবং অন্যান্য সময়ে মাওলানার রাহনুমায় লাভ করতাম। যে উজ্জ্বল প্রদীপ আমাদের মনমস্তিষ্ক ও চলার পথকে আলোকে উদ্ভাসিত করতো, তা আজ নির্বাপিত। মাওলানা আমাদের সন্নিকটে পিআইএ বিমানে। কিন্তু আমাদের থেকে এতো দূরে যে তাঁর থেকে কোন মৌখিক হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয়। আমরা কত সৌভাগ্যবান যে এ মহান ব্যাক্তির নৈকট্য আমরা লাভ করেছি এবং আজ তাঁর মাটির দেহ আমাদের নিকটে, কিন্তু তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত। দূর প্রাচ্যের দূরতম দেশ জাপানে বসবাসরত আমার মতো লোকের কত বড়ো সৌভাগ্য যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, ঐ মহান ব্যাক্তির মাটির দেহের নৈকট্য এমন এক সময়ে লাভ করলাম যখন তিনি এ নশ্বর জগত থেকে সর্বশেষ উড্ডয়নরত ছিলেন। তিনি উড়ে চলছিলেন তিনটি মহাদেশের উপর দিয়ে এবং তাঁর নিকটে হঠাৎ আকস্মিক ভাবে কেউ পেঁৗছে ছিল কোন এক চতুর্থ মহাদেশ থেকে।

তাঁর মাটির দেহ যে নিউইয়র্ক থেকে আসছিল আমি সেখানেই যাচ্ছি-

www.pathagar.com

লাম। আমার দিব্যজ্ঞান (ইলহাম) একথা বলছিল যে যে ভূখণ্ডে এ মহান ব্যক্তি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, একদিন সে বৃহৎ ভূখণ্ডেও বিপ্লব সাধিত হবে। অথবা নিদেনপক্ষে এ দেশ ইসলামী জগতের ইসলামী বিপ্লবের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বিতীয় রেনেসাঁর কেন্দ্রভূমি হয়ে পড়বে। এ মহান ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন নিছক পাকিস্তান এবং ইসলামী বিশ্বেই নয় বরঞ্চ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানেও তার প্রতিফলন ঘটাবে। আজ গোটা আমেরিকা ও জাপানে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে এবং দিনদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার ক্রেডিট্ কার ? কেয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে জারীয়ার সওয়াব কার নামায়ে আ'মালে লেখা হবে ? এ মহান মানবের অবদান যে কত বিরাট ও বিশাল তা আল্লাহ্-তায়ালার কুদরত ব্যতীত কোন মানুষের জ্ঞান সীমার আয়ত্তে আসতে পারে না। আমি যদিও জাপানে থাকি তথাপি বহু দিন থেকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে মাওলানা মওদূদী যে বিরাট মানসিক বিপ্লবের কাজ করেছেন, তাকে সামনে অগ্রসর করার জন্যে পাকিস্তান অথবা ইসলামী বিশ্বের অন্য কোন দেশ যথেষ্ট নয়।

ইসলামী বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellcetual) এবং চিন্তামূলক গবেষণার সে সব সুযোগ সুবিধা নেই যা আমেরিকায় লাভ করা সম্ভব। কোন এক সময়ে ইউরোপ এবং বিশেষ করে লন্ডন কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ লন্ডনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। কিন্তু মাওলানা মওদূদী যে মানসিক ও বাস্তব কাজের সূচনা করেছেন তার পরিসমাপ্তির জন্যে শুধু পাকিস্তান এবং ইসলামী বিশ্বই যেমন যথেষ্ট নয়, লন্ডন ও ইউরোপও যথেষ্ট নয়। এ মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের জন্যে বর্তমান যুগে উপযোগী ও সঠিক স্থান হচ্ছে আমেরিকা। এ যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার জন্যে যেসব সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণ আমেরিকায় সহজে পাওয়া যেতে পারে তা দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে নিউইয়র্ক টাইমসে এ মর্মে এক সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যে সম্প্রতি আগা খান ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের সম্পর্ক সুস্পষ্ট করার এবং ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের উপর গবেষণা করার জন্যে প্যান্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় দশকোটি পাকিস্তানী টাকার অনুদান দিয়েছেন। এ বিরাট অংক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্টান স্কলারের হাতে না

www.pathagar.com

দিয়ে যদি আমেরিকার মুসলমান স্কলারদের হাতে দেয়া হতো তা হলে কত ভালো হতো। মুসলমান স্কলারগণ ইসলামের এমন সমাজ বিজ্ঞানের উপরে গবেষণা করতেন যা ইসলামী বিশ্বের মুসলিম দেশগুলীর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের ব্যাপারে সহায়ক হতো। কিন্তু আগা খানের মধ্যে ইসলামের এ অনুভূতি কিভাবে জন্মলাভ করবে ?

বহুদিন থেকে আমার এ বাসনা রয়েছে যে আমেরিকায় কোন ইসলামী ফাউন্ডেশন অথবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হোক যেখানে মাওলানা মওদূদীর ফেলে যাওয়া বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে অধিকতর গবেষণার কাজ চালু করা যায় এবং এ গবেষণার সুফল লাভ করবে গোটা ইসলামী বিশ্ব এবং সমগ্র দুনিয়া। সম্ভবতঃ এ মহান ব্যক্তির এ ভূখন্ডে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পেছনে আল্লাহতায়ালার এ ইংগিতই ছিল। যিনি জীবনে কোনদিন আমেরিকা দেখেছিলেন না, তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন গুলিতে দুবার আমেরিকায় যান। এ মহান মানবকে কাছে ডাকার জন্যে আল্লাহতায়ালা মৃত্যুর ফেরেশতাকে যে ভূখন্ডে পাঠালেন সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় যাননি বরঞ্চ বাধ্য হয়ে চিকিৎসার নাম করে গিয়েছেন। সুরায়ে লোকমানে আল্লাহ্ বলেন, কোন মানুষ জানেনা তার মৃত্যু কোন্ ভূখন্ডে হবে (লুকমান : ৩৪)।

কথার প্রসংগ অন্য দিকে চলে গেছে। আমার সকল স্মৃতি কথা একত্র করলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়বে। কিন্তু মাওলানার ছেড়ে যাওয়া জিনিষ অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ববোধের কারণেই আমাকে এ দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। জাপানে পাকিস্তান এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে আমি সেখানকার পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছু বানী পাঠাতে পারতাম। পাকিস্তান এসোসিয়শনের পক্ষ থেকে টোকিওর পাকিস্তান দূতাবাসে কোরআন খানীর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কিন্তু এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ মহান ব্যক্তির জীবনের কিছু দিক যা তাঁর সাহিত্যের বহির্ভূত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে এ কথাগুলি লিখছি।

ইসলামী আন্দোলনের বিশেষ কোন পর্যায়ে কর্মীকে কি কাজ করতে হবে, কোন্ কাজ সর্বাগ্রে এবং কোন্ কাজ পরে করতে হবে তা ফয়সালা করা বড়ো কঠিন কাজ। নিজে নিজে ফয়সালা করলে তার ভাবপ্রবনতা,

www.pathagar.com

ইচ্ছা বাসনা ও আপন স্বার্থের ভিত্তিতে ফয়সালা করার সম্ভাবনা থাকে। দুরকম চরম পন্থা অবলম্বনেরও সম্ভাবনা থাকে। অন্যের কথায়ও মন নিশ্চিত হতে পারে না। এমন অবস্থায় মাওলানা মওদূদীর মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের ফয়সালার গুরুত্ব মানুষের মানসিক অস্বস্তি দূর করে। এ এমন এক নাজুক ফয়সালা যার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ ভাঙা-গড়া নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনকে সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ রাখার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর এ নীরব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার নতুন দৃষ্টান্ত মাওলানার পুত্র ডাঃ আহমদ ফারুকের প্রেস কনফারেন্সে পাওয়া যায়। খুরশিদ সাহেবের নিউ-ইয়র্ক যাবার সংবাদ যখন মাওলানা পেলেন তখন তিনি বল্লেন, খুরশীদ সাহেব ও মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেবের পাকিস্তানে থাকা নেহায়েৎ জরুরী। মাওলানার এ এরশাদের পর খুরশিদ সাহেবের পক্ষে কি করে সম্ভব যে তিনি পাকিস্তান ছেড়ে ইংলন্ডে গিয়ে বসবেন। এ কথাই কিন্তু আমি এর আগে কখনো কখনো খুরশিদ সাহেবকে বলতাম। কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে যেতেন, কারণ আমার মতো লোকের কথার কতইবা গুরুত্ব হতে পারে। কিন্তু এখন মাওলানার অসিয়তের পর খুরশিদ সাহেব কি করে পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারেন ?

এ ধরনের একটা ছোট-খাটো ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছিল। সে সময়ের কথা যখন পূর্ব পাকিস্থানে মুসলীম লীগের সাত বছর ব্যাপী সরকারের উজিরে আলা জনাব নূরুল আমীনকে একজন সাধারণ ছাত্র নির্বাচনে পরাজিত করেন। সুহরাওয়ার্দী, মুজিবর রহমান, এ কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা) এবং অন্যান্য মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন এবং নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টিকারী মুসলীম লীগ প্রথম বার লজ্জাজনকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানের সকলকে বিব্রত করে ফেলেছিল। বিশেষ করে ইসলাম প্রিয় লোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এ নাটকীয় পরিবর্তনে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল সকলের চেয়ে বেশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল সকল রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। আমি ইসলামী জমিয়তে তোলাবার নাজেমে আলা ছিলাম। সিদ্ধান্ত হলো আমি পূর্ব পাকিস্তান সফরে যাব। অতএব এ প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে বেরুলাম। ফিরে এসে বড়ো উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্ট পেশ করেছিলাম।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে ছাত্রদের বড়ো বড়ো সমাবেশে বক্তৃতা এবং প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। সাধারণ ধারণার বিপরীত সেখানে আমি ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিরাট অনুরাগ লক্ষ্য করলাম। প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সমাজ রক্ষণশীল ইসলামের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল কারণ এতে আধুনিক যুগের সমস্যাবলীর কোন অনুভূতিই বিদ্যমান ছিল না ইসলামের আলোকে কোন নতুন সমস্যার সমাধান ত দূরের কথা। অপর দিকে তারা মুসলিম লীগের সে ইসলামের প্রতিও বিরাগভাজন হয়েছিল যার নাম করে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভোগ করা হচ্ছিল। এ ইসলামের প্রতি আমল করা হতো না। একদিকে তারা ইসলামের নামে কূপের ব্যাঙ দেখছিল, অপর দিকে দেখছিল স্বার্থ শিকারীদের দল। আমি যখন আমার বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনার ভেতর তাদের সামনে সেই ইসলামের ধারণা পেশ করলাম যা আমি মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের মাধ্যমে লাভ করেছিলাম তখন যুব সমাজের মধ্যে ইসলামের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পেলাম। মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা তাদের নিকটে এক নতুন জিনিস ছিল। তারা এমন কথা না কোনদিন পড়েছিল আর না তারা শুনেছিল। বাংলা ভাষায় তখন মাওলানার মাত্র কয়েকখানি বই ছিল। অধিকাংশ লোক আবার তা জানতোনা। যদি আমাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ কেউ জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি আমার পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচ বছর বসবাস করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো যে এ বিচ্ছিন্নতার বুনিয়াদী কারণ হচ্ছে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানীদের ওয়াকেফহাল না থাকা। পূর্ব পাকিস্তান কেন আজ পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থাও মারাত্মক হতো যদি মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যাবলী, জামায়াতে ইসলামী ও জমিয়তে তোলাবা পাকিস্তানে না থাকতো। মুস্তফাকামালের তুরস্কের মতো আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব আমাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির জালে আবদ্ধ করে ইসলাম থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতো। অতঃপর আমরা আফগানিস্তানের তারাকী, হাফীজুল্লাহ আমীন ও বাবরাক কারমালের সরকার গুলির মতো কমিউনিজমের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়তাম। আজ আল্লাহর ফজলে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা কায়েম ও মজবুত রয়েছে। এর প্রকৃত কারণ মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলন ও সাহিত্য ভান্ডার।

যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের কলেজগুলিতে অনুষ্ঠিত বিরাট বিরাট সম্মেলনে দলে দলে ছাত্রগণ যোগদান করে আমার ভাষায় ইসলামের সঠিক ধারণা জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতো যে ধারণা মাওলানা মওদূদী তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। দেশের ভাঙা গড়ায় তাঁর সাহিত্য কত গুরুত্বপূর্ণ তাও তারা উপলব্ধি করে। এ সংকটপূর্ণ যুগে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে আমার উৎসাহ ব্যঞ্জক রিপোর্টের ভিত্তিতে জমিয়ত সিদ্ধান্ত করে যে আমাকে দু'বছর পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে হবে। করাচী ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে আমাকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে হবে। এ ছিল আমার জন্যে এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষা। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল শাস্ত্রে এম. এ প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হয়েছি আর এক বছরেই আমি এম এ ডিগ্রি নিতে পারতাম। এখন আমাকে করাচী ত্যাগ করে ঢাকা যেতে বলার অর্থ এই যে আমার অসমাপ্ত শিক্ষা অসমাপ্তই রয়ে যাবে ডিগ্রি লাভ আর ভাগ্যে জুটবেনা। এমন এক দ্বিধা দ্বন্দ্বে যখন আমি ভুগছিলাম তখন একদিন মাওলানা মওদূদী করাচী এলেন। জমিয়ত এ ব্যাপারে মাওলানার অভিমত জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পূর্ব পাকিস্তান যাবার জন্যেই বলেন। তাঁর কথায় আমার সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে গেল, ত্যাগের এমন এক প্রেরণা সৃষ্টি হলো যে আমার শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের সকল রঙিন স্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলে ইসলামী আন্দোলনের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তান যাওয়ার সিধান্ত করলাম। ইসলামী আন্দোলনে এমনি বহু লোক আছেন যাঁরা মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে সকল প্রকার ত্যাগও কুরবানীর জন্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেব তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি তার ওকালতি পেশা পরিত্যাগ করে মাওলানার সাথে আন্দোলনের কাজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বের এ এক এমন আশ্চর্যজনক প্রভাব যা নিছক তাঁর বই পুস্তকের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা অনুমান করা বড়ো কঠিন এবং তা না হলে কোন আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারে না। কর্মীদের মধ্যে আনুগত্য ও কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করা মাওলানা মওদূদীরই কাজ ছিল। অবশ্য কর্মীদের মধ্যে কিছু অপূর্ণত্য

www.pathagar.com

রয়ে গেলে তা আল্লাহতায়ালা তাঁর ফযল ও করমে পূরন করতে পারেন। যে সময়ে মাওলানা মওদূদীর মাইয়েত লন্ডন থেকে করাচীর আকাশ পথে, তখন আমি লন্ডন থেকে নিউইয়র্কের আকাশ পথে। এ সময়ে একটি একটি করে আমার মনের পটে সে সব মুহূর্তগুলি ভেসে উঠছিল যে সব আমি তাঁর পবিত্র সাহচর্যে কাটিয়েছি।

একবার আমি জমিয়তের নাজেমে আলা হিসেবে লাহোরে যাই এবং সেখান থেকে মুলতান যাবার কথা। সম্ভবতঃ লাহোরে বরকত আলী মোহামেডান হলে জমিয়তের পক্ষ থেকে এক সম্মেলন ছিল। এ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মাওলানা এবং আমি বিশেষ বক্তা। মাওলানার সামনে বক্তৃতা করতে যেন কথা হারিয়ে ফেলছিলাম। অবশ্য আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর করার জন্যে বক্তৃতার নোট তৈরী করে মাওলানার বাড়ীতে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম। তাঁর কথায় কিছু রদবদলও করলাম। পরদিন বক্তৃতা করার পূর্বে নিজের পক্ষ থেকে নোটের মধ্যে আরও কিছু রদবদল করলাম যা মাওলানার জানা ছিল না। বক্তৃতার পূর্ব মুহূর্তে মঞ্চে মাওলানাকে বল্লাম যে আমার নোটের মধ্যে কিছু রদবদল করেছি। তিনি শুনে নীরব রইলেন।

আমার পরে মাওলানার সভাপতির ভাষণ ছিল। সম্ভবতঃ আমার বক্তৃতার সময় আমার স্নায়বিক দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসের স্বল্পতা মাওলানা অনুভব করেছিলেন। সেজন্যে মাওলানা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আমার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং বল্লেন যে—এ ধরনের কথা যেন আমি লিখতেও পারি।

মাওলানা তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমার একজন খতরনাক লোক হওয়ার কথাটাও বলে ফেলেন। আমার 'খতরনাক' (বিপজ্জনক) হওয়ার কাহিনীটাও বলে ফেলি। একবার লায়লপুর (বর্তমান ফয়সলাবাদ) সফরে গিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজ হোস্টেলে জমিয়তের এক বন্ধুর কামরায় ছিলাম। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন পাশ্চাত্যমনা এবং জামায়াত ও জমিয়ত সম্পর্কে ছিলেন ভয়ানক এলার্জিক (প্রতিক্রিয়াশীল)। জমিয়তের ছাত্রগণ যখন কলেজে অথবা হোস্টেলে জমিয়তের সভা এবং আমার বক্তৃতার জন্যে উক্ত প্রিন্সিপালের কাছে অনুমতি চাইতে গেল, তখন অনুমতি দেয়া ত দূরের কথা তিনি টেলিফোনে অন্যান্য কলেজের প্রিন্সিপালদেরকে জানিয়ে দিলেন যে 'একজন খতর

www.pathagar.com

নাক লোক' লায়লপুর এসেছে। তারপর আমাকে তড়িঘড়ি হোস্টেল ছেড়ে শহরের অন্যত্র থাকতে হয়েছিল।

এ কথা একদিন আমি মাওলানাকে বলেছিলাম। আজ সুযোগ বুঝে তিনি বরকত আলী হলের সভায় তাঁর ভাষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। পরদিন এ কথাগুলি ব্যানার হেডিং এ দৈনিক তাসনিমে প্রকাশিত হয়। তাসনিম তখন মালিক নসরুল্লাহ খান আযীযের সম্পাদনায় লাহোর থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। বরকত আলী হলের সভার বিস্তারিত খবর এ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

পরদিন যখন আমি মুলতান পৌঁছি তখন দেখলাম যে স্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এক বিরাট ভিড় জমেছে। অভ্যর্থনা-কারীদের মধ্যে জামায়াতের লোকজন থেকে অন্যান্য বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় লোকজনের সংখ্যা ছিল বেশী। আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছিলাম এবং এ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে বুঝতে পারলাম যে তাসনিম পত্রিকায় যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল যাতে মাওলানা তাঁর ভাষণে আমার 'একজন খতরনাক লোক'' হওয়ারও উল্লেখ করেছেন, সে খতরনাক লোককে দেখার জন্যে লোকের এতো ভিড়। মুলতানে জামায়াতের যে সভা হলো তাতেও শ্রোতাদের মধ্যে বয়স্ক যুবক লোকের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

এ সব স্মৃতি কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিউইয়র্কের পথে উড়ে চলেছিলাম যেখানে মাওলানা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি কাটান। আমার মনের মধ্যে এ প্রশ্নগুলি তোলপাড় করছিল কোথায় আমার ছাত্র জীবনের কর্মব্যস্ত দিনগুলি—কোথায় লায়লপুর, লাহোর ও মুলতান। আর কোথায়, জীবনে জীবিকার চক্রে টোকিও, স্কেন্দা, লন্ডন ও নিউইয়র্কের সফর, কোথায় মাওলানার নিউইয়র্ক, লন্ডন করাচী ও লাহোরের সর্বশেষ সফর। আমাদের উভয়ের সফর ছিল বিপরীতমুখী—মাওলানার মাটির দেহ সফর করছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে ঠিক আমার উল্টো। এ ধরনের চিন্তার হিজিবিজি রেখাপাত আমার মনের মধ্যে হচ্ছিল এবং আমি তখন বাস্তব জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে এক অদৃশ্য অন্তর জগতে।

ছাত্র জীবনের সে স্মৃতিও মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। যখন আমি ট্রেনে মাওলানার সাথে লাহোর থেকে করাচী যাচ্ছিলাম

www.pathagar.com

এবং আমার জন্যেই জামায়াতের লোক মাওলানার সাথে অন্য কাউকে দেয় নি। সারা রাস্তায় মাওলানার খেদমতের দায়িত্ব আমার উপর। প্রত্যেক স্টেশানে গাড়ী থামলে মাওলানার কামরার জানালার বাইরে দেখতাম অসংখ্য মুখ। মাওলানার দর্শনপ্রার্থী। ক্ষণিকের জন্যে সালাম শ্রদ্ধানিবেদন ও বিদায়, রাত কাটতো নির্ঝঞ্ঝাটে, কারণ জানালার কাঁচ এবং কাঠের উভয় পাল্লাই ফেলে আটকিয়ে দিতাম। ভোরে গাড়ী হায়দারবাদের সন্নিকট কুটরীতে পৌঁছুলে জামায়াত কর্মীদের ভিড় দেখলাম, যেন প্রবল বন্যার স্রোত আসছে ট্রেনের দিকে। মাওলানা-কে অবশেষে ট্রেনের বাইরে নেমে এসে কয়েক মিনিট তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে হলো। এ সফরে মাওলানার রুচি ও পরিচ্ছন্নতা-জ্ঞান বিশেষ করে উপলব্ধি করলাম। মাওলানা আমাকে বল্লেন—, ট্রেনের সফরে ধুলোবালিতে আমার শিরওয়ানীর উপর ময়লার স্তর পড়ে যাবে। কোন ময়লা চাদর থাকলে তাই দিয়ে শিরওয়ানীটা ঢেকে দিন।

আমিও দীর্ঘ সফরে রয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের মধ্য দিয়ে কোলকাতা, অমৃৎসর, লাহোর, করাচী আমার সফর। জমিয়-তের নাজেমে আলা হ'য়েও বিমানে ভ্রমন সম্ভব ছিল না। তাই ভারতের মধ্য দিয়ে ট্রেনে সফর করতে হয়েছে। যাহোক আমি আমার বিছানাপত্র থেকে একখানা ময়লা চাদর বের করে মাওলানার শিরওয়ানী ঢেকে দিলাম। মাওলানা বল্লেন, আপনিও দেখছি ফরমায়েশ মতো একেবারে ময়লা চাদরই বের করেছেন।

তাঁর কথায় বড্ডো লজ্জা পেলাম। তারপর একখানা পরিষ্কার চাদর বের করে শিরওয়ানী ঢেকে দিলাম। এবার মাওলানা বল্লেন, এ চাদর ঠিক আছে।

মাওলানার সাথে দীর্ঘ সময় কাটাবার সুযোগ হ'য়েছিল যখন আমি চিটাগাং ছিলাম। আমি চিটাগাং এ ইটালীর ফিয়েট মোটর গাড়ীর কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলাম। প্রফেসর গফুর আহমাদ সাহেব করাচীতে এ কোম্পানীর সেক্রেটারী ছিলেন। আমার কাজকর্মের বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠাতে হতো। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। মাওলানা মওদূদীর চিটাগাং এ সফর প্রোগ্রাম ছিল। তখন চিটাগাং বিভাগের জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন মরহুম আবদুল খালেক সাহেব এবং আমি ছিলাম সেক্রেটারী।

www.pathagar.com

চিটাগাং একটি বিরাট বন্দর হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানীকৃত সকল মোটর গাড়ী এখানেই আসতো। সে সময়ে আমদানী লাইসেন্সে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হতো, অর্থাৎ যতো মোটর গাড়ী পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী করা হতো ততোগুলি পূর্ব পাকিস্তানেও আমদানী করা হতো। যাহোক চিটাগাং এ বরাবর আমার নিকটে গাড়ীর বিরাট স্টক্ থাকতো। আমদানীকৃত গাড়ীগুলি ঠিকঠাক করার পর সড়ক পথে ঢাকা পাঠানো হতো। আমি আমার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে মাওলানার চিটাগাং সফরের সময় মোটর গাড়ীর মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত করি। কিছু ড্রাইভার এ কাজের জন্যে নিয়োজিত করা হয়। মাওলানা মওদূদীর কক্সবাজারেও প্রোগ্রাম ছিল। এ ছিল নিযামে ইসলাম পার্টির মর্দে মুজাহিদ মরহুম ফরিদ আহমদ সাহেবের এলাকা। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদের একজন অত্যন্ত মুখর ও সোচ্চার সদস্য এবং তাঁর অবলবর্ষী বক্তৃতার দ্বারা সরকারকে কোণঠসা করে রাখতেন। তিনি কিছুকালের জন্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। কক্সবাজার থেকে চিটাগাং ফেরার সময় মাওলানাকে মোটর গাড়ীতে আনারই সিদ্ধান্ত হয়। পথে পথে ছোটোখাটো জনসমাবেশের আয়োজনও করা হয়েছিল। মাওলানা এ সব সমাবেশে ভাষণ দেন।

কক্সবাজার সমুদ্রতীরস্থ অন্যতম বৃহৎ ভ্রমণ বিহারের স্থান। দেশ বিদেশের বহু ভ্রমনকারী এখানে বিলাস ভ্রমণে আসেন। সেখানে একটি মনোরম বাংলোতে মাওলানাকে উঠানো হয়। মাওলানাকে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে বলা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। সমস্ত সময়টুকু তিনি ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। চিটাগাং ফেরার পথে স্থানে স্থানে একটু বিশ্রামের জন্যে কিছু স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

আমি নতুন ফিয়েট ১১০০ ডি ড্রাইভ্ করছিলাম। এ ছিল তৎকালীন বড়ো গাড়ী। মাওলানা আমার বাম পাশে বসেছিলেন, এ সুদীর্ঘ পথ মাওলানার সাহচর্যে ভ্রমণ আমি আমার জন্যে এক অপ্রত্যাশিত নিয়ামত মনে করি। আমার পেছনে ছিল মোটর গাড়ীর দীর্ঘ সারি, এর মধ্যে সিআইডি পুলিশের একটা বাসও ছিল। এ সফর ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা এবং সে সময়ের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো আজ হৃদয় পটে ভেসে উঠছে। এ ভ্রমণকালে ছোটো খাটো কথার ভেতর

www.pathagar.com

দিয়ে এ বিরাট ব্যক্তির মহত্ত্বের জ্যোতি ঝলসে উঠতো। যেমন ধরুন, যখন আমি পথের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে বিভিন্ন রেস্ট হাউসে বিশ্রামের জন্যে তাঁকে বলতাম, তখন তিনি বলতেন, "মানুষের সত্যিকার বিশ্রাম ত হয় শেষ মন্‌যিলে পেঁছার পর।"

কত বড়ো সত্য কথা। আমরা আমাদের অধিকাংশ সময় মধ্যবর্তী মন্‌যিলগুলিতে কাটিয়ে দেই। তারপর শেষ মন্‌যিলে পেঁছলেও আলবৎ বিলম্বে পেঁছি। এ বিরাট মানবের শেষ মন্‌যিলে পেঁছার জন্যে কতখানি তাড়া ও দ্রুততা!

এক জায়গায় রাস্তায় একটা পুল পেলাম। এর উপর দিয়ে মাত্র একখানা গাড়ী চলতে পারে। সামনে একখানা ট্রাক্ আসতে দেখা গেল। আমি আমার গাড়ী পুলের এপারে সাইড্ করতে চাইলাম যাতে করে ট্রাকটা পুল পার হয়ে আসতে পারে এবং মাওলানার নিরাপত্তার উদ্দেশ্যও এর পেছনে ছিল। মাওলানা চট্ করে বুঝে ফেল্লেন যে আমি স্পীড্ কমিয়ে গাড়ী থামাতে চাচ্ছি। মাওলানা আমাকে নিষেধ করে বল্লেন, ট্রাকের আগেই পুল পার হয়ে যান।

আমি তো কিছুটা বিপদের আশংকা করেছিলাম। কারণ ট্রাকওয়ালা আমাদের তুলনায় পুলের অধিকতর নিকটে এসে গেছে এবং সে প্রথমেই পুলের উপর এসে যেতে পারে। যাক মাওলানার আদেশ মাথায় নিয়ে দ্রুত পুল পার হয়ে গেলাম এবং ট্রাকওয়ালা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এর থেকে এ জ্ঞান লাভ করলাম যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়াটাই হলো জীবনের নির্দশন। উপলব্ধি করলাম যে সে জেনারেল কিভাবে বিজয় লাভ করেছিল যে প্রথমে আক্রমণ করাকে যুদ্ধের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতো। এ ছিল মাওলানার মহত্ব যে ছোটবড়ো কাজে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিলেন। ইসলামী বিশ্ব এবং পাকিস্তানে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাধারার আগ্রাসনকে মাওলানার মতো জেনারেলই রুখতে পারতেন যাঁর নীতি পদ্ধতি প্লাবনের স্রোতে বয়ে যাওয়া নয়, বরঞ্চ স্বয়ং প্লাবনের আকার ধারণ করে তার গতিরোধ করা। মাওলানা মওদূদীর প্রাণশক্তি সে দোয়ারই ফলশ্রুতি যা তিনি ১৯৩৮ সালে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে করেছিলেন। তিনি রাব্বুল আলামিনের দরবারে কাতর কণ্ঠে আরজ করেন, পরওয়ার দেগার। আমাকে

www.pathagar.com

একজন মুজাহিদের ঈমান দান কর, আমাকে এমন মনোবল দান কর যেন সমুদ্রের উত্তাল তরংগের মুকাবেলায় নির্ভয়ে ভাঙা নৌকার হাল ধরতে প্রস্তুত হতে পারি। আমাকে এমন এক অন্তঃকরণ দান কর যা কোনদিন পরাজয় বরণ করার এবং হাল ছেড়ে দেয়ার ধারণাই করতে পারেনা।

এসব কথা লিখতে গিয়ে আমি অনুভব করছি যে অসংখ্য যুবকের মতো আমি শুধু মাওলানা মওদুদীর সাহিত্যের দ্বারা উপকৃত হইনি। বরঞ্চ আমার জীবনের বহু মোড় পরিবর্তন মাওলানার প্রত্যক্ষ নসিহতেরই ফল। আমি চিটাগাং থাকা কালে জাপান মুসলিম এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাপানে ইসলামের তবলিগের জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। এ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মরহুম চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ, মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ এবং মাওলানা মওদুদীকেও পত্র দেয়া হয়েছিল। চিটাগাং বিভাগের জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মরহুম আব্দুল খালেক সাহেবও জাপান যাওয়ার অনুমতি দেন। সে সময়ে আমি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলাম। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নে এবং বিশেষ করে রেলওয়ে ইউনিয়নে ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছিলাম। মরহুম আব্বদুল খালেক সাহেব থেকে শুরু করে মরহুম চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ, মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ এবং মাওলানা মওদুদী পর্যন্ত সকলেই জাপান যাবার জন্যে আমাকে উৎসাহিত করেন। এখানে আন্দোলনের কাজ না বলে তবলিগের কাজ বল্লেই ঠিক হবে। সে সময়ের মোটর কোম্পানীর মোটা বেতনের চাকুরী ছেড়ে জাপান যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম। কিন্তু জাপান যাবার পরেই আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। অর্থাৎ কুয়েতের রাষ্ট্রদূত তাঁর ব্যক্তিগত খরচে জাপান মুসলিন এসোসিয়েশনের ইসলামিক সেন্টার চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বদলি হওয়ায় ইসলামিক সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিবি বাচ্চা নিয়ে আমাকে ফুটপাথে দাঁড়াতে হলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া যে এ অগ্নি পরীক্ষার দিন অতি শিগ্‌গির শেষ হয়ে গেল। এখন অবিশ্যি আমার কাছে আল্লাহর দেয়া সব কিছুই আছে, কোন কিছুর অভাব নেই।

জাপান আসার পর কিছুকাল আমি এখানকার পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু এখানে তবলিগ ও দাওয়াতের কাজ কোন্ পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

করা যাবে এবং কি করা উচিত তার কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা আমার সামনে ছিল না। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে আমার হাতে যে সামান্য উপায় উপাদান রয়েছে তা দাওয়াত ও তবলিগের কোন্ দিকে ব্যবহার করব। তখন অবস্থা এই ছিল যে জাপান মুসলিম এসোসিয়েশনই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে মাত্র কয়েকজন জাপানী মুসলমান ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কিছু সংখ্যক আরব ও পাকিস্তানী ছাত্র সহযোগিতা করতো। অধ্যাপক আব্দুল করিম সাইতু ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তাঁর সাথে পাঁচ সাত জন জাপানী কর্মতৎপর ছিলেন। প্রত্যেক রোববারে একটা বৈঠক প্রথমে ইসলামিক সেন্টারে এবং পরে টোকিওর মসজিদে হতো। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি এখানে কাজটা কি করব।

কাজত কতগুলি করা যেতে পারে, যেমন অনুবাদের কাজ, পত্র পত্রিকায় ইসলামের উপরে প্রবন্ধ লেখা, কাদিয়ানীদের মতো ষ্টেশনে এবং জনসাধারণের স্থানগুলিতে প্রচার পত্র বন্টন করা, বৌদ্ধ ধর্ম মতাবলম্বীদের মতো বাড়ী বাড়ী গিয়ে তবলিগ করা, জাপানে অবস্থানরত আরব, পাকিস্তানী, ইরানী এবং অন্যান্য মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এসেছে এমন লোকদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করা, নতুন লোককে মুসলমান বানানো, মুসলিম দূতাবাসগুলির সাহায্য সহযোগিতায় মসজিদে ইসলামিক সেন্টার প্রভৃতি তৈরী করা, জাপানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পড়াশুনা করে এ সবের মধ্যে ইসলামের উপস্থাপিত কর্মপন্থা তুলে ধরা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাংগনে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দান করা ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বহু কিছু কাজ করার ছিল কিন্তু এর কোন্টা করব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। কর্মীর অভাব এবং উপায় উপাদানও সীমিত বরং নেই বল্লে চলে। তার সাথে আমার নিজের রুজি রোজগারের চেষ্টাও আছে। তবলিগের জন্যে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে কাজ করা তো আমার বন্ধ। এ অবস্থায় নিজে নিজে কোন কর্মপন্থা নির্ধারণ করার পরিবর্তে মাওলানার নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আমার পেরেশানির কথা লিখে জানালাম। মাওলানা জবাবে লিখলেন যে আমি যেন জাপানীদের মধ্যে কিছু কর্মী তৈরী করি। পরে তারা নিজেরাই কাজ সামলিয়ে নেবে এবং ব্যাপক আকারে তারা

www.pathagar.com

এখানে দাওয়াত ও তবলিগের কাজ করতে পারবে। মাওলানার এ হেদায়েত আমার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিল। অতএব জাপানীদের মধ্যে কর্মীদের একটা টীম তৈয়ার করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। মুষ্টিমেয় লোকের উপর কাজ করা সহজ। অতএব জাপানীদের মধ্যে যারা প্রথম থেকেই মুসলমান ছিলেন তাদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিলাম এবং মাওলানার সাহিত্যের যা কিছু ধ্যান ধারণা আমার ছিল তাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সামনে তুলে ধরলাম। তাদের মধ্যে পুরাতন বয়স্ক মুসলমানও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নও মুসলিম ছাত্রও ছিল। জাপান মুসলিম এসোসিয়েসন এ সব ছাত্রকে জামে আযহার মিশর, মদীনা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে পাঠিয়ে দেয়। যারা শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এসেছে তাদের অনেকেই জাপান মুসলিম এসোসিয়েশনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করছে। আমার জাপান আসার পর দেখলাম যে আবুবকর মোরিসোতু, আবদুল আযীয সাইতু প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আগে থেকেই মুসলমান ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আবুবকর মোরিসোতু পরে জাপান মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। তিনি ডাঃ তমুকি তানাকি নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মুসলমান করেন। তিনি দাবী করেন যে তিনি তাঁর রোগীদের ক্লাবের পঁচিশ হাজার জাপানীকে মুসলমান করেন। তিনি জাপান ইসলামিক কংগ্রেস নামে এক শক্তিশালী সংগঠন কায়েম করেন। জুমা ও ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর একজন সক্রিয় মুসলমান কর্মী মিঃ তাজাকি টোকিও থেকে জাপান পার্লামেন্টের জন্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। অনেক প্রভাবশালী জাপানী নিজেদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা করেন। আবদুল আযীয সাইতু একজন জাপানী সাংবাদিক। তিনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও ইসলামের উপরে বইপুস্তক লিখেছেন। মাওলানা মওদুদীর নির্দেশ মতো এখন জাপানীদের মধ্যে কাজ গুছিয়ে নেয়ার জন্যে বেশ বড়ো টীম বিদ্যমান। এখন জাপান মুসলিম এসোসিয়েশন ছাড়াও টোকিও, উবকা, তোকোশিমা, হুকাইদো, হিরুশিমা, সান্দাই প্রভৃতি স্থানগুলিতে কতকগুলি সংগঠন কায়েম হয়েছে। জাপানীদের মধ্যে কাজের লোক তৈরী করা ছাড়াও অজাপানী মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক নিয়ে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চলে এবং পরিচালনা করার জন্য

www.pathagar.com

রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সালেহ্ মাহ্দী সামরায়ীকে জাপানে আনার উদ্দেশ্যে শাহ ফয়সালকে একটা মানপত্র দেয়া হয় যখন তিনি জাপান সফরে আসেন। মক্কার রাবেতায়েআলমে ইসলামীর মাধ্যমেও চেষ্টা করা হয়। ডাঃ সালেহ মাহদীর আগমনের পর ইসলামিক সেন্টার আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখন এর অধীন আট দশজন জাপানী আরব ও পাকিস্তানী সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে কাজ করছেন। যদিও ডাঃ সামরায়ীর প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাবের জন্য তাঁর সাথে আমার মতোবিরোধ হয় এবং ইসলামিক সেন্টার থেকে আমি আলাদা হয়ে যাই, তথাপি তা না থাকার চেয়ে থাকাটা ভালো হয়েছে। ভালো কাজও সেখানে হচ্ছে। বিশেষ করে জাপানী ভাষায় মাওলানা মওদূদীর বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় কর্মী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী সার্বক্ষণিক কাজ করছেন। ডাঃ সামরায়ী মূলতঃ মাওলানা মওদূদীর ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যে একজন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলেমুনের একজন কর্মী ছিলেন। মূলে বিষয়ে তাঁর সাথে আমার কোন মতবিরোধ নেই, যা আছে তা শুধু কর্ম পদ্ধতি নিয়ে। সউদী আরব ছাড়াও লিবিয়া জাপানের জন্যে চার জন এবং কোরিয়ার জন্যে দুজন সার্বক্ষণিক কর্মী পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে শফিক খান নামে একজন পাকিস্তানী জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছিলেন। তিনি বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে কাজ করছেন। অবশ্য তিনি লিবিয়া সরকারের আর্থিক সাহায্যেই কাজ করছেন। লিবিয়ার পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক কর্মীর মধ্যে বাকী তিনজন ফিলিপাইনের। তাঁরা মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য পড়েছেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের মধ্যে একজন জামে আযহার থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি ফিলিপাইন ভাষায় মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কোরআনের অনুবাদ করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ। তিনি লিবিয়ার পক্ষ থেকে কোলে নামক স্থানে অবস্থান করেন। লিবিয়ার পক্ষ থেকে আর একজন নতুন ডক্টর এসেছেন। তিনি বৃটেন থেকে ইসলামিয়াতে ডক্টরেট করেছেন। তিনি সেখানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং মাওলানার সাহিত্য পড়াশুনা করেছেন। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের লোক হওয়ার কারণে গাদাফী তাঁকে কিছু কাল জেলেও রাখেন।

এতো সব কথা বলার উদ্দেশ্য এইযে পাকিস্তানী ছাড়াও ফিলিপাইন

www.pathagar.com

এবং আরবের যে সব লোক জাপানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এবং সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সেন্টারের পক্ষ থেকে কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যাঁরা মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের মাধ্যমেই ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও প্রেরণা লাভ করেছেন। এ কথা বল্লে ভুল হবেনা যে জাপানে দাওয়াত ও তবলিগের যা কিছু কাজই হচ্ছে তার উপর মাওলানা মওদূদীর গভীর ছাপ রয়েছে এবং চিরকাল মাওলানা তার প্রতিদান পেতে থাকবেন।

উল্লেখ্য যে এখানে জাপানী ভাষায় কোরআনের চার পাঁচটি অনুবাদ আগে থেকেই রয়েছে। তবে এ সব অমুসলিমদের অনুবাদ এবং সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলন হয়নি। একমাত্র অনুবাদ রয়েছে হাজী ওমর মিতার। তা যাঁচাই করা এবং তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার দায়িত্ব আমার উপরে ছিল। বস্তুতঃ পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মাওলানার তাফহীমুল কোরআনের আলোকে হাজী ওমর মিতার অনুবাদের যথেষ্ট পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছি এবং তাফহীমুল কোরআনের দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। আজ থেকে দশ বছর আগে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর পক্ষ থেকে সউদী আরবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে ওলামায়ে কেরামগণ ঐ অনুবাদের অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। অতঃপর তাদের অনুমোদন ক্রমে সউদী দূতাবাসের পক্ষ থেকে জাপানে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হয়। বর্তমানে এ অনুবাদই জাপানে মুসলমানদের কোরআন উপলব্ধির ভিত্তি।

দুবছর পূর্বে লাহোরে মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ কালে তিনি তাফহীমুল কোরআনের জাপানী ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে আমাকে সর্বস্বত্ব দান করেন। কিন্তু উপায় উপকরণের অভাবে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব হয়নি। এখন মাওলানার ওফাতের পর জাপানে আমার অবস্থানকালে এ দায়িত্ব পালনের সংকল্প আমি পোষণ করছি। আল্লাহ তায়ালা তওফিক দিলেই এ প্রজেক্টের কাজ নিজে শুরু করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা সকলে দোয়া করবেন যেন এ কাজ সম্পন্ন করার তওফিক তিনি আমাকে দান করেন। আমীন।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের সেরা উকিল

—এ কে ব্রোহী

মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর নাম আমি ভারত বিভাগের আগেই শুনেছিলাম। আমার রূহানী পিতা ডাঃ আল্লামা আই, আই, কাজী, যিনি পরে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চান্সেলার হয়েছিলেন, সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর নামের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সে দৃশ্য এখনো আমার হৃদয় পটে ভাসে। তাঁর হাতে একটা উর্দু পুস্তিকা ছিল যার দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পুস্তিকাটির শিরোনাম ছিল "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী-কাশ্মাকাশ্"। আল্লামা কাজী শুধুমাত্র অতি ভক্তি শ্রদ্ধাসহ লেখকের নাম উচ্চারণ করলেন না, বরঞ্চ পুস্তিকার বিশেষ অংশটি আমাকে পড়ে শুনালেন এবং বিস্তারিত মন্তব্য করে তাঁর প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করলেন। তাতে করে আমার মনে হলো কাজী সাহেব মাওলানার জ্ঞান-গরিমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তৎকালীন প্রকৃত রাজনৈতিক সমস্যার মূল্যায়ন পুস্তিকাটির মধ্যে দেখতে পেয়ে তিনি যখন মাওলানার কাজের প্রশংসা করা শুরু করলেন তখন স্বভাবত-ই আমি তাঁর প্রবন্ধাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। করাচীতে যতোক্ষণ তাঁর বই পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছিল তার থেকে ততোক্ষণ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে লাগলাম। এটা এ জন্যে করলাম যে উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে সব রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান কল্পে যতোটুকু সাহায্য ও পথ নির্দেশনা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় তা যেন লাভ করতে পারি। আমার স্পষ্ট মনে আছে কাজী সাহেব মাওলানা মওদূদীর প্রতি যেমন আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তেমন তিনি পূর্বে এবং পরে এ উপমহাদেশের কোন আলেমের প্রতি করেননি।

আমি এখানে একথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজনবোধ করছি যে, কাজী সাহেব স্বয়ং একজন উচ্চমানের আলেম ছিলেন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার জন্যে পরিচ্ছন্ন চিন্তা-

www.pathagar.com

ধারণার উৎস ছিল। আমার ধারণা মতে নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে একজন আদর্শ মুসলমানের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছিল। তিনি আমাদের ইমামও ছিলেন এবং আমরা করাচীর কাচারী রোডে অবস্থিত জিন্নাহ কোর্ট মসজিদে তাঁর পেছনে জুমার নামাযও পড়তাম। সে সময়ে মুসলমান ছাত্রগণ তাঁর ওয়াজ অত্যন্ত মনোযোগ ও ভক্তিভরে শুনতো। আজও আমার চিন্তাধারার স্ফুরণ ও উন্নতিতে তাঁর গভীর প্রভাব অনুভব করি।

যখন পাকিস্তান অস্তিত্বলাভ করলো তখন ত মওদূদীর নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সাহিত্য পাকিস্তানের জীবন ও চিন্তাধারার উপর এতোখানি প্রভাব বিস্তার করা শুরু করলো যে, ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটি নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করলো যেখানে উপমহাদেশের মুসলমানগণ মৌলিক দিক দিয়ে একেবারে নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক আকারের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলো যার কর্মসীমার মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে তাদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে ব্যক্তি ও সামষ্টিকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তব রূপদান করতে হতো। সে সময়ে মওদূদী ব্যতীত কোন মুসলিম শিক্ষাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তি এমন ছিলেন যিনি মুসলমানদেরকে এ কাজে নির্ভরযোগ্য সাহায্য করতে পারতেন। মওদূদী দ্বীন সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তিনি কয়েক বছর যাবত তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সে রাষ্ট্রে আমাদের যুগোপযোগী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপলাভ করার কথা ছিল এবং সে সবের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা বাস্তবায়িত হতে পারতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের জন্যে তাঁর তত্ত্বাবধানে ও প্রভাবাধীন রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন হিসাবে একটা রাষ্ট্রের রূপদান করার সুযোগ সৃষ্টি কি হয়েছিল না?

আমি মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ও বক্তব্যাদি অধ্যয়ন করতে থাকি এবং ১৯৪১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামী নামে যে দলটির ভিত্তিস্থাপন করেন তার তৎপরতার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দলটি যথেষ্ঠ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। সে সময়ে আমি আইন ব্যবসার ময়দানে একজন নবাগত ছিলাম। এজন্যে আইন ব্যবসায় অতি ব্যস্ততার কারণে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে

পুরোপুরি অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতো দ্রুততার সাথে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল যে এ দ্রুতগতির সাথে তাল রেখে চলা বড়ো কঠিন ছিল। তথাপি রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি আমার গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাই বলে আমি কোনদিন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিনি। এ কারণে আমার মধ্যে এমন কোন কৌতুহলও সৃষ্টি হয় নি যার জন্যে লোক শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে বাধ্য হয়। আমি স্বীকার করি যে, আমি না এমন কোন সম্প্রচারকারী ব্যক্তির ভূমিকা পালন করি যিনি সদ্যজাত রাষ্ট্রের উদ্ভূত সমস্যাবলী বুঝে অপরকে বুঝাবার চেষ্টা করতো, আর না আমি আমার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার দাবীর মর্ম দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম যে এ ধরনের কথা যাঁরা বলতেন তাঁদের অনেকেই কোরআন মজিদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের মনমানসিকতা নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী শক্তি কিভাবে অর্জন করতে পারতো? বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে তাঁদের চিৎকারধ্বণি আমার নিকটে নিছক একটা শ্লোগানমাত্র ছিলো অথবা তা ছিল এমন এক পোষাক যা পরিধান করে রাজনীতিবিদগণ অনুভূতিহীন জনসাধারনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের এই ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা ছিল না যে, রাষ্ট্রের কাঠামো ও মতবাদ সম্পর্কে ইসলামে বিদ্যমান পরিচ্ছন্ন ধারণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষের সামনে পেশ করা হোক। এ সে সময়ের কথা যখন জন সাধারণের মধ্যে এ বিতর্ক চলছিল যে দেশে কোন্ ধরনের আইন জারী করা যেতে পারে। কোরআনে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা জনসাধারণ ও প্রেসের পক্ষ থেকে বহু কিছু বলা হয়। যাহোক এ কথা সকল রাজনীতিক স্বীকার করেন যে দেশে যদি ইসলামী আইন জারী করা হয় তাহলে আমাদের সকল সমস্যার কোন প্রকারে সমাধান হয়ে যাবে।

তিপ্পান্ন সালের এপ্রিলে সরকার আমার কোন সম্মতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই আমাকে আইনমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ফলে আইন রচনার কাজে সরাসরি আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুসলিম লীগের দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করতাম এবং মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট আমার উদ্যোগে তৈরী হয়। আমি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করি। ইস-

www.pathagar.com

লাম কোন বিশেষ ধরনের সরকার গঠনের ধারণা দেয় না। আসল জিনিস সরকারের কাঠামো নয়, বরঞ্চ তার প্রাণশক্তি সৃষ্টি করা যাতে করে সরকারের কাজকর্ম এভাবে পরিচালিত হয় যে সাম্য, ইনসাফ, গণতন্ত্র এবং সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। আমার রাজনৈতিক অংগণে আসার অনেক পূর্বেই মূলনীতি কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়। এতে বৃটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রস্তাব করা হয় এবং তাকে ইসলামের নিকটতর মনে করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের আইনের প্রাসাদ কমবেশী ঐসব সুপারিশের ভিত্তিতেই গঠিত হয় এবং এ আইন দাবী করে যে পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র। ইসলামী শাসনতন্ত্রের পতাকাবাহিগণ এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে বড়ো যুক্তি এ ছিল যে তার রচয়িতাগণ এর শতকরা ৯০টি ধারা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে নিয়েছেন।

তার কিছুকাল পরে পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরে সামরিক আইন জারী করতে হয় যাতে করে অরাজকতা দমন করা যায়। মার্চ মাসে এ আইন জারী করা হয়।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী পাঞ্জাব সরকার ১৯৫৩ সালের ১৯শে জুন একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে। তিনটি বিষয়ে তদন্ত করার কথা।

(১) ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ সামরিক আইন জারীর পূর্বেকার অবস্থা।

(২) হাংগামার পূর্বে অবস্থা আয়ত্তে আনার ব্যাপারে এবং হাংগামার পর দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে প্রাদেশিক সরকারের পদক্ষেপ।

(৩) হাংগামার দায়িত্ব নির্ণয়।

এ ট্রাইবুনালের দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত হয় তাঁদের মধ্যে একজন লাহোর হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সে হাইকোর্টেরই তাঁর অধীন বিচারক জনাব এম, আর কায়ানী। তাঁদের রিপোর্ট ত জনগণের সম্পদ (Public Property) এবং তা আলোচনা এখানে করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামী এ তদন্ত রিপোর্টের উপর সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। যে অনুমানের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল রায়

www.pathagar.com

দান করে তা চ্যালেঞ্জ করা হয়। এ দু'টি দলিলদস্তাবিজ ট্রাইবুনালের রায় ও তার সমালোচনা (Munir Report X'Rayed) পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বিতর্ক এদেশে বহুদিন যাবত চলে আসছিল তা অনুধাবন করতে এ সহায়ক হবে। দেশের বিভিন্ন আইন প্রনয়ণের উপর তার বিরাট প্রভাব পড়ে।

আজ এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে পাকিস্তান ১৯৭৩ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের পলিসি জনগণের আশা আকাংখারই প্রতিফলন এ সত্যের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের প্রতিটি আইনের রূপ দেয়া হয়েছে। জনগণের আশা আকাংখা এই যে, পাকিস্তানবাসী ইসলামী জীবন পদ্ধতির উপর ঈমান রাখে এবং তা বাস্তবায়িত করতে চায়। এ সাফল্য যে শুধুমাত্র মাওলানা মওদূদীর কারণে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পাকিস্তান ইতিহাসের নিরপেক্ষ ছাত্রকে স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমানদের লক্ষ্য প্রতিফলনকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার দায়িত্ব বহনকারী শুধু এক ব্যক্তি এবং তিনি মাওলানা মওদূদী। এখানে একথা বলা ফলদায়ক হবে যে এ ব্যাপারে মাওলানা উল্লেখযোগ্য ত্যাগ স্বীকার করেন, যার ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিভংগীর স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হন। তিনি নিঃসন্দেহে বিরাট সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং তাঁর অসাধারণ চিন্তা গবেষণা ও গভীর প্রজ্ঞা নিভৃতে বসবাস করার ফলশ্রুতি নয়।

তাঁর বিরাট সাফল্য এই যে তিনি তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা (জিহাদ) একজন সংস্কারক এবং আলেম হিসেবে অবিরাম চালিয়ে যান। তাও কোন তাত্ত্বিক আলোচনা কক্ষে আরাম কেদারায় বসে নয়। বরঞ্চ পাকিস্তানের রাজনৈতিক ময়দানে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে। তিনি এক প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ চার দফা দাবী পেশ করেন। পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন সমর্থন লাভ করার জন্যে তিনি তাঁর এ দাবী পেশ করেন। এ চার দফা দাবী সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে এমন এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে যাতে করে তৎকালীন সরকার দাবী মেনে নিয়ে নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ যখন প্রসিদ্ধ আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে, তখন এটাকে মাওলানা মওদূদীর বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন

www.pathagar.com

সময়ে (১৯৫৬, ১৯৬১, ১৯৭৩) আইন প্রনয়ণে উক্ত আদর্শ প্রস্তাবকে সামনে রাখতে হয়, যাতে করে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হাসিল করা যেতে পারে।

স্বীয় নীতির উপর অবিচল থাকার কারণে মাওলানাকে জেল জুলুমের শিকার হতে হয়। তিনি প্রথম বার ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের ২০শে মে পর্যন্ত নিবর্তনমূলক আইনে বন্দী জীবন যাপন করেন। নিবর্তনমূলক কালা কানুনের অধীনে যে কোন নাগরিকের স্বাধীনতা হরণ করা যেতে পারে যদি সরকারী শাসনযন্ত্রের একটা ছোট অংশও মনে করে যে এমনটা জন নিরাপত্তার খাতিরেই করা হচ্ছে। কয়েদীর অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে মামলার শুনানিও প্রয়োজন মনে হয় না। মাওলানার বন্দী জীবন যাপন কালেই গণপরিষদ আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে যা শুধুমাত্র ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেই নয়, বরঞ্চ, পরবর্তীকালের শাসনতন্ত্রেও Preamble বা মুখবন্ধ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিঃসন্দেহে এ সব আইন সংবিধানে মাওলানার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত মৌলিক পলিসির গুরুত্ব স্বীকার করা হয় এবং তদনুযায়ী পাকিস্তানের মতো নবরাষ্ট্রকে তার কার্য পরিচালনার ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এ সব মূলনীতির মধ্যে ইসলাম অনুযায়ী গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, উদারতা, সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রভৃতি শামিল।

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে একটা পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধে ১৯৫৩ সালের ২৮শে মার্চ মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আদালতের বদ্ধ ও নিভৃত কক্ষে মামলা চালানো হয় এবং মাওলানার প্রতি মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এ ছিল যে, তিনি কাদিয়ানী ফেৎনার উপর একখানা পুস্তিকা লেখেন এবং তাঁর উক্তির প্রতি তিনি অবিচল থাকেন।[১] পরে যখন সরকারের নির্দেশে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাওলানাকে করুণা প্রদর্শনের জন্য আপীল করতে বলেন তখন তিনি তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, মুনীর রিপোর্টের সমালোচনা করে জামায়াতে

(১) বিচারের প্রহসন এই ছিল যে পুস্তিকা লেখার জন্যে লেখকের মৃত্যুদন্ড হয়, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। কারণ তার মধ্যে এমন কিছু তথ্য ছিল না যার জন্যে পুস্তিকাটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারতো। এতে করে তৎকালীন সরকারের দুরভিসন্ধি ও নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—সম্পাদক।

www.pathagar.com

ইসলামী যে পুস্তক পকাশ করে, তার পেছনেও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারাই কাজ করে।

এভাবে যখন ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রহিত করে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করেন তখন মাওলানা এ স্বকপোল কল্পিত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং শীগ্গীর দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে থাকেন। এ সময়ে এ গুজবও চলছিল যে আইয়ুব খানের অক্টোবর বিপ্লব পাকিস্তানকে একটা ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিনত করবে।

কিছুকাল পর আইয়ুব খান শাহাবুদ্দীন কমিশন গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যর্থ হওয়ার কারণ নির্ণয় করা এবং মানবাধিকার ও গনতন্ত্র বহালের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে আইন প্রনয়নের ব্যাপারে প্রস্তাব পরামর্শ গ্রহণ করা। এর জন্যে একটা প্রশ্নমালা জারী করা হয়। জবাবে মাওলানা মওদূদী সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন ঃ

পাকিস্তান মুসলমান জন সাধারণের সংগ্রামের ফলে জন্মলাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালার পর শুধু মুসলমানদের দৃঢ়সংকল্প ও ত্যাগ-তিতিক্ষাই তার অস্তিত্ব ও শক্তির নিশ্চয়তাদানকারী। কোন অমুসলমান পাকিস্তান সৃষ্টি করেনি। মুসলমানদের কুরবানী ব্যতীত না পাকিস্তান অস্তিত্বলাভ করতে পারতো আর না এ টিকে থাকতে পারে। ভবিষ্যতে এর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে যদি খোদা না খাস্তা, মুসলমানগণ এর আশা পরিত্যাগ করে এবং এর জন্যেই বেঁচে থাকতে ও জীবন দিতে প্রস্তুত না থাকে। মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং আঙুলে গনা যায় এমন কয়েকজন আমীর পরিবারের লোক ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণ এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় এবং তার সর্ববিধ উন্নতিও কামনা করে। তাদের বাসনা এই যে এ রাষ্ট্রের আইন কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা, তাহযিব ও তামাদ্দুন ইসলামী হোক। এ উদ্দেশ্যেই মুসলমান তাদের জান, মাল, ইয্যৎ আবরু কুরবানী দিয়ে পাকিস্তান কায়েম করেছে। এ রাষ্ট্রের সাথে এর চেয়ে বেশী জুলুম আর কি হতে পারে যে জনসাধারণের এ উদ্দেশ্য ধূলিসাত করার চেষ্টা করা হবে। মুসলিম জনগণের মধ্যে সম্পর্কহীনতা ও নৈরাশ্য ছড়াবার পর এসব মুষ্টিমেয় লোক এ রাষ্ট্রের কতটুকু সাহায্য করতে পারে ইসলামের নাম শুনলেই যাদের হৃৎকম্প

www.pathagar.com

শুরু হয় ?

যখন ১৯৬২ সালের আইন সংবিধান সামনে এলো তখন দেখা গেল যে তার মধ্যে ১৯৫৬ সালের আইনের এ ধারাটি—"পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে"—নেই। কিন্তু ১৯৬৪ সালে যখন রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা হয়, তখন তার মধ্যে এ ধারাটি সংযোজন করা হয় যে—"পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে।"

আর একবার বলতে গেলে মাওলানার অটল দৃষ্টিভংগীর কারণেই সংবিধানে এ ধরনের সংশোধনী সংযোজিত হয়।

চৌষট্টি সালের ৬ই জানুয়ারী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারদ্বয় ১৯০৮ সালের ক্রিমিনাল ল' আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এর ১৬ ধারার (১৯৬০ সালের ৩১নং অর্ডিন্যান্স দ্বারা সংশোধিত) অধীনে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করেন। ফলে জামায়াতে ইসলামী একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে খতম হয়ে যায়। সাথে সাথে মাওলানা মওদুদীসহ জামায়াতের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। জেল থেকে মাওলানা মওদুদীর এক পয়গাম আমার কাছে পৌঁছলো। মাওলানা তাতে বলেন যে তিনি সরকারের এ আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোর্টগুলোতে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত করেছেন। এ কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন। আমি যদি মামলা না চালাবার সিদ্ধান্ত করি অথবা দায়ের করার বিরুদ্ধে রায় দিই, তাহলে আমার রায় তিনি মেনে নেবেন। দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের প্রধানের পক্ষ থেকে আইনজীবী মহলের এক সদস্যের প্রতি আস্থা স্থাপন এক বিরাট দৃষ্টান্ত ছিল। আমি উভয় হাইকোর্টে (ঢাকা ও করাচী) দায়েরকৃত মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে ওকালতি করার সিদ্ধান্ত করি। আমার পেশা ভিত্তিক কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করার সোজা কারণটি ছিল এই যে জামায়াতে ইসলামী ছিল বেআইনী এবং তার সাথে লেনদেন সম্ভব ছিল না। আর তার পক্ষ থেকে ফিসই বা নেয়া যায় কি করে ?

মাওলানার কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর এ সত্য সুস্পষ্ট হয় যে তাঁরা নিজেদেরকে আপন আদর্শের জন্য কতোখানি উৎসাহ উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতার সাথে উৎসর্গীত করে রেখেছেন। আমার পূর্ব থেকেই জানা ছিল যে মাওলানার সংগীসাথীগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ড নৈতিক ভিত্তির উপর

www.pathagar.com

সুদৃঢ় করাতে বিশ্বাসী। এ এমন একটি দল যা জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার আদায়ের জন্য আইনের সীমার ভেতর থেকে সংগ্রাম করে এবং বলপ্রয়োগ অথবা দুনীতি অবলম্বন করা তাদের ইমানের পরিপন্থী মনে করে। মামলা চলাকালে কর্মীদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগে আরও কিছু নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়। তা ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁরা ক্ষিপ্রতার সাথে যে কর্মকুশলতা দেখিয়েছেন তাই আমি বলতে চাই। যখনই কোন কাজ তাঁদেরকে করতে দিয়েছি, তাঁরা তখন তা বীরত্বপূর্ণ নিজস্ব কুরবানীর প্রেরণাসহ সমাধা করেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই তাহলো এই যে, মামলার ব্যাপারে যে আরজী আমি তৈরী করি তা ছিল ফুলস্কেপ সাইজের টাইপ করা ১২৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী। তা আমি ছাপাতে ইচ্ছা করেছিলাম। কারণ উভয় হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে দেবার জন্য বহু কপির দরকার হবে। এ এমন এক সময় ছিল যখন বিভীষিকার ভূত সমগ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলে ছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ ছিল "আইয়ুবী যুগ" যখন স্বাধীনতার নাম মাত্র ছিল না। করাচীর বারো শ' প্রিটিং প্রেসের মধ্যে কোন একটিকেও এ আরজী ছাপাবার জন্যে সম্মত করা গেলনা। তারা প্রত্যেকেই এর পরিনাম সম্পর্কে সচেতন ছিল। আমরা তো ভয়ানক বিপদে পড়লাম। কোন উপয়ান্তর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর আমাকে বলা হলো যে, মাওলানার এক কর্মী কোন প্রকারে সারারাত এবং পরের দিনের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত অবিরাম টাইপ করে গোটা আরজী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো স্টেনসিল করে ফেলেছেন এবং তার বাঞ্ছিত কপিসমূহ সাইক্লোস্টাইল করে ফেলেছেন। আমি এটাও জানতে পারি যে তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান ভয়ানক অসুস্থ ছিল। তাঁর বিবি বাড়ী ফেরার জন্যে বার বার খবর দিয়েছিলেন এবং প্রতি বারই তিনি টেলিফোনে একথা বলছিলেন, "প্রথম কথা এই যে আমিতো কোন ডাক্তার নই যে বাড়ী গিয়ে তার কোন উপকার করতে পারব। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমি আল্লাহর পথে কাজ করছি; তার জন্যে নিদেনপক্ষে আজকের রাত তো আমার সন্তান ভালো থাকবে।"

এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার দ্বারা একথা প্রমানিত হয় যে, মাওলানা মওদূদীর তৈরী করা কর্মীদের কতখানি বিপ্লবী সংশোধন করা হয়েছিল। মামলার শুনানি চলা কালে হাইকোর্টের ভেতরে, বাইরে

www.pathagar.com

বারান্দায়, এখানে সেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড় দেখেছি। আবার কেথাও কোথাও দেখেছি নিভৃত কোণে বসে কতজন অশ্রু বিসর্জন করছে এজন্যে যে বিনা অপরাধে তাঁদের প্রিয়তম নেতাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে।

আমরা পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে মামলায় হেরে গেলাম, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জিতলাম। অতএব দুই প্রকারের আপিল সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা হলো। একটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এবং দ্বিতীয়টি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে। সুপ্রীম কোর্ট উভয় আপিলের রায় জামায়াতে ইসলামীর সপক্ষেই দেয়। ফলে উভয় সরকারকে বাধানিষেধ রহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে জামায়াতে ইসলামী একটি আইনানুগ দল হিসেবে কাজ করার অনুমতি লাভ করে। সুপ্রীম কোর্টের রায় ছাপানো ১২৫ পৃষ্টা ব্যাপী ছিল এবং গোটা বেঞ্চের পক্ষ থেকে এ রায় দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বিচার পতি তাঁর অভিমত পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্ত করেন।

এ ম মলার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার কারণ এই যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণের কারাবাস চ্যালেঞ্জ করার জন্য হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত পেশ করার কাজটা আমার ছিল। আমি তাঁদের মুক্তির জন্যে লাহোর হাইকোর্টে মামলা লড়তে এলাম। আমার দরখাস্ত অনুযায়ী হাইকোর্টের নির্দেশে কয়েদীগণকে বিভিন্ন জেল থেকে লাহোরে আনা হলো। এ মামলা শুনানির সময় প্রথম বার এ মি মাওলানা মওদূদীকে তাঁর সংগীসাথীসহ অতি নিকট থেকে দেখি। যা আমাকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করে তাহলো তাঁর শান্তসৌম্য প্রতিমূর্তি, বিশেষ করে যে শান্ত সৌম্য মহত্ব সহকারে তিনি আদালত চলা পর্যন্ত বসে বসে যুক্তি প্রমানাদি শুনছিলেন। আমি অত্যন্ত অবাক হয়েছিলাম যখন আমি দেখলাম যে আমার মুয়াক্কিলগণের মধ্যে আমি ব্যতীত কারো মধ্যে কোন প্রকারের উদ্বেগ লক্ষ্য করলাম না। আমি ত স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েছিলাম যে যদি মামলার রায় আমাদের সপক্ষে না হয় তাহলে কি দশাটা হবে। পক্ষান্তরে কয়েদীগণের চেহারা থেকে এ প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করছিলাম যে আদালতের কার্যবিবরণীতে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এ দলের মধ্যে সবচেয়ে বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল মাওলানা মওদূদীর যিনি মাঝেমাধ্যে দুএকটা কথা বলতেন। বিরাম কালে তাঁর মিষ্টি মধুর মুচকি

হাসি দিয়েই অভ্যর্থনা জানাতেন এবং আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের মধ্যে কথা খুব কমই হতো।

তারপর আমি লাহোরে গেলে অথবা মাওলানা করাচী তশরিফ আনলে আমাদের দেখা সাক্ষাতও হতো এবং তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কও বাড়তে থাকতো। তিনি এমন মাটি থেকে পয়দা, যার থেকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহান ব্যক্তি পয়দা করা হয়। লোকমুখে শুনে তাঁর সম্পর্কে যে রকমের ধারণা হতো তার থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁর বই-পুস্তক পাঠ করার পর পাঠক তার মনের মধ্যে তাঁর যে ছবি আঁকে, তার থেকেও তিনি ছিলেন একেবারে ভিন্ন ধরনের। তাঁর লেখা পড়ে আমি যতোটা বুঝেছি তাহলো এইযে এ একেবারে অতি পান্ডিত্বপূর্ণ মানের লেখা। তিনি যুক্তি তর্ক এতো সুন্দর ও দ্ব্যর্থহীনভাষায় উপস্থাপিত করেন যে তার জন্যে তাঁকে আমরা উদূর্ গদ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলতে পারি। তিনি লেখক হিসাবে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকতার (Comprehensiveness) সাহিত্য সম্রাট। তিনি শব্দাবলীর পুনরাবৃত্তি করেন না। সত্য কথা বলতে গেলে, আমি উদূর্ ভাষায় ধর্মীয় ও দ্বীনী বিষয়াদির উপরে এমন কোন প্রবন্ধকার বা লেখক দেখিনি যিনি তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিকোণ এতো পান্ডিত্ব, সামঞ্জস্য ও ব্যাপকতা সহকারে উপস্থাপন করেছেন যা ছিল মাওলানা মওদূদীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

মাওলানা মওদূদী যদি ওকালতির পেশা অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি সবচেয়ে ভালো উকিল হতেন। একথা আমি এজন্যে বলছি যে গোটা পাকিস্তানে আমি এমন কোন উকিল দেখি না যিনি তাঁর মতো মামলা পেশ করতে পারেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের সামনে কথা বলতে কখনো উচ্চকন্ঠ ব্যবহার করতেন না। তাঁর মুখ থেকে একেবারে পরিমাপ করা কথা বেরুতো, যেন তিনি তাঁর সামনে রাখা কেন অদৃশ্য লেখা দেখে পড়ছেন। জনসভায়ও তিনি কখনো ভাবাবেগ চালিত হননি। তিনি না কোন নামের সাথে বেশী বিশেষণ ব্যবহার করতেন, আর না তাঁর কথা নরম করার জন্যে ক্রিয়ার বিবর্ধক শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি সবুজকে সবুজ এবং লালকে লাল বলতেন, অতি সবুজ ও অতি লাল বলতেন না। প্রাচ্যের অন্যান্য ভাষার মতো, উদূর্ সাহিত্যিক গদ্য রচনার সময় অনেক অতিরঞ্জিত

www.pathagar.com

কথা বলে ফেলেন, শব্দের অলংকারে অলংকৃত করেন এবং তাকে যুক্তিপূর্ণ করার পরিবর্তে অধিক কবিত্বপূর্ণ করে ফেলেন। কিন্তু একজন সাহিত্যিক হিসেবে মাওলানা নিজস্ব প্রকাশভংগীর অধিকারী। তাঁর সকল গ্রন্থ আমি না পড়লেও বহু পড়েছি বটে যে সবের মধ্যে 'তাফহীমুল কোরআন' তাঁর এক মহান গ্রন্থ রচনা। এ ছ'খন্ডে সমাপ্ত এবং তিন হাজার পৃষ্ঠায় ছড়ানো। আমি এমন আর কোন আলেমকে জানিনা যিনি এতোটা জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁর ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগী এতোটা হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করতে পারেন।

আমার মতে মাওলানা মওদূদী প্রণীত 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম' তাঁর এক প্রখ্যাত গ্রন্থ। এ ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজের উন্নতির পথে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। মাওলানার সাহিত্যের শান্ত যুক্তি প্রমাণের মুকাবেলায় যখন মাওলানার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য করতাম তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারতাম না। তাঁর বিরাট বিরাট গ্রন্থ ও তার বিষয়বস্তুর প্রতি কোন রকমে চোখ বুলিয়ে গেলেও তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারা যায় যে ইসলামী চিন্তাধারা, আকীদাহ বিশ্বাস এবং মুসলিম জীবনের এমন কোন দিক নেই যার উপরে তিনি সুস্পষ্ট আলোকপাত করেননি।

আমি এ প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদীর ঐতিহাসিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি। স্বীকার করি যে আমি তাঁর বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতার শুধু ঐ দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যা বিশেষভাবে পাকিস্তানী জনসাধারণের এবং সাধারণভাবে সারাবিশ্বের মুসলমানদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুনর্জাগরণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন আমাদের সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন, তখন তিনি মাওলানার মধ্যে খোদার এমন এক বিনয়নম্র বান্দাহ্‌র প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন যিনি তাঁর সারাজীবন ঐ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্যে কাটিয়ে দিয়েছেন যার সূচনা করার এবং যার প্রচার প্রসারের জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁর শেষ নবী পাককে (সঃ) আদেশ করেছিলেন। তিনি এ মরজগতে

www.pathagar.com

যে সময়টুকু পেয়েছিলেন, তার সবটুকুরই তিনি তাঁর সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করেছেন। মানুষের কাছে খোদার পয়গাম অর্থাৎ ইসলামের সত্যতার প্রতি তিনি তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি সামাজিক কাঠামোর এমন এক মডেল তৈরীর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, যা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ঐ সব মূল্যবোধের প্রতিফলন করবে এবং ঐ সব উদ্দেশ্য পূরণ করবে যার জন্যে স্রষ্টা মানুষকে পয়দা করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী অত্যুৎকৃষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। অবশ্য তার জন্যে শর্ত এই যে সে যদি আল্লাহর আইন অনুযায়ী জীবন যাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করে। শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্যই এ নিশ্চয়তা দানকারী যে সে শুধুমাত্র এ দুনিয়াতেই সর্বোত্তম জীবন যাপন করবেনা, বরঞ্চ আখেরাতের জীবনেও সে আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট বান্দাহগণের মধ্যে শামিল হবে।

—০—

www.pathagar.com

পাকিস্তান, আইয়ুব খান এবং মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কোরআন ও আমি

— **আলতাফ গওহর**

উনিশ শ' চল্লিশ সাল নাগাদ মাওলানা মওদূদীর নাম প্রথম শুনতে পাই। সে সময়ে আমি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কর্মচারী। কিছু বন্ধু-বান্ধব বলেন মাওলানার সাহিত্য উপমহাদেশে মুসলমানদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। মুসলমান ও সরকারী কর্মচারীর অধিকাংশ করাচী স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেকে মাতৃভূমির পুনর্গঠনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। উপমহাদেশের মুসলমান তাদের জন্যে নিজস্ব আবাসভূমি লাভে সমর্থ হয়েছে। এখন ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তাদের চিন্তায় স্থান পেয়েছে।

দিল্লীতে হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার আগেই আমি করাচী পেঁছে যাই। তারপর এখানে পুরোপুরি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত হই। সীমান্ত অতিক্রম করে আগমনকারী মযলুম আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল এবং ব্যাপক গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধিকতর জাতীয় খেদমতে বাধ্য করছিল। অচিরেই বৃটিশ ধরনের শাসন কাঠামো গড়ে উঠলো। কারণ এর সাথেই আমরা সুপরিচিত ছিলাম। অতএব এভাবেই পুনরায় আমাদের অাপিসের কাজের দৈনন্দিন জীবন শুরু হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই করাচী ছোটটো আকারে নতুন দিল্লীর চিত্র ফুটে তুলতে লাগলো। সিন্ধু পরিষদ ভবনে প্রাথমিকভাবে কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় আশ্রয় লাভ করে। দিল্লীর নর্থ ব্লকে যেভাবে আমাদের কাজকর্ম চলতো, এখানে এ পরিষদ ভবনে ঠিক তেমনি আমাদের কর্মতৎপরতা শুরু হলো।

www.pathagar.com

করাচী আসার পরও আমাদের মনে হলো আমরা ঠিক আগের মতোই একই পদ্ধতিতেই কাজ করে চলেছি। নতুন জাতিকে যেন অতীতেরই এক বস্তুতে পরিণত করে রাখা হলো।

পাকিস্তান আইন পরিষদের বৈঠক ঐ ভবনেই অনুষ্ঠিত হতো। দেখা যেতো যে পরিষদ সদস্যগণ কাফেটারিয়ায় দলে দলে বসে আঞ্চলিক অথবা ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর আলোচনা অথবা গল্প সল্পে মশগুল। কখনো কখনো বক্তৃতা শুনার জন্যে পরিষদ ভবনে যেতাম। বক্তৃতা শুনে মনে হতো যেন এ দেশটি এক হাজার বছর থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। শুধু ছোট খাটো বিষয়গুলো সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এ পরিষদের মৌলিক দায়িত্ব ছিল আইন সংবিধান তৈরি করা। কিন্তু এ যেন পশ্চাৎ পটভূমিতেই রয়ে গেল।

বৃটিশ আমাদের শাসক মহলকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালাবার দক্ষতা শিক্ষা দিয়েছিল। তাঁরা মনে করে নিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী শাসকদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বের সাথেই তাঁদের নিজের অস্তিত্ব জড়িত। স্বাধীনতা তাঁদেরকে পরোক্ষ প্রাধান্যের মর্যাদা থেকে সরাসরি শাসকের পদে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাঁদের মতে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সিস্টেম অপেক্ষা আর কোন উত্তম ব্যবস্থা দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যে হতে পারে না।

তখন খাস ইংরেজরা ছিলেন আমাদের আদালতের জজ ম্যাজিস্ট্রেট্। আমাদের নতুন শাসকদের অন্ধ অনুকরণ প্রীতি দেখুন যে, ঐ সব জজদের পরিবারে এঁদের বিয়ে শাদী ও দফন কাফনের সুযোগ না থাকলেও তাঁদের এবং অ্যাংলো স্যাকসনদের (Anglo-Saxons) রীতি পদ্ধতি এঁরা অন্ধভাবে মেনে চলতেন। ঠিক তেমনি বৃটিশদের প্রচলিত শাসন পদ্ধতি ও অর্থব্যবস্থা থেকেও এক ইঞ্চি সরে যেতে এঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

শাসক মহলের দৃষ্টিতে 'স্বাধীনতা' বলতে ঐসব কর্মকান্ডকেই বুঝাতো যা পাকিস্তান নামীয় অঞ্চলটির সাথে শুধু সমন্বয় সাধনের (Adjustment) ব্যাপার ছিল। দেশের বিমান বাহিনীকে বলা হতো 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স' নৌবাহিনীকে "রয়্যাল পাকিস্তান নেভী।" কেউ জিজ্ঞেস করার ছিল না যে, "স্বাধীনতার পর 'বাদশাহীর' কোন স্থান আছে না কি?"

স্থল বাহিনীকে কিন্তু "রয়্যাল পাকিস্তান আর্মি" বলা হলো না।

www.pathagar.com

কারণ প্রভু ইংরেজও তাদের সেনাবাহিনীর এরূপ নাম দেন নি। তখন শুধু নৌ ও স্থল বাহিনীর 'কমান্ডার ইন চীফই' ইংরেজ ছিলেন না, বরঞ্চ পাকিস্তান সরকারের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সেক্রেটারী, এমন কি কতিপয় জয়েন্ট সেক্রেটারীও ডিপুটি সেক্রেটারী ছিলেন খাস ইংরেজ। কায়েদে আযমের প্রথম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন স্যার এরিক বাউন্ডারল্যান্ড। প্রথম ফিনান্স্ সেক্রেটারী স্যার ভিক্টর টার্নার, সংস্থাপন বিভাগের কর্মকর্তা গ্রীগ্ কুন, আইন বিভাগের সেক্রেটারী স্যার এড্ওয়ার্ড নেলসন ছিলেন। এভাবে প্রতিরক্ষা, খাদ্য, কৃষি, জনপথ ও গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিভাগগুলোর সেক্রেটারীও ছিলেন ইংরেজ বাহাদুরগণ। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড থেকে এক ভদ্রলোককে পাকিস্তানে ডেকে আনা হলো, এ জন্যে যে তিনি পরামর্শ দেবেন পাকিস্তানে কোন সেন্ট্রাল ব্যাংক হওয়া উচিত কি না। শাসক শ্রেণী যদি স্বাধীনতার অর্থ এই করে থাকেন যে সরকারী আপিসগুলো দিল্লী থেকে করাচী স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং এ স্থানান্তর কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাঁদের চাকুরীর উন্নতি হয়েছে তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। মোট কথা ইংরেজ চলে যাবার আগে তাদের অতি অনুগত নিমক হালাল খলিফাদের হাতেই পাকিস্তানের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

পাকিস্তান হাসিলের জন্যে জনগণ সন্তুষ্টচিত্তে যথা সর্বস্ব কুরবানী করেছে এ জন্যে যে তারা তাদের আপন আবাসভূমিতে আপন আকীদাহ-বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি বাস্তবায়িত করবে। কিন্তু তারা বিক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও নিরাশ হয়ে পড়লো। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে গেল যখন তারা দেখলো যে পাকিস্তান ইংরেজ শাসনের ধারাবাহিকতারই নামান্তর হয়ে পড়েছে।

দেশের এমন এক পরিস্থিতিতে আমি পুনর্বার মাওলানা মওদূদীর নাম শুনতে পেলাম। শুনলাম যে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে গরীব জনসাধারণকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করছেন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ অবশ্য স্বীকার করতেন যে তিনি একজন উচ্চ সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল, কিন্তু ফেৎনা সৃষ্টি করছেন। তাঁরা ইসলাম বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের পরিষ্কার ধারণা এই ছিল যে ইসলাম ত তার কাজ সম্পন্ন করেছে। মুসলমান স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ইসলামের সাহায্য নিয়ে নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করেছে। এখন প্রশ্ন এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমেই দেশের উন্নতি ও পুনর্গঠন করতে

www.pathagar.com

হবে। ইসলামের জন্যে ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত মসজিদ রয়েছে। এখন দেশকে তার নিজের কাজ করতে হবে। এ সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কিন্তু কোরআনের মূলনীতি ও ইসলামী আইন কানুন সম্পর্কে কোনই জ্ঞান ছিল না। এ সব ব্যাপারে তাঁদের কোন প্রকার বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিল না। তাঁদের মতে কোরআন ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে খুবই ভালো। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে শরিয়তের করণীয় কিছু নেই। চৌদ্দশ বছর আগে এক উপজাতীয় সমাজে এ উপযোগী হ'য়ে থাকলে তা ছিল। ......ইসলাম অবশ্যই পাকিস্তানবাসীর ধর্ম। কিন্তু তা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পাশ্চাত্যের আইন অনুযায়ীই চালাতে হবে। লর্ড ম্যাকলের স্বপ্ন সাধ ছিল যে ভারতীয়দের মধ্যে এমন শ্রেণীর লোক তৈরী করা হোক যারা বর্ণ, বংশ ব্যতীত সকল দিক দিয়ে হবে ইংরেজ। ইংরেজের শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার ফসল যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। কারণ তিনি ধারণাই করতেন না যে তাঁর সোনালি স্বপ্ন এমনভাবে বাস্তবরূপ লাভ করবে।

শাসক শ্রেণীর মতে মাওলানা মওদূদী ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ স্মৃতিটুকুর জন্যে হুমকি স্বরূপ। তিনি ইচ্ছা করলে ত মসজিদে গিয়ে ওয়াজ নসিহতের কাজ করতে পারেন। কিন্তু তিনি ত বৃটিশ প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধান নির্মূল করে সে জায়গায় ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধানের কথা বলছেন। তিনি অবশ্যই বিভ্রান্ত ব্যক্তি এবং নতুন রাষ্ট্রের জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। তাঁর মনে জনগণের জন্যে কোন ভালোবাসা নেই, বরঞ্চ তিনি তাঁদের দুশমন। দুশমন না হলেও দুশমনের এজেন্ট। মানুষ যখন দেশের উন্নতির জন্যে ব্যস্ত, তখন এ ভদ্রলোক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। এ মাওলানা লোকটি কে, যিনি শাসকদেরকে পাকিস্তান হাসিলের উদ্দেশ্যও লক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন? তিনি ত ব্যস শুধু ক্ষমতা লোভী এবং ধর্মকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করছেন। এ ছিল চিন্তার ধরন যার ভিত্তিতে শাসক শ্রেণী মাওলানা মওদূদীর মূল্যায়ণ করতো এবং তাঁকে বুঝবার দাবী করতো।

স্বাধীনতার অল্পকাল পরই ভারত পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়। অন্যায় ও প্রতারণামূলক বাউণ্ডারী এওয়ার্ড (Boun-

www.pathagar.com

dary Award), পাক ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এবং ভারতের সাথে কাশ্মীরের সংযুক্তকরণ প্রভৃতি ভারত বিভাগের স্থিরীকৃত নীতিমালা নস্যাৎ করে দেয়। এ ছিল চরম অন্যায় ও দুর্নীতি এবং এ পরিস্থিতিকে জটিলতর করে ফেলে। জম্মু কাশ্মীরের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তান নীরব থাকতে পারতো না। উপজাতীয় মুজাহেদীনের একটা দল যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হয়। মাওলানা (তাঁর বিবৃতি-বক্তৃতায়) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে কাশ্মীরবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। একে জিহাদের মর্যাদা তখনই দেয়া যায়, যদি পরিপূর্ণ কুরবানী ও নিষ্ঠার সাথে শামিল হওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের সাথে সকল কূটনৈতিক, বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক। মজার ব্যাপারে এই যে শাসকগোষ্ঠী মাওলানার এ আচরণের নিন্দা করেন এবং প্রচার করা শুরু করেন যে মাওলানা জম্মু ও কাশ্মীরবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী। মাওলানার দেশ প্রেমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হতে থাকে।

আর এক অতি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন লাহোরে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় (১৯৫৩) এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন জারী করা হয়। মাওলানা মওদুদীকে গ্রেফতার করে এক সামরিক আদালত কায়েম করা হয় এবং মাওলানার প্রতি ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়। এ ছিল মাওলানার বিরুদ্ধে সরকারের অতি চরম পদক্ষেপ। মাওলানাকে ফাঁসী দেয়া সম্ভব হয় নি। মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয় এবং পরে আইন ঘটিত কারণে মাওলানা মুক্তি লাভ করেন।

উনিশশ' পঞ্চান্ন পর্যন্ত মাওলানা মওদুদী জামায়াতে ইসলামীকে একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত দলে পরিণত করেন। এ ছিল নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীবাহিনীর দল। মাওলানা আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর উপর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্ট রূপে পেশ করে নিজের পজিশন মজবুত করেন। তাঁর সাথে যাঁরা দুশমনি পোষণ করতেন তাঁরা তিন প্রকারের ঃ—

(১) শাসক শ্রেণী মাওলানাকে তাঁদের জন্যে বিরাট বিপদের কারণ

www.pathagar.com

মনে করতো, বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে দায়ী মনে করতো। তাদের কথা, মাওলানা ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন এবং তিনি ক্ষমতালোভী হয়ে পড়েছেন।

(২) বামপন্থীগণ মাওলানার চিন্তাধারাকে প্রগতি বিরোধী বলে চিহ্নিত করে তাঁকে পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্যের দালাল আখ্যায়িত করেন। তারা এ অভিযোগও বার বার করতেন যে মাওলানা বিদেশী রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য লাভ করেন।

(৩) কিছু ধর্মীয় মহল মাওলানার চিন্তাধারার সমালোচনা করতো, এবং কোরআন ও সুন্নাতের আপন জ্ঞান ও ব্যাখ্যার আলোকে তা আপত্তিকর মনে করতো।

মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় পঁয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। তখন আইয়ুব খান মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, চৌধুরী গোলাম আব্বাস, খাজা সফদার প্রমুখ বিরোধী দলীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। সেজন্যে সেখান থেকে নেতৃবৃন্দের পশ্চিম পাকিস্তানে আসা সম্ভব ছিল না। আমন্ত্রিতগণের তালিকা নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা চলছিল তখন আইয়ুব খান বলেন, আমি সব সময়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের অভিলাষী। তিনি মাওলানার কোন কোন গ্রন্থও পড়েছেন, তাঁর শক্তিশালী বর্ণনাভংগীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যাহোক এ সাক্ষাৎ রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবনে এমন এক সময়ে হয় যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

মাওলানা মোটর গাড়ীতে করে লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি এসেছিলেন। আমি তাঁর আবাসস্থল তালাশ করে বের করলাম। যদিও আমি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলাম তথাপি সময় বের করে মাওলানার কাছে পেঁছলাম তাঁকে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিয়ে যাবার জন্য। মাওলানা যে বাড়ীতে উঠেছিলেন সেখানে আমি মাগরেবের কিছু আগেই পেঁছলাম। তাঁর কামরায় বহু লোকের ভীড়। কিছু লোক চেয়ারে এবং কিছু লোক ফরাসের উপর বসেছিলেন। আমি দরজার উপরে একখানা খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। উপস্থিত লোকজন মনে করলেন যে আমিও একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী অন্যান্যের মতো। মাওলানা অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে কোন একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছিলেন। সম্ভবত কোন প্রশ্নের

www.pathagar.com

জবাব দিচ্ছিলেন। তাঁর সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভংগী আমাকে আকৃষ্ট করলো। তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব পরিবেশের উপর একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু ওখানে কোন কিছুই অসাধারণ ছিল না। তাঁর সুন্দর চেহারা ও পরিশ্রান্ত চোখ আমার আজো মনে পড়ে। তাঁর মুখমন্ডলের উপরে প্রশস্ত ললাট প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। তাঁর চার পাশে শৃংখলা বিরাজ করছিল। ওখানে কোন কিছুই অসংগত ও বিশৃংখল ছিল না। সরকারী মহলে এ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যে তিনি একজন আনলবর্ষী বক্তা এবং সহিংস বিপ্লবের প্রচারক। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তি প্রিয়।

নামাযের পর তাঁকে বল্লাম যে আমি তাঁকে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিতে এসেছি যাতে করে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে পারেন। আমরা একই গাড়ীতে চল্লাম এবং তাঁকে একটি কামরায় নিয়ে গেলাম যেখানে অন্যান্য কিছু লোক বসেছিলেন। তারপর আমি প্রেসিডেন্টকে বল্লাম যে সকলে তশরিফ এনেছেন। আইয়ুব খান একটু খানি হেসে বল্লেন, তাহলে তুমি দেখছি আমার সব দুশমনদের একত্র করেছ।

সাক্ষাৎ অত্যন্ত সুখকর ও ফলপ্রসূ ছিল। আলাপ আলোচনায় চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বল্লেন, সকল সিদ্ধান্ত ত স্বয়ং প্রেসিডেন্টকেই করতে হবে। আমি শুধু এতোটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে জনগণ পুরোপুরি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আছে এবং সকল প্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত।

চৌধুরী গোলাম আব্বাস বলেন, কাশমীরীগণ আইয়ুব খানের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তিনি কাশমীরী জনগণের সমস্যা সাহসিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মওদূদী অতি সংক্ষেপে অথচ সার্বিকভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন পেশ করেন। তারপর আইয়ুব খান দেশ রক্ষার সংগ্রাম সফল হওয়ার জন্য মাওলানাকে দোয়া করতে বলেন। সাক্ষাতের পর সকলের গ্রুপ ফটো নেয়া হলো। কিন্তু মাওলানা অত্যন্ত বিনীত কন্ঠে ফটো উঠাতে অস্বীকার করেন। কারণ এটা ছিল তাঁর নীতিগত ব্যাপার।

আইয়ুব খান সাক্ষাৎ কালে মাওলানার সাথে আলাপ করে এতোটা আনন্দ উৎসাহ পান যে পরের দিন আমাকে বল্লেন আমি যেন মাওলানার সাথে বিশেষ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। কিছু দিন পরে এ সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ভবনের উঠানে সবুজ ঘাসের মখমলের উপরে অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে আমিও ছিলাম। প্রেসিডেন্ট বল্লেন যে তিনি মাওলানার বিভিন্ন বইপুস্তক পড়েছেন। তারপর তিনি মাওলানার জ্ঞানের প্রশংসা করেন। মাওলানা সংক্ষেপে বলেন তিনি ইসলামের সঠিক ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচারের চেষ্টাই করেছেন। বিভিন্ন সরকার তাঁর সাথে বার বার যে আচরণ করেছেন তা মাওলানা আকার ইংগিতেও উল্লেখ করলেন না। বরঞ্চ খোলা মনে এবং কোন কিছু গোপন না রেখে আইয়ুব খানের সাথে সমপর্য্যায়ে আলাপ আলোচনা করেন। স্থির হলো যে মাওলানা রেডিও পাকিস্তানে প্রতি হপ্তায় জিহাদের উপর ভাষণ দেবেন। এটাও স্বীকৃত হয় যে আমি মাওলানার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবো এবং দেশের পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকবো।

এ যাবত মাওলানা সম্পর্কে যে সরকারী পলিসি ছিল সেদিক দিয়ে এ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক সমঝোতার ব্যাপারে বিরাট পদক্ষেপ ছিল। এ সে সময়েরই কথা যখন আইয়ুব খান আমাকে বলেছিলেন যে কোন এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি যে বিদেশী কোন শক্তির সাথে মাওলানার কোন সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি কোন প্রকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করছেন।

কিন্তু সমঝোতার এই পরিবেশ বেশীদিন স্থায়ী রইলো না, মাওলানার সংগে এ সুখকর সম্পর্কের জন্য আইয়ুব খানের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের প্রশংসাই করছিলাম এমন সময়ে খবর পেলাম যে রেডিও পাকিস্তানে মাওলানার ভাষণ দানের আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে পারলাম না যে আইয়ুব খানের আচরণে এ পরিবর্তন কিভাবে এলো। কিন্তু এতোটুকু জানতে পারলাম যে সরকারী সংস্থাগুলো এবং কতিপয় ধর্মীয় মহল সরকার ও মাওলানার মধ্যে কোন প্রকার সমঝোতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সরকারের ভেতর ও বাইরে এমন কিছু মহল ছিল যারা সরকার ও মাওলানার মধ্যেকার সম্পর্ক তিক্ত করার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত তৎপর।

জামায়াতে ইসলামী যখন লাহোরে এক সম্মেলন করলো, তখন আইয়ুব খান সম্মেলনে কিছু লোক পাঠাবার আদেশ করেন যারা নেতৃ-

www.pathagar.com

বৃন্দ এবং বক্তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করবে।* এ নির্দেশ যখন গভর্ণরের মাধ্যমে হোম সেক্রেটারীর নিকট পেঁৗছে, তখন এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের রূপ লাভ করে। এ কাজ আই জি পুলিশের উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি আবার এস পিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। নির্দেশমত থানা অফিসার কিছু গুন্ডা নিয়োগ করে এবং তারা মদ খেয়ে চুর হয়ে সম্মেলনে গোলোযোগ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করে এবং একজন সম্মেলন প্রতিনিধিকে গুলি করে হত্যা করে।

শুধু রাজনৈতিক জবাবদিহির উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত এক অতি লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়।

এ ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবত মাওলানার সাথে আর আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। কালচক্রে মিঃ ভুট্টু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে, পড়েন। আমি করাচীর ডন পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করি। এ ছিল আমার জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। পাকিস্তান দুখন্ড হয়ে পড়েছিল। পাক সেনাবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পন করে। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এহিয়া খান এবং তাঁর লোকজন সকল মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অত্যাচার ও ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে কি ভাবে

* এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উপরে বর্নিত সাক্ষাৎকারের দুবছর আগে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে অক্টোবর লাহোরে ভাটি দরজা ও টেকসালী দরজার মধ্যবর্তী এক দীর্ঘ সংকীর্ণ স্থানে। এ সম্মেলনের জন্যে কোন প্রশস্ত ময়দান এবং মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়নি। সম্মেলনে গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সম্মেলন পন্ড করা, একজন নিরীহ কর্মীকে হত্যাকরা এবং পরের দিন কালাবাগ থেকে এক বিরাট গুন্ডনাবাহিনী আমদানি করার ব্যাপারে পাঞ্জাব গভর্ণর কালাবাগের নবাবের অগ্রনী ভূমিকা ছিল। সকল প্রকার সরকারী প্রচেষ্টাও সম্মেলন পন্ড করতে ব্যর্থ হয়।

সম্মেলন শেষে মাওলানাকে অনুরোধ করা হয় সভায় গুন্ডামী ও হত্যাকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে। মাওলানা বলেন, আমি এমন এক আদালতে মামলা দায়ের করেছি যেখানকার ফয়সালা হবে একেবারে ইনসাফপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়। সে মহাশক্তিশালী বিচারক শহীদ আল্লাহ বখশের খুনের বদলা এভাবেও নিতে পারেন যে দোষী ব্যক্তি তার আপন পুত্র দ্বারাই নিহত হবে। এ ভবিষ্যদ্বানী কিছুকাল পরে সত্যে পরিনত হলো। পাঞ্জাব গভর্নর আপন মদমত্ত পুত্রের পিস্তলের গুলিতে নিহত হন।

=সম্পাদক।

www.pathagar.com

দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। মার্শাল ল জারী রাখার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মিঃ ভুট্টুর পক্ষ থেকে নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ঘোষণা।

এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মিঃ ভুট্টুর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে লোকের সামনে তুলে ধরা। দৈনিক ডনের সম্পাদকীয় কলমে ইসলামী মূলনীতির পুনর্জাগরণ, মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনর্বহালের বিষয়ে লেখার উপর গুরুত্ব দিলাম। বিশেষ করে এ কথাটি সুস্পষ্ট করে বলা হলো যে জনসাধারণ যদি পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে দেশের যতোটুকু আছে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে। দুঃখের বিষয় ক্ষমতাসীনগণ জনগণের কাছে নতি স্বীকার করার পরিবর্তে দুশমনের সামনে আত্মসমর্পন করাকে প্রাধান্য দিলেন। নতুন সরকার দাবী করলেন যে তাঁরা দেশকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা এ কথা প্রচার করতে থাকেন যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট পাকিস্তান এক নতুন শক্তি-শালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষমতাসীনদের এ ধরনের ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার জন্যে আমার ভয়ানক রাগের সঞ্চার হলো। আর একটি দৈনিক সংবাদপত্র 'জাসারাত' সালাহুদ্দীন সাহেবের (যিনি দীর্ঘ কাল জেলে কাটান) সম্পাদনায় বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং নির্ভয়ে সরকারের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়।

হঠাৎ এক রাতে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই আমাকে গ্রেফতার করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তেরো মাস আটক-রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অবশেষে আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটা রিট্ দরখাস্ত সুপ্রীমকোর্ট মঞ্জুর করেন। ফলে আমাকে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় অন্য এক আদেশের অধীনে গ্রেফতার করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এহিয়া খানকে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী এবং তাঁর পদক্ষেপকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়। ভুট্টু ইত্যবসরে এক যাবজ্জীবন দণ্ড আইন পাশ করে এবং আমি পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের অধীনে কারা জীবন-যাপন করছিলাম। সিন্ধু বিলুচিস্তান হাইকোর্টে আর একটি রিট দায়ের করা হয় এবং দীর্ঘ শুনানির পর আমার সপক্ষে রায় দেয়া হয়। আটকাদেশের সকল কারণ ভিত্তিহীন ঘোষণা করা হয়। মুক্ত হওয়ার পর পরই আবার আমি সরকারের

www.pathagar.com

সমালোচনা শুরু করি এবং পুনরায় জেলে যাই। মুক্তি ও গ্রেফতারির মধ্যবর্তী সময়ে আমি মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করি।

আমি করাচী থেকে বিমানে লাহোর পেঁৗছি। ব্যবস্থা এই করা হয়েছিল যে আমি ইছড়ার একটি মসজিদে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করবো যেখানে তিনি নিয়মিত জুমার নামায পড়তেন। জেলে থাকার কারণে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে পড়েছিল। এ জন্যে মাওলানা আমাকে মোটে চিনতেই পারেননি। যাহোক পরে যখন আমি তাঁর লেখাপড়ার কামরায় তাঁর কাছে বসলাম তখন তিনি বার বার দুঃখ প্রকাশ করলেন যে আমার প্রতি এমন ভয়ংকর আচরণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর ভাবাবেগ এমন ভাবে প্রকাশ করলেন যে আমি তাঁকে এ কথা বলতে বাধ্য হলাম যে তিনি আমার এ অবস্থার জন্যে এতো দুঃখিত কেন। কারণ তিনি নিজেও ত বছরের পর বছর ধরে কারা-জীবন ভোগ করেছেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে বল্লেন, "আমরা এ ধরনের অবস্থার জন্যে আগে থেকেই তৈরী থাকতাম। আপনার অতীত পটভূমিত ভিন্ন ধরনের। সে জন্যে আমি বুঝতে পারি যে আপনাকে কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"

মাওলানার 'তাফহীমুল কোরআনের' সংস্পর্শেও এসেছিলাম আকস্মিকভাবে। বায়াত্তরের ১৭ই এপ্রিল আমাকে গ্রেফতার করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। একটি কামরায় আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো যেখানে আবর্জনার স্তূপের মতো পড়ে রইলাম। সাথে করে কাপড়-চোপড় ও বই পুস্তক আনতেও দেয়া হয়নি। সকালবেলা একটিমাত্র বস্তুই আমার নজরে পড়লো তাহলো একটা তেলাপোকা যা ফড় ফড় করে হামাগুড়ি দিয়ে চলছিল এবং মাঝে মাঝে ডিগবাজি খাচ্ছিল। দিনের বেলায় কামরার মধ্যেই টহল দিচ্ছিলাম এবং সময় মতো নামায আদায়ের চেষ্টা করছিলাম।

দ্বিতীয় রাতে নিজকে অত্যন্ত নিঃসংগ ও অসহায় বোধ করছিলাম। মনে মনে ভাবলাম যে যদি জেলারের সাথে দেখা হয় তাহলে একখানা কোরআন পাক তার কাছে চাইবো। কারণ আমার বিশ্বাস অত্যাচারী যতোই নির্মম হোক না কেন কোরআন পাক দিতে অস্বীকার করবেনা। এখন প্রশ্ন শুধু জেলারের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার।

শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে তন্দ্রা অনুভব করছিলাম এমন সময় কোরআন তেলাওতের শব্দ আমাকে জাগিয়ে দিল। কোন বাস্তুহারা ফকীর

হয়তো আমার এ কারাকুঠরির পাশেই তার বাসা বেঁধে ছিল। সে সারারাত কোরআন তেলাওত করতো। তার কন্ঠস্বর এতো মিষ্ট, এতো ছন্দমধুর এবং এতোটা হৃদয়গ্রাহী ছিল যে আমি আমার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলাম।

পরদিন জেলার আমাকে দেখতে এসে সিগারেট খেতে দিল। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম যে আর সিগারেট খাবনা। আমি সিগারেট নিতে অস্বীকার করলে সে অবাক হলো। সে হয়তো জানতো যে আমি ভয়ানক ধূমপায়ী। তারপর সাধারণ লৌকিকতার খাতিরে বল্লো, কি খেদমত করতে পারি? বল্লাম, একখানা কোরআন পাক এনে দিন। তার জবাব তেমন আশাব্যঞ্জক ছিলনা। বল্লো, একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

দিন চলে গেল কিন্তু জেলার এলো না। রাতের বেলায় আবার সে ফকীর কোরআন তেলাওতের মিষ্টমধুর কন্ঠে আমাকে আপ্যায়িত করলো। সে এমন গভীর আন্তরিকতার সাথে তেলাওত শুরু করলো যে তার প্রতিটি শব্দ নবজীবন দান করছিল। তার এক একটি শব্দ শুনছিলামই না, যেন তার স্পর্শ অনুভব করছিলাম এবং তাতে চুমো দিচ্ছিলাম। প্রতিটি শব্দ ছিল একটি করে জীবন, জীবনের পয়গাম, জীবনের কথা।

পরের দিন জেলার আমাকে এক খন্ড পিকথলের কোরআনের তরজমা এনে দিল। প্রথমতঃ তার পৃষ্ঠাগুলো দেখে নিলাম এবং ভাবলাম যে এর একটা রেশন বরাদ্দ করা দরকার। যাতে করে তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে না যায়। জানিনা আমাকে কতোদিন এখানে থাকতে হবে। সে জন্যে দৈনিক অল্প অল্প করে পড়তে থাকবো। আমি প্রত্যেকটি আয়াত অত্যন্ত ধীরে এবং চিন্তাভাবনা করে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করলাম। ক'দিন পড়ার পর যখন আমি অনুভব করলাম যে, এ বই কোনোদিন শেষ হবার নয় তখন এক অভূতপূর্ব ভাবাবেগে অভিভূত হলাম। যতোই পড়ি ততোই তার আস্বাদ অনুভব করি। প্রত্যেক বার মনে হতো যেন এইমাত্র পড়া শুরু করলাম। এ ছিল এর আশ্চর্য মহিমা। করাচীতে আটাশ দিন এমনি এক নিঃসংগ কারাবাসে পিকথলের তরজমা কয়েকবার পড়লাম।

আটাশ দিন পর আমাকে রাওয়ালপিন্ডির নিকটে সোহালা নামক নজরবন্দী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। এ বাড়ীটি সোহালা পুলিশ

www.pathagar.com

ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন একটা রেস্ট্ হাউস। ঐ সময় থেকেই এ স্থানটি কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু দেশের জন্যেই নয় বরঞ্চ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এ একটা নজরবন্দী ক্যাম্প হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এখানে রাজবন্দীদেরকে বিশেষ আচরণের জন্যে আনা হয়।

এখানকার জীবন ততোবেশী নিঃসংগ ছিলনা। একজন পুলিশ অফিসার সর্বদা আমার সাথে থাকতো। ক্যাম্প সংলগ্ন, মাঠে বেড়াবার সুযোগও সে আমাকে দিত। সে ছিল খুব বাকপটু। রাজবন্দীদের সাথে যে সব কঠোর আচরণ করা হতো সেগুলো সে আমাকে শুনাতো। এ সম্পর্কে তার নিজের প্রতিক্রিয়াও আমাকে জানাতো। পুলিশ ট্রেনিং কলেজে একটা লাইব্রেরী ছিল। সেখান থেকে প্রথমতঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের তর্জুমানুল কোরআনের প্রথম খন্ড হস্তগত করতে সমর্থ হলাম। আযাদের তরজমায় আমি খুব প্রভাবিত হলাম। তাঁর লেখা বড়ো ভাবাবেগপূর্ণ। তিনি তাঁর যুক্তিতর্ক এমনভাবে পেশা করেন যা পাঠককে অভিভূত করে। পিকথলের তরজমাও সঠিক। তবে ভাষা এমন নয় যা নতুন বংশধরকে আকৃষ্ট করতে পারে। আমার বিশ্বাস ইংরেজী ভাষাভাষী যুব ও মহিলা সমাজের জন্যে সরল সহজ ইংরেজী ভাষায় কোরআনের তরজমা দরকার।

কয়েক মাস পর সরকার অনুভব করলেন যে আমার সাথে যে আচরণ করার কথা ছিল তা তেমন ফলদায়ক হলো না। অতএব আমাকে করাচী সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। এখানে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। জেলসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল হিসেবে যে জেলখানা আমি পরিদর্শন করতাম সেখানে আমি একজন কয়েদী। এখানে আমি প্রায় দশমাস কাটাই। এর আগে আমি যে নিঃসংগ কারা জীবন যাপন করি এবং সোহালা ক্যাম্পে কাটাই তার তুলনায় করাচী জেল আরামদায়ক। আমার স্ত্রী আমার মামলা চালাচ্ছিলেন। তিনি জেলে আমাকে কিছু বই পুস্তক দেয়ার অনুমতি লাভ করেন। ফলে আমি আরবারীর কোরআনের তরজমা যোগাড় করলাম। এ ভালো ভাবে অধ্যয়ন করলাম। আরবারীর লেখা পিকথল থেকে অনেকটা প্রাণবন্ত। তারপর একদিন বিকেলবেলা জেলের এক কয়েদী ভাই নকী নবাব আমার কামরায় এলেন। তিনি আমাকে কোরআনের ইংরেজী তরজমা পড়তে দেখে বিস্মিত হয়ে বল্লেন, আপনার উর্দু লেখা বহু বই পড়েছি। আপনি উর্দু বাদ দিয়ে ইংরেজীতে কেন কোরআন পড়ছেন

www.pathagar.com

অথচ উর্দু তাফহীমুল কোরআন রয়েছে ?

তাঁর কাছে তাফহীমুল কোরআনের দ্বিতীয় খন্ড ছিল এবং তিনি কয়েক ঘন্টার জন্যে তা আমাকে পড়তে দিলেন। আমি সূরা ইউসুফ পড়া শুরু করলাম। এ এমন এক তরজমা যা আগে আমি কখনো পড়িনি। এ আমার মন জয় করলো। এমন সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী তরজমা আমি আর কখনো দেখিনি যা বিষয়বস্তুর স্বচ্ছ ধারণা পেশ করে। অতএব আমি তাফহীমুল কোরআনের ছ'খন্ডই যোগাড় করে ফেল্লাম।

মাওলানা মওদূদী কোরআন পাকের তরজমা ১৯৪২ সালে শুরু করেন এবং সূরা ইউসুফ পর্যন্ত তরজমা সম্পন্ন করতে তাঁর পাঁচ বছর লেগে যায়। তারপর বিভিন্ন কারণে তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখতে পারেন নি। ১৯৪৮ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং এভাবে তাঁর একাজ করার সুযোগ হয়। তাফহীমুল কোরআনের প্রথম খন্ডের ভূমিকার নিচে লেখা আছে "১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল, নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান।" মাওলানা এ তরজমা ঐসব শিক্ষিত লোকদের জন্যে করেছেন যাদের আরবী ভাষায় জ্ঞান নেই। তাফহীমুল কোরআন কোরআনের শাব্দিক তরজমা নয়। এত ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে কোরআনের মর্ম সহজ উর্দুভাষায় রূপান্তরের এক সফল প্রচেষ্টা। মাওলানা তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় বলেন, শাব্দিক তরজমায় মূল বচনের সুবিন্যাস, সৌন্দর্য, প্রকাশভংগীর আকর্ষণ এবং শব্দ গাঁথুনির মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। কোরআন দৈনন্দিন কথিত ভাষায় সঞ্জীবনী ও সুমধুর কন্ঠে পাঠককে সম্বোধন করে।

মাওলানা আরও বলেন, যেহেতু কোরআন এক মহান যিকির, সেজন্য এ আপন সত্তায় এক বিরাট সাহিত্যিক অবদান। তার শব্দগুলো সরাসরি অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং এটাই ছিল তার এমন বৈশিষ্ট্য যা বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতো গোটা আরবকে আলোড়িত করে রাখে। শাব্দিক তরজমায় প্রতিটি শব্দ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের নীচে লেখা হয় যার দ্বারা পয়গাম খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায় এবং পাঠক ও গ্রন্থের মধ্যে মনোযোগ ও একাগ্রতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তাফহীমুল কোরআনে এসব ত্রুটি পাওয়া যায় না এবং কোরআনের পয়গাম পাঠকের মনে সরাসরি পেঁৗছে যায়।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কোরআনের প্রারম্ভে এক বিস্তারিত ভূমিকা লেখা হ'য়েছে। তার মধ্যে কোরআন পাকের বুনিয়াদী বক্তব্য ও সুবিন্যাসের উপর মাওলানা আলোকপাত করেছেন। এ এমন এক সুবিন্যাস যা আমাদের ধারণার অতীত। আমরা দেখি প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষ ধরনে সাজানো থাকে। অর্থাৎ প্রথমাংশ, মধ্যবর্তী অংশ ও শেষাংশ, এবং বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা সমন্বিত পন্থায় সামনে অগ্রসর হয়। কোরআন এ ধরণের কোন গ্রন্থ নয়। এখানে আকীদাহ-বিশ্বাস, মতবাদ, নির্দেশাবলী, সমালোচনা ও ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন, সতর্কবাণী উচ্চারণ, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, যুক্তি প্রমাণ, সাক্ষ্যদান, ঐতিহাসিক যুক্তি কোন বিশেষ তর্কবিজ্ঞান ছাড়াই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়।

একটা বিষয় বেছে নেয়া হয় এবং বার বার বিভিন্ন শব্দের আবরণে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়। একটা বিষয় শুরু করে মাঝপথে তা ছিন্ন করা হয়, শ্রোতা বদলে যায় এবং সম্বোধনের ধরনও বদলে যায়। প্রত্যেক ব্যাপারে সম্বোধনের ধরন বিভিন্নরূপ ধারণ করে, একটা বিষয়ের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা অনুমান করা কঠিন হয়। পাঠ্য বইয়ের হিসেব মতে ইতিহাস বিভিন্ন রঙে বর্ণনা করা হয়। দার্শনিক বিষয়গুলোর উপর এমন ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে, যা মোটে দার্শনিক ভাষাই নয়। কোরআনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ ধারণা হবে যে, এ নিজস্ব ধরনের একক গ্রন্থ। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় যেসবের মধ্যে প্রকাশ্যতঃ কোন ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক নেই। কোরআন কোন ধরনের গ্রন্থ ? এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, এ এক নিজস্ব ধরনের, অভিনব ও একক গ্রন্থ। কিছু বিশেষ ধারণা বিশ্বাসের উপর এর বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। মাওলানা এ সবের বিশদ আলোচনা করেছেন। একবার এসব ধারণা বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হলে কোরআনের উদ্দেশ্য ও মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ। সে তাকে সত্য পথের দাওয়াত দেয়, এবং তার মধ্যে খোদার হুকুম পালনের জন্যে তার মধ্যে সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে দেয়। এ হচ্ছে কোরআনের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য। এ কথাটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হলে সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ও ঐক্য দেখতে পাওয়া যাবে। কোরআন মানুষের সূচনা, আসমান যমীনের গঠন, বিশ্বপ্রকৃতিতে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। পাঠককে

www.pathagar.com

সামাজিক জ্ঞান দান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাকে বুনিয়াদী এবং চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং ঐসব কর্মকান্ডের পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। যা তার জন্মের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

মাওলানা প্রত্যেক সূরার পটভূমি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কী সূরাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীকে (সঃ) তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করা। আর এ দায়িত্ব এই যে তিনি মানুষকে সত্য পথের দিকে আহবান জানাবেন এবং আল্লাহতায়ালার সে সব নির্দেশাবলী জানিয়ে দেবেন যা মেনে চলার ফলে চিরন্তন সুখ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করা যাবে।

শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং কুরাইশ গোত্রের লোকই নয়, বরং আরবের সর্বত্র বসবাসকারী লোক এবং যারা অবস্থাকে তদবস্থা (status quo) রাখার পক্ষপাতী তারা সকলে ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল জোরপূর্বক ইসলামকে পরাভূত করতে। একটা তিক্ত ও ভিত্তিহীন প্রচারণা তারা শুরু করছিল যার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ও নির্লজ্জ অভিযোগ আরোপ করা হতো। এ সবের উদ্দেশ্য এই ছিল যে মানুষ যেন রসূলে খোদার কথায় কান না দেয়। মানুষের সবচেয়ে বুনিয়াদী এবং সবচেয়ে সুখকর সত্য (অর্থাৎ সত্য প্রচারের স্বাধীনতা) হরণ করার জন্যে সকল প্রকার কুট কৌশল ও হাতিয়ার ব্যবহার করা হতো।

কোরআন ধ্বংসোন্মুখ মানুষের জন্যে বিরাট সতর্কবাণী। মানুষের প্রতি আহবান জানানো হয় যে তারা যেন তাদের চার পাশের ও অতীতের বিরাট বিরাট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে সব এ কথারই নিরন্তর ঘোষনা এবং শিক্ষা লাভের নিদর্শন যে, যারা জুলুম করে ধ্বংস তাদের অনিবার্য। আসমান যমীনের প্রতিটি বস্তু খোদার একত্বের প্রমাণ দেয় এবং আখেরাতের সত্যতা সুস্পষ্ট করে দেয়। মাওলানা বলেন, কোরআন জীবনের এক সুসমঞ্জস চিত্র পেশ করে। এখানে মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব পাওয়া যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বারবার এ অভিযোগ আমার কানে আসতো যে তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রে মিলিয়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্যে ধর্মকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। এ অভিযোগ ন্যায্য হতে যদি ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দিত, জীবনকে যদি পৃথক পৃথক সারিতে বা অংশে বিভক্ত করে দেয়া যেতো। যেমন ধরুন,

www.pathagar.com

এক অংশ ধর্মের জন্যে আর একটা ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের জন্যে, তৃতীয় অংশ শিক্ষার জন্যে, চতুর্থ পারিবারিক এবং পঞ্চম রাজনীতির জন্যে। যদি তাই হতো, তাহলে প্রত্যেকের এ দাবী ন্যায় সংগত হতো যে, প্রত্যেক অংশকে পৃথক রেখে, এক একটিকে একক (one unit) মনে করে সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করা হোক এবং যারা একটিকে অন্যটির সাথে একত্র করে তারা এ শ্রেণী বিন্যাস ও শৃংখলা বিনষ্ট করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে দোষী হতো। কিন্তু এ ধরনের চিন্তা ধারা কোরআনের দৃষ্টিতে অভিনব। মানুষের জীবন অবিভাজ্য। বরঞ্চ জীবনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের জন্যে পৃথক পৃথক নীতি নির্ধারণ, জীবনের ঐক্য ও মানবের ব্যক্তিত্বকে একেবারে ধ্বংস করার নামান্তর মাত্র।

আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এধরনের কথা সাধারণ ভাবে শুনা যায় যে রাজনীতিকে মসজিদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তাদের ধারণা এই যে মসজিদ ত এমন এক স্থান যেখানে শুধু নামায আদায় করতে হয়। এর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই এমন জিনিস মসজিদে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। যে মসজিদ নবী (সঃ) এর জীবনে মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল, তাকে এ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফলেই ত শুধু নামাযঘর বানিয়েই রাখা হয়েছে। এ ভাবে শুধু মসজিদই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ নামাযও মানুষের জীবনের সাথে তার প্রকৃত সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। নামায আসলে বস্তুটি কি ? এইত যে, এ আনুগত্যের এক আমল। এর মাধ্যমে মানুষ খোদার উপর, তাঁর রসূলের উপর, এবং তাঁর ইলহামী হেদায়েতের উপর ঈমানের নবীকরন করে অর্থাৎ ঈমানকে নিত্য নতুনত্ব দান করে। কোরআনের মূলনীতি অনুযায়ী জীবন যাপনের শক্তি প্রার্থনা করে। এভাবে নামায ত ঐসব মূলনীতিরই সত্যতা-স্বীকারকারী যার জন্যে মানুষকে জীবন যাপন করতে হয়। নামাযকে মৌখিক জমা খরচের জন্যে ব্যবহার করা এবং মসজিদের বাইরের জীবনকে তার মর্ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা থেকে বিরত থাকা কি করে ন্যায়সংগত হতে পারে ? এটাকে ত তাহলে একটা অনর্থক কাজ মনে করাও বলা হবে।

ধর্ম ও রাজনীতি দুটি পৃথক পৃথক কর্মতৎপরতা এবং এ দুটির জন্যে পৃথক পৃথক বরঞ্চ বিপরীতমুখী নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। মাওলানা

www.pathagar.com

মওদূদীর মতে এ ধরনের মত উদ্ভট ও হাস্যকর। তিনি তাফহীমুল কোরআন এবং তাঁর অন্যান্য সাহিত্যেও এ কথা বিশদভাবে বলেন যে মানুষের চিন্তা ও কাজের সকল দিকের জন্যে একই ধরনের আইন ও একই ধরনের মূল্যবোধের প্রয়োজন। যদি বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা, ধৈর্য-সহনশীলতা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্যে (ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন, চাকুরী এবং ব্যক্তি জীবনে) সমভাবে প্রয়োজন না হয়, তা হলে কোন ব্যক্তি তার দোয়ায় এ সব জিনিসের কামনা করবে কেন? বস্তুতঃ যদি আপনি এ কথার উপর জোর দেন যে লোক তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে ইসলামের নীতি অনুযায়ী গঠন করুক, তাহলে তাকে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের পদক্ষেপ বলা যেতে পারে না। আপনিত এরূপ নিছক এ জন্য করবেন যে সকল উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তিতে হওয়া উচিত তা সে রাজনৈতিক হোক অথবা বৈজ্ঞানিক এবং সকল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শুধু ঐসব উপায়ই অবলম্বন করতে হবে যা কোরআন ও সুন্নাত মুতাবেক হবে। রসূলে করীমের (সঃ) জীবন আমাদের জন্য উৎকৃষ্টতম ও মহানতম দৃষ্টান্ত, এজন্যে যে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে তাঁর আচরণ ছিল হুবহু কোরআনের নীতি অনুযায়ী।

মাওলানা তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় বলেন যে কোরআন পাক নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের সূচনা থেকেই। বিভিন্ন সূরার শানে নযুল এই ছিল যে, এক বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রাখা হয় যা সফল হয় আন্দোলন চরমে পৌঁছার পর। কোরআন মূলনীতির গ্রন্থ, খুঁটিনাটি বিষয়ের নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী জীবন পদ্ধতির নৈতিক ও চিন্তার ভিত্তি তৈরী করা এবং যুক্তি প্রমাণ ও উৎসাহ প্রেরণা দানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া। এ শুধুমাত্র রসূল পাকেরই জীবন যাকে কোরআনের মূলনীতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। মাওলানা যখন এ কথা বলেন যে হাদীসের সত্যতা যাঁচাই করার জন্য কোন ব্যক্তির রসূলের মেজায প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, তখন তাঁর উপরে এ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তিনি হাদীসের সত্যতা অসত্যতা সম্পর্কে নিজেকে মধ্যস্থের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সমালোচকগণ বলেন মাওলানা পরোক্ষভাবে এ দাবী করেন যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রসূলের মেজায প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত।

www.pathagar.com

অনেক সময় কারো ব্যক্তিত্বকে লোক সমালোচকের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে এবং আমি নিশ্চিত রূপে মাওলানা মওদূদীর বর্ণিত কোন কোন বিষয় এ ধরনের কাজের দ্বারাই বুঝতে পেরেছি। আমি বুঝতে পারি না হাদীস বিষয়টি নিয়ে সমালোচক বৃন্দের এতো রাগের কারণ কিসের জন্য ? সাহিত্যের একজন সাধারণ ছাত্র জানে যে, যে ব্যক্তি গ্রন্থকারের স্টাইল ও ছন্দ সম্পর্কে অসাধারন জ্ঞান রাখে সে তাঁর সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্তকর প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞানের সৌভাগ্য লাভ করে। যদি তাঁর সামনে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হয় তাহলে সে তার সেই প্রজ্ঞার আলোকে বলে দিতে সক্ষম হবে যে, এ লেখাটি তার প্রিয় গ্রন্থকারের কিনা। শুধু লেখার স্টাইল বা পদ্ধতি দেখেই বিভিন্ন উদ্ধৃতি আলাদা করে বলা যায় যে এ শেক্সপিয়ারের অথবা অমুকের। অতীতের ধ্বংসাবশেষ দেখে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলে দিতে পারেন যে এ সব কি গান্ধারা সভ্যতার স্মৃতিবহ, না অন্য কোন সভ্যতার। পাকিস্তানের অনেক কোম্পানী গান্ধারার দুর্লভ শিল্প বস্তু জাল করে বিক্রি করে এবং একজন আমেরিকার পর্যটক তা আসল মনে করে চড়াদরে কেনে। এভাবে একটা কবিতা পড়া হলো এবং তা শুনে আপনি বলে দিলেন যে এটা গালেব অথবা ইকবালের নয়। ঠিক এ নীতিও হাদীসের বেলায় খাটে। যদি কেউ কোরআন হাদীস অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ সহকারে দিনরাত নিমগ্ন থাকে, তার মেজায প্রকৃতি ও ধরন ভালো করে রপ্ত করে নেয়, বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার অন্তর্দৃষ্টি রাখে এবং সিদ্ধান্ত করার প্রজ্ঞা লাভ করে, তাহলে সে অনুভব করতে পারে যে এ রেওয়ায়েত সহীহ কি না। মাওলানা অবশ্য কখনো এ দাবী করেন নি যে তিনি এ যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন।

তাফহীমুল কোরআন আমি যতোই পড়েছি, আমার মনের দুনিয়ায় ততোই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমি না শুধু ভাষার মাধুর্যে, অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ প্রকাশ ভংঙ্গীতে এবং প্রাঞ্জল শব্দ চয়নে প্রভাবিত হয়েছি, বরঞ্চ আমাকে তফসীরও আকৃষ্ট করেছে। তফসীরের মধ্যে মাওলানা ঐসব প্রশ্নাবলীকে আলোচনার বিষয়বস্তু করেন যা মনের মধ্যে উদয় হয় এবং সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূর হতে থাকে।

মাওলানা বলেন, অধ্যয়ন কালে যে সব প্রশ্ন মনে জাগে তা নোট

www.pathagar.com

করে নেয়া উচিত এবং অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত। কোরআন স্বয়ং অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে থাকবে। যে সব প্রশ্ন মনের মধ্যে রয়ে যাবে তার জন্যে দুবার তিনবার পড়তে হবে। তাহলে আর কোন প্রশ্নই বাকী থাকবেনা।

কোরআন শুধু দেখে দেখে পড়ার জিনিষ নয়। বরঞ্চ তার সম্পর্ক মানুষের জীবনের সাথে এবং যতোই তার জীবন সামনে চলতে থাকে ততোই কোরআনের মর্ম তার কাছে খুলতে থাকে। এ হচ্ছে হেদায়েত গ্রন্থ যার কাছে মানুষ মনের শান্তির জন্যে, আভ্যন্তরীণ বৈষম্য বৈপরীত্ব থেকে বাঁচার জন্যে এবং জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান তালাশ করার জন্যে বার বার স্মরণাপন্ন হয় এবং বিফল মনোরথ হয় না।

——o——

www.pathagar.com

চালা বারান্দা থেকে বাফেলোর রোগশয্যা পর্যন্ত

বিচারপতি মুহাম্মদ আফযাল চীমা

উনিশ’শ ছ’চল্লিশের কথা। আমি তখন লাহোর আইন কলেজের ছাত্র। আমি এম, এ পাশ ১৯৩৪ সালেই করি। ওকালতি করার সিদ্ধান্ত করি অনেক বিলম্বে। সেজন্যে বারো বছর পর আইন কলেজে ভর্তি হই। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদীর সাথে আমার সাক্ষাতের বাসনা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গুরুদাসপুর জেলার পাঠান কোট মহকুমার একটি নদীর পাশে। সেখানে মাওলানা আপন উদ্যোগে কায়েম করেছিলেন দারুল ইসলাম। সকালবেলা ট্রেন থেকে ছোট্টো রেলস্টেশন সর্ণায় নেমে দু’জন যুবককে দেখতে পেলাম। তাঁদের ছিল ছোটো ছোটো দাড়ি এবং ইংরেজী কায়দায় চুল ছাঁটা। আমাকে দেখামাত্র তাঁরা এগিয়ে এলেন। তাঁরা আমার হাবভাব দেখে বুঝতে পেরে বললেন, আপনি কি মাওলানার সাথে দেখা করতে এসেছেন? বললাম, জি হাঁ। তারপর তাঁরা আমার মামুলী লট বহর, সংক্ষিপ্ত বিছানাপত্র ও একটা ব্যাগ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। তারপর রেল লাইনের পাশ দিয়ে তাঁদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।

দারুল ইসলাম পেঁছার পর তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা আপিসের দায়িত্বে রেখে বিদায় হলেন। একটুখানি অপেক্ষা করার পর ঘন্টা বেজে উঠলো এবং একজন এসে আমাকে নাশ্তার জন্যে নিয়ে গেলেন। একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বারান্দা, উপরে চাল, মাটিতে কয়েকটি চাটাই বিছানো এবং মাঝখানে একটা লম্বা বেঞ্চ পাতানো যার দুধারে বেঞ্চে বসে খাওয়া দাওয়া করা হয়। নাশ্তা এলো চাপাতি ও চা। খাবার টেবিল ও চারধার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা দারুল ইসলামের সবত্রই নজরে পড়লো।

www.pathagar.com

নাশ্‌তার পর সংলগ্ন মসজিদে গেলাম। অসংখ্য আবাবিল বাসা বেঁধেছে। দেখলাম এক মৌলভী সাহেব বাচ্চাদেরকে কোরআন হাদীস পড়াচ্ছেন। পরে পরিচয় পেলাম তিনি মাওলানা সাইয়েদ নকী আলী এম এ, বি এড্‌। মনে হলো তাঁর একটু অসুবিধা হচ্ছে আমার মতো একজন আগন্তুকের হঠাৎ উপস্থিতিতে। ঠিক এমন সময়ে একজন বল্লো, মাওলানার সাথে দেখা করার সময় হয়ে গেছে।

মাওলানার বাসগৃহের বারান্দায় চেয়ার পাতানো ছিল। সেখানে তাঁর সাথে আমার দেখা হলো। চিন্তাশীল মওদূদীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি বিষয় ও আলাপ আলোচনা আজও আমার মনে অংকিত হয়ে আছে। মাওলানা ঢিলে সাদা পায়জামা ও সাদা কোর্তা পরে ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক কথাবার্তায় ও অংগভংগীতে ছিল ভদ্রতা, মার্জিত রুচিবোধ ও শালীনতা। তাঁর পোষাকেও এগুলো ছিল সুস্পষ্ট এবং তার সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ। সব চেয়ে বড়ো তাঁর নূরানী চেহারা। এ নূরানী চেহারা তাঁর জীবন ভর আমরা দেখেছি।

মাওলানাকে বহু প্রশ্ন করেছিলাম। এমন প্রশ্ন করারও ধৃষ্টতা করেছিলাম যার মধ্যে ছাত্রসুলভ নির্ভিকতা ছিল। তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত ধীর স্থির চিত্তে দেন। তাঁর নিজের সম্পর্কে ও কিছু প্রশ্ন ছিল আর কিছু ছিল ওকালতি পেশা সম্পর্কে। তাঁর জবাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে আমি এমন এক আলেমে দ্বীনের সাথে কথা বলছি যিনি জ্ঞান সমুদ্র। শুধু দ্বীনী এলমই নয়, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানেও তিনি পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রথম সাক্ষাতের পর প্রায় তিন যুগ অতীত হয়েছে। এখন ত আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, স্মৃতি শক্তি কমে গেছে। কিন্তু মাওলানার সম্পর্কে সকল কথা আমার বেশ মনে আছে। ভারত বিভাগের দু বছর আগে আমি একবার নায়লপুরে আমার এক আত্মীয় বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে এক খানা বই আমার চোখে পড়ে, নাম "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" লেখকের নাম "আবুল আ'লা মওদূদী"। গ্রন্থকারকে চিনতে পারলাম না। বই খানা পড়লাম। গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি আমার মনের উপর ছাপ অংকিত করে দিল। এ ছিল মাওলানার সাথে আমার প্রথম রুহানী পরিচয়। তারপর থেকে

www.pathagar.com

তাঁর বিভিন্ন বই পুস্তক পড়া শুরু করলাম এবং তাঁর গভীর পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। তারপর থেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের এক অদম্য আকাংখা আমার মনে সৃষ্টি হয়। সাক্ষাতের অদম্য বাসনা আমাকে দারুল ইসলাম টেনে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ লাভে আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি। আজ তাঁকে সমগ্র দুনিয়া ইসলামী চিন্তাশীল, কোরআনের প্রখ্যাত তফসীরকার ও ইসলামের মুখপাত্র হিসেবে জানে।

ভারত বিভাগের পর ৩০শে আগষ্ট মাওলানা পাঠানকোট থেকে হিজরত করে লাহোরে আসেন। কারণ মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ এ এলাকাটি ইংরেজ ও হিন্দুদের যোগসাজসে পাকিস্তানের অংশ থেকে কেটে ভারতের ঝুলিতে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্র এ জন্যে করা হয়েছিল যে ভারত ও জম্মু কাশ্মীরের মধ্যে যেন চোরা দরজা থাকে। এ ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে গর্হিত ভূমিকা পালন করেন জনৈক ইংরেজ জজ র‍্যাড্‌ ক্লিফ্‌। এ কারণেই পাঠানকোটের অধীন দারুল ইসলামকে অক্ষুন্ন রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অতএব বাধ্য হয়ে মাওলানাকে হিজরত করে লাহোরে যেতে হয়।

একান্ন সালে আমি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। সংসদে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি মাওলানার পরামর্শ গ্রহণ করতাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে আমাকে বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। এতে করে আমি তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাই। তাঁর মধ্যে দ্বীনী এলম ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একত্র সমাবেশ ঘটেছিল যার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল।

পাঞ্জাব আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হলো। অর্থনীতি সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান ছিল না। এ ব্যাপারে আমি এ বিষয়ে মাওলানার পরামর্শ চাইলাম। উৎকৃষ্ট বাজেটের বৈশিষ্ট্য কি তা আমি জানতে চাইলাম। মাওলানা বলেন, আমি নতুন প্রাদেশিক বাজেটের উপর কিছু নোট্‌ তৈরী করেছি। তার ভিত্তিতে বাজেট তৈরী করে একখানা সুন্দর বই হতে পারে। আপনি তা নিয়ে যেতে পারেন, আপনার কাজে লাগবে। তবে সাবধান, যেন হাত ছাড়া হয়ে না যায়।

প্রায় সত্তর পৃষ্টা ব্যাপী এ নোটগুলোর মধ্যে এমন সব কিছুই ছিল যা আমি পেতে চাইছিলাম। কর আরোপের মূলনীতিটি— Taxation should be proper, proportionate and progressive তিনি

www.pathagar.com

এমনভাবে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেছেন যা আমার মনে হয় কোন আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

একবার পাঞ্জাব আইন পরিষদের কিছু আসন শূন্য হলে তার জন্যে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়। তার জন্যে Proportionate Representation and Single Transferable vote (সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট)—এ নীতিতে নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু মিয়া মুমতাজ মুহাম্মদ খান দৌলতানার নিকটে তা ছিল এক অভিনব বস্তু এবং তা সংগত নয় বলে তিনি উক্তি করেন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মূলনীতির পটভূমি আমার জানার দরকার ছিল। তার জন্যে আমি মাওলানার খেদমতে হাজীর হয়ে সমস্যাটি পেশ করলাম। মাওলানা মুহূর্ত চিন্তা না করে চেয়ারে বসে থেকে তাঁর হস্ত প্রসারিত করে আলমারী থেকে একটা বই টেনে বের করলেন। অতঃপর কয়েক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে খোলা পৃষ্ঠাসহ বইখানা আমার হাতে দিয়ে পড়তে বলেন। আমি পড়ে জানতে পারলাম এ ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় শুরু হয়েছিল। জন প্রতিনিধিত্বের কোন অপূর্ণ দিকের পরিপূর্ণতার জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এবং এ পদ্ধতি সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি থেকে কতটা পৃথক তাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর একটি ঘটনা আজ আমার মনে পড়ছে। একবার লায়লপুর বার এসোসিয়েশন থেকে আইনজীবিদেরকে সম্বোধন করার জন্যে মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন বার সমিতির সভাপতি ছিলেন মীর আব্দুল কাইয়ুম। তিনি তাঁর পঠিত মানপত্রে মাওলানাকে অনুরোধ জানান তিনি যেন ওকালতি পেশা হারাম গণ্য না করেন। জবাবে মাওলানা যা কিছু বলেন, তার সারমর্ম এই যে তাঁর মতে ওকালতি পেশা হারাম নয়। উকিল সমাজের কিছু লোক এমনভাবে এ পেশা চালান যে একে তাঁরা কলংকিত করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে একে হারাম বলাটা ভুল হবে না। সেদিনও রাতের খানা মাওলানা আমার বাড়ী খান। মাওলানাকে যখন আমি নিতে গিয়েছিলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি কি সাথে করে পানের ওগুলদান নিতে পারি ?

তাঁর এ প্রশ্ন এ সত্যের প্রতিই অংগুলি নির্দেশ করছিল যে ছোটো খাটো ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি কত প্রখর ছিল। তিনি মনে করেছিলেন পাঞ্জাবী পরিবারে যেখানে পান খাওয়ার রেওয়াজ নেই সেখানে হয়তো

www.pathagar.com

ওগলদান না থাকতে পারে। এ জন্যে এ অভাব নিজের থেকেই পূরণ করা যাক।

আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁর সাথে মাওলানা মওদূদীর প্রথম সাক্ষাৎ লাহোরে হয়। সাক্ষাতের উদ্যোগ আমিই নিয়েছিলাম। ঘটনা এই যে আইয়ুব খানের আমলে আমি জাতীয় পরিষদের সিনিয়ার ডিপুটি স্পীকার ছিলাম। পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় মে অথবা জুন মাসে। তার অল্পকাল পরে আইয়ুব খান ট্রেনে পাঞ্জাবের কিছু এলাকা সফর করেন। তিনি অল্প সময়ের জন্যে লায়লপুরেও আসেন। তিনি লায়লপুর স্টেশনেই জনগণের প্রতি ভাষণ দান করেন। সে সময়ে লায়লপুরের ডিপুটি কমিশনার ছিলেন সাইয়েদ কাসেম রেজভী। তিনি আইয়ুব খানের সেলুনেই শেরকোট স্টেশন পর্যন্ত তাঁর সাথে সফর করেন। এ সময়ে আইয়ুব খানের সাথে আলাপ করার আমার সুযোগ হয়। কারণ পরিবেশটা ছিল বেশ মনোরম।

আমি জানতাম ফিল্ড মার্শালকে মাওলানা সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হতো। আমি তাঁর প্রতিক্রিয়া সংশোধন করতে চেয়েছিলাম। আমি তাঁকে বল্লাম, মাওলানা মওদূদী সরকারের যে সমালোচনা করেন তা নিছক জাতীয় ও দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে করেন। তাঁর সমলোচনা যেমন পক্ষপাতহীন তেমনি গঠনমূলক ও বলিষ্ঠ হয়। আমি এ অভিমতও ব্যক্ত করলাম যে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কিত যেসব সমস্যা রয়েছে তার সমাধান কল্পে মাওলানার পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। সাথে সাথে আমি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে পরামর্শ দিলাম যে তিনি যেন মাওলানার বিরুদ্ধে কান কথায় কোন গুরুত্ব না দেন। বরঞ্চ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে অবশ্যই তাঁর মূল্যবান পরামর্শ কাজে লাগবে।

কিছুদিন পর আইয়ুব খানের টেলিফোন এলো। মাওলানার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি আমাকে মাওলানার মনোভাব জানার জন্যে বল্লেন। আমি যখন এ উদ্দেশ্যে মাওলানার খেদমতে হাজীর হলাম তখন আমি তাঁর মুখ চোখের হাবভাবে বুঝলাম যে তিনি এ ব্যাপারে খুশী নন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে বল্লাম, আমি ত শুধুমাত্র তাঁকে নিছক একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম, কোন প্রকার ওয়াদা করিনি। তবে যদি সাক্ষাৎ করাটা ভালো মনে না করেন, তাহলে অনায়াসেই তাঁকে বলতে পারি যে আপনি সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত নন।

www.pathagar.com

তার জবাবে মাওলানা বলেন, আপনি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়ে এবং তাঁর পয়গাম আমার কাছে পেঁছিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যার প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎ অস্বীকার করা আমার জন্যে সমীচীন হবে না। আমি বাদশাহ ও শাসকদের সাথে সাক্ষাতের না কোনদিন ইচ্ছুক ছিলাম আর না অভ্যস্থ। যা হোক, এখন অবস্থা অন্য ধরনের। আমি সাক্ষাতের জন্যে রাজী আছি একথা তাঁকে বলে দিন।

এভাবে মাওলানা ও আইয়ুব খানের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ লাহোরে হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সাক্ষাতের কোন ভালো ফল হয়নি।

জাতীয় পরিষদের সিনিয়ার ডিপুটি স্পীকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আমি রাজা হাসান আখতারকে মাত্র একভোটে পরাজিত করে জয়ী হই। সে জন্যে আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে তাঁর মন্ত্রীসভায় একজন মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব আমাকে দেয়া হয় এবং বন্ধুবান্ধব বলেন যে এ প্রস্তাব আমার মেনে নেয়া উচিত। আমি তখন মিয়া আবদুল বারী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং অন্যান্য সংগীসাথীসহ রাওয়ালপিণ্ডির হারে স্ট্রীটের এক বাড়ীতে থাকতাম। অধিকাংশ বন্ধু বান্ধব মন্ত্রীত্ব গ্রহণেরই পরামর্শ দেন। চৌধুরী জহুর এলাহীও তাই বলেছিলেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই রাজী হচ্ছিলো না। আমার নিজের যুক্তি এই ছিল যে সিনিয়ার ডিপুটি স্পীকারের মর্যাদা একজন মন্ত্রীর মর্যাদা থেকে অনেক বেশী। আর এ পদমর্যাদা থেকে কাউকে যেনতেন প্রকারে আলা-দাও করা যায় না। ঘটনাক্রমে সে সময়ে মাওলানা যফর আহমাদ আনসারী রাওয়ালপিণ্ডি এলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন মাওলানা মওদূদীর সাথে দেখা করে তাঁর মতামতটা আমাকে জানিয়ে দেন। মাওলানা আনসারী আমার অনুরোধে মাওলানা মওদূ-দীর সাথে এব্যাপারে আলাপ করেন।

মাওলানা এক পত্রে তাঁর অভিমত আমাকে জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি এবং আমার মতে সিনিয়ার ডিপুটি স্পীকারের পদ ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা না স্বয়ং আপনার জন্যে ভালো হবে আর না জাতীয় স্বার্থে মংগল-দায়ক হবে।

মাওলানা তাঁর পত্রে তার কারণও বর্ণনা করেন।

উনিশ শ 'তেপান্ন সালের কথা। পাঞ্জাবে দৌলতানা মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং মালিক ফিরোজ খান নূন পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণরের পদ

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হন। আমি তখন আইন পরিষদে এক মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করি। পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার ছিলেন খলিফা সুজাউদ্দীন। পরিষদের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী তিনি আমার মুলতুবী প্রস্তাব অনুমোদন করে তা পরিষদে পাঠ করতে বলেন, মুলতুবী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"মাওলানা মওদুদীর প্রতি মৃত্যুদন্ড প্রদানে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার উপর আলোচনার জন্যে পরিষদের নিয়মিত কার্যক্রম মুলতুবী করা হোক"।

আমার মুলতুবী প্রস্তাব পাঠ করার পর পরিষদ নেতা মালিক ফিরোজ খান নূন দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি পরিষদের সামনে ওয়াদা করছি যে মাওলানা মওদুদী যদি করুণা প্রদর্শনের জন্যে আপিল করেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুদন্ড মওকুফ করার জন্যে সরকার পূর্ণ সহানুভূতিসহকারে বিবেচনা করবেন। আমি আশা করি, আমার এ নিশ্চয়তা দানের পর প্রস্তাব উত্থাপনকারী তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন"।

পরিষদ নেতার এ ঘোষণার পর বিরোধী দলীয় পরিষদ সদস্যগণ আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে করলাম। মিয়া আব্দুল বারী এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণও প্রস্তাব প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেন। অতএব আমি স্পীকারকে অনুরোধ জানালাম যে উজিরে আলার নিশ্চয়তা দানের প্রেক্ষিতে আমাকে আমার মুলতুবী প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুমতি দেয়া হোক। অতঃপর স্পীকারের অনুমতিক্রমে আমি প্রস্তাব প্রত্যাহার করলাম।

পরদিন প্রাতে মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি জেল খানায় গেলাম। জেলের বড়ো ফটকের ভেতর ডানদিকের সাক্ষাতের কামরায় আমাকে বসতে দেয়া হলো। একটু পরে মাওলানা সেখানে তশরিফ আনেন। তিনি আসামাত্র বল্লেন, 'আজ সংবাদপত্রে আপনার মুলতুবী প্রস্তাবের বিবরণ পড়লাম। আমি আপনার প্রতি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। অতঃপর আমি এ সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি যে আমার কৃপা ভিক্ষার আপিল না করা উচিত। আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়া করি যে তিনি যেন আমাকে তাদের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার গ্লানি থেকে রক্ষা করে আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নেন।"

তারপর তাঁকে আমার কিছু বলার রইলোনা এবং আমি সেখান

www.pathagar.com

থেকে ফিরে এলাম।

কতো কথা, কতো স্মৃতি আজ মনে জাগছে যে কোন্‌টা বলবো আর কোন্‌টা বলবোনা তা বুঝতে পারছি না। সব কথা বলতে গেলে কয়েক খানা গ্রন্থ হয়ে পড়বে। একান্ন সালের পাঞ্জাব পরিষদের নির্বাচনের কথাটাই বলি। মাওলানা মওদূদী তাঁর জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রার্থীর সপক্ষে নির্বাচনী প্রচারের জন্যে লায়লপুর একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন ও তাঁর জবাব চলছিল। একজন প্রশ্ন করলো—একথা কতখানি সত্য যে আপনাদের জামায়াত বাইরের দেশ থেকে সাহায্য পায়? আর এ বিরাট জনসভার খরচ কোথা থেকে বহন করেন?

মাওলানা জবাবে বলেন, জনসভার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ত স্থানীয় কর্মীগণ বহন করেন। ব্যবস্থাপনায় শৃংখলার সাথে সাথে মিতব্যায়ীতাও অবলম্বন করেন।

অন্য প্রশ্নটির জবাবে মাওলানা বলেন, সরকারের পক্ষ থেকেও এ অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে আমরা বাইরের দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য পাই। যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, এ অভিযোগ সত্য হওয়ার প্রমাণাদিও যদি সরকারের কাছে থাকে তাহলে তাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা। আর যদি আমাদের কাছে বহির্দেশ থেকে সাহায্য আসে এবং সরকারের গোটা প্রশাসনযন্ত্র থাকা সত্বেও তার কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই, তাহলে সরকারের অযোগ্যতার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে? এমন সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার আছে কি? কোন দেশ প্রেমিক পাকিস্তানী ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে বাইরের সাহায্য লাভের অভিযোগ উত্থাপন নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক।

সম্প্রতি আমি চোখের চিকিৎসার জন্যে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। চিকিৎসার পর আমি OHIO যাই। সেখানে আমার একছেলে মেডিকেলের ছাত্র ছিল। সেখানে শুনতে পেলাম মাওলানা মওদূদী আমেরিকা এসেছেন চিকিৎসার জন্যে এবং বাফেলোতে তাঁর পুত্র ডাক্তার আহমদ ফারুক মওদূদীর বাসায় রয়েছেন। আমি টেলিফোনে আহমদ ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে বল্লাম যে, আমি মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। একথাও বল্লাম যে, আমি ১২ই জুন (১৯৭৯) বেলা এগারোটায় সেখানে পৌঁছবো।

www.pathagar.com

আমার সাথে আমার দু'ছেলে আফতাব ও ফররোখ ছিল। ডাক্তার নওয়াজ আন্জম নামে আর একজন আমাদের সাথে ছিলেন যিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলেন। আমরা যখন পেঁছি তখন দেখলাম আহমদ ফারুকের গাড়ী বাইরে এবং তিনি বাইরে বেরুচ্ছিলেন। তিনি আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একটু পরে দেখলাম মাওলানা দু'তলা থেকে Walker এর সাহয্যে নীচে নামছেন। আমি চট করে উঠে তাঁর সাথে মুসাফা করলাম। "ভাই, আফসোস, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোসাফা করতে পারবো না, মাফ করবেন" একথা বলে তিনি বসে পড়লেন এবং বসে বসেই অন্যান্যের সাথে মুসাফা করলেন।

আমি ডাক্তার আহমদ ফারুককে বল্লাম, "আপনি ত আপনার ঠিকানা বলেছিলেন প্যারাডাইস রোড্ (বেহেশতের সড়ক)। কিন্তু সড়কটি এতো কদর্য ও যাতায়াতের অযোগ্য যে এমনটি ত পাকিস্তানেও নেই।"

ডাক্তার আহমদ ফারুকের কিছু বলার আগেই মাওলানা তাঁর মিষ্টি মধুর মৃদুহাস্য সহকারে বল্লেন, "ভাই বেহেস্তের সড়কত এমন দুর্গম ও কষ্টদায়কই হয়ে থাকে।"

আমার বড়ো ছেলে ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের ফটো নিতে লাগলো। আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্লাম, "ফটো নেবার আগে মাওলানার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল না কি?"

আফতাব মৃদু স্বরে বল্লো, "আমি ডাক্তার আহমদ ফারুকের অনুমতি নিয়েছি।"

কথাটা মাওলানার কানে পেঁছতেই তিনি বল্লেন, "ভাই SHOOT করাই যদি উদ্দেশ্য ছিল তাহলে অনুমতি নেয়া আর না নেয়াতে পার্থক্যই বা কি?"

আমি যখন মাওলানাকে বল্লাম যে তাঁর আমেরিকায় আসার কথাটা কতো গোপনীয়তার সাথে আমাকে বলা হয়, তখন তিনি বল্লেন, আমার আগমন এখন আর কোন গোপনীয় বিষয় নয়। সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক প্রেস কন্ফারেন্সে এর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং একে ভিত্তি করে বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়েছে।

বাফেলোতে মাওলানার সাথে আমার সর্বশেষ ও স্মরণীয় সাক্ষাতে এটা আমি অতি বেদনার সাথে অনুভব করেছি যে মেহমানদের সাথে মাওলানার সাক্ষাৎ অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়েছে। এর জন্য তাঁকে বার বার

www.pathagar.com

'ওয়াকার' এর সাহায্যে উঠানামা করতে হয়েছে। সেই সাথে আমেরিকার মতো সুদূর প্রবাসে অবস্থান কালেও তিনি আতিথেয়তার পাকিস্তানী ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। চা প্রভৃতি দিয়ে অবশ্যই মেহমানদারি করে-ছেন। এ ব্যাপারে সকল ঝামেলা ঘরের লোকজনকেই পোয়াতে হয়েছে।

যাহোক এ বেদনামিশ্রিত আনন্দদায়ক সাক্ষাৎ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে। কিন্তু কিছুতেই চিন্তা করতে পারিনি যে এটি আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হবে। আমি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম—

কত দিন পর দেশে ফেরার ইচ্ছা ?

তিনি বলেন, ''আগষ্ট অথবা বড়ো জোর সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ইনশাআল্লাহ ফিরবো।''

তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে তা সম্ভব বলেই মনে হলো। অবশেষে তা একেবারে সত্যে পরিণত হলো। সাইয়েদ মওদূদী সত্যি সত্যিই সেপ্টেম্বরের শেষে পাকিস্তানে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি যেভাবে ফিরে এলেন তা মনে হতেই বুক ভেঙে যায়।

——০——

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন তাঁর গ্রন্থাদির মূর্ত প্রতীক

অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ

আমার জীবনে অসংখ্য লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুসলিম বিশ্বের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কথা ও কাজের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য মাওলানা মওদূদী ছাড়া অন্য কারো ভেতর খুব কমই নজরে পড়েছে। মাওলানার বই পুস্তক পড়ার পর তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার যে চিত্র মনের মধ্যে ভেসে উঠতো, হুবহু তাঁর ব্যক্তিত্বে তা দেখতে পেয়েছি। দুনিয়াতে এমন লোক খুব কমই দেখা যায় যাঁদের মধ্যে উচ্চ মানের মানসিক যোগ্যতা, অনন্য চিন্তাধারা, ইজতিহাদ এবং চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পরিপক্কতার সাথে সাথে বাস্তবক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা, চরিত্রের মহত্ব এবং সরলতার সমাবেশ ঘটতে পারে। মাওলানার মধ্যে এসব গুণের একত্র সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও এ সবের কোন অনুভূতি অথবা অনুভূতির প্রকাশ তিনি করেন নি। মাওলানার ওঠাবসায় খানাপিনায় ভদ্রতা ও শালীনতা অতি সুস্পষ্ট ছিল। কারো সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি যে, আমার সাথে কথাবার্তা ও চিঠি পত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত "প্রিয় খুরশিদ মিয়া" বলে সম্বোধন করতেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উপর আল্লাহতায়ালার খাস মেহেরবানী যে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের সকল গুনাবলীর সমাবেশ হয়েছিল এবং এসব গুনাবলীর মাধ্যমে তিনি মানুষকে একটা দিক নির্দেশনা দান করেন। আধুনিক যুগের আন্দোলন গুলোতে নেতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দেখা যায়, তাতে নিজেকে বড়ো করে দেখানো,

www.pathagar.com

নিজেকে অপর থেকে উচ্চতর মনে করা এবং আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা যায়। ঠিক এর বিপরীতে, মাওলানা তাঁর সরলতা ও স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করতেন। তাঁর সংগীসাথীদের মধ্যে হীনমন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে তিনি দেন নি।

সাইয়েদ মওদূদী তাঁর সংগীসাথী ও সহকর্মীদেরকে কতোখানি ভালোবাসতেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই যে, ১৯৬৪ সালে তিনি তাঁর কয়েকজন সংগীসাথীসহ জেলে ছিলেন। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। সারা রাত বৃষ্টি হচ্ছিল। মাওলানা দুটি চোখের পাতা একত্র করতে পারেন নি। রাত ভর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ব্যারাকে তাঁর সংগীসাথীদের দেখা শুনা করতেন। আমি এক তাঁবুতে থাকতাম। জেলের ঐ অংশে মাত্র চারটি কামরা ছিল। অবশিষ্ট লোক সব তাঁবুতে থাকতেন। আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছিলাম। মাওলানা আমাকে উঠিয়ে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলেন।

তিনি কোন দিন তাঁর দুঃখ কষ্ট প্রকাশ করতেন না। কঠিন যন্ত্রণায়ও তাঁর মুখ থেকে কোন আহঃ উঃ অথবা কারো প্রতি কোন অভিযোগ শুনা যায় নি। ১৯৬৮ সালে ইংলন্ডে পর পর তাঁর দুটি অপারেশন করা হয়। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোন বিলাপ ও আর্তনাদ শুনা যায় নি।

মাওলানাকে হালকা বই পুস্তক ও প্রবন্ধাদিও পড়তে দেখেছি। তাঁর কাছে হালকা হলেও অনেক শিক্ষিত লোকের জন্যে সেগুলো ছিল দুর্বোধ্য চিন্তামূলক। এগুলোকে মাওলানা Light reading বলতেন। তিনি যখন বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতেন তখন যা কিছু উল্লেখযোগ্য অথবা সমালোচনার যোগ্য মনে হতো, সে সব পুস্তকের কিনারেই টুকে রাখতেন। মাওলানা যে সব বই পুস্তক পড়াশুনা করেছেন তার অনেকগুলো আমি দেখেছি। সে সবের মধ্যে ঐধরনের টুকে রাখা জিনিস দেখতে পেয়েছি। কোন বিষয়ে তাঁকে কিছু লিখতে হলে ঐ সম্পর্কে সব বই পুস্তক পড়ে নিতেন। তারপর সে সব বইয়ের প্রান্তদেশে বা কিনারায় টুকে রাখা তাঁর শব্দ ও বাক্যগুলো সামনে রেখে নিজের নোটস তৈরী করতেন। এ সব নোটের ভিত্তিতে তাঁর প্রবন্ধের স্কীম তৈরী করে লেখা শুরু করতেন।

উনিশশ' পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত তাঁর অভ্যাস এ ছিল যে পূর্ব থেকে নোট তৈরী ব্যতীত তিনি বক্তৃতাও করতেন না। তাঁর অনেক বক্তৃতার

www.pathagar.com

নোট আমার কাছে সুরক্ষিত আছে। আটষট্টি ও তারপর তিনি অনেক বক্তৃতা বিনা নোটেই করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে কোন প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই তিনি এ সব বক্তৃতা করেছেন। তিনি মানসিক দিক দিয়ে পুরো প্রস্তুতি করে নিতেন। তাঁর এ ধরনটা আমি অবলম্বন করেছি এবং গ্রন্থ রচনার কাজেও আমি তাঁর অনুসরণ অনুকরণ করি।

মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থাবলীর পান্ডুলিপি তাঁর নিজের হাতে লেখা। অবশ্যি চিঠিপত্রের জবাব অধিকাংশ সময়ে তিনি বলে দিতেন এবং অপরের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। অনেক সময় কোন বিষয়ের উপর তাঁর অভিমত ব্যক্ত করার সময়ও তা অপরকে দিয়ে শ্রুত লিখন করে নিতেন। অমুসলিমদের অধিকারের উপর তিনি উর্দুতে বই লেখেন। তার ইংরেজী তরজমায় কিছু পার্থক্য ছিল। কারণ তিনি মূল লেখার মধ্যে কিছু সংশোধন সংযোজন করেন যা ইংরেজী তরজমায় প্রকাশিত হয়। এটাও তিনি শ্রুত লিখন করান। শূরার কার্যবিবরণীও অধিকাংশ সময়ে তিনি শ্রুত লিখন করাতেন। তাঁর আপন হাতে লেখা অনেক কার্যবিবরণীর পান্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে। একান্ন থেকে তিপ্পান্নের মধ্যে তাঁর ছোটো খাটো বিষয় মিসবাহুল ইসলাম ফারুকী মরহুমের দ্বারা শ্রুত লিখন করিয়েছেন।

মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমার অবোধ শৈশব কালে যখন আমার বয়স পাঁচ ছ'বছর হবে। আমার পিতা মাওলানার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মাওলানা যখনই দিল্লী আসতেন, আমাদের বাড়ী অবশ্যই আসতেন। এ সময়েই একবার আমি পাঠ্য পুস্তক থেকে একটা কবিতা পড়ে তাঁকে শুনাই। এ ছিল আমার অবোধ কালের সাক্ষাৎ। আমার জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ তখন হয়, যখন আমরা পাকিস্তান হওয়ার পর হিজরত করে লাহোর আসি এবং মোডেল টাউনে বসবাস করি। মাওলানা একখানা ছোটো কারে আব্বার সাথে দেখা করতে আসেন। তখন আমার বয়স প্রায় ষোল বছর এবং আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমি তখনো সে ছাত্র সংগঠনের পরিচয় পাইনি যা পরবর্তীকালে আমার মধ্যে এক বিপ্লব এনে দেয়। মাওলানা মাগরেবের নামায আমাদের ঘরে পড়েন এবং ইমামতি করেন। আমার বেশ মনে আছে তিনি প্রথম রাকায়াতে সূরা তীন পড়েছিলেন। নবযৌবন কাল হওয়া সত্ত্বেও সে নামায আমার মধ্যে এক ধরনের বিস্ময়কর ঈমানী চেতনার সঞ্চার করে।

www.pathagar.com

আমি ভাগ্যবান যে আমার প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষা এক দ্বীনদার পরিবেশে হয়। কিন্তু তথাপি কলেজে প্রবেশ করার পর এক নতুন জীবনে পদার্পন করি। সে সময়ে অধিকাংশ ছাত্রের মতো আমিও এমন এক অবস্থার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি যে সমাজতন্ত্রের সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলনা। উপরন্তু নেহরুর আত্মচরিত্রও পড়ে ফেলি। এভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু মানসিক বিভ্রান্তির এ যুগ শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল যখন ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে করাচীতে ইসলামী জমিয়াতে তোলাবার সাথে আমার পরিচয় ঘটে।

এ সময় আমি মাওলানার তানকীহাত (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) এবং নওমুসলিম জার্মান পন্ডিত এম, আসাদের ISLAM AT THE CROSS ROADS পড়ার সুযোগ পাই। ঐ মাসেই আমি জমিয়তের রুকন হয়ে পড়ি। ১৯৫০ এর জানুয়ারীতে আমি করাচী জমিয়তের নাজেম নির্বাচিত হই। এবছরই যখন বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে লাহোর আসি তখন মাওলানার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। প্রকৃত পক্ষে আমার মুরশীদের সাথে এই ছিল আমার প্রথম যথারীতি সাক্ষাৎ। কারণ এ সাক্ষাৎ হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের একজন সদস্য হিসাবে। আমি আমার পিতার নাম করেও আমার পরিচয় দিলাম এবং ঐদিন তাঁর দারসে কোরআনেও যোগদান করি। তারপর থেকে সাক্ষাতের পর সাক্ষাত হতে থাকে এবং একত্রে সফর করারও সুযোগ হয়। একত্রে জেলে থাকারও সুযোগ হয়।

একান্ন সালে আমি প্রথম একখানা বই লিখি যা মাওলানা সংশোধন করে দেন। বইখানি তিনি পুনঃ পরীক্ষা করেন এবং অনেক মূল্যবান পরামর্শ দেন। তারপর আমি Islamic Law and Constitution সংকলন করি। এ বইখানি প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আইন কানুনের উপরে লেখা মাওলানার বিভিন্ন প্রবন্ধাদির সমষ্টি। এর আমি ইংরেজী তরজমাও সম্পাদনা করি। এ গ্রন্থখানি করাচীতে জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময় প্রকাশিত হয়। তখন মাওলানা জেলে ছিলেন। ষাট সালে যখন বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন তার মধ্যে মাওলানার অনেক পরামর্শ সন্নিবেশিত করা হয়। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক অতিরিক্ত সংযোজনও করা হয়। এর প্রথম সংস্করণ মাওলানা জেলের মধ্যে দেখতে পান।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে মাওলানার সাথে প্রথম সাক্ষাতে আমার যে প্রতিক্রিয়া হয় পরবর্তী একত্রিশ বছরের সাক্ষাতে তার মধ্যে কোন প্রকার ফাটল ধরেনি বা পরিবর্তন হয় নি। বরং এ প্রতিক্রিয়া ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। মুহূর্তের জন্যেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিনি।

—o—

www.pathagar.com

ইবনে তাইমিয়ার পর

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধলভী

শিয়ালকোটের জনৈক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব খান বাহাদুর মৌলভী ফিরোজ দ্বীন-এর মাধ্যমে তর্জুমানুল কোরআনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদীর লেখার ধরন এবং চিন্তাধারায় আমি বেশ প্রভাবিত হই। পরে শিয়ালকোটের কাজী হামীদুল্লাহ সাহেব মরহুমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রীতিমত মাওলানার আন্দোলনে শামিল হয়ে পড়ি এবং লাহোর ডিভিশনের আমীর নিযুক্ত হই। সে সময় পর্যন্ত মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার ভালোমত সাক্ষাত হয় নি। বিয়াল্লিশ সালে যখন তিনি শেয়ালকোট তশরিফ আনেন, তখন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে দারুল উলুম শেহাবিয়াতে আসেন। তখন দারুল উলুমে মসজিদ তৈরী হয়নি। তখন আমি খাটিকান বাজারের মসজিদে জুমার নামায পড়াতাম। মাওলানা যেদিন তশরিফ আনেন সেদিন ছিল জুমার দিন। আমার তখন ভয়ানক জ্বর ছিল। তিনি অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে ছিলেন এবং আমার অনুরোধে তিনি আমার স্থানে জুমার নামায পড়ান এবং বক্তৃতা করেন।

তারপর আমি স্বয়ং লাহোর যাই এবং এক সপ্তাহ তাঁর মেহমান হিসাবে ইসলামীয়া পার্কে অবস্থান করি। তখন আমি মাওলানাকে অতি নিকট থেকে দেখি। তাঁর ভেতর বাইর পর্যবেক্ষণ করি। জন জীবনে (Public Life) তিনি যেমন ছিলেন, ব্যক্তি এবং পরিবারিক জীবনেও ঠিক তেমনি ছিলেন। আমি তাঁর আচার আচরণে মুগ্ধ হই। তাঁর লেখা সকল বই পুস্তক আমি পড়ে ফেলি। ইসলাম উপলব্ধি করার জন্যে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিশেষ প্রকাশভংগী আমার খুব পছন্দ হয়।

www.pathagar.com

আমার মনে হলো তিনি এ যুগের একক পন্ডিত ব্যক্তি। যেহেতু আমি এর আগে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) ও শাহ্ ইসমাইল শহীদ (রঃ) এর তাহ্রিকে জিহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম, এবং মাওলানা মওদূদীও একামতে দ্বীনের আহ্বান নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সে জন্যে মানসিক দিক দিয়ে আমি তাঁর নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকি।

কিন্তু স্বীকার করি যে বেশী দিন কার্যতঃ তাঁর আন্দোলনের সাথে আমি থাকতে পারি নি। দু'আড়াই বছর পর তাঁর থেকে পৃথক হয়ে পড়ি। এর বুনিয়াদী কারণ ছিল আমার মাদ্রাসা নিয়ে অতি ব্যস্ততা। অন্য দায়িত্ব গ্রহণের কারণে মাদ্রাসার ক্ষতি হতে থাকে। যদিও মাওলানার বই পুস্তক পড়তে গিয়ে কোন কোন ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হতে পারি নি এবং পত্র দ্বারা তাঁকে অবহিতও করেছি। কিন্তু এ মতভেদ ছিল ছোটো খাটো ব্যাপার অথবা বাস্তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার জন্যে।

কার্যতঃ সম্পর্ক ছিন্ন হলেও মাওলানা মুহতারামের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক আমার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। যখনই আমি লাহোর যেতাম মাওলানার সাথে অবশ্যই দেখা করতাম। যেহেতু মাওলানা আশফাকুর রহমান আমার মামু এবং মাওলানার উস্তাদ ছিলেন, এ জন্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর ও মনোরম। মাওলানা আমাকে বড়ো শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

মাওলানা মওদূদী যে কাজ করে গেলেন তা সাধারণ আলেমদের সাধ্যের অতীত। কাদিয়ানী মতবাদ, পরভেজী মতবাদ, কমিউনিজম, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং এগুলোর অন্তঃসার শূণ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে যে প্রকাশভংগীর স্টাইল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন আলেম শ্রেণী সে বিষয়ে অপারগ ছিল। সে জন্যে এ সব মতবাদের ধারক বাহকগণ মৌলভীদের জন্যে অতটা ভীত শংকিত ছিল না যতোটা ছিল মাওলানা মওদূদীর জন্যে। মাওলানা মুহতারামের এ এক বিরাট অবদান যে তিনি আধুনিক দর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত মতবাদের মুকাবেলা করেন এবং এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন।

কতিপয় আলেম তাঁর যে বিরোধিতা করেন তা দ্বীনের বুনিয়াদের উপর খুব কমই করে থাকেন। তা হলো রাজনৈতিক ধরনের কিন্তু তাতে দ্বীনের রং দেয়া হয়েছে। কিছু লোক তাদের মনের মধ্যে বুযর্গির যে চিত্র পোষণ করতো, তারা তাঁর নিকটে গেলে নিরাশ হতো এবং তার

www.pathagar.com

ফলে বিরোধিতা শুরু করে দিত।

আমি মাওলানার জানাযায় শামিল হয়েছি। আমার জ্ঞান মতে ইতিহাসে এ ধরনের জানাযা শুধু ইমাম তাইমিয়ার হয়েছিল। যাতে সাত আট লক্ষ লোক জমা হয়েছিল এবং লোক চিৎকার করে বলে ছিল 'হাকাযা জানায়েযু আহলিস্ সুন্নাহ্' (আহলে সুন্নাহ্‌র জানাযা এমন ধরনেরই হয়ে থাকে)। জানাযায় লোকাধিক্যকে সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ওলামা সত্যের কষ্টি পাথর বলেছেন। মাওলানার অতুলনীয় জানাযা তারই অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছে।

—০—

(বিঃ দ্রঃ) ডাঃ আল্লামা ইকবালের শহর শিয়ালকোটে গিয়ে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, জ্ঞান গরিমার দিক দিয়ে এ শহরের বিরাট ব্যক্তিত্ব কে? তাহলে তার তাৎক্ষণিক জবাব হবে—মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দলভী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী। মাওলানার মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়— "ইমাম আবু হানিফা ও ইলমুল হাদীস" এবং "মায়ালিমুল কোরআন" (তফ্সীর) এর মাধ্যমে এলমী ও দ্বীনী মহলে তাঁর জ্ঞান গরিমা দূরদর্শিতা ও অস্থাভাজনতার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হক্কানী আলেমদের মুজাহিদসুলভ কার্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কোন দ্বীনী ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি পশ্চাদ্গামী ছিলেন না। এ ব্যাপারে কয়েক বার তিনি কারাবরণও করেন।—সম্পাদক)।

www.pathagar.com

না জিদ্, না হঠকারিতা
ভুল সংশোধনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত
উস্তাযুল ওলামা হযরত মুহাম্মদ চেরাগ

প্রথম প্রথম যখন মওদূদী সাহেবের নাম কানে পড়লো তখন মনে করেছিলাম গোলাম আহমদ পরভেজের মতো কোন সরকারী কর্মচারী এবং সরকারের চিন্তাধারারই প্রবক্তা। কিন্তু কাদিয়ানীদের একটা মামলার ব্যাপারে যখন আমি ডেরা গাজী খান গেলাম তখন সরদার মুহম্মদ খান তাপানীর ওখানে তর্জুমানুল কোরআনের একটা সংখ্যা আমার নজরে পড়লো। তা যখন পড়লাম তখন আমার ধারণা বদলে গেল। তখন মনে হলো যে তিনি সরকারী গ্রন্থ প্রণেতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অনন্য সাধারণ যোগ্যতার অধিকারী এক ব্যক্তি। অতএব তাঁর সাথে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। তারপর লাহোর সরকারী কলেজের বিজ্ঞ অধ্যাপক মাওলানা করিম বকশ সাহেবের সাথে ইসলামিয়া পার্ক লাহোরে পৌঁছে মাওলানা মওদূদীর সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। এটা সম্ভবতঃ ১৯৪৩ অথবা ১৯৪৪ এর কথা।

তখন থেকে আমি নিয়মিত তর্জুমানুল কোরআনের গ্রাহক ও পাঠক হয়ে পড়ি। কিছুদিন পর দিল্লীতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সম্মেলন হতে যাচ্ছিল। আমারও তাতে যোগদান করার কথা। মাওলানা মুহ্তারম্ আমাকে তাঁর লেখা "মুসলমান আওর সিয়াসী কাশমাকাশ' পড়তে দিয়ে বল্লেন যে সম্মেলনে যাবার আগে আমি যেন পড়ি। কিন্তু যেই মাত্র পড়ার জন্যে বইখানি খুল্লাম, তার শুরুতে কংগ্রেস সম্পর্কে 'ফেরাউনের সন্তান' সুলভ আচরণ করা হয়েছে দেখতে পেলাম। যেহেতু আমি একজন কংগ্রেসী ছিলাম সে জন্যে মনে আঘাত

www.pathagar.com

পেলাম এবং তার জন্যে বইখানা আর মোটে পড়লামই না। অবশ্য দিল্লী থেকে ফেরার পথে বইখানি আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। পড়ার পর আমার চোখ খুলে গেল। তাঁর অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমানের দ্বারা আমার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল। ফলে মাওলানার চিন্তাধারার সাথে আমি একমত হয়ে গেলাম।

আটচল্লিশে একবার মাওলানা গুজরানওয়ালা তশরিফ আনেন। কিন্তু সে সময়ের বিশদ ঘটনা আমার মনে নেই। কিন্তু যে সময়ে তিনি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলন করছিলেন তখন আমি খাব দেখি যে মাওলানা একাকী মালমশলা নিয়ে শাহী মসজিদ মেরামত করছেন। তখন আমি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হলাম যে তাঁর আন্দোলন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মাওলানা মরহুম ও মগফুরের যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছে তাহলো তাঁর নামায পরার ধরন। নামাযে তাঁর বিনয় নম্রতা ও একাগ্রতা হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। মাওলানা মওদূদীকে নামায পড়তে দেখলে আমার সেই ঘটনা মনে পড়ে যখন মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুত্ভী হজ্বে যাচ্ছিলেন। জাহাজে তাঁর নামায পড়া দেখে খৃষ্টান ক্যাপ্টেন বলেন,—নামায ত অন্যান্য মুসলমানরাও পড়েন। কিন্তু এ মৌলবী সাহেব এমন এক খোদার এবাদত করেন যিনি পরম পরাক্রান্তশালী এবং আলেমুল গায়েব যিনি তাঁর ভেতর বাইর সব কিছু দেখছেন।

আমার মতে মাওলানা মুহতারমের বিরোধীতার কোন দ্বীনী বুনিয়াদ নেই। মাওলানা ছিলেন হানাফী ফেকার অনুসারী। তবে শাহ অলীউল্লাহ সাহেবের মতো ফেকাহ্র বাধানিষেধ কঠোরতার সাথে পালন করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি কখনো কখনো স্বাধীন অভিমত ও ব্যক্ত করতেন। তবে তাঁর অকাট্য যুক্তি ছিল। তিনি জিদ অথবা হঠকারিতা কখনো অবলম্বন করেন নি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আমার মতানৈক্য হয়েছে। যখন আমি যুক্তি প্রদর্শন করেছি তখন তিনি তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কতিপয় আলেম নিছক ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তাঁর অন্ধ বিরোধীতা ও নিন্দা অপবাদের তুফান সৃষ্টি করেছেন। এ বিরোধীতায় তাঁরা দ্বীনী রঙের প্রলেপ দিয়েছেন। আমি স্বয়ং এ সব আলেমদের মিথ্যা বিবৃতি

www.pathagar.com

যাঁচাই করে দেখেছি এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

আমি জামায়াতে ইসলামীর না একজন সমর্থক আর না তাঁর কোন রুকন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমি আমার মাদ্রাসা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকি যে যদি জামায়াতের রুকন হয়ে পড়তাম তাহলে এমন অনেক দায়িত্ব পালন করতে হতো যার ফলে মাদ্রাসার কাজ চরমভাবে ব্যাহত হতো। এর একটা মংগলকর দিক এই যে আমি স্বাধীন ভাবে প্রয়োজন বোধে মাওলানার সাথে মতবিরোধ করি এবং প্রকাশ্যে তার প্রতিরক্ষার জন্যে কাজ করার সৌভাগ্যও লাভ করি। জামায়াতের শৃংখলার অধীন থেকে তা কিছুতেই করা যেতোনা।

মাওলানা আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। এ ছিল তাঁর বিনয় নম্রতা এবং আলেমদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর মেয়ের বিয়ে আমি নিজে পড়িয়ে দিই। প্রায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হতো। তবে বেশীক্ষণ তাঁর মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতাম না। আসর ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়ের আলাপ আলোচনার কথাগুলো আমার মনে নেই। এজন্যে যে কিছুকাল যাবত আমার শ্রবন শক্তি হ্রাস পেয়েছে। লোকের কথা ভালো করে শুনতে পাইনা।

——০——

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদীর সন্ধান পাই সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর কাছে

মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ

আমার ওকালতি যুগের কথা। কাপুরথালা রাজ্যের সুলতানপুরস্থ আনজুমানে তালীমুল কোরআনের বার্ষিক সভায় সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী মরহুম প্রায়ই তশরিফ আনতেন। ১১৩৯ সালের ঘটনা। আমি শাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনার জন্যে কাপুরথালা থেকে সুলতানপুর যাই। শাহ সাহেব তাওহীদের দাবী এবং মুসলমানদের দুরবস্থার উপর ভাষণ দেন। সাধারণতঃ তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা পাথর গলিয়ে দেয় এবং প্রবহমান পানি জমাট করে দেয়। কিন্তু এবারের তাঁর ভাষণ ছিল তাঁর কথা শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান (Masterpiece) আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলাম। বক্তৃতার পর শাহ সাহেবের সাথে তাঁর বিশ্রামাগারে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি সাধারণতঃ কোর্তা-চাদর পরতেন। সেটা ছিল মে মাস। বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে শাহ সাহেব কোর্তা খুলে ফেলেন এবং মাটিতে বিছানো ফরাশের উপর পায়ের উপর পা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর ধারেই বসলাম। বল্লাম, শাহ সাহেব, আমি আপনার এবং অন্যান্য আলেমগণের বক্তৃতা ও কথা যখন শুনি, তখন মন আপনা আপনিই চিৎকার করে বলে যে দ্বীন ও মিল্লাতের নামে যতো কাজ হয় সবই কাঁচা এবং অসম্পূর্ণ। মুসলমানের আসল করার কাজই হলো একামতে দ্বীনের চেষ্টা চরিত্র এবং আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া না সে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে আর না তার পার্থিব সমস্যার পুরোপুরি ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

www.pathagar.com

শাহ সাহেব আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু আমি যখন বড়ো দুঃখের সাথে তাঁকে প্রশ্ন করলাম আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে বলুন এ অবস্থায় নিষ্ঠাবান মুসলিম যুবক কোন্ দিকে যাবে ?

তখন শাহ সাহেব লাফ দিয়ে উঠে বসলেন এবং দু'হাত পেটের উপর বুলাতে বুলাতে বল্লেন, "উকিল সাহেব। ঈমানের কথা বলছেন ? তাহলে সত্যি কথা তাই যা সাইয়েদ মওদূদী বলেন। আর যতো সব, তারা পেট পূজায় ব্যস্ত। এ জন্যে ঈমানদারীর সাথে যদি দ্বীনের খেদমত করতে চান, তাহলে সাইয়েদ মওদূদীর কাছে যান।"

আল্লাহতায়ালা শাহ সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদৌসে উচ্চ মর্যাদা নসীব করুন, তাঁর এ নসিহত আমাকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাহচর্য ও বন্ধুত্বের জন্যে অধীর করে তুল্লো।

—০—

পরবর্তী ঘটনা :

দু'মাস হলো উকিল মিয়া তুফইল মুহাম্মদের বিয়ে হয়েছে। তিনি শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে রওয়ানা হয়েছেন এবং পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে মাওলানা মওদূদীর আহ্বানে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনি শ্বশুরবাড়ীর পরিবর্তে লাহোরের পথ ধরলেন এবং সম্মেলনে গিয়ে পৌঁছলেন। তাজদীদে ঈমানের জন্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানে পাঁচ ছ'জনের পর তিনি জামায়াতে শামিল হওয়ার জন্যে নিজের নাম পেশ করেন। সকলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কোট-প্যান্ট-হ্যাট-নেকটাই পরিহিত আগন্তুকের দিকে। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে যুবকটি একজন উকিল তখন অনেকেই আপত্তি তুল্লেন। মিয়া সাহেব বড়ো কাতর কন্ঠে নিশ্চয়তা দিলেন যে তিনি তাঁর পরিবর্তনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। মাওলানা মওদূদী প্রস্তাব করলেন "তাঁকে ছ'মাসের জন্যে পরীক্ষা মূলকভাবে নেয়া হোক।" সকলে প্রস্তাব মেনে নেন।

—সম্পাদক।

www.pathagar.com

ইসলামিয়া কলেজ থেকে যায়লদার পার্ক

মালিক গোলাম আলী

প্রাক্তন বিচারপতি ইসলামী শরিয়ত কোর্ট—পাকিস্তান

একটি সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন—আমি কওমী ডাইজেস্ট থেকে এসেছি। আমরা মাওলানা মওদূদীর স্মরণে বিশেষ সংখ্যা বের করছি। এ জন্যে এসেছি।... ...

জবাব—আমি আমার আপন অভিজ্ঞতা থেকেই মাওলানা সম্পর্কে কিছু বলবো। কিন্তু... ... ...

প্রশ্ন—জি হাঁ বলুন।

জবাব—আমি আমার মনের কথা বলবো একটি ঘটনার উল্লেখ করে। একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হচ্ছিল। বক্তাগণ মঞ্চে উঠে মৃতব্যক্তির গুনাবলী বয়ান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। যখন জনাব ডাঃ সাইয়েদ আবদুল্লাহর পালা এলো তখন তিনি মঞ্চে উঠে মাত্র একটি বাক্য ইংরেজীতে বলে বসে পড়লেন। সে বাক্যটি ছিল—

When the heart is full, the tongue is tied,

(মন বেদনার্ত হলে মুখ দিয়ে কথা বেরয় না)।

আজকাল আমারও সেই অবস্থা। যা হোক, তবু কিছু না কিছু অবশ্যই বলবো। আপনি ঈদের পর টেলিফোন করবেন একত্রে বসে পড়বো।

প্রশ্ন—আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন আসি। মাফ করবেন আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম।

www.pathagar.com

জবাব—না না তা কিছু না।

প্রশ্ন—তবে উঠি, আস্সালামু আলায়কুম।

জবাব—ওয়া আলায়কুমুস্ সালাম।

(চৌঠা নভেম্বর ১৯৭৯—মালিক সাহেবের কুঠি)।

প্রশ্ন—মাফ করবেন, আপনাকে কষ্ট দিতে এলাম। আপনাকে শুধু এতোটুকু বলতে এসেছি যে পরশু আপনাকে টেলিফোন করে ছিলাম এবং আজ সকালেও করেছি। কিন্তু আপনাকে পাওয়া যায় নি। আজ শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

জবাব—ঠিক আছে। আজই বাদ আসর সাক্ষাৎ হবে ইনশা আল্লাহ্।

—ঠিক আছে, খোদাহাফেজ।

আসরের নামাযের পর।

প্রশ্ন—মালিক সাহেব। আমি কোন প্রশ্নমালা সাথে করে আনিনি। আপনি যে বক্তব্য ঠিক করে রেখেছেন, প্রশ্নমালা পেশ করলে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যেতো, আমার কাছে বহু সময় আছে। আমি বার বার খেদমতে হাজীর হতে পারি। আপনি সংক্ষেপ করার জন্যে মনের উপর বোঝা চাপাবেন না।

জবাব—না না, মনের উপর বোঝা পড়লে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা এসে যায়। লিখতে গেলে যে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা এসে যায় তা হবে না মনে করুন। প্রথমতঃ নিজের সম্পর্কেই কিছুটা বলি।

গুরুদাসপুর জেলার উত্তরাংশে একটি পল্লীর নাম সং-সাকীর যেখানে আমার জন্ম। একটি দ্বীনদার পরিবারে আমি জন্ম গ্রহণ করি। আমার আব্বা ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার এবং তাহাজ্জুদ গুজার। তিনি তাঁর সাধ্য মতো অন্যকেও নামায-রোযা ও নেক কাজের প্রেরণা দিতেন। এ ছিল তাঁর অভ্যাস। শিশু কাল থেকেই আমার লেখাপড়ার বড্ডো ঝোঁক ছিল। স্কুলে আমি ছিলাম ভালো ছাত্র। প্রাইমারী থেকে উপরের দিকে প্রত্যেক ক্লাশে আমি বৃত্তি পেতাম। গ্রামের বয়স্করা বলতেন, গ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম একজন বৃত্তি পেয়েছে। আমাদের অঞ্চলে নওশহর একটি কেন্দ্রীয় শহর যেখানে হাইস্কুল আছে, থানা আছে, সিভিল হাসপাতাল আছে। সেই স্কুলেই আমি পড়াশুনা করতাম। শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও মান সেখানে

ভালো ছিল না। আমার একজন স্নেহশীল শিক্ষকের বাড়ী ছিল লাহোর। তাঁর নাম মাওলানা আব্দুল গফুর। তিনি খুব নেক ও দ্বীনদার ছিলেন। বি, এ, বি, টি, ছিলেন। পরে হেডমাষ্টার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে একদিন বল্লাম, হুজুর, লাহোরে গিয়ে আমার লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা হতে পারলে কতই না ভাল হতো। আমার কথাটি তাঁর ভালো লাগলো। তিনি বল্লেন, আমি ইন্‌শাআল্লাহ তোমার ব্যবস্থা করবো।

আন্‌জুমনে হেমায়েতে ইসলামের পরিচালনাধীন শেরানওয়ালা হাই স্কুলে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের সব চেয়ে ভালো সেক্‌শন আমাকে দেয়া হলো। তিনি হেডমাষ্টার এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার কাছে ষাম্মাষিক পরীক্ষার কার্ড ছিল যার মধ্যে ফল লেখা ছিল। হেডমাষ্টার অবাক হয়ে বল্লেন, এমন সাদাসিদে একটা গ্রাম্য ছেলে এত নম্বর কেমন করে পেলো ? জানি না এতো নম্বর সে ঠিকই পেয়েছে, না এমনি এমনি তাঁকে দেয়া হয়েছে ?

আমার শিক্ষক আমার সাথে ছিলেন। তিনি বল্লেন, আমি তাকে পড়াই। এ ফল একেবারে নির্ভুল। তারপর তিনি আমার সার্টিফিকেট দেখিয়ে বল্লেন, এই দেখুন, ছেলেটি স্কলারশিপ হোল্ডার। তাঁর বড়ো ইচ্ছে যে সে লাহোরে পড়াশুনা করে, সে জন্যে তাকে আমি লাহোরে নিয়ে এসেছি। এখানে এসে সে ত সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে পারতো, অথবা হিন্দুদের কোন স্কুলে সে যেতো, যেমন ধরুন, সনাতন ধরম, ডি, এ, ভি-ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করলাম তার শিক্ষার ব্যবস্থা ভালো মুসলমান ছাত্রের মতো ইসলামী শিক্ষায়তনে হওয়া উচিত। সে জন্যে আমি তাকে এই স্কুলে ভর্তি করাচ্ছি। তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা তাঁর বাড়িতেই করে দিলেন।

শেরানওয়ালা হাইস্কুল থেকে আমি ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করি। এই স্কুলেও ম্যাট্রিকে আমি ফার্স্ট হই। প্রতি বছর যে ছেলে ফার্স্ট হয় স্কুলের বোর্ড অব্ অনার এ তার নাম লিখে রাখা হয়। তেমনি আমারও নাম লেখা হয়। অনেকে বলেন যে এখনো আমার নাম লেখা আছে এবং আমি নিজে গিয়ে দেখি ঠিকই লেখা আছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ম্যাট্রিকেও আমি বৃত্তি পেলাম।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ শফী ছিলেন স্কুলের হেড মাষ্টার। আমার আর একজন শিক্ষক ছিলেন মাওলানা খোদা বখ্‌শ্‌। উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আমার আর এক শিক্ষক ছিলেন জনাব নাযের হাসান কুদ্দুসী। তিনি ছিলেন মাওলানা আবদুল কুদ্দুস গাংগুহীর পরিবারের লোক। তিনি ছিলেন আমার অংকের শিক্ষক। সকল শিক্ষকই আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন।

আমার ম্যাট্রিক পাশের পর হেড্‌ মাস্টার মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব তাঁর সহকর্মীদের বলেন, আপনারা কেউ যান, অথবা আমি নিজে গিয়ে একে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে আসবো।

অতএব আমার অংকের শিক্ষক নাযের হাসান কুদ্দুসী সাহেব আমাকে নিয়ে গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। এ হচ্ছে সে সময়ের কথা যার কিছুকাল আগে আল্লামা আবদুল্লাহ্‌ ইউসুফ আলী প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং আমার ভর্তির সময়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন জনাব এম, এ গনী। ইনি ডাঃ ওয়াসেতী সাহেবের পিতা ছিলেন। অধ্যাপক হামীদ আহমদ খান সবেমাত্র ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ, পাশ করে এসেছেন। একেবারে নওজোয়ান। বয়সে দেখতে প্রায় আমাদের মতন। তিনি আমাদের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে বড়ো পিয়ার করতেন, মহব্বত করতেন। সে সময়ে 'ক্রিসেন্ট' নামে কলেজের একটি ম্যাগাজিন বেরুতো। তাতে ইংরেজীতে আমার কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। অধ্যাপক হামীদ আহমদ খান আমার ইংরেজী বেশ পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন—আপনি কি প্রথম বর্ষ থেকেই লেখা শুরু করেছিলেন?

জবাব—জি হাঁ। সে যুগে সকল বিষয় ইংরেজীতে পড়ানো হতো। ইংরেজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Instruction)। আমার একটি প্রবন্ধ ফার্সী ভাষায়ও ছিল। মাওলানা ইলমুদ্দীন সালেক আমার ফার্সীর শিক্ষক ছিলেন। এ সময়ে আমাদের শিক্ষাংগণে প্রকৃত ইসলামী পরিবেশ ছিল।

আবার একটু পেছনের দিকে যাই। শেরানওয়ালা হাইস্কুলে সকল ছাত্র শিক্ষকের—এ নিয়ম ছিল যে যখনই নামাযের সময় হতো, সকল শিক্ষক আপন আপন ছাত্রদের নিয়ে মসজিদে নিজেরাও নামায পড়তেন এবং ছাত্রদেরকেও পড়াতেন।

www.pathagar.com

ইসলামিয়া কলেজে এমন হতো যে আমাদের ফার্সীর শিক্ষক মাওলানা ইলমুদ্দীন সালেক মরহুম......

প্রশ্নঃ—তিনি ত আমার উর্দু শিক্ষক ছিলেন—

জবাবঃ— আচ্ছা, মা শায়াল্লাহ্। তিনি ত ভালো সাহিত্যিক ছিলেন। চমৎকার উর্দু বলতেন। সুন্দর দোভাষী ছিলেন। এটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা যে, তার ক্লাসে কেউ খালি মাথায় থাকবে। প্রত্যেকে টুপি নিয়ে আসত। কেউ কেউ অন্যান্য পিরিয়ডে টুপি লুকিয়ে রাখত। কিন্তু ফার্সী পিরিয়ডে অবশ্যই টুপি মাথায় দিতে হতো। এমন কি কারো জামার বোতাম খোলা থাকলে বলতেন—বোতাম লাগাও।

এটা ভিন্ন কথা যে কেউ তাঁর সাথে একমত না হতে পারেন যে এতোটা কড়াকড়ি ভালো নয়। তবে কথা হলো এই যে এসব বুযর্গানের মনে যেসব চারিত্রিক অথবা দ্বীনী ধারণা ছিল, তাঁদের ছাত্রদের মধ্যেও তাঁর ঝলক সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁরা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক লোক। আমার ছাত্র জীবনের পরে তিনি প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন হয়তো আপনি জানেন।

ইসলামিয়াতে পড়ার সময়ে একদিন শুনলাম যে মাওলানা মওদূদীর খেদমত কলেজে নেয়া হচ্ছে। প্রস্পেক্টাসেও তাঁর নাম দেখা গেল। বলা হতো যে তিনি একজন বিরাট দ্বীনী স্কলার। এখন থেকে তিনি দ্বীনিয়াত পড়াবেন।

আমি মাওলানার নাম আগেই শুনেছিলাম। আপনি শুনে অবাক হবেন যে কার কার কাছে আমি মাওলানার নাম শুনেছিলাম। একজন ত মাওলানা আহমদ আলী মরহুম। তিনি এক দিক দিয়ে আমার ওস্তাদ ছিলেন, ইমাম ছিলেন, আমি তাঁর মুক্তাদী ছিলাম। তাঁর এক পুত্রের নাম মাওলানা হাবিবর রহমান। তিনি মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তক পড়তেন। তিনি আমাকে বলতেন, "আমি মাওলানার কাছে যাই এবং বই নিয়ে আসি, তিনি আমাকে কোন লৌকিকতা ছাড়াই স্বয়ং বই পুস্তক দিয়ে দিতেন।"

আমিও তাঁকে 'খুতবাত' এবং এ ধরনের বই পুস্তক পড়তে দেখতাম। তিনি বলতেন, মাওলানা সুন্দর করে দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতেন। তিনি মাওলানার খুব ভক্ত ছিলেন। যখন মাওলানার সাথে ভাল রকম পরিচয় হয়ে যায় তখনও দেখেছি তিনি মাওলানার খেদমতে হাজীর হতে। পরে তিনি কিছু ব্যবসা করেন কিন্তু ভালো করতে

www.pathagar.com

না পেরে সউদে আরবে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ সেখানেই এন্তেকাল করেন। মোট কথা তিনি মাওলানার সাহিত্য পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন। প্রথম প্রথম আমি তাঁর সাহিত্যে মন লাগাতে পরিনি। আমার ত মূলতঃ শিক্ষার অভিলাষ ছিল। রাতদিন পাঠ্য পুস্তকে ডুবে থাকতাম। আমার পাঠ্যসূচীও সহজ ছিল না এবং আমার চিন্তা ছিল কি করে বেশী বেশী নম্বর পাই। আলবৎ নামায রোযায় আমি পাবন্দ ছিলাম। আমাদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বি, এ, কুরায়শীও ইন্তেকাল করেছিলেন।

প্রশ্ন - তিনি ত লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজের প্রিন্সিপালও ছিলেন।

জবাব—জি হ্যাঁ। তিনি আরবী ভাষায় স্কলার ছিলেন। আমার এবং মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াযীর একই টিউটেরিয়াল গ্রুপ ছিল। তিনি বলেন তিনি মিয়াওয়ালীর লোক এবং আপনি ত জানেন আমি এখন সারগোধার অধিবাসী। তখন নিয়াষ সাহেব খুবই দ্বীনদার এবং নামায রোযার পাবন্দ্ ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন, তর্জুমানুল কোরআন পড়ো। আমাদের লাইব্রেরীতে আছে।

আমি তাঁকে বল্লাম, তাতে কি কোরআনের তরজমা থাকে ? তরজমা অবশ্য আমি পড়েছি। তাছাড়া যে শিক্ষকের সাথে আমি থাকতাম তাঁর পিতাও আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি আমাকে কোরআনের তরজমা পড়িয়ে দিয়েছেন। ... ...

প্রশ্ন—মাফ্ করবেন, তাহলে আপনি বলতে চান যে মাওলানা আবদুস্ সাত্তার খান নিয়াযী মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ?

জবাব—তাইত আমি বলছি। তিনিই ত বলেছিলেন, তুমি তর্জুমানুল কোরআন পড়তে থেকো। যাই হোক আমার কথায় নিয়াযী সাহেব বলতে লাগেন, না, এ কোরআন মজিদের তরজমা নয়। তবে তরজমা এমনি এসেও যায়। কিন্তু কোরআন মজিদের যা কিছু শিক্ষা ও মর্ম, এ পত্রিকার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। তারপর সারা দুনিয়ার, আমাদের দেশের ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দ্বীনী, রাজনৈতিক, জাতীয় ও সামাষ্টিক—যত প্রকারের সমস্যা কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার উপর আলোকপাত করা হয় এবং আলোচনা করা হয়। সেজন্যে তুমিও তর্জুমানুল কোরআন পড়বে।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি নিয়াযী সাহেবের এতো প্রশংসার পরেও আমার তেমন অনুরাগ সৃষ্টি হয় নি। সে সময়ে মাওলানা নিয়াযী

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর খুবই প্রশংসা করতেন। তার কারণ ছিল এই যে, সে সময়ে মাওলানা মওদূদী এমন ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন যার মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের এক জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবন্ধগুলো—"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ," "মাসয়ালায়ে কওমিয়াত" প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হতো। পাকিস্তানমনা সকল লোক এ প্রবন্ধগুলো খুব পছন্দ করতো। আমার ব্যক্তিগত ভাবেও জানা আছে যে যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলন করতেন, মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধাদি তাঁদের খুবই কাজে লাগতো।

এখন মাঝের কিছু কথা বাদ দিয়ে বলছি। যখন পাকিস্তান হয়ে গেল, তখন সবচেয়ে প্রথমে আমিই ছিলাম জামায়াতে ইসলামীর লাইব্রেরীর ইনচার্জ। এ সত্যটি আমার জানা আছে যে, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অফিসগুলো, যেমন জেলা মুসলিম লীগ, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, বেশী সংখ্যক আমাদের সাহিত্য চেয়ে পাঠাতো। মাওলানার বইগুলো আমি স্বয়ং নিজের হাতে প্যাকেট বানিয়ে বানিয়ে পার্সেল বানিয়ে বানিয়ে পাঠাতাম। কারণ একথা ঠিক যে এ ধরনের আর কোন সাহিত্য ছিল না। সে জন্যে মাওলানার সাহিত্য পাকিস্তানের চিন্তার ও বুদ্ধি-বৃত্তির বুনিয়াদ গঠনে বড়ো সহায়ক হয়। পাকিস্তানপন্থীগণ তাঁদের দাওয়াত ছড়াবার জন্যে মাওলানার সাহিত্যই ব্যবহার করতেন। এ সম্পর্কে একথাও বলতে চাই যে যে চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব মাও-লানাকে আহ্বান জানান এবং পাঠানকোটে দারুল ইসলাম কায়েম করেন তিনিও পাকা মুসলিম লীগপন্থী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি মাও-লানাকে তাঁর ওখানে ডেকে আনেন এবং সেখানে মাওলানার সাহিত্য ছাপতে থাকেন। মাওলানা যদি সত্যি সত্যিই পাকিস্তানের কট্টর বিরোধী যেমন অনেকেই বলে থাকেন, তাহলে তাঁর সাহিত্য দারুল ইসলামে কি ভাবে ছাপতে পারতো? মজার ব্যাপার এই যে স্বয়ং চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব সিয়াসী কাশমাকাশের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড হাজার হাজার সংখ্যা অমৃতসর থেকে ছাপিয়ে বন্টন করেন। তিনিও মুসলিম লীগের সক্রীয় কর্মী ছিলেন এবং তিনি এ সব সাহিত্য তাদের জন্যে উপকারী মনে করতেন।

প্রশ্ন—এ ব্যাপারে আমার মনে একটা খটকা আছে, তাহলো এই যে শুরুতে দারুল ইসলামে মাওলানা মাত্র কয়েক মাস ছিলেন। চৌধুরী নিয়ায আলী কি মাওলানাকে চলে যেতে বলেন, না মাওলানা

www.pathagar.com

নিজেই চলে যান ?

জবাব—আসলে কথা হচ্ছে এই যে চৌধুরী নিয়াষ আলী খান মরহুম খুবই মুখলেস ও দ্বীনদার ছিলেন। ক্যানাল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এস-ডি-ও ছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে কাজের কিছু ধারণা ছিল। দারুল ইসলাম তিনি স্বয়ং প্রথমে তৈরী করেন। দালানকোঠা ওয়াক্‌ফ্‌ করেছিলেন। তাঁর মনে নিজস্ব এক চিত্র ছিল। তিনি বলতেন—এখানে একটি ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল কলোনী হওয়া উচিত। কিছু শিল্প কারখানা শুরুও করেন। কিন্তু তাতে বেশী লাভবান হন নি। তার একটা পত্রিকা ছিল-নাম দারুল ইসলাম। সেটাও ওখান থেকে বের করতেন। তিনি ত ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে প্রথম প্রথম তিনি চাইছিলেন যে তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সে ভাবে কাজ হতে হবে। তারপর বুঝতেইত পারেন যে মাওলানার মনেও একটা পরিকল্পনা ছিল যা তিনি পূর্ব থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন এবং তার জন্যেইত তিনি দক্ষিনাত্যের হায়দরাবাদ থেকে হিজরত করে ওখানে এসেছিলেন।

প্রশ্ন— মাফ করবেন। তিনি ত নিজেই এ কথা বলেছেন যে তাঁর মানসিক প্রবনতাই এমন যে তিনি কারো আদেশ মেনে চলতে পারেন না।

জবাব—জি হ্যাঁ। দ্বিতীয় কথা এই যে এ কাজের মধ্যস্থ ছিলেন আল্লামা ইকবাল। তিনিই চৌধুরী সাহেবের কাছে মাওলানার নাম প্রস্তাব করেন। স্বয়ং চৌধুরী সাহেবের মাওলানার সাথে তেমোটা জানাশুনা ছিলনা। আল্লামা ইকবালই বলেছিলেন, হায়দরাবাদ থেকে এক ব্যক্তি তর্জুমানুল কোরআন বের করেন যা আমার কাছে নিয়মিত আসে। আমি তা পড়ি। আপনিও চেয়ে পাঠাবেন। চৌধুরী সাহেব প্রথমে আল্লামা ইকবালকেই তাঁর ওখানে চেয়েছিলেন। তাঁর আহবানে আল্লামা ইকবাল একটুখানি হেসে বলেন, ভাই, কথা হচ্ছে এই যে আমি তো একজন কবি, একজন দার্শনিক, কাজের ময়দানে তো আমি কিছুই করতে পারি না। মাওলানা মওদূদীকে নিয়ে আসুন।

তারপর মাওলানা মওদূদী এবং চৌধুরী সাহেব উভয়েই ডাঃ ইকবালকে বলেন, আল্লামা সাহেব! আপনিও আমাদের সাথে আসুন। যেহেতু আপনি ইসলামের প্রাধান্য দেখতে চান, আসুন আমরা একত্রে মিলে কাজ করি। আপনি এটাও চান যে, চিন্তা ও

বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে কিছু কাজ হওয়া দরকার, ফেকাহ্‌র আধুনিক সংকলন হওয়া দরকার।

মাওলানা স্বয়ং বলেছিলেন যে আল্লামা ইকবাল আমাদের কাছে আসার ওয়াদাও করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, ভাই! একে ত আমার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে পড়ছে, দ্বিতীয়তঃ মেয়ো রোডে (বর্তমানে ইকবাল রোড) আমার একটা বাড়ী হচ্ছে—তার নির্মাণকাজ শেষ হওয়া উচিত। আমার জীবনের আর ত কোন সম্পদ নেই, সম্পদ বানাবার কোন চেষ্টাও করিনি, সাদাসিদে জীবন যাপন করে এলাম। নিদেন পক্ষে এ বাড়ীটাও হয়ে যাক। ছেলেপুলেদের মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই হবে। তারপর ইনশাআল্লাহ আমিও এসে পড়বো। আপনারা ওখানে বিসমিল্লাহ্ ত করুন।

পরে আল্লামা ইন্তেকাল করেন, দারুল ইসলাম আসা তাঁর হয় না। মাওলানা যখন হায়দরাবাদ থেকে এলেন, আল্লামা ইকবালের তখনকার চিঠি আমার কাছে ছিল, কিন্তু কেমন করে নষ্ট হয়েছে। আল্লামা তাঁর শেষ দিনগুলোতে এ পত্র লিখেছিলেন। আমার ঠিক মনে পড়ছেনা চিঠি এক, না একাধিক ছিল। আল্লামার শেষ সময়ে চোখে মোতিয়া হয়েছিল যার ফলে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। চিঠি নিজে লিখতে পারতেন না। অপরের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন।

প্রশ্ন—চিঠিতে কি লেখা ছিল ?

জবাব—চিঠির বিষয় আমার মনে আছে, ভালোভাবেই মনে আছে।

প্রশ্ন—তা কি ছিল ?

জবাব—মিয়া-শিন সাহেব চিঠি লিখেছেন এবং সাইয়েদ নাযির নিয়াযীও লিখেছেন। সম্ভবতঃ আগে পিছে ও চিঠি দুটো লেখা হয়েছে। তাতে লেখা ছিল—তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে লিখেছেন, আল্লামার শরীর আজকাল বড়ো খারাপ এবং বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন যে মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর দেখা হোক। এর আগে অবশ্য মাওলানার সাথে তাঁর দুবার দেখা হয়েছে। মাওলানাও আমাকে এ সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন যে আল্লামা কথাও বলছিলেন এবং অবিরল কাঁদতেও থাকেন।

যাই হোক, তাঁদের চিঠির সংক্ষিপ্ত সার এই ছিল যে আল্লামা মাওলানার সাথে কথা বলতে চান। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে মাওলানা হায়দরাবাদ থেকে পাঠানকোট এসে পড়েছেন। তাঁর একান্ত

www.pathagar.com

বাসনা যে মাওলানা শীগ্‌গির তাঁর সাথে দেখা করেন। কারণ আল্লামা বলেন, জীবনের আর কোন ভরসা নেই। পত্রে একথাও বলে দেওয়া হয় যে এ কথা যেন তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কথাটা যেন জানাজানি হয়ে না যায়। তাহলে দেখা করার জন্যে লোকে ভিড় করতে থাকবে। অনেকে কার্টসী করে আসবে। এভাবে সাক্ষাতের হিড়িক চলতে থাকবে। আল্লামা চান যে খুব শান্ত পরিবেশে এবং একাকী মাওলানার সাথে কথা বলেন। এ ছিল চিঠির বিবরণ।

মাওলানা কয়েক বার আমাকে বলেছেন এবং অন্যান্যের মুখেও শুনেছি, যে আল্লামার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে এতো সংকটাপন্ন তা তিনি মনে করতে পারেননি। তবে মাওলানা এতটুকু জানতেন যে তিনি দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। মাওলানা বলেন, আমি এইমাত্র এখানে এলাম। আমার বই পুস্তক, লট বহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্থানটাও একেবারে উজাড় বন জংগলের মতো। একটু খানি গোছগাছ করে, ছেলে-মেয়েদের থাকার ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করে লাহোর যাব আল্লামার সাথে সাক্ষাতের জন্যে। কিন্তু হঠাৎ আল্লামার ইন্তেকালের খবর পেলাম।

আমার মনে হয় মাওলানার পাঠান কোর্ট আসার অল্পদিন পরেই আল্লামার ইন্তেকাল হয়।

এখন আসুন আসল কথার দিকে আসা যাক। আল্লামার ত ইন্তেকাল হয়ে গেল। এখন চৌধুরী সাহেব নিষ্ঠার সাথে দ্বীনের খেদমত করতে চান। তার জন্যে তিনি এতো জমি ওয়াক্‌ফ্‌ করেছেন। দালান কোঠা বানিয়েছেন। বইয়ের লাইব্রেরীও সেখানে ছিল। আমিও সে সব বই পুস্তক পড়াশুনা করতে থাকি। বইগুলো ছিল বড়ো দুর্লভ। তিনি একটা প্রেসও করে ছিলেন। মুদ্রণ কাজের জন্যে প্রেস করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন কাজ সেখানে হতো। মাওলানা চৌধুরী সাহেবকে এ কথা বলা সমীচীন মনে করেননি যে এসব কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরে ছেড়ে দেয়া হোক, এবং এখানে কাজ করতে হলে তাঁর আপন ইচ্ছা মতো...

প্রশ্ন—অর্থাৎ তাঁকে পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে।

জবাব—পুরো স্বাধীনতা এবং তা আপন পদ্ধতিতে।

প্রশ্ন—মাওলানা সাথে সাথে এটাও চাইতেন না যে একটা শিল্প কারখানা গড়ে উঠুক ?

জবাব—আসল কথা এই যে একই সময়ে একই কাজ হতে পারে।

প্রশ্ন—মত পার্থক্যের কারণ তাহলে এটাই ছিল ?

www.pathagar.com

জবাব—জি হাঁ। তবে দৃশ্যতঃ এতোবড়ো মতপার্থক্যও নয়। যাহোক, মাওলানা চৌধুরী সাহেবকে বল্লেন, আমি লাহোর আমার দপ্তর স্থানান্তর করতে চাই। আপনি আপনার কাজ করুন।

চৌধুরী সাহেব তাঁর ট্রাষ্ট গঠন করেছিলেন এবং মাওলানার নামও তাতে শামিল ছিল। কিন্তু মাওলানা চৌধুরী সাহেবকে বলেন, লাহোর ত এমন দূরে নয়। কখনো আমি এখানে আসতে পারি এবং কখনো আপনি ওখানে যাবেন। অমৃতসরে ত আপনি বই ছাপাতে যানই এবং লাহোরেও যান। অতএব দেখা সাক্ষাত এবং চিঠিপত্র লেখা অব্যাহত রাখবেন। আপনার পরিকল্পনা অনুযারী আপনি কাজ করুন এবং আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কাজ করি।

এভাবে নেহায়েৎ বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে মাওলানা লাহোরে চলে আসেন। আল্লাহ্‌র ফজলে এমন কোন ব্যাপার ঘটেনি যার ফলে ঝগড়া ঝাটি করে তিক্ততার মধ্যে মাওলানা দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করেন। মাওলানা লাহোর আসার পর চৌধুরী সাহেব তাঁর সাথে দেখা করতে থাকেন। আমি তার চাক্ষুষ সাক্ষী। তবে যাই হোক, মাওলানা এ দিকে এসে গেলেন এবং চৌধুরী সাহেব ওদিকে রয়ে গেলেন। এই যে এদিক ওদিকে থাকার ব্যাপারটা তা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে "এদিক আমি ওদিক তুমি" এ অর্থে নয়।

পরবর্তীকালে চৌধুরী সাহেব স্বয়ং লাহোর এসে মাওলানাকে বল্লেন, আমি যে কাজ করতে চেয়েছিলাম, তা ত হলো না। এখন আপনি তশরিফ আনুন। আমি দ্বীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে এ সব কিছু ওয়াক্ফ করেছি। আপনি অবশ্য অবশ্যই চলে আসুন এবং আপনার কাজের সূচনা করুন।

মাওলানা বলেন, কাজের যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে তা করার জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকা উচিত।

চৌধুরী সাহেব বলেন, আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। আমার কিছুই করার নেই।

এখন আমি ইসলামিয়া কলেজের প্রসংগ আবার শুরু করছি যা মাঝখানে ছুটে গিয়েছিল। আমরা জানতে পারলাম মাওলানা মওদূদী আমাদেরকে দ্বীনিয়াত পড়াবেন। মাওলানার আগে মাওলানা ওমর খান দ্বীনিয়াত পড়াতেন। তিনি উর্দু-ফার্সীও পড়াতেন। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে মাওলানা মওদূদী এলেন।

www.pathagar.com

মাওলানার সাথে যখন আন্জুমনের কথাবার্তা চলছিল তখন তিনি বলেন, আমি অবৈতনিক কাজ করবো কোন মাইনা—পারিশ্রমিক নেব না। কিন্তু আমার কাজে আমার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না। যেমন ভাবে খুশী শিক্ষা দেব আপনারা কোন বাধা নিষেধ আরোপ করবেন না। কোন গাইড্ লাইন (নীতি নির্ধারণী নির্দেশ) দেবেন না। আমি ভয়ানক ব্যস্ত লোক। তবে আপনারা আমার কাছে একটা প্রস্তাব রেখেছেন। আমি তার সুযোগ গ্রহণ করব। শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে আমার আওয়াজ পেঁছাবো।

সে সময়ে মাওলানা চৌবুর্জী এলাকায় থাকতেন। টাংগায় করে কলেজে আসতেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন, অন্ততঃ টাংগার ভাড়াটা নিন।

প্রশ্ন—যাতায়াত ভাতা ?

জবাব—জি হাঁ, যাতায়াত ভাতা বলতে পারেন। মাওলানা এটাও বলেন, আমার হাতে এতো সময় নেই যে, একটি একটি ক্লাস আলাদা আলাদা নেব। গোটা কলেজের দ্বীনিয়াতের একটা পিরিয়ড্ রাখুন। হাবিযিয়া হলে সমস্ত ছাত্র সমবেত হবে। যে সব শিক্ষক আসতে চান আসবেন। আমি সবাইকে এক সাথে শিক্ষা দেবো।

অতএব গোটা কলেজের একটা মাত্র পিরিয়ড হতো। মাওলানা মাইকে শিক্ষাদান শুরু করতেন। এভাবে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। মাওলানাকে এই প্রথমবার দেখলাম। তখন তাঁর চুল একেবারে কালো ছিল। টুপিও কালো ছিল। কখন আবার রুমী টুপিও পরে আসতেন।

প্রশ্ন—মাথার চুলের স্টাইলও তাই ছিল ?

জবাব—জি হাঁ তাই এবং ছোটো ছোটো দাঁড়ি। শিরওয়ানী পরে আসতেন। চুরিদার পায়জামা। এভাবে তিনি তাঁর কাজের সূচনা করেন। এই যে দ্বীনিয়াত বইখানা এবং বুঝাবার যে ধরন এবং দ্বীনিয়াতের যে মৌলিক শিক্ষা তাই মাওলানা প্রথমে পেশ করেন। ব্যাপার এই যে মাওলানার দু'একটি বক্তৃতা শুনার পর তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। এর আগে তাঁর কোন লেখা বই পুস্তক পড়িনি। প্রথম তাঁর দারস শুনে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লাম। কলেজ জীবনে আমি কথা কম বলতাম, চুপ চাপ থাকার স্বভাব ছিল। সহপাঠীদের মধ্যে যারা একটু বেশী মেলামেশা করতো, তাদের সাথে কিছু কথাবার্তা হতো, তাও

www.pathagar.com

কলেজের মধ্যে।

প্রশ্ন—যেমন ইদানিং মাওলানার অভ্যাস ছিল, সম্মেলনের পর কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে···?

জবাব—জি হাঁ, বলছি। মাওলানা তাঁর কাজ চালাতে থাকেন। তারপর একথা বলে তাঁর শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা সামনে বাড়ালেন যে এ হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা। কিন্তু ইসলাম নিছক পূজাপাঠ অথবা নিছক এবাদত করার দ্বীন নয়। বরঞ্চ এ সব এবাদত আমাদেরকে এক বৃহত্তর এবাদতের জন্যে তৈরী করে। আর এ এবাদত আমাদের গোটা জীবনকে আবেষ্টন করে রাখে। ইসলামের এক ব্যাপক সামাজিক জীবন রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখে। তার মধ্যে রাজনীতিও আছে, অর্থনীতিও আছে। মোট কথা সব কিছুই তার মধ্যে আছে। জীবনের এমন কোন দিক নেই, দুনিয়ার এমন কোন সমস্যা নেই, যে বিষয়ে ইসলাম পথ নির্দেশনা দেয় না। রাজনীতিও তার বাইরে নয়। কোন কোন ছাত্র রাজনৈতিক ধরনের প্রশ্নও করে বসতো। মাওলানা অবশ্যি তাঁর বিষয়বস্তু দ্বীনিয়াতের মধ্যে সীমিত রাখতেন। কিন্তু কোথাও কোথাও কোন না কোন প্রশ্ন এসে যেতো। যেমন ধরুন, কেউ রাজনৈতিক প্রশ্ন করে বসতো। ত জনাব, কথা হলো এই যে সে সময়ে কর্তৃপক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের এটা ভালো লাগতো না। তখন ইংরেজ ছিল শাসক এবং ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে কলেজে গ্রান্ট আসতো। কিছু লোক মনে করলো এ ধরনের শিক্ষাদান মহার্ঘ হয়ে পড়বে। তাঁরা তাঁদের মনোভাব আকারে ইংগিতে মাওলানাকে জানিয়ে দেন যে তিনি যেন তাঁর বক্তৃতা দ্বীনিয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আনজুমানে হেমায়েতে ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত "দ্বীনিয়াত বই" তিনি যেন পড়িয়ে দিয়ে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন।

প্রশ্ন—মাওলানা যে লেকচার দিতেন তার মধ্যে স্বাধীনতার কথাও কি বলতেন ?

জবাব—এতো ঠিক যে এসব কথাও এসে যেতো। ঐ সময় মাওলানা এর উপর লিখেছেনও। মাওলানা ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ শিরোনামায় তর্জুমানুল কোরআনে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখেছেন। ঐ সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শুরু হয়। তার ফলে প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। গোটা তর্জুমানুল কোরআন সেন্সর হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে বিনা সম্পাদকীয়তে ছাপানো হয়। চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন প্রেস ব্রাঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন। তর্জমানও সেন্সার হয়ে গেল। মাওলানার চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছু ছাত্রের ধারণা এমন ছিল যে তাঁর চিন্তাধারা সরকার শুধু এই কারণে উপেক্ষা করেছেন যে এ তেমন কোন গুরুতর (Serious) বিষয় নয়, এ শুধু অলীক কল্পনা। কিন্তু যদি সরকার বুঝতে পারেন যে তা শুধু কল্পনাই নয়, বরঞ্চ তাঁর উদ্দেশ্য এই যে তাঁর কল্পনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিতে চান, তার ভিত্তিতে তিনি কোন আন্দোলন চালাবেন অথবা সংগঠন করবেন, তাহলে সরকার তাঁর এ চিন্তাধারাকে কিছুতেই বরদাশ্ত করবেন না। তাঁর উপরে বিদ্রোহের মামলা দায়ের করবেন। এ ধরনের কথা বার্তা শুনা যাচ্ছিল।

মাওলানা বলেন, দেখুন ভাই। আপনাদেরও যেমন কিছু সীমাবদ্ধতা (Limitation) বাধ্যবাধকতা (Obligation) আছে, আমারও তেমনি আছে। আপনাদের মধ্যে কারো যদি আমার শিক্ষাদান পদ্ধতি পছন্দ না হয় তাহলে আমি এক দিনের জন্যেও এটা চাইনা যে আমি আপনাদের পেরেশানী বা মতানৈক্যের কারণ হয়ে পড়ি। আমি এ কাজ ছেড়ে দেব। এখন রইলো অযু, নামাজ, রোযা ইত্যাদির মাসআলা মাসায়েল, ত এসব বইপুস্তকে লেখা আছে। আল্লাহর ফজলে ওলামায়ে দ্বীনও রয়েছেন। তাঁদের যে কোন জনের খেদমত আপনারা হাসিল করবেন। আমি এ ধারাবাহিকতা শেষ করে দিচ্ছি। একে ত আমার বড্ডো সময়ের অভাব। আপনাদেরই পীড়াপীড়িতেই আমি একাজ শুরু করে ছিলাম।

তারপর এই হলো যে একদিন মাওলানা কলেজে এলেন কিন্তু লেকচার দেয়ার পরিবর্তে এ কথাই বিশদ ভাবে বল্লেন যে, সরকার এবং কিছু সরকারী মহল আমার শিক্ষাদান পদ্ধতি পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেন, এটা কি দ্বীনিয়াত পড়াবার ঢং? উনি সীমা লংঘন করেন। আমি ঠিক মনে করিনা যে বিনা কারণে এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখন আমি কলেজে লেক্চার দেয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেব। আপনাদের এখন অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাদেরকে আমার শেষ সালাম। যদি আপনাদের মনে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে লিখে আমাকে জানাতে পারেন। এখন দুতিন দিন আরও আসব।

মাওলানা এ কথা বলতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বল্লাম, আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। আমি লিখে আগামীকাল আপনার কাছে পেশ

www.pathagar.com

করব। আপনি তার জবাব দেবেন।

তিনি বল্লেন, খুব ভালো কথা, ঠিক আছে।

আমার মনের প্রশ্নগুলো ঃ

আপনি যে চিত্র পেশ করছেন তা কার্যকর করা যায় না। এ শুধু কাল্পনিক বস্তু। কোথায় এ কার্যকর হবে ? দুনিয়ায় ত কোথাও তা নেই। আজকাল দুনিয়ায় এতো মুসলিম রাষ্ট্র, কিন্তু কোথাও ত এ অবস্থা নেই। যেভাবে আপনি ইসলামের বাস্তবায়ন চান, পুরোপুরি ইসলাম বাস্তবায়নের ব্যাপারই হোক, কিংবা তা বাস্তবায়নের চেষ্টাই হোক, এতো একেবারেই অসম্ভব। কিছুতেই তা কার্যকর করা যায় না। বিশেষ করে হিন্দুস্থানের কথাই ধরুন। এতো এখনো স্বাধীন হয় নি। এখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। আপনি যা চান, তা না হবারই বস্তু।

এ ধরনের কিছু প্রশ্ন ছিল যা আমি লিখে এনেছিলাম। মাওলানা পর দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্ন লিখে এনেছ ?

আমি তখন প্রশ্নগুলো তাঁর হাতে দিলাম। মাওলানা একবার তার উপর চোখ বুলালেন এবং বল্লেন। একজন ছাত্র ত এমন পাওয়া গেছে যে খুব শান্তশিষ্ট মন নিয়ে আমার কথাগুলো শুনেছে। তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, যে সব খটকা লেগেছে তা বলে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে প্রবন্ধ লেখারও কিছুটা প্রবনতা আছে।

প্রশ্নগুলো অবশ্য আমি এমন ভাবেই সাজিয়ে ছিলাম যেভাবে প্রবন্ধ লেখা হয়। ছেলেরা বল্লো, প্রশ্নগুলো পড়ুন না।

মাওলানা বল্লেন, ঠিক আছে আমিই পড়ছি।

তারপর মাওলানা ঐ পিরিয়ডে যতোটা সম্ভব তার উত্তর দিলেন। তারপর পিরিয়ড শেষ হলো। আমি সংগে সংগে মাওলানার নিকট গেলাম। মাওলানা বল্লেন, সন্তুষ্ট হয়েছ ? বল্লাম, সন্তুষ্ট হতে পারি নি। এতো তাড়াতাড়ি হওয়া যায় না, এবং এক পিরিয়ডে হওয়া ত সম্ভব নয়। মাওলানা বললেন, তুমি আমার বাসায় এসো। আমি চৌবুর্জী এলাকায় থাকি।

মাওলানার বাসা আমার জানা ছিলনা তিনি জানিয়ে দিলেন এবং ওখানে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আরও কথা হবে।

আমি মাওলানার কথায় রাজী হলাম।

তারপর মাওলানা কলেজ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর ওখানে আমি যাতায়াত শুরু করলাম। আমি সাইকেলে শেরানওয়ালা দরজা থেকে

www.pathagar.com

চৌধুরী পৌঁছতাম। সে সময়ে ও আসরের পর বৈঠক চলতো। লোক সেখানে কিছু প্রশ্ন করতো এবং আমিও করতাম।

প্রশ্ন—অর্থাৎ আপনার প্রশ্নগুলো মাওলানার নৈকট্য লাভের সূচনা করলো ?

জবাব—জি হাঁ, ঠিকই বলেছেন। মাওলানা আমাকে পৃথকভাবেও সময় দিতেন। তিনি বলেন, ছুটি ছাটার দিন এসো, তোমাকে সময় দেব।

আমার এ সৌভাগ্য হয় যে মাওলানা তাঁর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কাজ কাম ছেড়ে আমাকে সময় দিতেন। আপনি ত জানেন, ছাত্ররা একটু অমার্জিত হয়ে থাকে। আমরা ছিলাম মাওলানার ছাত্র এবং তাঁর সাথে সব ধরনের কথা হতো। সে সময় মাওলানার বাসায় কোন চাকর বাকরও ছিল না। ওমর ফারুক ও আহমদ ফারুক একেবারে ছোটো ছিল। এরা ত বাইরে ছুটাছুটি করে বেড়াতো। পিপাসা লেগেছে বল্লে মাওলানা পানিও দিতেন, আবার চাও দিতেন।

অবশেষে আমি আত্মসমর্পন করলাম। বল্লাম, মাওলানা, আমি পরাজয় স্বীকার করলাম। আমি মনে করি মুসলমানদের করার কাজ একমাত্র এটাই। আল্লাহতায়ালা কখনো মুসলমানকে এমন কাজ করতে বলবেন না যা সম্ভব নয়। একথা আলাদা যে আমরা তা মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছি কি না। মাওলানাও একথা বলেন যে, মুসলমাদের করার কাজ এটাই এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাষ্টিক জীবনে এ কাজ করাই আমাদের কর্তব্য যে আমরা ইসলামের দাওয়াত ছড়াই এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করি। আমরা সাফল্য লাভ করি বা না করি। কাজের ফলাফল ত আল্লাহর হাতে। এমন সব নবী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কারো সাথে একজন. কারো সাথে দু'জন খোদা-ভীরু মিলিত হয়েছিলেন। কিয়ামতের দিন নবীগণ হাজীর হবেন ত কারো সাথে একজন, কারো সাথে দু'জন সাথী হবেন। অনেকের আপন বাড়ীর লোকও সংগে থাকে নি। অতএব এর জন্যে কোন পরোয়া করা উচিত নয়। খোদার ফজলে দুনিয়ায় কোটি কোটি মুসলমান আছে। তাহলে কেন হবে না ? কমিউনিজম যখন একটা মতবাদ হিসাবে পেশ করা হলো, তখন কেউ কি ধারণা করেছিল যে, এ মতবাদটি প্রকৃতি বিরুদ্ধ তা বাস্তবায়িত হবে ? কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং তারা কমিউনিজমের জন্যে কাজ করলো। তারা সাফল্য লাভ করলো।

www.pathagar.com

যে সব দেশে কমিউনিজম কায়েম হবে বলে তারা মনে করেছিল সেখানে হলো না। উন্নত ও সভ্য দেশগুলোতে তার বাস্তবায়ন হতে পারলো না। অবশেষে রাশিয়ায় গিয়ে হলো। এ সম্ভব অসম্ভব ত একটা অতিরিক্ত পরিভাষা। যে উদ্দেশ্যে মানুষ জীবন দেয় এবং আল্লাহ্‌র যখন ইচ্ছা হয় তখন তা পূর্ণ হয়। বিফল মনোরথ হলেও আমরা আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত হতে পারব এ কথা বলে যে, হে আল্লাহ্, আমরা ত চেষ্টা চরিত্র করে দেখেছি।

আমি বল্লাম, ঠিক আছে I have burnt my boat behind—(পেছনে নৌকা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি), আমিও আপনার সাথী হলাম। আমি যুবক, আমার তেমন বিদ্যা বুদ্ধিও নেই, তবে একেবারে অজ্ঞ-মুর্খও নই। যাই হোক, আমি আপনার সাথে আছি। এ উদ্দেশ্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করার শপথ করছি। লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছি।

বলতে গেলে আমি লেখাপড়া ছেড়েই দিলাম। আমি আপনাকে বলছি যে প্রফেসার হামীদ আহমদ খান সাহেবও আমাকে ডেকে পাঠা-লেন। তিনি অনেক স্নেহের সুরে আমাকে বুঝালেন এবং বল্লেন, আমি স্বয়ং মাওলানার একজন ভক্ত। কিন্তু He is fighting for a lost cause (তিনি হেরে যাওয়া যুদ্ধ চালাচ্ছেন)। তুমি আমাদের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র। তোমার উপর আমরা বিরাট আশা পোষণ করি। এভাবে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে কি ফায়দা হবে? পরে কিন্তু অনু-শোচনা হবে। This la not a growth, this is an upheaval (এ কোন বিকাশমান কাজ নয়, বরঞ্চ একটা আলোড়ন)

এ ছিল তাঁর নিজের কথা। বল্লাম, স্যার, কথা তা নয়। আমি বহু দিন থেকেই চিন্তা ভাবনা করছি। মাওলানার সাথেও আলাপ আলোচনা করছি। আমি তাঁর সব সাহিত্য পড়েছি। এ ব্যাপারে তাঁকে আমি বলেছিলাম, আপনি আমাকে তর্জুমানুল কোরআনের ফাইলগুলো দিয়ে দিন।

প্রফেসারকে বল্লাম, আমি ফাইলগুলো নিয়ে যেতাম এবং পড়ে ফেরৎ দিতাম। এসব ফাইলে কয়েক স্থানে মাওলানার নোট থাকতো। কিছু লেখা থাকতো। মাওলানা স্বয়ং বলেছিলেন। অন্য কোথাও থেকে পুরাতন ফাইল সংগ্রহ করলে তার মধ্যে ঐ সব থাকবে না যা এতে আছে। কয়েক স্থানে আমি শুদ্ধ করে দিয়েছি এবং অতিরিক্ত কিছু নোট্ করে রেখেছি।

www.pathagar.com

আমি মাওলানাকে বলেছিলাম, মাওলানা, আমি এগুলোকে প্রাণের চেয়েও বেশী যত্নে রাখবো। আমার দ্বারা দায়িত্বহীনতার কোন কাজ হবে এ আপনি ধারণাই করবেন না।

এভাবে আমি প্রফেসার সাহেবকে আমার কথা বল্লাম এবং শেষে বল্লাম, আমার জন্যে দোয়া করবেন যেন এ পথে অবিচল হয়ে থাকতে পারি।

প্রশ্ন-এ সময়ে আপনি কোন ক্লাসে পড়তেন ?

জবাব—আমি বি. এ, শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলাম। যাহোক আমার কথায় প্রফেসার সাহেব চুপ করে রইলেন। বল্লেন, ঠিক আছে, তবে আর একবার চিন্তা করে দেখ।

প্রশ্ন—মাগরেবের আযান কি হয়েছে ?

জবাব—এক্ষুণি হবে। আমার মনে হয় এখন আমাদের অযুর প্রস্তুতি নেয়া দরকার। নামাযের পর আবার বসে যাবো।

(মাগরেবের নামাযের পর)

মাওলানা মুহতারমের ছাত্র থাকাকালীন এক মজার গল্প শুনাই, মাওলানা দ্বীনিয়াতের শিক্ষক থাকার কারণে পরীক্ষকও ছিলেন। তিনি আমার দ্বীনিয়াতের প্রথম পরীক্ষার খাতা দেখেন। যতোগুলো প্রশ্ন ছিল তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এতো বিস্তারিত ভাবে লিখলাম যে হাতে সময় খুবই কম রয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করতেই সময় চলে গেল।

তারপর পরীক্ষার খাতাগুলোতে নম্বর দিয়ে মাওলানা ক্লাসে এনেছেন। খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর থাকতো। মাওলানা এক খানা খাতা হাতে তুলে ধরে বল্লেন, এ রোল নম্বর কার ?

আমি দাঁড়িয়ে বল্লাম—আমার।

বল্লেন আচ্ছা, ত কামাল করেছো। তুমি ত এমনভাবে উত্তর দিতে শুরু করেছ যেন বই লিখছ। এভাবে জবাব লিখলে পাশ করবে কেমন করে ? আট দশটি প্রশ্নের মধ্যে এভাবে একটির জবাব লিখতেই ত সময় শেষ হয়ে যাবে। তুমি ত মাত্র একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছ। এ জবাব খুব বিস্তারিত লিখেছ এবং অন্য প্রশ্নের জবাব খুব কম লিখেছ। তথাপি তোমার একটি জবাব সামনে রেখে তোমাকে এক শ'য়ের মধ্যে প'চাত্তর নম্বর দিয়েছি। তবে ভবিষ্যতে এমনটি কখনো করবে না। দেখতে হবে প্রশ্ন কতগুলো এবং সময় কতখানি। এভাবে না করলে

www.pathagar.com

তুমি নির্ঘাৎ ফেল করবে।

মাওলানা বল্লেন, কারো আপত্তি থাকলে খাতা দেখতে পারে। কোন কোন ছাত্র আমার খাতা দেখলোও এবং বল্লো ঠিকই আছে। জবাব ত সুন্দরই হয়েছে তবে এটা লিখতে লিখতে সময় শেষ হয়ে গেছে।

যা হোক, কলেজে মাওলানার ছাত্র থাকার সৌভাগ্য আমার শেষ হয়ে গেল। তবে কলেজের বাইরে তাঁর ছাত্র থাকার মুদ্দৎ বহু কাল ধরে চলে।

প্রফেসার হামীদ আহমদ খান ছাড়াও আরও অনেক শিক্ষক আমাকে ডেকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। ডাঃ সাঈদুল্লাহ সাহেবও ডাকেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি যখন আমার অবস্থা জানতে পারলেন তখন আমার দর্শনের এক সহপাঠীকে ডেকে বল্লেন, ওকে যেখানেই পাও তালাশ করে আমার কাছে নিয়ে এসো।

আমাকে খুঁজে বের করতে তার কিছু সময় লেগে গেল। সপ্তাহ দুই পরে আমরা উভয়ে ডাঃ সাহেবের কাছে হাজীর হলাম। তখন আমার ছোটো ছোটো দাড়িও গজিয়েছিল। ডাঃ সাহেব হাসতে হাসতে আমার সাথীকে বল্লেন, ভাই তুমি ত তাকে এমন অবস্থায় এনেছো যখন আর চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই। তোমাকে ত বলেছিলাম একটু জল্‌দি করে তাকে ডেকে আনতে। আর এনেছো একেবারে দেরী করে।

মনে মনে ভাবলাম যে আমার দাড়ি দেখে বোধ হয় তিনি ওরূপ মন্তব্য করলেন।

প্রশ্ন—দাড়ি কি আপনি মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রেখেছিলেন ?

জবাব—জ্বি হ্যাঁ। ত আমি ডাঃ সাহেবকে বল্লাম, ডাঃ সাহেব! ব্যাপার এমন কিছু নয়। দাড়ি যদি কোন খারাপ জিনিসই হয় আর তা আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে দাড়ি আমি কামিয়ে ফেলব। আগেও আমি দাড়ি কামাতাম। তবে সুন্নাতে রসূল মনে করেই দাড়ি রেখেছি। মাওলানা অবশ্যই আমাকে কোন দিন বলেন নি, দাড়ি রাখ। তাঁর একটা বিশেষ দৃষ্টিভংগী আছে, নীতি আছে। বুঝাপড়ার ভিত্তিতে তিনি তবলিগ ও তালীমের কাজ করেন। আর মানুষ যখন সত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে তখন তা মেনে চলতে থাকে।

www.pathagar.com

ডাঃ সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন,--না, না তেমন কিছু নয়। কিন্তু – It is very Symptomatic. It shows which way the wind is blowing. (এতে করে ব্যারামের লক্ষণ পাওয়া যায়। বাতাস কোন দিকে বইছে তা বুঝা যায়)। তুমি এখন আর আমাদের কোন কাজের নও।

তিনি আমাকে অনেক বুঝ-সুঝ দিয়ে বল্লেন, তুমি খুব ভালো ছেলে, তুমি পড়াশুনা চালাতে থাক। মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ত খুবই ভালো। আমিও তাঁর লেখা পড়েছি, যেমন ইসলামী হুকুমত কি ভাবে কায়েম হয় প্রভৃতি। কিন্তু কথা এই যে এ সব কিছু অলিক কল্পনা মাত্র। এ সময়ে কতগুলো আন্দোলন চলছে। খাকসার আন্দোলন আজকাল খুব জোরদার, তাদের প্যারেডও হয়। মুসলিম লীগের আন্দোলনও আছে। এখন এ সব কিছু ছেড়ে অন্য কিছু করা ত This is a cry in the wilderness (বনজংগলে চিৎকার করে বা কেঁদে বেড়ানো)। তিনি এ ভাবে আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। বল্লাম, ডাঃ সাহেব। এ সব ত আপনার কথা বুঝলাম, আমার ব্যারাম কিন্তু চিকিৎসার অতীত। আমি ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি যে পড়াশুনা আর করবো না। জীবনে আর কোন কাজও করবো না। এখন মাওলানার সাথে থাকারই সিদ্ধান্ত করেছি। তবে যদি মাওলানা মওদূদী আমাকে এতোটা যোগ্য মনে করেন এবং আমাকে এ সৌভাগ্য দান করেন। আমার সামনে আর কিছু নেই। আপনিও আমার ওস্তাদ আপনার কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছি।

এ ধরনের কথা বার্তাই তাঁর সাথে হলো।

প্রশ্ন—মাফ্ করবেন, আপনি বল্লেন, লেখাপড়া আর করতে চান না। কিন্তু এমন নয় কি যে, পেটপূজার শিক্ষা পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের শিক্ষা অবলম্বন করেছিলেন।

জবাব— (হাসতে হাসতে) ঠিক হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমি ত সারাজীবন নিজেকে ছাত্রই মনে করি। আমার মতে মানুষকে সারাজীবন ছাত্রই থাকা উচিত। কিন্তু সর্বাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষার যে ধারণাই পাল্টে গেছে। প্রথমে আমাদের মধ্যে শিক্ষার এক রকম ধারণা ছিল, এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। মাওলানা যা কিছু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা হলো এই যে, প্রকৃত শিক্ষা ত

www.pathagar.com

তাই যা খোদা ও তাঁর রসূলে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই সুনিশ্চিত শিক্ষা।

প্রশ্ন—তারপর আপনি মাওলানার কাছে চলে গেলেন?

জবাব—জির হ্যাঁ। আমি মাওলানাকে বল্লাম, আমার ইচ্ছা ত লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

মাওলানা বল্লেন, আমি ত নীতিগত নির্দেশ পরামর্শ দেয়ার পক্ষপাতী। আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারি না যে আপনি লেখাপড়া করতে থাকবেন, না ছেড়ে দেবেন। এ আপনার বিবেচনার উপরেই নির্ভর করে।

মাওলানার এ জবাব শুনে প্রথম আমার মনে কিছুটা আঘাত লাগলো। আমার মন মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। মনে করেছিলাম, যে আমার কথাটা মাওলানা পছন্দ করবেন। আমাকে উৎসাহিত করবেন। বলবেন, তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করলেন না। তথাপি তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম যে মাওলানা চান যে প্রত্যেক লোক বা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত প্রত্যেক লোক যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক, তা তার আপন দায়িত্বেই গ্রহণ করুক। এটা না হয় যে তাঁর কথা মতো কোন কাজ করবে, তাঁর উপর কোন ইহ্সান করবে অথবা তাঁর উপর কোন আশা ভরসা করে বসে থাকবে। এ সব কথা কোরআন মজীদেও বলা হয়েছে। কিছু লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি কোন প্রকার ইহ্সান করার ধারণা পোষণ করো না। বরঞ্চ এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহ্‌র ইহ্সান যে তিনি তোমাদেরকে ঈমানের তওফিক দিয়েছেন।

যা হোক আমি তারপর দু'এক দিন চুপচাপ কাটালাম। তারপর মাওলানার সাথে দেখা করে বল্লাম, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি। আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন যেন এর থেকে আমি পশ্চাৎপদ না হই। আপনি কোন কাজ করতে চাইলে, কোন খেদমত আমার উপর অর্পন করতে চাইলে আমি হাজীর আছি। এ জন্যে যে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি।

কয়েক দিন পর মাওলানা বল্লেন, চিন্তাভাবনা করে যদি তুমি এ অটল সিদ্ধান্ত করে থাক, তাহলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করি তিনি তোমাকে এর উপরে অবিচল রাখুন। তুমি আমার এখানেই থাকবে।

www.pathagar.com

তোমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে।

সে সময়ে আরও কিছু লোক সেখানে থাকতেন। একজন ছিলেন কামরুদ্দীন খান সাহেব যিনি পরে লেকচারার হয়েছিলেন। তিনি কিছু বই-পুস্তকও লিখেছেন। তিনিও মাওলানার কাছে থাকতেন। আরও কিছু যুবক তাঁর সাথে থাকতো। কিছু তাঁর সাথে থাকতো, কিছু প্রায় যাতায়াত করতো।

প্রশ্ন—মাওলানা নিজে খরচপত্র বহন করতেন ?

জবাব—জি হ্যাঁ। মাওলানা এটাই আমাকে বলেন। সে জন্যে আমি বল্লাম, মাওলানা ! এটা ত মুনাসিব মনে হচ্ছে না। এভাবে লোককে অভ্যস্থ হতে দেবেন না। আমি ত জানিনা—যাঁরা আপনার সাথে থাকেন তাঁরা কি ভাবে থাকেন, তাঁদের অবস্থাই বা কি অথবা কি ব্যাপার তাও আমার জানা নেই। কিন্তু এভাবে যদি আপনার কাছে বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ার লোক জমা করতে থাকেন তাহলে তাদের জন্যে তা ভালো হবে না এবং না আপনার না আমার জন্যে ভালো হবে। আপনি স্বয়ং ত এ কথা আমাকে বলেছিলেন, তুমি আপন দায়িত্বে ফয়সালা কর। যদি কোন ব্যক্তি এমন কাজ করতে চায় তাহলে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে করা উচিত। এ ত আপনার প্রথম কথার বিপরীত মনে হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আদবের সাথে আপনার কাছে মাফ চাই।

মাওলানা বলেন, যদি তোমার সংকোচ হয়, ত বলায় আর কি আছে ? আমার কাজ এখন খুবই সীমিত। বই-পুস্তকের কাজের দায়িত্ব এক ব্যক্তির (সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ) উপর আছে। তা ছাড়া আমার কোন কাজ নেই। এখন তুমিই বল কি করা যেতে পারে ?

আমি ওদিকে আব্বাকে লিখে দিয়েছিলাম, আমি লেখাপড়া আর করতে চাই না এবং আপনার বোঝাও হয়ে থাকতে চাই না। আপনি আমার ভার বহন করার জন্যে পেরেশান হবেন না। আগে আমাকে যে টাকা পাঠাতেন তাও বন্ধ করে দেবেন। আল্লাহতায়ালা কোন না কোন উপায় করে দেবেন।

তারপর আমি চিন্তা করলাম যে, টিউশনি করা শুরু করে দেব। আমি কলেজের এমন সব ছেলেদেরকে জানতাম যাদের ইংরেজী, অংক, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের জন্যে টিউশনির দরকার হয়। বিশ্বাস ছিল আমার টিউশনি হয়ে যাবে। আমি সব কথা মাওলানাকে জানালাম। তিনি

www.pathagar.com

বল্লেন, তুমি যদি আমার কাছে থাকতে না চাও এবং পিতার কাছ থেকেও সাহায্য নিতে না চাও, তাহলে টিউশনি শুরু কর। মাওলানা এ ব্যাপারে স্বয়ং আবদুল বাশীর আযাদী সাহেবের সাথে কথা বলবেন বলে ওয়াদা করলেন। তিনি সে সময়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পরে তিনি কাকুল মিলিটারী একাডেমীতে চলে যান। তারপর বোর্ড অব এজুকেশনের সেক্রেটারীও ছিলেন। তিনিও মাওলানার কাছে যাতায়াত করতেন। তিনি আমাকেও জানতেন। মাওলানা তাঁর সাথে কথা বলেন যার ফলে তিনি আমার জন্যে কিছু টিউশনির ব্যবস্থা করে দেন। বেশী টিউশনি করতাম না— দিনে দু' একটা। কিছু পয়সাকড়ি হাতে আসতো। কারো কারো পরীক্ষার পর সে টিউশনি বন্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই আমার চলতে থাকে।

আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল যে আরবী ভাষা শিখি। ফার্সী আমি জানতাম, দেখে দেখে কোরআন পড়া জানতাম এবং তরজমাও পড়তাম। আরবী ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম। মাওলানা বলেন, আমি তোমাকে কিছু সময় দেব। বল্লাম, এত অন্যায়ভাবে আপনার সময় নষ্ট করা হবে। আপনি আমার রাহনুমায়ী করুন। কোন শিক্ষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। তাই ভালো হবে। তারপর মাওলানা দু এক জনের ঠিকানা বলে দিলেন। কিন্তু তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারিনি। তারপর মাওলানা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন মাওলানা মিয়া আলীর ভাই আহমদুল হুসনী সাহেবের সাথে। যিনি আজকাল অ্যারাবিক কালচারাল সেন্টারে আছেন। তিনি আমার অন্তরংগ বন্ধু হয়ে গেলেন। সে বন্ধুত্ব এখনো আছে। এখন অবশ্য তাঁর ওখানে আমার যাওয়া আসা নেই। তিনি কখনো কখনো আসেন, দেখা হয়ে যায়। কিছুদিন আগে তাঁর মেয়ের বিয়ে হলো। বিয়েতে তিনি আমাকে দাওয়াতও করেছিলেন।

সে সময়ে হুসনী সাহেব ইংরেজীতে বি, এ এবং এম, এ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে ইংরেজী পড়াতে থাকি এবং তিনি আমাকে আরবী পড়াতে থাকেন। আরবী ভাষার প্রাথমিক বই এবং সার্ফ ও নহু তিনি আমাকে পড়িয়ে দেন। এভাবে আমরা একে অপরের শিক্ষক ও ছাত্র হই। কিছুদিন পর তিনি আমাকে বল্লেন, তুমি বেশ উন্নতি করেছ, এখন নিজে নিজেই পড়তে পারবে। পরে আমি নিজে নিজেই পড়াশুনা করতে থাকি।

www.pathagar.com

আমরা মাওলানার খেদমতেই হাজীর থাকতাম। বৈকালিক বৈঠকে নিয়মিত বসতাম। লোক এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো।

এক ব্যক্তি ছিলেন—এ আর সুফী। তিনি ছিলেন কাদিয়ানী। নিকটস্থ ইসলামিয়া পার্কে থাকতেন। তিনিও মাওলানার কাছে যাতায়াত করতেন। মজার ব্যাপার এই যে, কাদিয়ানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাওলানার কাছে এসে বসতেন। কাদিয়ানীর এবং বিশেষ করে কোন শিক্ষিত কাদিয়ানীর মাওলানার দরবারে আসা আলবৎ আশ্চর্যের বিষয়। প্রশ্ন এই যে তাঁর পরিচয় মাওলানার সাথে কি করে হলো। এ সম্পর্কে স্বয়ং সুফী সাহেব আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাঁর ভাষায় শুনুন। তিনি বলেন,

যে সময়ে আল্লামা ইকবাল জওহরলাল নেহরু ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন যা পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়, সে সময়ে একদিন আমি আল্লামার কাছে যাই এবং তাঁর সাথে নিম্নোক্ত আলাপ হয় :--

আমি—আপনি ত আমাদেরকে কাফের মনে করেন। অথচ আমরা মুসলমান এবং ইসলামের হুকুম মেনে চলি।

আল্লামা—আপনারা জিহাদ মানেন না—যা ইসলামের বুনিয়াদী হুকুম। জিহাদ ব্যতীত দুনিয়ায় ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। জিহাদকে যদি কেউ ইসলাম থেকে বের করে দেয়, সে মুসলমান কি করে থাকতে পারে ?

আমি—আপনার মনে জিহাদের কি ধারণা রয়েছে, এই ত যে বন্দুক ও লাঠি নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং যার সাথে দেখা হলো তাকে বল্লেন, পড় কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। না পড়লেই তার মাথাটা ভেঙে দিলেন—তাই না ?

আল্লামা—ইসলামে জিহাদের এ ধারণা দেয়া হয়নি। আপনি ত শিক্ষিত লোক কিন্তু আপনাকে দেখে ত আশ্চর্য বোধ করছি।

আমি—তাহলে জিহাদের ধারণাটা আবার কি ?

আল্লামা—(সামনে আলমারী থেকে একখানা বই বের করে এনে) এই দেখুন, এ বই হচ্ছে 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম।' আপনাকে এ বই আমি দিতে পারি না। এ আমার নিজস্ব লাইব্রেরীর জন্যে সংগ্রহ করেছি। এর গ্রন্থকার একজন—নাম তাঁর সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। এ বইখানি দারুল মুসান্নেফীন, আজমগড় এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে এ বই সংগ্রহ করুন। এখানে কোন দোকানে

www.pathagar.com

পাওয়া গেলে তা কিনে ফেলুন। এ বই অবশ্যই পড়ুন। এর গ্রন্থকার দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করেন নাম তর্জুমানুল কোরআন। যদি সে পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এ বইখানা পড়লে আপনি জানতে পার-বেন, ইসলামে জিহাদের সঠিক ধারণা কি। আপনাদের নবীর যে ভুল-ত্রুটি আছে তাও জানতে পারবেন। আমি আপনার সাথে তর্ক বিতর্ক করতে চাই না।

সূফী সাহেব আমাকে বলেন, আমি আল্লামার সাথে বিতর্কমূলক কথাবার্তাই বলা শুরু করি। আমি বলি, আপনারা ত আমাদেরকে আনজুমন থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করেন। কাশমীর কমিটি থেকে বের করার চেষ্টা করেন। অনর্থক হাত পা ধুয়ে আমাদের পেছনে লেগেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূফী সাহেব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি বইখানা পড়লাম। পড়তে না পড়তেই আমার ভেতরটা একেবারে বদলে গেল। আমার মানসিক সুস্থতা এসে গেল। কিছু দিন পর জানতে পারলাম যে মাওলানা মওদূদী চৌবুর্জীতে থাকেন, কোরআনের দারস দেন। তারপর যাতয়াত শুরু হলো।

আসলে আল্লামা ইকবালই মাওলানার সাথে সূফী সাহেবের পরি-চয়ের কারণ ছিলেন। সূফী সাহেব বলতেন, আমি জানতাম না যে আমি কোনদিন মাওলানা মওদূদীর সাথে পরিচিত হবো। আমরা ত একটা গন্ডির মধ্যে বাস করি। তার বাইরে বেরুবার প্রশ্নই উঠে না।

সূফী সাহেব ভারত সরকারের একজন পুরাতন অফিসার। তিনি চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর সাথেও কাজ করেছেন। চৌধুরী সাহেবের সাথে তাঁর বন্ধুত্বও ছিল। এখন ত চৌধুরী সাহেবের ছোটো ভাই সূফী সাহেবের জামাই। গত রমযানে তাঁর এন্তেকাল হয়।

পূর্ব জীবনে সূফী সাহেবের কাদিয়ানীদের মধ্যে বিরাট মর্যাদা ছিল। যফরুল্লাহ খানের পর তাঁরই স্থান ছিল। তিনি বলতেন, আমার আব্বা মির্যা সাহেবের সাহাবী ছিলেন, আম্মা সাহাবিনী ছিলেন। মির্যা গোলাম আহমদ লাহোর এলে আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন।

হাঁ যা বলছিলাম সূফী সাহেব মাওলানার দারসে যোগদান কর-তেন। তাঁর বড়ো ছেলেও দারসে আসতো। দারস শেষে উঠে চলে যেতো। আমাদের সাথে নামাযও পড়তো না, সেখানকার লোকেরা জানতো যে

www.pathagar.com

তাঁরা কাদিয়ানী ছিলেন।

প্রথমে আমার জানা ছিল না। পরে একদিন মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ভদ্রলোক কে? আমাদের সাথে নামায পড়েন না, কিন্তু দারসে শরীক হন?

মাওলানা বলেন, আসলে উনি কাদিয়ানী। আমাদের প্রতিবেশী। নিকটেই থাকেন। তাঁর শ্বশুরও এখানে থাকেন। অবসর প্রাপ্ত সেশন জজ। আল্লামা ইকবাল আমাদের বই পুস্তক পড়ার জন্যে জোর সুপারিশ করেন। এখন তাঁরা আমাদের বই পড়েন এবং খরিদও করেন। কখনো কখনো এসে আমার সাথে বাহাস (তর্ক বিতর্ক) করতে চান। আমি তাঁকে সে কথাই বলি যা আল্লামা বলেছিলেন। অর্থাৎ ভাই আমরা তর্ক বিতর্ক করি না। আপনি আমাদের চিন্তাধারা পড়ুন। তাতে করে জানতে পারবেন, সঠিক ইসলাম কোন্‌টি। অথবা যে নবুয়তের প্রতি আপনি ঈমান রাখেন তার মূল্য কতখানি। যাহোক তাঁর জন্যে আমাদের দোয়া করা দরকার। তিনি শিক্ষিত লোক, মার্জিত এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি ভালো আরবীও জানেন। উনি আসেন আর নীরবে চলে যান।

তারপর একদিন দেখা গেল পিতাপুত্র আমাদের সাথে মাওলানা মওদুদীর পেছনে নামায পড়লেন। তারপর আর চাই কি, মাওলানা মওদুদী ভারী খুশী হলেন। তাঁর যাওয়ার পর মাওলানা আমাকে বল্লেন, আলহামদু লিল্লাহ্, মনে হচ্ছে এখন তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন। আমাদের পেছনে নামায পড়ার পর আর কাদিয়ানী থাকতে পারেন না। সত্যি সত্যি তিনি কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করলেন এবং মাওলানাকে বল্লেন, আমি মনে করি যে আমরা কুফর ও গোমরাহির গহ্বরে পড়ে ছিলাম। আল্লামা ইকবাল মরহুম আপনাকেই আমাদের হেদায়েতের উপায় বানিয়ে গেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন।

প্রথম প্রথম তাঁর বাড়ীতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরিবারের লোকজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন চরম বিরোধীতা শুরু করে। তারা বলতে থাকে, মির্যা সাহেব এমনটিই বলে গেছেন যে তোমার বড়ো অগ্নি পরীক্ষা হবে। কিন্তু এ'রা অবিচল থাকলেন। বিরাট দ্বন্দ্বের পর তাঁরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। তারপর পরিবারের লোকজনকে মুসলমান বানালেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ে শাদী মুসলমানদের ঘরে দিলেন। কাদিয়া-

www.pathagar.com

নীরা অনেক প্রলোভন দেখালো, বিপদে ফেলার চেষ্টাও করলো। কারণ তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র পাকালো যাতে করে অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে আসতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র লোকের তারা তাঁর কিছু বিগড়াতে পারলো না।

তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডে ছিলেন, ওয়াপদার চীফ্ অডিটার ছিলেন এবং এমনি বহু পদে ছিলেন।

প্রশ্ন—কেন্দ্রে তিনি খাদ্য সচিবও ছিলেন (ফুড্ সেক্রেটারী)।

জবাব—কয়েক স্থানেই ছিলেন। তিনি ছিলেন ল' গ্রাজুয়েট। এ একটি ঘটনা থেকেই আপনি অনুমান করতে পারেন যে, মাওলানার সাহিত্য, তাঁর দারস, তাঁর প্রকাশভংগী, সম্বোধনের ধরন কত শত লোকের হেদায়েতের কারণ হয়েছে এবং কুফর ও গোমরাহি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছে। মাওলানা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। গত রমযানে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর জানাযা পড়িয়ে দিলাম, তুফাইল মুহাম্মদ সাহেবও গিয়েছিলেন।

হাঁ আর এক কথা, তাঁর তওবা করার পর কাদিয়ানীরা ঘোষণা করলো (আমি নিজে তাদের 'আল ফযল' পত্রিকায় দেখেছি) "এ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তাকে যেন কেউ আহমদী মনে না করে, তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখে।"

আবার আমাকে একটু ফিরে যেতে হচ্ছে আমার টিউশনি কালের দিকে। কিছু দিন পরে আমি টিউশনিও ছেড়ে দিলাম। মাওলানাকে বললাম, যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আমি স্বয়ং বিরূপ মনোভাব পোষণ করি এবং যে সম্পর্কে আপনি বলেন যে এ হচ্ছে হত্যাগার, তাহলে আমি কি এ হত্যাগারের জন্যে এ সব যুবকদের তৈরী করবো ? চিন্তা করেছিলাম, ঠিক আছে, আমি তাদেরকে পড়াব ও সাথে সাথে এ চেষ্টাও করব যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞও না থাকে। কিন্তু তাদের পিতামাতা আমার উদ্যোগ পছন্দ করলেন না। তাঁরা বলেন, আমরা ত ইংরেজী অংক পড়াবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তার সাথে দ্বীনের তবলিগ শুরু হয়ে গেল। তাছাড়া এ শিক্ষারও অবমাননা করা হচ্ছে। এখন আমি শুধুমাত্র ইংরেজী ও অংকের মধ্যে আমার টিউশনি সীমিত রাখবো কেমন করে ? সে জন্যে যেভাবে আমি আমার নিজের লেখা পড়া ছেড়ে দিয়েছি তেমনি এটাও ছেড়ে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

মাওলানা আমার কথা শুনে বড়ো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বল্লেন, এখন তাহলে কি হবে? বল্লাম, আল্লাহতায়ালা কোন না কোন পথ বের করে দেবেন। তিনি ত মুসাববেবুল আসবাব। সকল উপায়-উপাদানের পথ তিনি খুলে দেন।

তারপর মাওলানা মওদুদী মাওলানা আবদুল আযীয শাকী সাহেবকে পত্র লিখলেন। তিনি এখন স্হায়ীভাবে মদীনায় থাকেন। তিনি জলন্ধরের অধিবাসী ছিলেন এবং মাওলানার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে একজন। এ জামায়াত গঠনের পূর্বেকার কথা। তিনি মাওলানার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। মাওলানা শাকী সাহেবকে লিখলেন, মালিক গোলাম আলী একজন নিষ্ঠাবান যুবক, স্বভাব চরিত্রও উত্তম, এখানে কিছুকাল যাবত টিউশনি করতো, এখন আর তা করতে চায় না। আমার এখানেও থাকতে চায় না। সম্ভব হলে তার জন্যে কিছু একটা করবেন।

শাকী সাহেব মাঝে মাঝে মাওলানার সাথে দেখা করতেন। তিনি আমাকেও জানতেন। মাওলানা তাঁর পত্রে এটাও লিখলেন যে আমি তাঁর বোঝা হয়েও থাকতে চাই না। শাকী সাহেব জবাবে লিখলেন, আমি বড়ো খুশী হবো যদি যুবকটি জলন্ধর এসে যান। আমার একটা ছোটো খাটো প্রেস আছে। এখানেও তাঁর কোন না কোন কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। এটাও হতে পারে যে, বাজারে ভাড়ায় কোন দোকান নেয়া যেতে পারে। তাতে কিছু দ্বীনী সাহিত্য, কিছু স্টেশনারি জিনিসপত্র এবং এ ধরনের আরও কিছু রাখা যায়। তিনি এ দোকানের দায়িত্ব নেবেন।

অতএব আমি জলন্ধর গেলাম। বল্লাম, আমাকে কিছু কাজ দিন। যেহেতু তাঁর প্রেস ছিল। তিনি আমাকে প্রুফ দেখার কাজ দিতেন। প্রেসে বই ছাপতো। ইংরেজী ও উর্দুতে প্রুফ দেখতে হতো। এসব কাজ আমি করতাম। তিনি একটি দোকান ভাড়াও নিলেন। তাতে ষ্টেশনারি জিনিসপত্র রাখা হতো। মাওলানার সাহিত্য এই বলে নেয়া হতো যে বিক্রি করেই দাম দিয়ে দেব। দোকানে একটা সাইনবোর্ডও দেয়া হলো। নাম আমার মনে নেই। শাকী সাহেব বল্লেন, বোর্ডের উপর কিছু কবিতা থাকা দরকার। বল্লাম, গালেবের এ কবিতা লিখিয়ে দিন:—

"জিনস হ্যায় নায়াব গো গাহক হ্যাঁয় আকছার বেখবর,
হামনে খুলী হ্যায় দোকান ইস শহরমে সবসে আলগ"।

—পণ্যদ্রব্য দুর্লভ, অধিকাংশ গ্রাহক বেখবর,

www.pathagar.com

এ শহরে আমরা দোকান খুলেছি সব থেকে পৃথক। (গালেব)

শাকী' সাহেব ছিলেন বড়ো মিশুক লোক। ভালো ভালো লোকের সাথে সম্পর্ক ছিল। অতএব দোকান বেশ চলতে থাকে।

তারপর মাওলানা জামায়াত গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। যারা মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাঁদের সকলকে পত্র দেয়া হলো যে জামায়াত গঠনের ইচ্ছা তর্জুমানুল কোরআনে প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রে বলা হয়, আমরা চাই যে যাঁরা সমমনা তারা এখানে এসে একত্র হন। আপনারাও যেহেতু আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সেজন্যে আপনারাও আসবেন।

আমি জবাবে বললাম। আমি ইনশাআল্লাহ যাব।

অতএব জলন্ধর থেকে শাকী' সাহেব, কাপুরথালা থেকে মিয়া সাহেব এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু লোক সম্মেলনে শরীক হলাম। এ সম্মেলনে জামায়াত গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। খোদার শোকর যে প্রাথমিক রুকনদের মধ্যে আমিও একজন। তারপর আমি জলন্ধরে চলে যাই। মাওলানার দ্বিতীয়বার পাঠানকোট যাওয়ার বিষয় আগে বলেছি।

মাওলানা দ্বিতীয়বার দারুল ইসলাম (পাঠানকোট) আসার পর আমাকে পত্র লিখলেন। বল্লেন, এখন আমরা কাজ প্রসারিত করব। এখানে রীতিমতো পুস্তকের বিক্রয় কেন্দ্র হবে। লোকের দরকার হবে। তুমি চলে এসো।

আমি তাঁকে প্রায় জানাতাম যে দোকান ভালো চলছে না। আমদানী ভালো হয় না, তাই পেরেশানীই লেগে থাকে। শাকী' সাহেব বল্লেন, দোকানে বসে মাষ্টারি কর। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। মাওলানা লিখ-লেন, তুমি বিনা দ্বিধায় এখানে আস, তোমাকে কোন কাজ দেয়া যাবে।

এভাবে আমি দারুল ইসলাম পেঁছলাম। ইতিপূর্বে এ স্থানটি আমি কখনো দেখিনি। চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব নদীর ওপারে থাকতেন। একজন ভুল করে আমাকে তাঁর কাছে পেঁছিয়ে দিল। তখন চৌধুরী সাহেব নিজেই আমাকে মাওলানার কাছে নিয়ে এলেন। মাও-লানা বড়ো খুশী হলেন এবং আমাকে রেখে দিলেন।

লাইব্রেরীর কাজ মাওলানা আমার উপর ছেড়ে দেন। আমি লাইব্রে-রীর (মাক্তাবার) নাজেম হলাম। এ সম্পর্কে আগে বলেছি যে আমি মাওলানার বই পুস্তক নিজে প্যাকিং করে পাকিস্তানমনা লোকদের কাছে এবং মুসলিম লীগের অফিসগুলোতে পাঠাতাম। এ সবের মধ্যে

www.pathagar.com

ছিল ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী হুকুমত কিভাবে কায়েম হয় (ইসলামী বিপ্লবের পথ) এবং এ ধরনের কিছু সাহিত্য। এ জায়গা আমার ভালো লাগতো। এ ছিল এমন এক পরিবেশ যা দ্বিতীয়বার আমাদের ভাগ্যে হয়নি। এখানে ছিল আমাদের এক নিজস্ব বস্তি এবং নিজস্ব পরিবেশ। নিয়মিত দারসে কোরআন ও দারসে হাদিস হতো। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেব দারসে কোরআন দিতেন এবং মাওলানা মওদূদী দারসে হাদীস। এ দারস কোন দিন বাদ যেতো না। গোটা মিশকাত মাওলানা সেখানে পড়িয়ে দেন এবং দারস দেন। মাওলানা ইসলাহীর নিজস্ব এক দারস হতো। তাতেও আমরা শরীক হতাম। আমাদের ছাড়াও মাওলানার কিছু সমমনা লোক, জামায়াতের অন্য কিছু রুকনও দারসে থাকতেন। রুশ বিপ্লবের পর তুর্কিস্তানের মুহাজিরদের মধ্যে থেকেও কিছু লোক আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আযম হাশেমী সাহেব এবং তাফ্তা বেগ সাহেব। এ সব বেচারা হজ্বের জন্য বের হওয়ার পর রুশ বিপ্লব হয়। তারপর তাঁরা ভারতে আসেন। রুশ মুহাজিরগণ যে অবস্থার বর্ণনা দেন তাতে জানা যায় যে তাঁরা ইসলামের জন্যে বিরাট জিহাদ করেন। মাওলানার চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হাশেমী সাহেব ত রীতি-মতো জামায়াতের রুকন হয়ে যান। সে সময়ে তিনি মাওলানার অনেক বইয়ের তুর্কী ভাষায় তরজমা করেন। তা প্রকাশিতও হয়। তাঁর পরি-বারের অনেকে আলেম ছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর বাবা, দাদা, নানা বড়ো আলেম ছিলেন। তাঁদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বংশের মধ্যে শুধু তাঁর মা রয়ে যান এবং তিনি নিজে। তিনি বলেন, আমার নব যৌবনকালে আমার মা বলেন, তুমি শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে পড় এবং কোন ইসলামী রাষ্ট্রে গিয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। সেখান-কার সেনাবাহিনীতে নিজের খেদমত পেশ কর। আমাকে খোদার উপর সুপর্দ করে যাও।

তিনি বলেন, আমি দরজার বাইরে এলাম, তখন একটা আর্তনাদ আমার কানে এলো। আমি ফিরে এসে দেখি আমার মা বেহুশ হয়ে পড়ে আছেন। আমি তাঁর মুখে পানি ফোটা ফোটা করে দিলাম, তাঁকে ধীরে ধীরে ঝাঁকানি দিলাম। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। আমাকে দেখা মাত্রই বল্লেন, তুমি ফিরে এসেছ কেন? শীগ্গির বেরিয়ে যাও। নতুবা তোমাকে আমার পুত্র বলে স্বীকার করবো না। যদি তুমি

www.pathagar.com

আমার ছেলে হও তাহলে আমাকে খোদার উপর সুপর্দ করে শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও। উল্টো পায়ে ফিরে যাও।

তিনি বলেন, তারপর আমি আর ফিরে দেখলাম না আমার মা কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন।

তিনি মাওলানাকে এমন এমন লোমহর্ষক ঘটনা শুনাতেন যে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তো। মাওলানার খুবই আত্মসংযম ছিল। কিন্তু যখন তিনি এ সব বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনতেন, তখন ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না।

দারুল ইসলামের জীবন-যাপন ছিল বড়ো সাদাসিদে। এখানকার লৌকিকতা ছিল অন্য রকম। এখানে সব কাজ নিজ হাতে করতাম। পানি ভরা, জ্বালানিকাঠ কাটা, রাতে নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা—সব কিছু নিজ হাতে করতাম। আফ্‌সোস, স্বাধীনতার পর এ অংশটি ভারতে শামিল করে দেয়া হয়। অথচ গুরুদাস পুর জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভারতের সাথে তাকে শামিল করার কোন ন্যায় সংগত কারণ থাকতে পারে না। এতো আপনার জানা আছে যে ভারত বিভাগের সময় ইংরেজ লর্ড র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ আমাদের সাথে কতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার ফলে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়।

আযাদির পর আমরা পাকিস্তান এলাম। এখানে এসে ক্যাম্পে থাকলাম, জেলে থাকলাম। আগে ত আমি মাক্‌তাবায় কাজ করতাম। কিন্তু আমার অভ্যাস ছিল বই পড়ার। মাওলানা আমাকে তাঁর সাথে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, তুমি মাক্‌তাবা ছেড়ে দাও, আমার সাথে কাজ কর। ও কাজ তোমার জন্যে ঠিক নয়।

এখানে আসার পর পুনর্বার যখন মাক্‌তাবা খোলা হয় তখন তার দায়িত্ব অন্যকে দেয়া হয়। আমাকে চিঠিপত্র লেখার এবং এ ধরনের কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়।

সে সময়ে আমার কিছুটা আরবী জানা ছিল। বিভিন্ন বই-পুস্তক থেকে রেফারেন্স বের করে দিতাম। কোন কোন পত্রের জবাব মাওলানা শ্রুত লিখন (Dictate) করাতেন। কিছুর জবাব মুখে বলে দিতেন। তখন টাইপের প্রচলন ছিল না। মাওলানা প্রত্যেকটি কাজ—ডাক নেয়া, মনি অর্ডার করা, হিসাবপত্র রাখা সবই নিজ হাতে করতেন।

www.pathagar.com

প্রথম প্রথম আমার চিঠিপত্রের হাত বড়ো কাঁচা ছিল। আমি চিঠিপত্রের জবাব লিখতাম। মাওলানা অবশ্য জবাব দেখতেন। কিন্তু দু'একজন মাওলানাকে লিখে জানান যে যে পত্র লেখা হয় তা যেন পাকা হাতের হয়। মাওলানা আমাকে কিছুই বল্লেন না। কিন্তু এ পত্র আমি দেখে ফেলেছিলাম। এখন আমি আমার লেখা ভালো করার চেষ্টা করলাম। লেখার খুব অভ্যাস করতে থাকলাম। আমিও চিন্তা করতে লাগলাম যে যে কেউ মাওলানার পক্ষ থেকে জবাব দিক, তার লেখা পাকা হাতের হওয়া উচিত। মাওলানা আমাদেরকে সে ভাবে তরবিয়ত দেন। তার একটা বিশেষ ধরন ছিল। তিনি জোর করে কোন জিনিস চাপিয়ে দিতেন না। কোন ভুল হয়ে গেলে তিনি কিছু বলতেন না, কোন কঠোরতা করতেন না। তিনি যে নমুনা আমাদের সামনে পেশ করেছেন তা অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

আপনি এর থেকেই অনুমান করুন যে হায়দরাবাদ থাকা কালে, মাওলানা স্বয়ং বলেন, তাঁর গাড়ী ছিল, দাওয়াখানা ছিল যাতে তাঁর শেয়ার ছিল, তাঁর বইয়ের লাইব্রেরী ছিল। মাওলানা বলেন. আমি এমন ভাবে সব কিছু ছেড়ে ওখান থেকে উঠে এলাম যে আজ পর্যন্ত আমি ভাবিনি যে আমার এক সময়ে যা কিছু ছিল, তা কি হলো। মাওলানার বিবি শামসী পরিবারের লোক। তা ছিল দিল্লীর এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবার। এ পরিবারের বহু, বিষয়-সম্পদ ছিল, জমি-জমা ছিল। মাওলানার সাথে একবার আমি দিল্লী যাই। আমি শামসী কটেজ দেখেছি—একেবারে যেন রাজকীয়। এখন দেখুন, দিল্লী শহরে শান শওকতের সাথে থাকতো এমন বিবি বাচ্চাকে তিনি দারুল ইসলামের বনজংগলে নিয়ে এলেন। সত্যিই তা ছিল বনজংগলে পূর্ণ। বিচ্ছু ও সাপের দংশনের ঔষধ সর্বদা মজুদ রাখতে হতো। চারপাশে অসংখ্য বানর বাস করতো। রাতে শিয়াল ডাকতো। মাওলানার বিবি ভয়ানক পেরেশান থাকতেন। দিল্লী শহর থেকে জন-মানবহীন পল্লীতে এসেছেন। অধিকাংশ কাজকাম নিজে করতে হতো। সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা পাঠান কোট থেকে আনতাম। কোন সময়ে ত শুধু আমি সাইকেলে মাওলানার সওদার তালিকা নিয়ে পাঠান কোট থেকে কিনে আনতাম। পাঠান কোট ৪/৫ মাইল দূরে। অবশেষে মাওলানা একদিন বল্লেন, ভাই

www.pathagar.com

একখানা টাংগা খরিদ করা যাক। এ ভাবে আর পারা যায় না। শেষে টাংগা খরিদ করা হলো। ঘোড়াটা ছিল বড়ো বেতমিজ এবং একজিদে। মাওলানা স্বয়ং টাংগা চালাতেন।

একবারের একটা ঘটনা বলি শুনুন। একবার আমরা টাংগায় চড়ে যাচ্ছিলাম, মাওলানা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক মদমত্ত শিখ সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ালো। ঘোড়াটা প্রায় ভড়কে গিয়েছিল। গাড়ী উল্টে যায় এমন এক অবস্থা। মাওলানা ভয়ানক রেগে গেলেন। তাঁর এমন রাগ জীবনে কোন দিন দেখিনি। শিখটা কিছুতেই সরবে না—ভয়ানক নেশাগ্রস্ত, কখন কি অঘটন ঘটিয়ে দেয়। তারপর মাওলানা নীচে নেমে সপাং সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক তাকে মেরে দিলেন। নেশা কেটে গেল এবং হাত জোড় করে মাফ চাইতে লাগলো। তার কিছু বন্ধু-বান্ধব মাঠে কাজ করছিল--তারা ছুটে এলো। তারাও অনুনয় বিনয় করে বল্লো, মাফ করবেন সে নেশা করেছিল।

মাওলানা বল্লেন, আমাদের দ্বীন ইসলামে এ জন্যেই ত এ জিনিস হারাম করেছে। তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা ত ভেবেছ যে তামাক ও সিগারেট তোমাদের জন্যে হারাম এবং মদ হালাল। সিগারেট খেলে ত এমন নেশা হয় না, পান আমরাও খাই, তাতে তামাকও থাকে। যদি তোমরা একে হারাম মনে কর এবং এ কথা বল যে আমাদের গুরু ত এ সবকে হারাম করেছে। তাহলে মদ কি করে হালাল হলো যখন মদ খেয়ে তোমাদের এ অবস্থা হয়? এটা কি মানবতা? আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে যে—আমি জীবনে কখনো কারো উপর হাত উঠাইনি। এ ধরনের চাবুক ত ঘোড়াকে মারা হয়। এখন তার অবস্থা দেখ, ঘোড়া থেকেও খারাপ। এখন তার কোন হুশ-জ্ঞান নেই।

যাহোক মামলা রফা-দফা হয়ে গেল। মাওলানা পথে বল্লেন, ব্যস এই ত ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা ব্যতিরেকে কি করে মানুষ হওয়া যায়? এ জন্যে নবী (সঃ) বলেছেন—কখনো মদ খাবে না। মদ প্রত্যেক অনাচারের মূল। মানুষ মদ খেয়ে মনুষ্যত্ব থেকে বেরিয়ে যায়। একজন শারাব খাওয়ার পর কি যে করবে তা কিছুই বলা যায় না। তখন তার মা বোনের পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে না। দুনিয়ায় শারাব খেয়ে নিকৃষ্ট লোক নিকৃষ্ট কাজ করে, মদ ও নারীর মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সত্য কথা এই যে যে শারাব খাবে সে পাপ কাজের দিকে অনুপ্রাণিত হবে। মুসলমানদের মধ্যেও সাধারণ ভাবে এ রোগ দেখা যায়। আমরা বলি যে এ পাপ নির্মূল হওয়া উচিত। মুসলমানদের এ পাপে কাজ যদি বন্ধ না হয়, মুসলমান যদি শরিয়তের হুকুম নিষেধ মেনে না চলে, তাহলে তারা কি ভাবে একটা স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবে? তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে, জিহাদ করবে? যদি মুজাহেদীনের মধ্যে এ দোষ পাওয়া যায়, তাহলে তারা ইসলামের জন্যে জিহাদ কি ভাবে করবে? এ জন্যে ইসলামে এ জিনিস নিষিদ্ধ।

আমাদের বাসস্থান একেবারে কাশ্মীরের নিকটে। পাশেই আপার বারী ও দোয়াব ক্যানাল, তার আগে মধুপুর হাইড্রলিকস্। এখান থেকে কয়েকটি ক্যানাল বের হয়েছে। মাঝে মধ্যে সেখানে আমরা যাই। তখন কাশ্মীর এলাকা দেখা যায়।

মাওলানা যখন পাকিস্তান আসেন, তখন তিনি নিজে গিয়ে নবাব মামদোটের সাথে দেখা করেন। অথচ বিনা আমন্ত্রণে কোন দিন কারো সাথে দেখা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তিনি তাঁকে বলেন, গুরুদাসপুর জেলা এ জন্যে ভারতের সাথে দেয়া হয়েছে যাতে করে কাশ্মীরকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করা যায়। এখন আপনারা কাশ্মীর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করুন। কোন পদক্ষেপ গ্রহণ যদি না করেন, তাহলে কাশ্মীর হাত ছাড়া হয়ে যাবে। নবাব সাহেব বলেন, আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন নই এবং কায়েদে আযমও এ বিষয়ে চিন্তা করছেন। এখন এটা ত পরিষ্কার যে কায়েদে আযম দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইছিলেন। কিন্তু জেনারেল গ্রেসী প্রমুখগণ বাধা দেন। তাঁরা বলেন, এ কি করে হতে পারে যে বাদশাহ স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? His Majesty fighting against himself?

তারপর যা হয়েছে আপনারা জানেন। এক দিকে মাওলানা কাশ্মীরের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অপর দিকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। মাওলানা তার প্রতিবাদ করেন—যা পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। মাওলানা রেডিও পাকিস্তানকে জানান যে তাঁকে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে দেয়া হোক। কারণ জম্মু ও শ্রীনগর রেডিও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করেছে যে আমি কাশ্মীরের জেহাদকে জিহাদ মনে করিনা। তাঁকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয় না। তখন তিনি বলেন, জম্মু-শ্রীনগর রেডিও যে মিথ্যা প্রচার করছে,

www.pathagar.com

তা খন্ডন করে আমি যে বিবৃতি দেব তা রেকর্ড করে আপনারাই প্রচার করুন। খন্ডনের অর্থ এই যে এ ত জিহাদই বটে এবং সরকারকে প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দেয়া উচিত। এত হওয়া উচিত নয় যে, যফরুল্লাহ খান লম্বা চওড়া বক্তৃতা করে বেড়াবেন যে আমাদের কোন লোক কাশ্মীর যুদ্ধে শামিল নেই। আজকাল কোন যুদ্ধ হতে পারে না। কাশ্মীর আমরা পাবনা, এজন্যে যে সেনাবাহিনী বিমানবাহিনীর সাহায্য পাবে না এবং ওদিকে ভারত তার সকল শক্তি পুরোপুরি ব্যবহার করবে।

তারপর দেখা গেল মাওলানাকে গ্রেফতার করা হলো, দৈনিক তাস্‌নীম বন্ধ করে দেয়া হলো। কিন্তু এ কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে যতো দিন কায়দে আযম জীবিত ছিলেন, মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয় নি।

প্রশ্ন—আটচল্লিশে মাওলানা রেডিও পাকিস্তান থেকে ভাষণ দেন। আপনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। রেডিও পাকিস্তান থেকে যে দাওয়াতনামা এসেছিল তা কি আপনার রেকর্ডে বিদ্যমান আছে? কোন এক দাওয়াত নামার অনুলিপি কি পাওয়া যাবে?

জবাব—রেডিওতে মাওলানার ভাষণগুলো সে সময়ে তর্জুমানুল কোরআনে ছাপা হয় যা এখন পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন দাওয়াত নামা আমাদের রেকর্ডে বিদ্যমান নেই। জানেন ত আমাদের রেকর্ড পত্র কয়েকবার সরকারী কর্মকর্তাগণ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন—কায়েদে আযমের সাথে মাওলানার কি কোন সাক্ষাৎ হয়েছে?

জবাব—কায়েদে আযমের সাথে মাওলানার কোন সাক্ষাত হয়নি। অবশ্য আমি নিজে এ কথা জানি যে কামারুদ্দীন খান সাহেব পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে কায়েদে আযমের সাথে দেখা করেন এবং জামায়াতের দাওয়াত পেশ করেন। কায়েদে আযম বলেন, আমি মাওলানা এবং জামায়াতে ইসলামীর নাম ত শুনেছি। কিছু সাহিত্যও দেখেছি। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে বেশী কিছু জানি না। আমি মনে করি মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্যের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। বরঞ্চ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। আমি মুসলমানদের জন্যে একটা নিজস্ব আবাস ভূমি ও রাষ্ট্রের জন্যে চেষ্টা করছি এবং মাওলানা তাতে সত্যিকার ইসলামী রং দেয়ার জন্য কাজ করছেন। কায়েদে আযম একটা

www.pathagar.com

বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। যদিও তা আমার পুরোপুরি মনে নেই; তবে কিছুটা এই ধরনের ঃ

My stand is for an immediate cause and he is working on a long term basis.

কামারুদ্দীন সাহেব কায়েদে আযম সাহেবের সাক্ষাতের বিবরণ আমার সামনে বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি ইংরেজী পত্রিকা Thinker-এ একটি প্রবন্ধও লেখেন, যাতে কায়েদে আযমের উক্তি উধৃত করেন।

পাকিস্তান হওয়ার পরও কায়েদে আযমের সাথে মাওলানার সাক্ষাত হতে পারে নি। এক ত তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতেন, দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে।

আপনাকে আর একটা ঘটনা বলি, এক ব্যক্তি আমার সামনে মাওলানাকে সে ঘটনা বলেন। তাঁর নাম আমি জানি, কিন্তু বলতে চাইনা। সেফ্‌টি অ্যাক্ট (Safety Act)-এর খসড়া অনুমোদনের জন্য যখন তা কায়েদে আযমের সামনে পেশ করা হয়, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—

Do you want me to give assent to such wretched laws against which I had been fighting throughout my life ?

প্রশ্ন—ঐ আইনটা কে বানিয়েছিলেন ? উনি কিছু বলেছেন কি ?

জবাব—(হাসতে হাসতে) প্রকৃত ব্যাপার এই যে কায়েদে আযম সে আইনটি অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। সত্যি বলতে কি তাঁর জীবদ্দশায় সে আইনটি না কেন্দ্রে না আর প্রদেশে কার্যকর করা হয়। তার প্রথম শিকার হন মাওলানা মওদূদী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ ও মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। মাওলানা ত গ্রেফতারীর কোন পরোয়া করতেন না। কিন্তু মাওলানা মাহমুদ আলী কাসুরীর ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আলী কাসুরী আপন পক্ষ থেকে রিট্ দায়ের করেন তা খারিজ হয়ে যায় কিন্তু তারপরে জনৈক আয়রক স্প্রীনের পক্ষ থেকে রিট্ দাখিল করা হয়। মাফ্ করবেন কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে কথা এসে যাচ্ছে এবং তা বলতে হচ্ছে। তবে কথাটা সত্য, স্প্রীন সাহেবকে ও সেফ্‌টীঅ্যাক্টে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ছিলেন ঝুনো কমিউনিস্ট। তার মধ্যে এ ধরনের কিছু শব্দ ছিল—unless Extended, যাই হোক, বিচারপতি মুনীর এ অর্থ গ্রহণ করেন যে, এতো মুদ্দতের অধিক

www.pathagar.com

দীর্ঘায়িত করা যায় না। তাঁর রায় ছিল,—যা আমিও পড়ে দেখেছি—

Because these words trench upon civil liberties, they should be very narrowly interpreted.

মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সাথীদের এবং স্প্রীন সাহেবের মামলা প্রায় একই রকমের ছিল। অতএব এ মামলার রায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের উপর প্রযোজ্য হয়। তাই স্প্রীন সাহেবের সাথে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সাথীগণ মুক্তি লাভ করেন।

কথা ত বহু বলার আছে কিন্তু কি বলবো ? উল্টো আমাদেরকেই অভিযুক্ত করা হয়। কায়েদে আযম হিন্দুদের সাথে সদাচরণ করেন, যোগেন মন্ডলকে মন্ত্রী করেন। কাদিয়ানীদের সাথেও সদাচরণ করেন। যফরুল্লাহ খানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এর চেয়ে আর মর্যাদা কি হতে পারে ? কিন্তু তিনি এমন একব্যক্তি ছিলেন যিনি কায়েদে আযমের জানাযায় শরীক হননি। তাঁর মতলব কি এই ছিল যে কায়েদে আযমের জানাযা কোন কাদিয়ানী পড়াবেন ? তিনি বলেন, কায়েদে আযমের জানাযা পাঠকারী যেহেতু আমাদেরকে কাফের বলেন, সে জন্যে তাঁর পেছনে আমরা নামায পড়তে পারি না।

কাদিয়ানীরাও নামাযে জানাযা পড়েন নি কারণ তাঁরা কায়েদে আযমকে কাফের মনে করতেন। এদিকে কায়েদে আযম স্বয়ং অসিয়ত করে যান যে তাঁর জানাযা যেন মাওলানা শাব্বির আহমদ পড়িয়ে দেন।

কায়েদে আযম কংগ্রেসকে পাকিস্তানে কাজ করার অনুমতি দেন। জাতীয় পরিষদে জনৈক চাটার্জি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন। চাটার্জি মশায় একদিন জাতীয় পরিষদে মাওলানা মওদূদীর একখানা ইংরেজী বই দেখিয়ে দেখিয়ে বলেন, আপনারা ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন,—কিন্তু এই দেখুন একজন আলেম বলছেন—

A non Muslim cannot be the Head of an Islamic State.

তার জবাবে একজন তড়িঘড়ি দাঁড়িয়ে বলেন—

Do you Know where the Author is ? He is in the jail and will remain there.

কিন্তু পরিষদের Proceedings থেকে and he will remain there কথাগুলি Expunged করা হয় অর্থাৎ বাদ দেয়া হয়।

প্রশ্ন—এ জবাব কি খান লিয়াকত আলী খান দিয়েছিলেন ?

জবাব—যাক গে। তবে তার সাথে এ কথাও বলেছিলেন—

www.pathagar.com

Maulana Shabbir Ahmad Usmani is here. You can ask him. A non-Muslim can be the Head af an Islamic state.

মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী ইংরেজী জানতেন না। কিন্তু যখন তাঁকে এ কথা বলা হলো তখন তিনি বলেন, কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন না।

যে সময়ে মাওলানা মওদুদী এবং সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী জেলে ছিলেন, তখন মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী বলেছিলেন, এ দুজন হচ্ছেন ইসলামের তরবারী। তাঁদেরকে জেলে রাখা যেতে পারে না। এ কাজ আমি ভ্রান্ত মনে করি।

দেখুন না, যে ব্যক্তি ইসলামের জন্যে কাজ করেন, মুসলমানদের চিন্তার বুনিয়াদ তৈরী করে দেন, মনে করুন, তিনি যদি কিছুটা মতানৈক্য প্রকাশ করেন, কোন স্কীম পেশ করেন, তাহলে দোষ কি? মুসলিম লীগও বিভিন্ন স্কীম পেশ করেছিল—সে সবের চিন্তাভাবনাও করেছে।

প্রশ্ন—ইংরেজী ভাষার উপর ত মাওলানার বেশ দক্ষতা ছিল। কিন্তু এর কি কারণ যে মরিয়ম জমিলাকে তিনি যে সব চিঠি পত্র লেখেন তা উর্দুতে? আপনি তাঁর ইংরেজী তরজমা করতেন। তিনি নিজে ইংরেজীতে কেন লিখতেন না?

জবাব—মাওলানা মুহতারম বলতেন, উর্দু ভাষা ত আমি অনায়াসেই লিখতে পারি। কিন্তু অন্য ভাষা যেমন, ইংরেজী-আরবী ভাষায় লিখতে হলে কিছুটা ভেবে চিন্তে লিখতে হয়, তাতে সময়ও বেশী ব্যয় হয়। সময় বাঁচাবার জন্যে আমি উর্দু ভাষাকেই আমার ভাব প্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছি।

এ কথা ঠিক নয় যে তিনি ইংরেজী লিখতেন না। আমার বেশ মনে আছে, যখন আমরা পাঠানকোট ছিলাম, হায়দরাবাদের শ্রীপুর পেপার মিলস থেকে তর্জুমানুল কোরআনের জন্যে কাগজ আমদানীর ব্যাপারে মাওলানা মিল কর্তৃপক্ষের সাথে ইংরেজীতে পত্র বিনিময় করতেন। পরেও তিনি ইংরেজীতে এটা সেটা লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর পত্র প্রভৃতির ইংরেজী তরজমা তিনি নিজে দেখতেন, শুদ্ধ করে দিতেন। তরজমাকারীগণ স্বীকার করেছেন যে তাঁর শুদ্ধিকরণ (Correction) অতি উৎকৃষ্ট হতো। মালিক গোলাম জিলানী সাহেবের একটা সাক্ষাৎকার একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। তাতে তিনি

www.pathagar.com

বলেন, আমরা ইংরেজী খসড়া মাওলানার কাছে নিয়ে যেতাম। তিনি যেভাবে সংশোধন করে দিতেন তাতে আমরা একেবারে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হতাম।

প্রশ্ন—মাওলানার হাজের জওয়াবী বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দুএকটা ঘটনা শুনাবেন কি?

জবাব—(হাসতে হাসতে) প্রথম সামরিক শাসনের সময় (১৯৫৩) মাওলানা জেলে ছিলেন। জেলের সকল কর্মচারীদেরকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন খত্মে নবুয়ত আন্দোলনের আসামীদের আশপাশ না যায়। একদিন জেল সুপার মাওলানাকে জিজ্ঞেস করেন, মাওলানা! এখন উট কোন কাতে বসবে? (অর্থাৎ ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে গড়াবে?) মাওলানা চট্ করে বলে ফেল্লেন, ভাই! উট হলে ত কিছু বলতে পারি, কিন্তু এ ত গাধা।

সে সময়ে মাওলানা আখতার আলী খানও জেলে ছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মুক্তির ওয়াদাও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। একদিন তিনি মাওলানা মওদূদীকে বলেন, জানি না আমি খালাস হচ্ছি না কিনা।

মাওলানা সাথে সাথেই জবাব দেন, আসলে কথা এই যে, একখানা ছ্যাক্‌রা গাড়ী সামনে আটকা পড়েছে। তার ফলে সমস্ত ট্রাফিক আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পেছনে ট্রাক, কার, টাংগা-টমটমের লম্বা সারি দাঁড়িয়ে গেছে। ছ্যাক্‌রা গাড়ীটা যতোক্ষণ না আগে বেরুবে, ততোক্ষণ গোটা ট্রাফিক পরিষ্কার হবে কি করে?

মাওলানার কথার মর্ম এই ছিল যে, সামান্য একটা প্রবন্ধ লেখার জন্যে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষের এ কথা মাথায় ঢুকছে না যে অন্যান্যদেরকে কিভাবে ছেড়ে দেয়া যায়।

মাওলানার কথা বুঝতে পেরে মাওলানা আখতার আলী খান বলেন, আচ্ছা, এই ব্যাপার? তাহলে দোয়া করি, ছ্যাক্‌রা গাড়ী আগে বেরিয়ে যাক এবং ট্রাফিক পরিষ্কার হোক।

প্রশ্ন—এখন একবার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনি ত মাওলানার অতি নিকটে ছিলেন। আপনার সম্পর্কে মাওলানার কি ধারণা ছিল?

জবাব—মাওলানা যখন প্রথমবার আমেরিকা যান, তখন তাকে আমি একখানা পত্র লিখি। লিখেছিলাম, আমি আপনার পক্ষ থেকে চিঠিপত্র লিখি, জবাবও লিখি। আমার প্রতি আপনার অগাধ স্নেহ আমাকে

www.pathagar.com

এ অনুমতি দেয়নি যে আমি আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হই। আমার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্যে এ পত্রখানি লিখছি। মেহেরবাণী করে আমার ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিন। মাও-লানা জবাবে যা কিছু বলেন তা অন্যের কাছে বলতে পারি না।

প্রশ্ন—এখন ত পত্রখানা ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে পড়েছে।

জবাব—কারণ, আমি মনে করি কিছুটা অতিরঞ্জন হতে পারে, আচ্ছা ঠিক আছে। সে পত্রখানা ত আমি দেব না। মাওলানা তাঁর জবাবে বলেন, তুমি অনুমান করতে পার না যে আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি, (অবিকল এ শব্দগুলো)। আমি মনে করি, তুমি যে কাজই করেছ, পূর্ণ দায়িত্বের সাথেই করেছ। অনেক সময় তোমার লেখাকে আমি আমার নিজের লেখা মনে করেছি।

ত জনাব, এর চেয়ে অধিক মর্যাদা আমার আর কি হতে পারে?

—o—

www.pathagar.com

শতাব্দীর মানব সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

—আবাদ শাহপুরী

আটত্রিশ বছর আগের কথা।

সে সময়ে মানসিক বৈকল্য উর্বরতার সীমায় পেঁছেছিল। নাস্তিক্য ও ধর্মহীনতার অভিযান সুন্দর মন মাতানো শব্দমালার আকারে শুরু হ'য়ে চরমে পেঁছেছিল। মন মস্তিষ্ক যদি অপরিপক্ক হয় এবং মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের বুনিয়াদ যদি অজ্ঞাত রয়ে যায়, তাহলে মানুষ চাকচিক্যময় বিপরীত মতবাদগুলোর দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যেই পরাভূত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা ছিল তাই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সব কিছুই এ অভিযানের মুখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল সে সময় যখন আমি প্রথম সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নাম পড়েছিলাম নিয়ায ফতেহপুরী সম্পাদিত "নিগারে"। নিয়ায ফতেহপুরী যুব সমাজের মনমস্তিষ্ক বিভ্রান্ত করার জন্যে নতুন নতুন দুষ্কৃতির হাতিয়ার ছুঁড়তে ওস্তাদ ছিলেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ জি সেল কোরআনের অনুবাদের ভূমিকা লিখেছিলেন। তার উর্দু অনুবাদ ফতেহপুরী ছাপছিলেন তাঁর পত্রিকায়। তিনি তৎকালীন ভারতের গোটা আলেম সমাজের কাছে আহবান জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন মুসলিম যুবকদের ঈমান বাঁচাবার জন্যে পাদ্রী সাহেবের সমালোচনার জবাব দেন। বিদ্রূপ করে তিনি তাঁর পত্রিকায় পাঠকদেরকে জানিয়ে দেন যে সারা ভারতে একজন আলেম ব্যতীত কেউ তার জবাব দেন নি। জবাব দিয়েছিলেন শুধু মাওলানা আবুল আলা মওদূদী। তাঁর জবাবও ফতেহপুরী তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অত দিনের সব কথা মনে নেই—কিছুটা

www.pathagar.com

মর্ম মনে আছে। তা হচ্ছে এই—"আমি ক'দিন থেকে অসুস্থ। ভালো হওয়ার পর এক একটি অভিযোগের জবাব দিব।

জবাব পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মৌলভী সাহেব, জান বাঁচবার জন্যে অসুস্থতার ভান করেছেন। আসলে কোন মৌলভীর কাছে কোন জবাবই ছিল না। এ ধারণা আমার মনের মধ্যে ক'দিন যাবত বলবৎ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে মওদুদী সাহেবের নাম মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

দিন, সপ্তাহ এবং মাস অতীত হতে লাগলো এবং আমার মানসিক ভারসাম্যহীনতা আমাকে এত দূরে ঠেলে দিয়েছিল যে সেখান থেকে ফিরে আসা কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। অন্যান্য অপরিপক্ক মুসলিম যুবকদের মতো আমিও কুফর বা সমাজতন্ত্রের উত্তপ্ত মরুভূমিতে দৃশ্যমান জান্নাতের মরীচিকা থেকে এক আনন্দময় জীবনের আশা-আকাংখায় বুক বেঁধেছিলাম। তারপর এমন এক ঘটনা ঘটলো যা আমাকে কম্পিত করে দিল, আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করলো। রাশিয়া এবং নাজী জার্মানীর মধ্যে এতোদিন বেশ গলাগলি ঢলাঢলি ছিল। হিটলার পোল্যান্ড শিকার করলো। তার মরা লাশের উপর রাশিয়া দস্তুর মতো তার হিস্যা বসালো। কিন্তু হঠাৎ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো। ভারতের প্রগতিবাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে। এ যুদ্ধে রাশিয়া অংশীদার হওয়ার সাথে সাথে তা 'জনতার যুদ্ধে' বা গণযুদ্ধে পরিণত হলো। আর তারা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও তাদের মিত্রবাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লো। মন-মানসিকতা অপরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও এ পট পরিবর্তনের উপর চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। তারপর সমাজতন্ত্র ও সোশ্যালিষ্ট রাশিয়ার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়লো।

হঠাৎ একদিন এক পথ প্রদর্শকের উদয় হলো। তিনি হলেন মাওলানা ফযলে ইলাহী উযিরাবাদী। তিনি ছিলেন সেই জেহাদী কাফেলার সর্বশেষ সিপাহসালার, যে কাফেলা সোয়া শতাব্দী পূর্বে তৈরী করেছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ দ্বীনে হকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। মাওলানা ফযলে ইলাহী সে সময়ে ছদ্মবেশে বিভিন্ন শহর ভ্রমন করতেন এবং এ ব্যাপারে যোধপুর এসেছিলেন। যোধপুর আমাদের আবাসভূমি এবং আমার পরিবার তাহরিকে মুজাহেদীনের সাথে জড়িত ছিল। আর এ কারণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃনা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলাম। আমার দাদা মরহুম

www.pathagar.com

ছিলেন এ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য এবং বাংলোরে আন্দোলনের প্রতিনিধি ছিলেন। একবার সীমান্তে অবস্থিত আন্দোলনের কেন্দ্রেও তিনি গিয়েছেন।

যা হোক মাওলানা ফযলে ইলাহী আমাদের বাড়ী তশরিফ আনলেন। আমার আব্বা তাঁর হাতে বয়আত করলেন। এভাবে পুরাতন সম্পর্ক নতুন করে স্থাপিত হলো। যতো দিন মাওলানা যোধপুর ছিলেন আমি তাঁর খেদমতে লেগে থাকলাম। তিনি আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বা হতবুদ্ধিতা বুঝতে পেরে 'তর্জুমানুল কোরআন' এবং মাওলানা মওদূদীর অন্যান্য বই পুস্তক পড়ার পরামর্শ দেন। তখন ভুলে যাওয়া নামটি আবার আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। মাওলানা বলছিলেন, তোমার মানসিক জটিলতার সমাধান তুমি পাবে এই মর্দে হকের (মওদূদী) বই পুস্তকে। তাঁর এ পরামর্শ আমার চিন্তা ও কর্মের জগতে এক বিপ্লব এনে দিল এবং আমি নতুন করে কালেমা পড়ে পূর্ণ অনুভূতির সাথে "মুসলমান" হয়ে গেলাম। এমন মনে হলো যে জাহান্নামের আগুনে ঝলসানো দেহটাকে টেনে বের করে বেহেশতের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে এলাম। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে একবার আমার সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী একজন সাধারণ মৌলভী মনে করে বিস্মৃতির গহবরে কবরস্থ করেছিল। এখন তিনি আমার সামনে আলোকস্তম্ভ রূপে বিদ্যমান হলেন।

ছ'চল্লিশের চৌঠা এপ্রিল বিকেলে দুজন সাথীসহ এলাহাবাদ রেল স্টেশন থেকে বাসে করে উপকন্ঠের একবস্তি হারদারা পৌছলাম। সেখানে এক মনোরম দৃশ্য মনকে আনন্দ দান করলো। বস্তির বিপরীত দিকে সড়কের ধারে সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত এবং সুউচ্চ গাছপালার মাঝে শামিয়ানা ও কানাতের তৈরী এক নতুন বস্তি আলো ঝলমল করছে। পেশাওর থেকে মাদ্রাজ এবং কাশ্মীর থেকে বাংলা পর্যন্ত অঞ্চলের কাফেলার পর কাফেলা আসছে। তারা ইসলামের বুনিয়াদের উপর নতুন জাহান তৈরী করার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করে। এমন সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। না কোন কোলাহল, না হৈ হল্লা আর না কোন অশালীন কর্মকান্ড যা এ ধরণের সম্মেলনে বিশেষ করে হয়ে থাকে যেখানে শত খানেক লোক জমায়েত হয়। এখানে ছিল প্রায় দু'হাজার লোক। কিন্তু এমন শৃংখলা যে অবাক হতে হয়। উঠা-বসায়, চলাফেরায় এবং খানাপিনায় প্রত্যেকটি ব্যাপারে অনুপম

www.pathagar.com

শৃংখলা এবং মনোরম পদ্ধতি বিরাজমান। তাঁরা ছিলেন সে সব লোক যাঁরা মর্দে হকের আহবানে জমা হয়েছেন। যাঁর চিন্তাধারা আমার মনের দুনিয়াকে ওলট পালট করে দিয়েছিল, আমার জীবনের গতিধারা বদলে দিয়েছিল, আমার মনের আকর্ষণ ও কামনা বাসনা পাল্টে দিয়েছিল। এ বিরাট মানবের মন মাতানো আহবানে সাড়া দিয়ে যাঁরা জামায়াতবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদেরকে নিকট থেকে দেখার জন্যে এবং তাঁর দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতির বাস্তব রূপ পর্যবেক্ষণের জন্যে আমি আমার সাথীসহ যোধপুর থেকে এসেছিলাম।

পরের তিনদিন ছিল শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ দিন। প্রথম দিন আমি আমীরে জামায়াতকে শুধু এক পলকই দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি কয়েক মাস থেকে অসুস্থ ছিলেন। সফরে কানের ব্যথা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ৫ই এপ্রিল সকাল নটায় সম্মেলন উদ্বোধন করলেন এবং সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে মাফ চাইলেন। গোলগাল সুডোল চেহারা, প্রশস্ত কপাল, ঘন চোখের ভুরু, উজ্জ্বল চোখ যার থেকে বুদ্ধির দীপ্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা ঠিকরে বেরুচ্ছিল। লালাভ গৌর বর্ণ। কালো দাড়ি। হাট্টাগোট্টা দেহ। দেহের গঠন মাঝারি ধরনের।...আপন লেখাকে বাস্তব রূপদানকারী ব্যক্তিত্ব আমার সামনে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, ইসলামের মতো সুন্দর ও পবিত্র জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবানকারীর ব্যক্তিত্ব এমন সুন্দর ও পবিত্র হওয়াই উচিত ছিল। ইনিই ছিলেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

মাওলানা প্রাথমিক কিছু কথা বলে আপন কামরায় গেলেন। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করলেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেব। ইসলাহী সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

তৃতীয় দিন বাদ মাগরেব জনসভায় বক্তৃতা করলেন আমীরে জামায়াত। সভায় বহুসংখ্যক স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলিম ছিলেন। আমি সে যুগে প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের ভাষণ শুনেছি। আবেগ অনুভূতির অনলবর্ষী ভাষণ, ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ ভাষণ।...কিন্তু সাইয়েদ মওদূদীর ভাষণ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তিনি অনুচ্চ আওয়াজে বক্তৃতার সূচনা করেন এবং ধীর ও শান্ত নদীর মতো তার ভাষণের প্রবাহ চলতে থাকে যেন দুকূল প্লাবিত করে তার স্রোতধারা তার পথ করে নেয়। কখনো কখনো ছোটো খাটো তরংগ উঠতে থাকে এবং তরংগের সাথে নীরব কূলে শিহরণ জাগে। এ নদী প্রবাহ যেদিক দিয়ে

www.pathagar.com

চলে সেদিকের ভূমিখন্ডকে উলট পালট ও লন্ডভন্ড করার পরিবর্তে তাতে জীবনীশক্তি দান করে। ডুবারু তার স্বচ্ছ গভীর তলা থেকে লুক্কায়িত মনিমুক্তায় তাঁর আঁচল ভরতে থাকে। অথবা তাঁর ভাষণ শিশিরের মতো, যা টপ্‌টপ্‌ করে পড়তে থাকে এবং ফুল, সবুজ লতা-পাতা, ঘাস ও গাছপালা সিক্ত করে সজীবতা দান করে। তাঁর ভাষণ দান বেশীদিন থেকে শুরু হয়নি। তথাপি হাজার হাজার সমাবেশে ভাষণ দান করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ ভংগীতে কোন পার্থক্য দেখা দেয় নি। শ্রোতাদের মনে আবেগ অনুভূতিতে জ্বলন্ত অগ্নি নিক্ষেপ করার পরিবর্তে তিনি তাদের বিবেক ও অনুভূতির মধ্যে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি করতেন। জ্বলন্ত আগুন দেহ ভষ্মিভূত করে। কিন্তু মৃদু উত্তাপ প্রাণহীন ও নিস্তেজ দেহে জীবনী শক্তি দান করে।

সাইয়েদ মওদূদীর ভাষণ শেষ হওয়ার পর দেখলাম মুসলমান ও হিন্দু সকলেই প্রভাবিত হয়েছে। স্বয়ং আমার হৃদয় মনেও জীবনের নতুন প্রবাহ শুরু হয়েছে।

সম্মেলন শেষ হয়েছে। পরদিন সকালে কাফেলার পর কাফেলা আপন আপন বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। প্রভাব প্রতিক্রিয়ার এক জগত মাথায় করে আমিও আমার সাথীসহ রওয়ানা হলাম। এলাহাবাদের এ সম্মেলন আমার জীবনের এক দিগ্‌দর্শন হয়ে রইলো। এখানে প্রথমবার আমি দেখলাম এ মর্দে খোদার সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোন্‌ কোন্‌ ধরনের লোকের কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং জীবন যাপনের আনন্দোজ্জ্বল পথ প্রদর্শন করেছে। তাঁদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত যুবকও আছেন এবং আলেম-ফাযেলও আছেন, সাধারণ শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশার লোকও আছেন। এখানেই আমি প্রখ্যাত সাংবাদিক মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীযের প্রথম দর্শন লাভ করি। আমি বারো বছর বয়স থেকে বিজনোর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা'য় তাঁর লেখা পড়ে আসছি। এখানেই আমার সাক্ষাৎ হয় আকবার ইসলামিয়া হাইস্কুলের (জম্মু) হেড মাষ্টার ও আমার শিক্ষক চৌধুরী মুহাম্মদ শফী সাহেবের সাথে। এখানে সাক্ষাৎ হয় আরও অনেকের সাথে যাদের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য বিপ্লব এনে দিয়েছিল। আমিও এসেছিলাম তাদেরকে অতি নিকট থেকে দেখতে। কথা ও কাজের বৈষম্য মানুষের এক সাধারণ দুর্বলতা। এমন খুব কম লোকই আছে যাদের জীবন এ বৈষম্য থেকে মুক্ত। প্রায়

www.pathagar.com

এমন হয় যে এক ব্যক্তির লেখা কাউকে প্রভাবিত করলো এবং না দেখেই লেখকের প্রতি সে আকৃষ্ট হলো। কিন্তু যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন তার লেখাকে তার বাস্তব জীবনের সাথে অসমঞ্জস দেখে সে নিরাশ হয়। সাইয়েদ মওদূদীর সাথে ত আমি গভীরভাবে মিশতে পারিনি। কিন্তু তাঁর চার পাশে যাঁদেরকে একত্র করেছেন তাঁদেরকে আমি এ তিন দিনে অতি নিকট থেকে দেখেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁরা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, বংশ, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সামাজিক পার্থক্যসহ তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু এখানে পরস্পরের মধ্যে অপরিচিত ও সম্পর্কহীন হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। ইসলাম তাঁদেরকে ভ্রাতৃত্বে, ভালোবাসা ও একাত্মতার সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। এর পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ আমি আপন চোখে দেখলাম। সমস্ত পথে আমি একথাই চিন্তা করছিলাম, যে নতুন জগতের পয়গাম নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন, যদি তা আল্লাহ্‌র বান্দাহদের দ্বারা অস্তিত্বলাভ করে, তাহলে তা কতো বড়ো শান্ত, মনরোম ও প্রেম পূর্ণ হবে এবং ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্যে মন্ডিত হবে।

আলীগড় ও দিল্লী হ'য়ে যোধপুর পেঁছিলাম। পরবর্তী ক'মাস আমি উদ্বিগ্নতা ও মানসিক দ্বন্দ্বে কাটালাম। বিবেক বলে, যাকে তুমি সত্য বলে মেনে নিয়েছ এবং যে সম্পদ তোমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে তা কার্যকর করার জন্যে তোমাকে বাস্তব প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মন বলে, পথ কঠিন ও কন্টকাকীর্ণ। দুর্বল মন নিয়ে এ পথে চলতে পারবে না। ভাগ্য ভালো যে আল্লাহ্‌ তোমাকে সত্য পথ দেখিয়েছেন। এ পথে যারা চলছে, ব্যস তাদের জন্যে দোয়া করতে থাক।

এমনিভাবে মন ও বিবেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলার পর শেষতক বিবেক বিজয়ী হলো এবং আমি হকের কাফেলায় শরীক হলাম।

দূরত্ব কমে গেল। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'কাওসারের' সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে লাহোর এলাম এবং মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীযের নেতৃত্বে সাংবাদিক জীবনের সূচনা করলাম। সে সময়েই জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র দারুল ইসলাম পাঠান কোট যাওয়ার সুযোগ হয়। নদীর ধারে সুন্দর পরিবেশে এ নীরব ও শান্ত বস্তিটি ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র। উপমহাদেশে উত্তর পশ্চিম হালকার এ ছিল সর্ব শেষ সম্মেলন। তাতে অংশ গ্রহণের জন্যে এসেছি। এখানে আমি সাইয়েদ মওদূদীকে অতি নিকট থেকে দেখলাম।

www.pathagar.com

যখন ফিরে গেলাম তখন ঈমান ও একীনের সাথে ফিরলাম। এমন অবস্থায় ফিরলাম যখন রাজনৈতিক আকাশে ভয়ংকর মেঘের সঞ্চার হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাংগার আগুন জ্বলছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব চরম সীমায় পৌঁছেছিল। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ফলে রাজনৈতিক অবস্থার মোড় ঘুরে গিয়েছিল। উপমহাদেশে পৃথক জাতীয় সত্তা স্বীকার করে নিতে যারা অস্বীকার করছিল, পাকিস্তান আন্দোলনের কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হয়। তেসরা জুন ঘোষণা করা হয়—ভারত বিভক্ত হবে। বিভক্তি করনের কার্যক্রম যেখানে বছর ধরে চলবার কথা সেখানে এক ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে মাত্র দু'মাসে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৪ই আগষ্ট রক্ত স্নাত হয়ে পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করলো, ইসলামী আন্দোলন দু'টি স্বাধীন সংস্থায় ভাগ হয়ে গেল।

পাকিস্তান হওয়ার পর একত্রিশ বছর অতীত হয়েছে। যখন সাইয়েদ মওদূদীর কাফেলায় শামিল হই তখন আমার বয়স তেইশ বছর। এখন আমি জীবনের পঞ্চান্ন বছর পেছনে ফেলে এসেছি। মাস ও বছরের আয়নায় আজ যখন আমি সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্বের উপর দৃষ্টি পাত করি তখন এরূপ মনে হয় যে এক বিরাট ও মহান ব্যক্তি বর্তমান শতাব্দী জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিতে জাহেলিয়াতের ঘন আঁধার কেটে যাচ্ছে। অন্ধকারে পথহারা লোক ঐ আলোকের দিকে ভিড় জমিয়েছে এবং সত্য পথ লাভ করছে। বিরোধীতার তুফান একটির পর একটি উঠছে। গালি ও অপবাদের ঝড়ও উঠছে। শৃংখল ও জেলের প্রাচীর তাঁকে বার বার সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। এমন কি ফাঁসীর কুঠরিতেও তাঁকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু যুগের এ বিরাট মানব বিরোধীতার প্রতিটি ঝড় ঝঞ্চায় অবিচল থাকছেন। না তিনি স্বয়ং অটল থাকছেন, বরঞ্চ এমন যুগশ্রেষ্টা আন্দোলন সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করছেন যে তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক শক্তি বাতিলের অগ্র যাত্রার পথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইস্পাৎ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

ঐ সব লোককে এ সুদীর্ঘ সময়ে যমানা কয়েকবার পরীক্ষা করেছে। আমার সে সব দিনের কথা স্মরণ আছে যখন খুনের দরিয়ায় সাঁতার দিয়ে কাফেলা পাকিস্তানের গন্তব্য পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এখানে ক্যাম্প জীবন ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর ও মর্মন্তুদ। ক্যাম্পের ব্যবস্থাপক ও স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে এমন লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যে তা লিপিবদ্ধ করতে

www.pathagar.com

কলমও লজ্জা পায়। লুটপাট ও আত্মসাতের ঘটনা ত ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। মহিলাদের ইয্যৎ আবরুও লুন্ঠিত হতো। কিন্তু কিছু ক্যাম্প এমনও ছিল যে সবের ব্যবস্থাপনার ভার ছিল সাইয়েদ মওদুদীর তৈরী লোকের হাতে। এ সব ক্যাম্পে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আজও ঐসব লোকের দিয়ানত, আমানত ও শালীনতা পূর্ণ আচরণের সাক্ষ্য দিবেন। এ সব ক্যাম্পে মহিলাদের ইয্যৎ আবরু নিরাপদ ও সংরক্ষিত ছিল। প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী রেশন, কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করতো। তাঁরা কিভাবে অভাবগ্রস্থদের প্রয়োজন পূরণ করতেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই অনুমান করা যাবে। জনৈক মানব-দরদী ব্যবসায়ী বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে বিতরণের জন্যে এক গাইট কম্বল দেন। অন্যান্য ক্যাম্পগুলোতে সাধারনতঃ এটা হতো যে ভালো ভালো কম্বল বিতরণকারীগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। তারপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা এমন ভাবে দেয়া হতো যে যাদের প্রয়োজন নেই অথচ প্রভাবশালী তাদের ভাগে পড়তো। সত্যিকার অভাবী যারা তারা বঞ্চিত হতো। মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু শীতে অর্ধউলংগ হয়ে থাকতো কিন্তু তাদের ভাগ্যে শীতের কম্বল জুটতো না।* অপরদিকে অন্য ক্যাম্প-গুলোতে (যেখানে খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন সাইয়েদ মওদুদীর স্বেচ্ছাসেবকগণ) কম্বল বিতরণ করা হতো এমন এক সময়ে যখন ক্যাম্পের লোকজন শুয়ে পড়তো। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ কম্বল হাতে করে ক্যাম্পের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেন। যাদেরকে তাঁরা দেখতেন যে কোন লেপ অথবা কম্বল ছাড়াই শুয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকের উপর এক একখানা করে কম্বল ফেলে দিতেন। আটা, দুধ, কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিতরণের জন্যে ঐ সব ক্যাম্পে রীতিমত রেশন কার্ড ইশু করা হতো। এবং এ সব কার্ডের ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষ বা পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হতো।

---

* চরিত্রহীন লোক নিয়ে যদি স্বেচ্ছাসেবকের দল তৈরী হয় তাহলে ত্রাণ সামগ্রীর সিংহভাগ তাদেরই ঘরে পৌঁছে যায়, প্রকৃত অভাবগ্রস্থ বঞ্চিত হয়। যা কিছু সামান্য পরিমাণ বন্টন করা হয় তাও ইনসাফের ভিত্তিতে করা হয় না। এ লজ্জাকর ও মানবতা বিরোধী ঘটনা বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বার বার ঘটতে দেখা গেছে। সরকারী পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থাপনা যাঁরা করেন এবং যারা স্বয়ং বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা সকলেই এ বন্টন প্রহসনের সাথে জড়িত—সম্পাদক।

www.pathagar.com

তারপর এ অবাক দৃশ্য ও চোখে দেখেছি। মেথর সব ভারতে চলে যাওয়ার ফলে লাহোর শহরে ময়লা আবর্জনার স্তুপ জমে উঠে। পরিষ্কার করার কেউ ছিলনা। স্তুপের পাশ দিয়ে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতো। স্তুপগুলো ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এমন কি মহামারীর আশংকা হলো। সাইয়েদ মওদূদী তাঁর যুবকদেরকে ময়দানে নামিয়ে দিলেন। লোক হতবাক হয়ে দেখলো যে ভদ্রপোষাক পরিহিত লোকেরা আবর্জনার টুকরি ভরে ভরে কর্পোরেশনের গাড়ী বোঝাই করছেন। তাদের মধ্যে ডাক্তার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্মচারীও ছিলেন।

সাইয়েদ মওদূদীর এসব তৈরী করা লোক ছিলেন যাঁরা যে কোন দুর্যোগের সময় বন্দেগানে খোদার নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে আপন আপন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। তারপর পরিস্থিতি যখনই ইসলামী ভূখন্ডের হেফাজতের জন্যে ডাক দিয়েছে তখন এই মর্দে হকের জোয়ানরাই ময়দানে নেমেছে। তাঁরা হাজার হাজার সংখ্যায় 'লাববায়ক' বলে ময়দানে নেমে এসেছে এবং বদরের জান কুরবান সাহাবায়ে কেরামের মতো দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখেছে। কোন ব্যক্তির শিল্পনৈপুণ্যের আন্দাজ করা যায় তাঁর তৈরী অবদান থেকে। এ অবস্থা একজন নেতারও হয়ে থাকে। তিনি যে চরিত্র ও আচরণের অধিকারী হবেন, তাঁর অনুসারীগণও হবেন তাঁর চরিত্রের প্রতিবিম্ব। এবং তাঁরা তাঁর রঙেই রঞ্জিত হবেন। এদিক দিয়ে সাইয়েদ মওদূদী মহত্বের এমন শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন যেখানে অতি অল্প সংখ্যক নেতাই পেঁছতে পারেন।

সাইয়েদ মওদূদীর চিন্তাধারা বিপ্লবাত্মক। তাঁর চিন্তাধারা মানুষের বিচার বিবেচনা ও যুগ যুগান্তের স্তুপীকৃত ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়েছে। তাদের জীবনের আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। তারপর সে চিন্তাধারা যে বিপ্লব আনে, তা মানুষকে ব্যক্তিগত নেক কাজেই নিশ্চিন্ত করে রাখেনা। বরঞ্চ তার মধ্যে একটা উদ্বেগ অস্থিরতা সৃষ্টি করে যে, যাকে সে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তাকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করতে হবে। এমনকি তার মধ্যে এক বিরাট দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে দ্বন্দ্ব তাকে কর্মক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেয়। সাইয়েদ মওদূদীর চিন্তাধারাই শুধু বিপ্লবাত্মক নয়, কর্মক্ষেত্রেও তিনি বিপ্লবী পথ বের করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন ও তার কর্মপদ্ধতি বাস্তব ক্ষেত্রে বিপ্লবী হওয়ারই প্রমাণ। অন্যান্য

www.pathagar.com

দ্বীনী ও রাজনৈতিক দলগুলির বিপরীত তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা। এমন এক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে শুধু নিঃস্বার্থ মানুষেরই স্থান আছে। জামায়াতে অংশ গ্রহণের জন্যে কোন চাঁদা গ্রহণ করা হয়না। যে ব্যক্তি শরিয়ত নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করে, হারাম কাজগুলি থেকে দূরে থাকে, জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতির সাথে একমত হয় সেই তার কর্মী হতে পারে। কোন ব্যক্তি নিছক সামাজিক মর্যাদা, ধনসম্পদ এবং সরকারী বেসরকারী পদমর্যাদার ভিত্তিতে জামায়াতের নেতৃত্বের পদে বরিত হতে পারেনা। অবশ্যি অন্যান্য দলগুলোর ব্যাপারে তাই হয়ে থাকে। এখানে কেন্দ্র থেকে শুরু করে নীচের স্থানীয় জামায়াত পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা নিছক আপন যোগ্যতা এবং জামায়াতের লক্ষ্যের সাথে নিঃস্বার্থভাবে একাত্ম হওয়ার কারণে এবং এ পথে জীবন দিয়ে সংগ্রাম করার ফলেই এ পদ লাভ করেছেন। এখানে সকল প্রকার মামুলী কাজগুলি, যেমন সম্মেলনে বিছানাপত্র বিছানো, কোন সম্মেলনের জন্যে পোষ্টার লাগানো প্রভৃতি. তাঁরা সকলেই করে থাকেন। এমন কখনো হয়নি এবং জামায়াতের নীতিও এটা নয় যে কোন ব্যক্তিকে তেল মালিশ করে কোন পদমর্যাদা দান করা হয়েছে এ জন্যে যে তিনি জামায়াতে শরীক হওয়ার পূর্বে কোন দলের জাঁদরেল নেতা ছিলেন অথবা সরকারী কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদীর গঠিত জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি। এ জামায়াতকে তিনি দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী দলে পরিগণিত করেছেন। এ সংগঠনে কোন অবাঞ্ছিত লোক এসে গেলেও, একদিন সে জামায়াত ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে জামায়াতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েম রাখার জন্যে যে নির্বাচন পদ্ধতি মাওলানা অবলম্বন করেছেন তাও বাস্তবক্ষেত্রে বিপ্লবী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। এ নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার দ্বারা তিনি রাজনীতিতে এক নতুন জিনিসের সংযোজন করেছেন। এখানে কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন পদপ্রার্থী হিসেবে পেশ করতে পারবে না। এমন করলে সে অযোগ্য প্রমাণিত হবে। জামায়াত সদস্যগণ যাকে সবচেয়ে ভালো ও উপযুক্ত মনে করবে তাকে ভোট দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। কিছুকাল যাবত জামায়াত সদস্যগণ এভাবে আমীরে জামায়াতের নির্বাচন করে আসছিলেন। তারপর জামায়াত সদস্য দ্বারা নির্বাচিত মজলিসে

শূরা তিনজন যোগ্যতম ব্যক্তি মনোনয়নের পদ্ধতি শুরু করেছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়টিকেও জামায়াত সদস্যদের স্বাধীন মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে তাঁরা ইচ্ছা করলে এ তিনজনের একজনকে ভোট দিতে পারেন অথবা জামায়াত সদস্যদের মধ্য থেকে অন্য কাউকেও ভোট দিতে পারেন। নির্বাচনে জামায়াতের কোন ব্যক্তি কারো সপক্ষে কোন প্রকারের ক্যান্‌ভাসিং করতে পারবে না। গঠণতন্ত্র অনুযায়ী এ এক শক্ত অপরাধ।

মাওলানা মওদূদীর এ এক সার্থক বিপ্লবী অভিজ্ঞতা। যদি দেশের রাজনীতিতে এ নির্বাচন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের অসংখ্য দুর্নীতি, অনাচার আপনা আপনি দূরীভূত হবে।

সাইয়েদ মওদূদী শুধু চিন্তার দিক দিয়ে নয় বরঞ্চ তাঁর চরিত্র ও আচরণের দিক দিয়েও বিরাট মানুষ। তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অতিবাহিত হয়েছে। সরকার তাঁকে 'সি ক্লাসে' পর্যন্ত রেখেছেন। তথাপি এর জন্যে তিনি কোন বিক্ষোভ প্রকাশও করেননি এবং কোন অনুগ্রহ প্রার্থনাও করেন নি। ১৯৫৩ সালে 'খত্‌মে নবুয়ত' আন্দোলনের সময় তিনি 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তিকা লেখেন এবং দৈনিক তাস্‌নীম পত্রিকায় এক বিবৃতি দেন। সে অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। মাওলানার উকিল চৌধুরী নাযির আহমদ মাওলানাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, তাস্‌নীমে প্রকাশিত বিবৃতি আপনি অস্বীকার করুন। কিন্তু মাওলানা এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর সামরিক আদালতের চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জোর দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, এ গোটা বিবৃতি আমার। আদালত তাঁকে মৃত্যু দন্ড দান করে। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদেরকে বলেন যে তিনি ফাঁসী মঞ্চে ঝুলবেন তথাপি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না এবং অন্য কেউ যেন ক্ষমার জন্যে আপিল না করে।

সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব এতোটা জীবন্ত ও আকর্ষণীয় যে

www.pathagar.com

মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। আমাদের মধ্যে ব্যক্তি পূজার রোগ খুব বিরাট। আমাদের জাতীয় রুচিই কিছু এমন হ'য়ে পড়েছে যে যার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় তার প্রতি অন্ধভক্তি জন্মে। স্বয়ং কিছু ব্যক্তিত্বও এমন আচরণ করেন যা ঐ প্রবনতার খোরাক জোগায়। সাইয়েদ মওদুদীর কাজের ধারাই ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কখনো ব্যক্তিপূজার শিক্ষা দেন নি। এ রোগ অন্ধভক্তির পেট থেকে জন্ম গ্রহণ করে। মাওলানা তাঁর সহকর্মীদেরকে অন্ধভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে সর্বদা দূরে রেখেছেন। তিনি কখনোও তাঁর ব্যক্তিত্বকে দাওয়াতের কেন্দ্র বানান নি। বরঞ্চ মানুষকে লক্ষ্যের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। এ রূপ তিনি তাঁর আপন সত্তাকে অপরের উর্ধে রাখবার চেষ্টাও করেন নি। তাঁর নিজের কথা, "মানুষ লক্ষ্যের জন্যে, লক্ষ্য মানুষের জন্যে নয়।"

মাওলানা তাঁর অভিমত কারো উপরে চাপিয়ে দিতেন না। বরঞ্চ প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা ও আলোচনার সুযোগ দিতেন। সাথীদেরকে তিনি কূপের ব্যাঙ্ বানাতেন না। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ও চেষ্টা চরিত্রের প্রবণতা সৃষ্টি করতেন। তাঁর পরামর্শ ছিল—কোন আন্দোলন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে তাকে বুঝতে হবে এবং তার নিজস্ব সাহিত্যের মাধ্যমেই বুঝতে হবে। কিন্তু সতর্ক মন ও খোলা চোখ দিয়ে। তাঁর এরশাদ হচ্ছে—না কারো অন্ধ বিরোধী হওয়া উচিত, আর না অন্ধ সমর্থক। চিন্তা-ভাবনা ও পড়াশুনার পর যে সিদ্ধান্ত করা হয় তা হয় অকাট্য, গুরুত্ববহ এবং আকর্ষণীয়।

সাইয়েদ মওদুদী কখনো নিজেকে জামায়াতের উপর অধিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করেন নি। গঠনতন্ত্রে এমারতের মুদ্দৎ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে বার্ষিক সম্মেলনগুলোতে তিনি ঘোষণা করতেন—যদি আমার বন্ধুগণ এমারতের জন্যে অন্য কোন লোক পেয়ে যান তাহলে আমি এ দায়িত্ব পরিহার করব। তারপর তিনি নিজেকে জামায়াতের শৃংখলা ও সমালোচনার উর্ধে মনে করতেন না। সদস্য সমাবেশে তিনি নিজেকে সমালোচনার জন্যে পেশ করতেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জামায়াত সদস্যগণ নির্ভয়ে তাঁর সমালোচনা করতেন। জামায়াতের কাজকাম এবং অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করতেন। যেহেতু ইসলামের জামায়াতী ব্যবস্থায় ব্যক্তি জীবন ও

www.pathagar.com

গণজীবনের (Public life) কোন ধারণা নেই, সে জন্যে অনেক সময়ে মাওলানার নিজস্ব ব্যাপারেও সমালোচনা করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না। মাওলানা প্রতিটি সমালোচনার জবাব ধৈর্যসহকারে শান্তভাবে ও স্নেহপূর্ণ ভাষায় দিয়ে সদস্যদেরকে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট করতেন।

তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক বড়ো সুন্দর ও মহান। তাঁর বিরোধীতা ত রাজনৈতিক, ধর্মহীন ও সোশ্যালিস্ট দল গুলির পক্ষ থেকে হতো। কিন্তু কতিপয় আলেমের বিরোধীতার ধরন ছিল বড়োই বেদনাদায়ক। তাঁরা মাওলানার প্রবন্ধাদিকে পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মধ্যে কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে, এমন কি অন্যের কথাও মাওলানার বলে চালিয়ে দিয়ে ফতোয়া জারী করতেন। অমূলক দোষারোপ করতেন এবং গালি দিতেন। তাঁরা এ কথাও প্রচার করতেন, এ ব্যক্তি মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবী করছে এবং একদিন মাহদী হয়ে যাবে। সাইয়েদ মওদূদী এ সব গালি ও অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নীরব থাকতেন। এ দিকে কেউ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলতেন, তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে থাকুন। আমি তাঁদের গালি জমা করছি এবং কেয়ামতের দিনে গালির পুঁটলি তাঁদেরই হাতে দিয়ে বলব এ ত আসলে আপনাদের, ভুল ঠিকানায় পেঁাছে গিয়েছিল। মুজাদ্দেদ ও মাহদী হওয়ার দাবীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, "আমি তাঁদেরকে কঠিন শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেছি। তাহলো এই যে দুনিয়ায় কিছু দাবী না করেই খোদার দরবারে হাজীর হবো। তারপর দেখবো কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে এ সব লোক কি ওজর পেশ করে।"

বিরোধীদের উপরে কোন অভিযোগ আরোপ করতে মাওলানাকে কেউ দেখেনি।

সাইয়েদ মওদূদী বিরোধীদের কথায় কোন কর্ণপাত করতেন না। কিন্তু সাথীদের ব্যাপারে খবরা খবর রাখতেন। তাদের সুখ দুঃখের সাথী হতেন। এ ব্যাপারে আমার মতো বহু লোকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার ছেলে অপহরণের সংবাদে তিনি খুব মর্মাহত হন। অনেক চেষ্টার পর ছেলেকে যখন পাওয়া গেল, আর এ সংবাদ যখন তিনি শুনলেন, তখন অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর মাধ্যমে আমাকে মোবারকবাদ জানালেন।

www.pathagar.com

আসর নামাযের পর যে বৈকালিক বৈঠক বসতো, মাওলানার গোটা জীবনের তা ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ বৈঠকে অংশ গ্রহণকারীগণ মাওলানার ব্যক্তিত্বের সকল দিক অতি নিকট থেকে দেখেছেন। এ বৈঠকে কোন প্রকার বানাওট বা কৃত্রিমতা ছিল না। মাওলানার জীবনের এ দিকটা বড়ো সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসেছে। বৈঠকের ধরন হতো বড়ো সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর। এখানকার পরিবেশ না বর্তমান যুগের পীর মাশায়েখদের দরবারের মতো আর না দুনিয়া পূজারীদের দরবারের মতো। এমন নয় যে দরবারে উপস্থিত ভক্ত অনুরক্তের দল শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি অবনমিত করে হাত বেঁধে নিশ্চল পাথরের মতো বসে রয়েছে, মাঝে মধ্যে পীর সাহেবের কোন কথায় 'সুবহানাল্লাহ' উচ্চারণ করছে। কিন্তু এখানে কাশ্ফ কারামত ও খাবের (স্বপ্ন) কথা বলা হয় না। বরঞ্চ বাস্তব দুঃখ কষ্ট ও মুছিবতের দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাদির আলোচনা হয়। আগত ব্যক্তি তাঁর সমস্যা ও জটিলতা পেশ করেন যা হকের পথে জেহাদ করতে গিয়ে তিনি তার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রশ্নকর্তার মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে মাওলানা ধীর ও শান্ত মনে তাঁর সমস্যার সমাধান করে দিতেন। জবাব সংক্ষিপ্ত অথচ মনঃপুত হতো। মাওলানার তড়িৎ জবাব এবং তাঁর হাস্যময় মুখমন্ডল বৈঠককে বোরিং (এক ঘেঁয়ে) করতো না। এ বৈঠকে বসে মানুষ আপনত্ব ও মাওলানার নৈকট্য অনুভব করতো। প্রত্যেকে মন খুলে কথা বলতে পারতো। এখানে কেউ ছোট বড়ো হতো না। যার যেখানে জায়গা মিলতো বসে পড়তো। আমি একবার বিলম্বে পৌঁছলাম। চাটাইয়ের উপর বসার জায়গা ছিল না। ঘাসের উপর বসলাম। মাওলানা বল্লেন, চেয়ারে বসুন না। আমি একটু ইতঃস্তত করছিলাম। বল্লেন, চেয়ার খালি আছে এবং তা বসারই জন্যে। একজন মুচকি হেসে বল্লেন, মানুষ ত জবরদস্তি চেয়ার দখল করে।

মাগরেবের নামাযের কিছু আগে বৈঠক শেষ হলে মানুষ ঈমানের উষ্ণতা নিয়ে উঠে পড়তেন। কতজনের বক্ষ হকের জন্যে উম্মুক্ত হয়ে যেতো। কতজন নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে বিদায় হতেন। মাওলানার সাহচর্যে আমি সে জিনিস অনুভব করেছি যা বুযর্গানে দ্বীনের প্রসংগে বই পুস্তকে দেখা যায়। তাঁদের দেখে খোদা ইয়াদ আসে এবং দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা থেকে মন মুক্ত হয়। আমি যখন মুল্ক ও মিল্লাতের উপরে অন্ধকার ছেয়ে আসছে দেখতাম এবং উদ্বিগ্ন হয়ে মাওলানার

www.pathagar.com

খেদমতে হাজীর হতাম, তখন তাঁর চেহারার উপর নজর পড়তেই আমার সকল পেরেশানী দূর হয়ে যেতো। আশার কিরণ রেখা উদ্ভাসিত হয়ে নৈরাশ্যের আঁধারে নিমগ্ন মন প্রাণকে আলোকিত করতো। যখন বৈঠক থেকে বিদায় হতাম তখন এ বিশ্বাস নিয়ে যে, রাত যতোই দীর্ঘ হোক, দিনের আলো দেখা দেবেই।

সাতাত্তরের ৭ই মার্চের পর যখন ভুট্টো থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্যে এবং ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে যুগান্তকারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সে সময় ৫-এ যায়লদার পার্কের বৈঠকগুলোতে বড়ো ভিড় জমতো। যুবক দল এবং জামায়াত কর্মীগণ মিছিলে শরীক হয়ে কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠি চার্জ দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে হাজীর হতো এবং কুলবাগে সংঘটিত প্রলয় কাহিনী শুনাতো। মাওলানা এক একটি মন দিয়ে শুনতেন এবং নিজের ভংগীতে পর্যালোচনা করতেন। সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যেতো। আন্দোলন যতোই শক্তিশালী হচ্ছিল, ভুট্টো সরকারের উৎপীড়নের সীমা ততোই বেড়ে যাচ্ছিল। মহিলাদের উপরে শহরের বারাংগনা দিয়ে লাঠিচার্জ করানো হয়, আল্লাহর ঘরে নির্মমভাবে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা হয়, পথঘাট যুবক, বৃদ্ধ ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত করা হয়। শাহী কেল্লায় যুবকদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। স্বয়ং মাওলানাকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত করার চেষ্টাও চলে। কিন্তু এ সব কিছু তিনি অসীম ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে থাকেন এবং সকলের মনে আশার আলো জাগ্রত করতে থাকেন। পরিস্থিতি পরিবর্তনের উপর তাঁর এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যেমন আগামীকালের সূর্যোদয়। তিনি বলতেন—"যাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করা হচ্ছে, জালেমদের নামের সাথে তাদের নাম লিখে নেয়া হবে। তারপর এক একজনের প্রতিশোধ নেয়া হবে।"

একজন বলেন,—মাওলানা এমন সময় কি আসবে যখন এসব জালেমদের হিসাব নেয়া হবে ?

মাওলানা—ইন্‌শাআল্লাহ। সে দিন অবশ্যই আসবে এবং অতি শীগ্‌গীর আসবে।

এ মর্দে খোদার কথা সত্যে পরিণত হয়েছে।

—০—

www.pathagar.com

কালজয়ী

—হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস

সাইয়েদ মরহুম মহতারাম! আপনি চলে গেছেন। দূরে বহুদূরে যেখান থেকে কোন খবর আসে না, আপনি তেমন এক দূর দেশে চলে গেছেন। সেখানে যারা যায়, তারা আর ফিরে আসে না। যামানা আপনাকে চিরদিন স্মরণ করবে এবং ইতিহাস তার পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আপনার খেদমতে নিবেদন করতে থাকবে।

কিন্তু, হে আমার মুরশেদ! ইতিহাস পক্ষপাতহীন হওয়া সত্ত্বেও কখনো আবার অপারগ হয়ে যায়। তাকে শৃংখলও পরানো হয়, আবার শাহী তখ্‌তেও বসানো হয়। এ জন্যে আমি মনে করি আপনার নিঃস্বার্থ সংগ্রামের প্রতিদান ঐ আদালত থেকে পাওয়া যাবে যা ন্যায়ের কষ্টি পাথরের এদিক সেদিক হবে না। যার উপর কারো জোর জবরদস্তি চলবেনা এবং যা কারো দ্বারা প্রতারিতও হবে না।

আপনার দাওয়াতে যারা উৎসর্গীত তাদেরকে সর্বদা এ কথাই বলতেন—আমরা ঐ আদালত থেকে ইনসাফ চাই যেখানে হক ও ইনসাফের পক্ষপাতহীন ফয়সালা হয়। আমি বিচারদিনের মালিকের রহমত ও ফযল করমের পুরো আশা রাখি যে সেখানে আপনার মামলার ফয়সালা আপনার জন্যে ও আপনার কর্মীদের জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক ও আনন্দদায়ক প্রমাণিত হবে। আপনি ত মানবীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও হকের জন্যে আপনার সবকিছু কুরবানী করার সংকল্প দুনিয়াতে কার্যকর করে দেখিয়েছেন এবং এ প্রেরণা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ফুৎকারিত করে দিয়েছেন। আপনার জীবন ও মরণ ছিল হকের জন্যে। অতএব - هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ অনুযায়ী আমরা আখেরাতে আপনার মংগলই কামনা করি।

www.pathagar.com

দ্বীনে হকের উৎসর্গীত মুজাহিদ! মরণ অতি সত্য। জন্মালে মরতে হবে। আপনার আগেও অসংখ্য লোক মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেছে এবং আমরাও আপনার পেছনে আসছি। কিন্তু আপনার বিরহ হৃদয় বিদারক এবং আপনার শূন্যতা অপূরণীয়। মন ভগ্নোৎসাহ, মুখ মলিন, চোখ অশ্রুকাতর, চিন্তা উদ্বিগ্নপূর্ণ। আপনার জানবাজ সিপাহী দুনিয়াশুদ্ধ আপনার স্মরণে প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে। সে সব প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে দুনিয়ার প্রতিটি অংশে আপনি লোকের সামনে রয়েছেন। আপনি একজন মানুষ ছিলেন। আমার মতো এবং দুনিয়ার অন্যান্যের মতো একজন মানুষ। কিন্তু আপনার কার্যকলাপ ছিল অতি মহান। আপনার সংগ্রাম ছিল বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। আপনি ত স্রষ্টা ও প্রভুর হয়ে গেছেন। অতএব তিনি আপনাকে মানুষের চোখের তারা বানিয়ে দিয়েছেন। আপনি রসূলের সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন মরণ পণ করেছিলেন। অতএব মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রভু আপনাকে তাঁর নিয়ামতের জন্যে বেছে নিয়েছেন। তারপর আপনাকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যা দেখলে ঈর্ষা হয়।

আপনি চলে গেছেন। আপনার যাওয়াটা কেয়ামতের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমরা আপনারই শিখানো নীতি এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে খোদার হুকুমের সামনে মাথা নত করছি। তারপর এ মর্মন্তুদ বেদনা ধৈর্যের সাথে বরদাশ্ত করছি। আমরা আপনার মৃত্যুর পর আপনার মিশনকে জীবিত রাখব। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই হচ্ছে সত্যিকার পন্থা।

ইসলাম এক সার্বিক বিধান এবং বিশ্বজনীন পয়গাম। এ হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার মনঃপূত দ্বীন। তার দৃষ্টিতে স্থান ও কালের সীমারেখা টানা অর্থহীন ও অবাঞ্ছিত। এ দ্বীন প্রত্যেকের জন্যে জীবনের মহৌষধ এবং প্রত্যেক যুগের জন্যে সকল সমস্যার সমাধান। আপনি ছিলেন এ দ্বীনের পতাকাবাহী। আপনার মর্যাদাও বিশ্বজনীন। আপনাকে স্মরণ করার এবং আপনার আলোকিত করা হকের প্রদীপ অর্থাৎ ইসলামী পুনর্জাগরণের পতংগ সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে দূরপ্রাচ্য ও জাপানের ক্ষুদ্রাকৃতি লোকগুলি আপনার ভক্ত অনুরক্ত, অপরদিকে আমেরিকা ক্যানাডার দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ লোক আপনার পয়গাম উপলব্ধি করে তাকে জীবনের পরম সম্পদ মনে করছে। উপমহাদেশের লোক যদি আপনাকে নেতৃত্বের

www.pathagar.com

আসন দিয়ে থাকে ত ইউরোপেও আপনার পয়গামের জন্যে জীবনোৎসর্গকারীর অভাব নেই। আপনার হকের শ্লোগান একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব নওজোয়ানদের মুখে, অপর দিকে তুরস্ক ও ইরানের পরিবেশেও আপনার লাগানো চারা সুন্দর সজীবতা প্রদর্শন করছে। আপনার সাহিত্য ও চিন্তাধারা উত্তর আফ্রিকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকলে আফ্রিকার অন্যান্য অংশের কৃষ্ণাংগদের বক্ষও আপনার সাহিত্য ঈমানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেছে।

শ্রদ্ধেয় মুরশিদ! আপনি একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু হে মহত্বের নিদর্শন এবং উচ্চতার নিশান! আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে কত ফেরাউন ও নমরুদ চেষ্টা করে ধরাশায়ী হয়েছে এবং দুনিয়াবাসীর জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে। আপনি শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে ময়দানে নেমেছেন সাজ সরঞ্জাম বিহীন অবস্থায় এবং ফিরে এসেছেন বিজয়ীর বেশে। স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতার উগ্রস্বভাব-দৈত্য আপনার মস্তক অবনত করাতে পারে নি। আপনি মস্তক অবনত করেছেন শুধু একজনের দুয়ারে এবং প্রত্যেক তাগুতের বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ করেছেন। আপনার উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাহসিকতা, আপনার ইচ্ছা ও সহনশীলতা, আপনার তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টি, আপনার বিনয় নম্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য সুন্নাতে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত। আপনি ছিলেন হকের সিপাহী এবং বাতিলের জন্যে উন্মুক্ত তরবারী।

হে আমার মখদুম! আপনি মনের দুনিয়ার উপর রাজত্ব করেন। আপনি মুকুটহীন বাদশাহ। আপনার মৃত্যুতে নায়রুবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ অশ্রুকাতর। আফ্রিকার কৃতী সন্তান আবদুল কাদের আবদুল্লাহর চোখে অশ্রুধারা দেখে আমার বুক ভেঙে গেল এবং আমিও অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। এই হচ্ছে ইসলামের বন্ধন যা আমাদেরকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। আবদুল কাদের এবং আমি একই গন্তব্যস্থলের পথিক। আমাদের আত্মার স্পন্দন একই সাথে হয়, এ আত্মার স্পন্দনে আপনার লেখনীর প্রভাব রয়েছে। ইসলাম কত সুন্দর সামঞ্জস্য ও একাত্মতা আমাদেরকে দান করেছে যে, যে সব ধারণা ও চিন্তাভাবনা আমার মনের মধ্যে ঝড় সৃষ্টি করছিল, তা আবদুল কাদেরের মুখ দিয়ে প্রকম্পিত শব্দের রূপ ধরে বেরিয়ে পড়লো। এ ছিল আমারই কথা যা আবদুল কাদের ইংরেজী ভাষায়

www.pathagar.com

প্রকাশ করলেন। মুরশিদ! আপনি চলে গেছেন। খোদা আপনার মদদ করুন। আপনার জিহাদ অব্যাহত থাকবে। আমরা আপনার মিশনকে সফল করার জন্যে জীবন উৎসর্গ করব। আপনার পয়গাম দুনিয়ার কোণায় কোণায় পেঁৗছে গেছে।

নওজোয়ান স্কুল শিক্ষক ওসমান আবিদ শুরিয়া ভীষণ কাঁদলেন। এ সুমালী নওজোয়ানটি আপনার সাথে একই সম্পর্ক রাখেন এবং এ সম্পর্কই হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত সম্পর্ক। এ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং মিল্লাতে মুস্তাফাবীর ধারণা বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধে। হে ইসলামী চিন্তাশীল! আপনার ইসলামী খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ সউদ বংশধরগণ আপনাকে ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এ সম্মান বড়ো গর্বের। কিন্তু এ সম্মান থেকে বড়ো সম্মান হচ্ছে এই যে কোন দিন আপনার সাথে যাদের সাক্ষাৎ হয় নি, যারা এক নজর আপনাকে দেখেনি তারা তাদের অন্তরে আপনার প্রেমের দরিয়া প্রবাহিত রেখেছে। আপনার ইসলামী খেদমতের এ স্বীকৃতি কোন বস্তুতান্ত্রিক মাপযন্ত্রে অথবা পার্থিব প্রক্রিয়ায় পরিমাপ করা যায় না। এ মনের দুনিয়া, স্বর্গীয় দুনিয়া। এ এক অফুরন্ত সম্পদ। এ হচ্ছে সত্যিকার পুরস্কার।

পূর্ব আফ্রিকার গর্ব ও সুসন্তান, আলেম, মুজাহিদে ইসলাম মুফাসসেরে কোরআন ও মুবাল্লেগে তাওহীদ শেখ আবদুল্লাহ সালেহ ফার্সী হরহামেশা হাসিমুখে থাকেন। তিনি আপনার মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে পড়েন। আমি জীবনে প্রথমবার এ খোদা প্রেমিক দরবেশের চোখে অশ্রুর ঢল দেখলাম। মাউন্ট কিনিয়ার পর্বতপুঞ্জের উপর অবস্থিত শহরতলি থেকে দূরে অবস্থান করে বহু নওজোয়ান ছাত্র ও ছাত্রী। তারা আপনার মৃত্যুশোকে অভিভূত। দূর দূরান্তের মরু ও বন্য অঞ্চলের শিক্ষকবৃন্দ আপ ার প্রজ্জ্বলিত হকের প্রদীপ থেকে আলোক লাভ করেছে। তারা আপনার মৃত্যুতে বেদনায় কাতর হয়েছে। এ হচ্ছে খোদাপ্রদত্ত সম্মান যা অতি অল্পসংখ্যক আদম সন্তানই লাভ করে।

আমি আপনার মহান জিহাদের কথার লোক মুখেও শুনেছি এবং বইপুস্তকেও পড়েছি। তারপর আমার আপন চোখে আপনাকে জিহাদ করতে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। আপনার মৃত্যুদন্ডের সময়ের ঘটনা- গুলো এবং এ অবিচার ও উৎপীড়নমূলক শাস্তিতে আপনার ধৈর্য ও

www.pathagar.com

অবিচলতা ঐতিহাসিক। বাল্যকালে শুনেছি, যৌবনকালে বার বার শুনেছি, ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, কতবার মানুষকে বলেছি। আজ যখন আপনার মৃত্যুর পর সে কথা মনের পর্দায় উলিটয়ে পালিটয়ে দেখি, তখন আপনাকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার একজন যশস্বী সংস্কারকের উচ্চ আসনে সমাসীন দেখতে পাই। আপনি এ শিক্ষা আমাদেরকে দিতেন এবং বাস্তব কাজের দ্বারা আপনি আমাদের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে জীবন মৃত্যুর ফয়সালা এ যমীনে হয় না। বরঞ্চ হয় আসমানে। আপনার আয়ু বাকী ছিল। তাই ফেরাউন প্রকৃতির লোকেরা আপনাকে কোন আঘাত করতে পারেনি।

যে বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আপনি অসীম ধৈর্যের সাথে মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনেছিলেন এবং অনুকম্পার আবেদনকে সকল প্রশ্নের বাইরে মনে করেছিলেন, সে বিচারালয়ের প্রাচীর ও ইঁটপাথর এবং এ যমীনের প্রতিটি অংশ কেয়ামতের দিনে সাক্ষ্য দেবে যে আপনি নবীর সম্মানের জন্যে জীবন দেয়ার হক আদায় করেছেন। মৃত্যুর যে কুঠরিতে মাটির বিছানার উপরে আপনার বিনয়াবনত মস্তক আসমান ও যমীনের প্রভুর সামনে লুন্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আপনি অস্বাভাবিক রূপে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন এবং যেখানে আপনি সরওয়ারে কায়েনাতকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, সে কুঠরি ও তার অণু পরমাণু রোজ হাশরে আপনার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আপনি দুনিয়ার চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনার ধরন বদলে দিয়েছেন। ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করেছেন। আপনার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা বাতিলকে চূর্ণ করেছেন। আপনি ইতিহাস স্রষ্টা, মহত্বের বহিঃপ্রকাশ, লিল্লাহিয়াতের নিদর্শন।

তখনকার অবস্থা ছিল এমন যে আমি আমার মনের চোখ দিয়ে দেখছি আপনি ফাঁসি কাষ্ঠে বসে অযু করছেন। ফাঁসির পোষাক আপনাকে পরানো হয়েছে। আমার মনের পর্দায় মাস'আব বিন ওমাইর (রাঃ) ও হুসাইন বিন আলী (রাঃ) পবিত্র দেহ দুটি ভেসে উঠছে। দেহের আধখানা কাফনে ঢাকা, আধখানা খোলা। আপনিও ছিলেন তাঁদের অনুসারী। ইসলামের জন্যে জান দেয়ার প্রেরণা ত আপনি তাঁদের কাছ থেকেই লাভ করেছেন। মনের চোখ দিয়ে আমি এটাও দেখছি যে দেয়ালের বাইরে ঐ জেলের এক অংশে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী আপনার জামা কাপড় চোখে মুখে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। এ কান্না, এ অশ্রুর আষাঢ়ে ঢল, কোন কিছুর ভয়ের

www.pathagar.com

জন্যে নয়। আপনার প্রীতি ভালোবাসার ও আবেগ অনুভূতির আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ।

তারকারাজির নীচে রাতভর আপনি জাগছেন। আপনার পবিত্র কলম কোরআনের রহস্য 'তাফহীমুল কোরআনের' আকারে লিখে চলেছে। এ এলমের সম্পদ আমাকে এবং আমার মতো লক্ষ লক্ষ পথভ্রষ্ট নওজোয়ানকে সিরাতুল মুস্তাকীম দেখিয়েছে। আপনার বই-পুস্তক হাতে আজ অসংখ্য যুবককে দেখছি যে তারা এ অমূল্য সম্পদকে ভক্তিভরে চুম্বন করছে। এ অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় এগুলো তাদের জন্য প্রভাতের তারকার ন্যায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। এগুলোই তাদের হাতিয়ার যার দ্বারা তারা দুনিয়ার রীতিনীতি পরিবর্তন করার সংকল্প রাখে।

কিনিয়ার ভূখণ্ডে একটি মিশন স্কুলে ক বছর আগে যে ঘটনা ঘটে আজ তা আমার বার বার মনে পড়ছে। আপনার বই দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) কি বিপ্লব এনেছে তাই নিয়ে এ ঘটনা। ক্যাথলিক খৃষ্টান মিশনারীদের স্কুলের যুবতী বালিকারা। দরিদ্র ও এতিম হওয়ার সুযোগে ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে খৃষ্টবাদের জালে আবদ্ধ করা হয়েছে। একবার রোববার সকালে তারা গীর্জায় যেতে অস্বীকার করে। মিশন স্কুলে এক আন্দোলন চলছিল এবং প্রত্যেকটি বালিকার মুখ থেকে কালেমা তাইয়েবা উচ্চারিত হচ্ছিল। মিশনের সিস্টার ও ফাদাররা হতবাক হয়ে ভাবছিল যে. এ কি করে হলো। এ গোলযোগের মূলে ছিল আপনার বই 'দ্বীনিয়াত'। প্রত্যেক বালিকা বলছিল, 'আমার নাম আয়েশা,' 'আমার নাম হালিমা,' 'আমার নাম ফাতিমা।'

আপনার কেতাব যে বিপ্লব এনেছে সে সম্পর্কিত ঘটনাগুলো আমার মনে আছে। এ একটি দুটি ঘটনা নয়, অসংখ্য। আমি ওসব লোকদেরকে জানি যারা আপনার নাম শুনলে নাক সিটকাতো এবং আমাকে পর্যন্ত গালি দিত। এখন তারা আপনার নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে। আপনার মৃত্যুর পর তাদের মনের অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ হয়। এ হচ্ছে আপনার বই পুস্তকের কৃতিত্ব এবং আপনার লেখার পুরস্কার।

আমার অনুগ্রহভাজন। খোদা আপনাকে বেহেশ্‌ত নসীব করুন। আপনি কত স্নেহশীল ছিলেন! আপনার অধীনে যারা ছিল তারা প্রত্যেকেই মনে করতো সে আপনার সবচেয়ে বেশী স্নেহের পাত্র। কিন্তু আপনার স্নেহ ভালোবাসা সকলের প্রতি একরূপ ছিল। আমার স্নে

www.pathagar.com

দিনের মুহূর্তগুলো স্মরণ আছে যখন আপনি আমাকে পূর্ব আফ্রিকা যাওয়ার আদেশ করেন। আমার নগণ্য বক্ষের সাথে আপনার জ্ঞানভান্ডার বক্ষের পরশ অনুভব করেছিলাম। এ সৌভাগ্যের জন্যে আমার বন্ধু-বান্ধব বহুদিন ধরে আমাকে মুবারকবাদ জানাতো। সে দিন আপনার মুবারক হাত দিয়ে আমার হাত ধরে যে দোয়া দিয়েছিলেন, তা বিগত পাঁচ বছর যাবত আমার পুঁজি হয়ে আছে এবং আল্লাহর খাসরহমতের কারণ হয়েছে। এ অপরিচিত দেশে আমি আপনার দোয়ার তোহফা এবং আপনার সাহিত্যের পাথেয় নিয়ে এসেছি। খোদার শোকর যে আপনার পয়গাম এ দেশ ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। আমার প্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টি এবং দোয়া দেখে মুহতারম আসেম নো'মানী আমাকে বলতেন "আপনার ত ভাগ্য ফলেছে।" সত্য কথা বলতে কি আপনার মতো লোকের নেক দোয়া আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করার কারণ হয়ে যায়।

হে ইসলামের মুজাদ্দিদ! যামানা আপনার দূরদর্শিতা ও ব্যাপক চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দান করেছে। আপনি লাহোরে বসে সমগ্র দুনিয়ার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি অঞ্চলের অবস্থা আপনার ভালোভাবে জানা ছিল।

এই ত গত এপ্রিলের কথা। আমি তাঁর খেদমতে সালাম করতে এবং শরীর কেমন আছে তাই দেখতে গেলাম। সালামের পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে নূরাণী চেহারা দেখতে রইলাম।

তাঁর রোগাক্রান্ত শীর্ণ দেহ এবং ভাঙা স্বাস্থ্য দেখে বেদনা বোধ করলাম। আমার বন্ধু আবদুল হাফিজ আহমদ কিন্তু ক'দিন আনন্দকর বিস্ময়ে অভিভূত ছিলেন। তিনি বলতেন যে মুহতারাম মুরশিদ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এতো প্রশ্ন করলেন এবং তারপর পর্যালোচনাও করলেন যে অবাক হতে হয়। তাঁর শরীরের অবস্থা দৃষ্টে বেশী কথা বলা উচিত হয় নি। কিন্তু তিনি ত তাঁর দেহ ও মনের যাবতীয় শক্তি এ কাজের জন্যেই ওয়াকফ্ করেছেন। তাঁর চিন্তা ছিল এ জন্যে যে তাঁর সেনাবাহিনী কোন্ ফ্রন্টে কোন্ অবস্থায় আছে।

তার মৃত্যুর কয়েকঘন্টা পূর্বে নাইজেরিয়ার হাই কমিশনার নূহ মুহাম্মদ মাওলানা সম্পর্কে আমার সাথে আলাপ করতে গিয়ে বলেন, মওদূদী সারা দুনিয়ার মুসলমানদের নেতা এবং তাদের বিরাট সম্পদ।

হে মহান মুজাহিদ! আমি আপনার সম্পর্কে বহু কিছু শুনেছি ও

www.pathagar.com

পড়েছি, কিন্তু আমি যা চোখে দেখেছি তার অবিকল চিত্র আমার মনের গভীরে অংকিত হয়ে আছে। তেষট্টির অক্টোবরের সেদিন আমার জীবনের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা, যখন আমি দেখেছিলাম আপনি দুশমনের গুলীর সামনে বুক পেতে দিয়ে অবিচল থাকার বাস্তব নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। আমি ইন্টার কলেজের ছাত্র সেদিন আপনার প্রশংসনীয় নেতৃত্বের সাহসিকতা দেখে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে ছিলাম আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি। সেদিনের আপনার সে শব্দগুলো আজও আমার কর্ণ কুহরে গুঞ্জরিত হচ্ছে। গুলী চলছে আর আপনি বলছেন আমি বসে পড়লে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? সে দিন আমার মন এত সাহসী ও শক্তিশালী হয়েছিল যে বুকে গুলী খাওয়ার জন্যে আমি তৈরী ছিলাম। আপনার বাস্তব কুরবানী কত দুর্বল মানুষকে ঈমানের সাহস ও শক্তি দান করেছে। আপনি ছিলেন মহান। মহত্ব ছিল অবধারিত।

হে মহান বিজয়ী! আপনি হৃদয়-দুর্গগুলো জয় করেছেন। শয়তানের আবেষ্টনী ভেঙে দিয়েছেন। বাতিলের ঝান্ডা পদদলিত করেছেন' আল্লাহর ঝান্ডা মনের ভূখন্ডে উড্ডীন করেছেন। আপনার তলোয়ার ও ঢাল ছিল অপরাজেয়। আপনি খোদার মদদ ও সাহায্য প্রার্থী ছিলেন এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার আহবায়ক ছিলেন। আপনি আপনার উৎসর্গীকৃত সিপাহীদেরকে জেহাদের ময়দানে রেখে গেছেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি তাদেরকে ভালো ভাবে জিহাদের তরবিয়ত দিয়ে গেছেন। আপনার রূহ শান্তনা লাভ করবে যখন আপনার জীবিত রূহানী সন্তানগণ সারা দুনিয়ায় আপনার মিশন জীবন্ত রাখবে।

হে সমকক্ষহীন গুনী! দূরে বহু দূরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে আপনি আপনার সাথীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। রাহমাতুল্লিল আলামীনের কদম মুবারকের উপর হয়তো মাথা রেখেছেন। হয়ত বা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও শাহীদানের রূহের সাথে আপনার রূহ আনন্দে বিচরণ করছে। আপনার সাথীগণ আপনার পথপানে হয়তো চেয়ে আছে। নীল উপত্যকার বিরাট মুজাহিদ হাসানুল বান্না (রঃ)—যাঁর শাহাদাতের পূর্বে তাঁর তাওহীদী সন্তানদেরকে নিষ্ঠুর জালেমরা কারার অন্তরালে আবদ্ধ করেছিল—আপনার সাথে কোলা কোলী করবেন এবং হয়তো উভয়ের রূহদ্বয় আনন্দের হাসি হাসবেন। লাহোরের মাটি ও খুনে লুন্ঠিত আল্লাহ বকশ হয়তো বেহেশতী

www.pathagar.com

ফুলের মালা হাতে আপনার অভ্যর্থনার জন্যে এসে থাকবেন। আপনার ভাই সাইয়েদ কুতুব শহীদানের ভিড়ের মধ্যে মুচ্‌কি হাসির ফুল নিয়ে 'আহ্‌লান' ও 'সাহ্‌লান' বলে অভ্যর্থনা করে থাকবেন। আপনার প্রশিক্ষণ প্রদত্ত সিপাহী অবিচলতার পাহাড় ডাঃ নাযির আহমদ খুনের কাফন পরে হয়তো আপনার সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন। আমাদের মুজাহিদ সাথী এবং আপনার রুহানী সন্তান আবদুল মালেক হয়তো আপনার প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছিলেন। আমাদের ভাই এবং আপনার জন্যে উৎসর্গীত তাসনীম আলম মানযার হয়তোবা আপনার পথের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। আপনার দূত ও আমাদের নেতা চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ কিনিয়ার মাটিতে ইসলামী আন্দোলনের চারা লাগিয়ে ছিলেন। তিনি হয়তো আপনার হাতে চুমু দিচ্ছেন।

হয়তো বা আপনার অভ্যর্থনার জন্যে আপনার রবের দরবারের ফেরেশতাগণ এবং মুকাররেবীন রূহ সমূহ তৎপর হয়ে থাকবেন এবং

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي

جَنَّتِي -

এর সুসংবাদ শুনিয়ে থাকবেন।

হে মহান নেতা! আপনি ছিলেন আল্লাহ্‌র একটা বিরাট তোহ্‌ফা। প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে আপনার তীক্ষ্ন বুদ্ধি আমাদের সমস্যার সমাধান করেছে। প্রত্যেক সংকট মুহূর্তে আপনি আমাদেরকে মন্‌যিলের চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন। আপনার শূন্যতা ত অপূরণীয়। কয়েক বছর পর যে সময় আসবে তার জন্যে আপনি প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন, যখন আপনি আপনার নির্ভরযোগ্য সাথী মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেবের কাঁধে নেতৃত্বের বোঝা চাপিয়েছিলেন। এ পরিবর্তন সত্ত্বেও আপনার অস্তিত্ব ছিল একটা অবলম্বন এবং আপনার নেতৃত্ব ছিল সর্বদা উৎসাহব্যঞ্জক। আপনি আপনার যৌবনে কোন শাসককে খাতির

www.pathagar.com

তোয়াজ করেন নি। বৃদ্ধ বয়সেও আপনার মন ও দেহের বলিষ্ঠতা দুনিয়াকে অবাক করেছে। সাতাত্তরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আপনার বিবৃতিসমূহ আমাদের মতো দুর্বলদের জন্যে ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। আপনার সাহস ছিল খোদা প্রদত্ত এবং ঈমান ছিল হক্কুল ইয়াকীন। আপনি কোন স্বৈরাচারীর সামনে মাথা নত করেন নি। আপনার মতো ব্যক্তিত্ব কয়েক শতাব্দীর মধ্যে একজন পয়দা হয়।

মুহতারম সাইয়েদ! আমরা আপনার সন্তান। খোদাকে হাজের নাজের জেনে আপনার কাছে এ শপথ করছি যে বাতিলের সাথে কখনো সমঝোতা করব না এবং তাগুতের সামনে মাথা নত করব না।

সাইয়েদী মুরশিদী! আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবার শুধু একটি পদ্ধতিই আছে। তাহলো এই যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে কার্যকর করার সংগ্রাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করতে থাকবো। এ শ্রদ্ধা নিবেদন ইন্‌শাআল্লাহ অবশ্যই করব। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য পথে অবিচল রাখুন। আপনাকে তাঁর রহমতের অংগনে স্থান দিন—আমীন।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী

কিছু কথা

—ফরিদ আহমদ

খবর পেলাম ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল এবং কোরআনের তফসীরকার জনাব হযরত মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্নালিল্লাহে... ... ...।

মাওলানা তাঁর যুগের বিরাট সংস্কারক ছিলেন, রিফর্মার ছিলেন। উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর পুরোধা ছিলেন। তিনি তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন ১৯৩৯ সালে পাঠান কোট থেকে। তাঁর গোটা জীবন আম্‌রু বিল্‌ মারুফ ও নাহী আনিল্‌মুনকারের সংগ্রামে অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁর পেছনে এক বিরাট সাহিত্য সম্পদ রেখে গেছেন। যতোদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিন তা ইসলামী বিশ্বকে আলোক বিতরণ করতে থাকবে।

মাওলানা মওদূদী এ যুগের এমন একজন চিন্তাশীল ছিলেন যিনি আধুনিক দুনিয়ার সামনে এক অভিনব ও অনন্য পদ্ধতি পেশ করেছেন। ফলে এমন এক আন্দোলন গড়ে উঠেছে যা বিংশতি শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ। তিনি মানব মনের বেদনা উপলব্ধি করেন এবং তা নিরসন কল্পে ইসলামী চিন্তাধারা ও মতবাদ উপলব্ধি করার উপর বিশেষ জোর দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি অসীম সাহসিকতা ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবেলা করেন এবং আপন

www.pathagar.com

কাজ করতে থাকেন। বিরূপ সমালোচনা ও অপপ্রচার হাসিমুখে বরদাশ্‌ত করে দুনিয়ায় এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মাওলানা মওদূদীকে বহু ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়। প্রথমতঃ সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবেশ,— এগুলোকে ইসলামের সত্যিকার দৃষ্টিভংগী ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তা বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগের যৌনাবেগ সৃষ্টিকারী মতবাদ মুসলমান সমাজে যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল, তা সংস্কার করে মুসলমানদের সুসংগঠিত করারও প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়তঃ শক্তিশালী যুক্তি প্রমানাদির দ্বারা বিদেশী মতবাদগুলিকে অন্তঃসারশূন্য প্রতিপন্ন করা যাতে করে এ সব মতবাদ গ্রহণকারী ইসলামের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করে নিজেদের সংস্কার সংশোধন করতে পারে। এ সব কাজ মাওলানাকে করতে হ'য়েছে এবং তিনি সার্থকতার সাথে এ সব মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। অতএব এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে তাঁর সাহিত্য সম্পদ গোটা বিশ্বে মানসিক চেতনা ও বিপ্লব সৃষ্টি করেছে. এর বাস্তব প্রমাণ তিনি তাঁর জীবনেই দেখে গেছেন। আজ দুনিয়ার মধ্যে কোথাও যদি মুসলমানদের কোন আন্দোলনকে সোশ্যালিষ্ট কমিউনিষ্ট্‌ ও নাস্তিক মতবাদের মুকাবিলা করতে দেখা যায়, তাহলে বলতে হবে তার মধ্যে মাওলানা মওদূদীর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলাম বিমুখ হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের সংস্কারধর্মী প্রাণশক্তি উপলব্ধি করার প্রেরণা দান করেন। এ কারণেই আধুনিক যুগে মুসলমানগণ নাস্তিকতার ধারণা-বিশ্বাসের মুকাবিলা করার জন্যে তৈরী হয়েছে। এ মুকাবিলা শুধু মুসলিম দেশগুলোতেই করা হচ্ছে না, বরং তার প্রতিধ্বনী পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু পাকিস্তানেই নয় বহির্বিশ্বেও মুসলমানগণ কমিউনিষ্টদের মুকাবিলায় শিশা ঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

কমিউনিষ্টদের প্রসংগে এ কথা বলাও প্রয়োজন বোধ করছি যে ১৯৬২ সালে মাওলানা উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষিত সমাজ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, এখন তাদেরকে চিন্তার দিক দিয়ে এতোখানি উদ্বুদ্ধ করা হোক যে

www.pathagar.com

তারা যেন একটা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কমিউনিস্টদের শুদ্ধিকরনের কাজ করতে পারে। তিনি এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, পাকিস্তানে কমিউনিষ্টদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হোক। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে এ আশা পোষণ করি যে তারা ইসলামের প্রাচীরের সংঘাত সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কমিউনিষ্ট পার্টি ত আত্মপ্রকাশ করলোনা। কিন্তু 'বামপন্থী' নামে যে দলই 'সমাজতন্ত্রের' অথবা 'প্রগতির' নামে ময়দানে এলো, তারা ব্যর্থ হয়ে গেল। তার একটা দৃষ্টান্ত জনাব যুলফকার আলী ভুট্টুর দল। এ দলটি ক্ষমতার রুদ্রমূর্তি নিয়ে ময়দানে এসেছিল। তাদের আনন্দমুখর হৈ হল্লায় কানে তালা লাগতো। কিন্তু কালচক্রে তার ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তার নেতা যখন চরম সংকটের সম্মুখীন হলেন তখন তিনি একবার রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক শিক্ষালাভের জন্যে ইছড়ায় মাওলানা মওদূদীর নিকটে হাজীর হন। এ এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে ব্যক্তি ক্রমাগত আট বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মাওলানা মওদূদীর চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করে এসেছেন, তিনি ব্যর্থ মনোরথ হলেন। তাঁর ভালোভাবে জানা ছিল যে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আন্দোলন যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং যেভাব সকল দল তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে মাওলানা মওদূদীর শক্তিও অবশ্যই নিহিত আছে।

শুধু ভুট্টু কেন? তিনি ত ছিলেন একজন PSEUDO-SOCIALIST—মিথ্যা বা নামকেওয়াস্তে সোশ্যালিষ্ট। বড়ো বড়ো ঝানু কমিউনিষ্টও মাওলানা মওদূদীর শক্তি থেকে বাঁচতে চেয়েছে। আমি অনেক কমিউনিষ্টকে এ কথা বলতে শুনেছি—তাঁর (মওদূদী) আন্দোলন এক সুসংঘটিত আন্দোলন আর এটাই আমাদের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। এ জন্যে আমরা এ আন্দোলনের ধারক বাহকদের বিরুদ্ধে বিরোধীতার হাতিয়ার ব্যবহার করি।

বিগত দশ পনেরো বছর যাবত আমি স্বয়ং অতি প্রগতিবাদীদেরকে এ কথা বলতে শুনেছি, আমাদের সন্তানেরা আমাদের কন্ট্রোলে আর নেই। তারা স্কুল কলেজে ইসলামী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং আমাদের বাড়ীতে তারা মৌলভী হয়ে পড়ছে।

মাওলানা মওদূদী এ যুগের একজন বিরাট সংস্কারক। তিনি সাহিত্যের যে বিরাট সম্পদ রেখে গেছেন তা উপরে উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। সংক্ষেপে আমি এতোটুকু বলতে চাই যে মরহুম মাওলানা তাঁর যুগের শুধু বিরাট সংস্কারক ও মুফাসসিরই ছিলেন না, বরঞ্চ এক বিরাট সাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বেগবান। বিরাট ও জটিল বিষয় তিনি সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করতেন। মাওলানা প্রাঞ্জল ও সহজ গদ্য সাহিত্যের প্রচলন করেন। তিনি এত সুন্দর ভংগীতে তাঁর কথা ব্যক্ত করেন যে তাঁর চার পাশে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটে যাঁরা ছিলেন চিন্তা ও মতবাদের দিক দিয়ে এ সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেন নি, চিন্তাশীল সৃষ্টি করেন। তিনি চিন্তার লালন পালনে জীবনের প্রতিটি বিভাগও দিককে সামনে রাখেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর চিন্তাধারা এতো পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট ছিল যে তা হৃদয় রাজ্যকে প্রভাবিত করতো। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কলম ও কাগজের জন্যে উৎসর্গীত করে রেখে-ছিলেন। তিনি চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার চর্চায় সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

সাইয়েদ মওদূদীর সাথে আমার তিন চারবার সাক্ষাত হয়। সে সাক্ষাত আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রয়েছে। সাক্ষাতের সময় কথাবার্তা বলতে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেন না। তাঁর কথা বড়ো প্রভাব বিস্তার করতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোশ মেজাজ। ছোটো ছোটো মিষ্টি মিষ্টি বাক্যে কথা বলতেন। কথা বলতেন ধীরে ধীরে। শ্রোতার কথাও তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অত্যন্ত সংযত হয়ে বলতেন। সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও সংযত ভাষায় কথা বলতেন।

সাইয়েদ মওদূদীর জন্যে প্রত্যেক সরকার ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাঁর মুকাবেলার জন্যে তাঁর অপবাদ রটানো প্রয়োজন বোধ করা হতো, প্রত্যেক বারেই তাঁর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বই পুস্তক ছাপানো হয় যাতে কোন ফল হয়নি। শুধু এতোটুকু হয়েছে যে এতে কিছু লোকের হালুয়া রুটির ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা এই যে মাওলানার সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে অনেক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। সরকার এ সব নীচমনা লোকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতো এবং মাওলানার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাতো। কিন্তু তাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছনাই জোটে।

আমার মনে আছে, সুহরাওয়ার্দী সাহেবের সময় থেকে ভুট্টো

www.pathagar.com

সাহেবের সময় পর্যন্ত বহু লোক মাওলানার সহনশীলতার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু মাওলানা তাদের সকলকে ক্ষমা করতে থাকেন। তাদের মধ্যে কাওসার নিয়াযীর নাম প্রথম সারিতে। আল্লাহ সুরেশ কাশ্মিরীকে বেহেশত নসীব করুন, তিনি মাওলানা মওদুদীর পক্ষ অবলম্বনে তাদের বিরুদ্ধে লড়তেন। কিন্তু সাইয়েদ মওদুদীকে যখন তাঁর বিরোধীদের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তখন তিনি মুচ্‌কি হেসে বলেন, এদের কে খোদার উপর সুপর্দ করুন।

প্রথম মাওলানা মওদুদীকে দেখেছিলাম লাহোরে ১৯৫৬ সালে। সে সময়ে তিনি পৃথক নির্বাচন নিয়ে জনাব সুহরাওয়াদী'র সাথে আলাপ আলোচনা করছিলেন। মাওলানার বক্তব্য ছিল এই যে মুসলমানদের সামাজিকতার দাবীই এই যে পৃথক নির্বাচনের প্রচলন করতে হবে। তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি কত ধীর স্থির ও বিনয় নম্র। আমি সেখানে গিয়েছিলাম আমার চাচা আতীক সাহেবের সাথে। আমরা অবশ্যি গিয়েছিলাম মিসবাহুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের সাথে দেখা করতে। তিনি ছিলেন মাওলানার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং দৈনিক তাস্‌নিমের সম্পাদক। তাঁর সাথে কিছু আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম মাওলানা সামনেই বসে রয়েছেন। আমাদের কথা শুনে তিনি বল্লেন, "আপনাদেরকে ত ফারুকী সাহেবের শ্বশুর বাড়ীর লোক বলে মনে হচ্ছে।" আমরা হাঁ বলাতে তিনি খুবই স্নেহের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তারপর থেকে কখনো তাঁর সামনে গেলে আর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হতোনা।

মনে পড়ছে সম্ভবতঃ চৌষট্টির শুরুতে মাওলানা বাহওয়ালপুর তশরিফ আনেন। এ এমন এক সময় ছিল যখন সকলের মুখেই জামায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথা শোনা যাচ্ছিল। আইয়ুব খানের চার ধারে যারা ছিল তাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট এবং আধুনিকতার পতাকাবাহীদের সংখ্যা বেশী ছিল। এর মধ্যে একবার মাওলানা আইয়ুব খানের সাথে দেখাও করেন। বাহওয়ালপুরে মাওলানা ইমরান সাহেবের মেহমান ছিলেন। আমার বন্ধু জাবিদ হাসান সহ মাওলানার সাথে দেখা করতে যাই। আইয়ুব খানের সাথে মাওলানার সাক্ষাতের প্রসংগ উঠলে মাওলানা বলেন, "শুনছিলাম যে আইয়ুব খান দেখা করতে চান। একবার তিনি লাহোর এলে তাঁর জনৈক মন্ত্রী আমার সাথে যোগাযোগ করেন যার ফলে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। ড্রইংরুমে

www.pathagar.com

প্রবেশ করার সাথে সাথেই আইয়ুব খান এসে পড়লেন। খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বল্লেন, "মাওলানা। আমি আপনার সাথে মিলিত হওয়ার বড়ো অভিলাষ পোষণ করতাম, আমি আপনার বই পুস্তকও পড়েছি।"

কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথেই আমি বল্লাম, "বইপুস্তক পড়েছেন কিন্তু তার কোন সুফল ত চোখে পড়ছেনা।"

আইয়ুব খান নিজকে সামলে নিয়ে বসে পড়লেন। একটি টেবিলে দেখলাম আমার কিছু বই পুস্তক পড়ে রয়েছে। আইয়ুব খান বল্লেন, "এসব অতিরিক্ত বই চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।" তারপর বল্লেন, "বলুন, এখন কি হচ্ছে?"

"বল্লাম, আমাকে সাক্ষাতের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বলুন ব্যাপার কি?"

আইয়ুব খান এদিকে ওদিকে একবার মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "আপনার সাথে দেখা করার বড়ো খায়েশ ছিল এবং দেখা হয়ে খুব খুশী হয়েছি।"

"বল্লাম, দেখা ত হলো তাহলে এখন অনুমতি হলে যেতে পারি?"

আইয়ুব খান বল্লেন, "আচ্ছা, এই বলে তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো আন্দাজ করতে চাইছিলেন যে মৌলভী কেমন হবে।"

এ কথা বলে মাওলানা হাসতে থাকেন। তারপর বলেন, "মিসবাহুল ইসলাম ফারুকী কোথায়?"

বল্লাম, তিনি আহমদপুরে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন এবং চাষাবাদও করেন। কিছু জমিজমাও আছে।

মাওলানা বল্লেন, "বেশ, মুমেন এবং চাষাবাদ?" তারপর বল্লেন, তাঁকে গিয়ে বলুন আবুল আলা বলে মুমেন এবং চাষাবাদ দুটি বিপরীতমুখী বস্তু।"

এখানে মাওলানার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। তা বলার অবকাশ এখানে নেই. আমি আহমদপুর গিয়ে ফারুকী সাহেবকে মাওলানার কথা বল্লাম। তিনি একটুখানি মুচকি হেসে চুপ রইলেন। তারপর বল্লেন, মাওলানা কবে ফিরে যাচ্ছেন? মুমেনের পরীক্ষার দিন এসে যাচ্ছে। আমি তাঁর এ কথা বুঝলাম না বলে তিনি একটু হাসলেন। তার কয়েকদিন পরই আইয়ুব খান জামায়াতকে বেআইনী

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন এবং মাওলানাকে জেলে আবদ্ধ করেন। তারপর শুনলাম ফারুকী সাহেব করাচী চলে গেছেন। কিছু দিন পর শুনলাম মিসবাহুল ইসলাম ফারুকী ও মাওলানার ছেলে আহমদ ফারুক মওদুদী সুপ্রীম কোর্টে রিট্ দাখিল করেছেন। এবার ফারুকী সাহেবের ঐ কথাটি বুঝলাম যে মুমেনের পরীক্ষা আসছে।

এ মামলা চলাকালে একবার হঠাৎ করাচী গেলাম। সুপ্রীম কোর্টে সুনানী চলছিল। জামায়াতের লোকজন থাকতো রোস্টাল হোটেলে এবং ওকালতি করছিলেন এ, কে, ব্রোহী।

মামলা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। এদিকে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করে দেন। মাদারে মিল্লাতকে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্যে দাঁড় করানো হয়েছিল। পি, ডি, এম, এর এ সিদ্ধান্তে জামায়াতের একমত হওয়ার জন্যে মাওলানা মওদুদীর নির্দেশের অপেক্ষা করা হচ্ছিল। একদিন সকালবেলা জেল থেকে একখানা পত্র এলো। তাতে মাওলানা বলেছেন–আইয়ুব খানের মুকাবিলায় ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করতে হবে এবং আদালতে যে মামলা চলছে তাতে এ চেষ্টা করতে হবে যাতে করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অবশেষে তাই হলো। জামায়াতের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অভিযোগ আদালতে মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

মাওলানা তাঁর মিশন সম্পন্ন করে এ নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় হয়েছেন। যতোদিন দুনিয়ার অস্তিত্ব থাকবে তাঁর নামও অমর হয়ে থাকবে।

সাপ্তাহিক চাটান
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯।

www.pathagar.com

মওদূদীর রাজনীতি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার আগে

—ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী

[বিজ্ঞ লেখক মাওলানা মওদূদীর জন্ম, বংশ পরিচয়, বাল্য শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রভৃতি উল্লেখ করার পর বলেন—।]

মাওলানা ছিলেন একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁর সকল গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তিনি বহু গ্রন্থ, পুস্তিকা, প্রবন্ধাদি লিখে গেছেন এবং সবের মধ্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে একখানা উন্নতমানের পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। ১৯৩১ সালে তিনি মাওলানা আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেবের 'তর্জুমানুল কোরআন' হস্তগত করেন। মাওলানা মুসলেহ এ পত্রিকাটির মাধ্যমে কয়েক মাস যাবত দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে কোরআনের পয়গাম প্রচার করছিলেন। তা মাওলানার হাতে আসার পর থেকে তাঁর আন্দোলনের বাহন হয়ে পড়ে। এ পত্রিকার নতুন সম্পাদকের (মাওলানা মওদূদী) মনে তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল। প্রথম ক'বছর পর্যন্ত পত্রিকাটি শেষ পৃষ্টায় (Back Page) এ কথাগুলি বড়ো অক্ষরে ছাপা হতো—"এ পত্রিকাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশাবলীর প্রচার এবং মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার আহ্বান জানানো। তার বিশিষ্ট কর্ম পরিধি এই হবে যে, কোরআনের দৃষ্টি কোণ থেকে সভ্যতা সংস্কৃতির ঐ সব মূলনীতি ও মতবাদের সমালোচনা করা হবে যা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সাথে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র উপস্থাপিত মতবাদ ও আইন কানুনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমকালীন

www.pathagar.com

দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। তারপর কোরআন সুন্নাহর আইন কানুনকে নতুন যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার জন্যে রূপান্তরিত করতে হবে। এ পত্রিকাটি উম্মতে মুসলেমাকে এক নতুন পথের দিকে আহবান জানায়।"

বিষয়বস্তু সমূহ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবতঃ এ কারণেই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা কম ছিল। কারণ এই ছিল যে জ্ঞান গর্ভ প্রবন্ধাদির পাঠকের সংখ্যাই ছিল সিমিত। তথাপি তার মর্যাদা ও মূল্য অনুমান করতে অধিক বিলম্ব হয়নি। দু'টি সমসাময়িক পত্রিকা, 'আল জমিয়ত' ও সিদ্ক (লাখনো), পাঠকদের কাছে আবেদন জানায় যে তাঁরা যেন তর্জুমানুল কোরআনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। কারণ এ হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় ইসলামী শিক্ষা প্রচার করছে। 'সিদ্ক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী। সত্বর তাঁদের আবেদনের কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু মাওলানা মওদুদী অবিচল রইলেন এবং ক্রমশঃ গ্রাহক সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনি এ পত্রিকার মান হ্রাস করে একে 'জনপ্রিয়' করার না কোন চেষ্টা করেন, আর না আর্থিক সাহায্যের জন্যে কারো দুয়ারে ধর্না দেন। প্রাথমিক পর্যায়েই তর্জুমানুল কোরআনে এমন সব ধারাবাহিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় যা পরে জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত মাওলানা ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপরে একজন বিজ্ঞ গ্রন্থকার এবং চিন্তাশীল হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। রাজনৈতিক বিতর্কে তিনি কোনদিন নিজেকে জড়িত করেননি। কারণ তিনি এর কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেননি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশগুলোতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিক সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করে। শুধুমাত্র এতে কোন উদ্বেগের কারণ ছিলনা। কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ এ সত্যটা ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারতে শুধু একটিমাত্র জাতিই বাস করেনা। তাঁরা এমন ধরনের গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী নীতি অবলম্বন করা শুরু করেন যা ঐ সব দেশে চলে যেখানে একটিমাত্র জাতি বাস করে। এখান থেকেই জাতীয়তার প্রশ্ন উঠে। এমনটি ত ধারণাই করা যেতোনা যে ভারতে একটিমাত্র জাতি বাস করে এবং সমাজের একটি দল অন্য দলের সাথে শাসনকার্যে শরীক হবে। কিন্তু ভারতে বাস্তব অবস্থার

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে কাজ করা হয়নি যার ফলে মুসলমান তাদের অধিকার থেকে থেকে বঞ্চিত হলো এবং তারা নৈরাশ্যের শিকার হলো। মুসলমান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং তারা অনুভব করে যে ভারতে হিন্দুদের অধীনে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।

মাওলানা এ সিদ্ধান্তে পেঁছেন যে, "মুসলমান এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যে এমন কিছু নেই যা উভয়ের জন্যে সমানভাবে গ্রহণ-যোগ্য। মাওলানা বলেন, আমাদের মৃত্যু তাদের জীবন এবং তাদের মৃত্যু আমাদের জীবন। শুধু এই নয় যে আমাদের এবং তাদের আইন কানুন, নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে একই মূল্যবোধ নেই, বরঞ্চ প্রকৃত ব্যাপার এই যে একটি অপরটির বিপরীত। মতানৈক্য এত বিশাল যে কোন এক বিন্দুতে উভয়ের মিল হতে পারেনা। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে তাদের ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান আসমান ও যমীনের ব্যবধানের মতোই।" *

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কংগ্রেস পলিসির যে সতর্কতাপূর্ণ মূল্যায়ন করেন, তার ফলে অনেকের চোখ খুলে যায়। অনেক প্রতিভাবান ও একনিষ্ঠ মুসলমান কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মুসলীম লীগে যোগদান করেন।

মাওলানা মওদূদী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরকে এ কথা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন যে এক জাতীয়তার মতবাদ মুসলমানদের জন্যে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। অধিকাংশ লোক এ যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পেঁছেন যে উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র পথ হচ্ছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। আলোচ্য বিষয় এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বিতর্কের পটভূমিতে মাওলানার দৃষ্টিভংগীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনি এক জাতীয়তার মতবাদের বিরোধীতা করেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি মুসলমান ভারতীয় পরিবেশে একাকার হয়ে যেতে চায় তাহলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। তিনি মুসলমান অপেক্ষা ইসলামের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। কারণ মুসলমান এ জন্যে মুসলমান ছিল না যে তারা বিশেষ কোন সামাজিক দল অথবা জাতীয় প্রজাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, বরঞ্চ এ জন্যে যে তারা ইসলামের অনুসারী ছিল। এ জন্যে মাওলানার মনে এ জিনিসের প্রাধান্য ছিল

মাওলানা তাঁর 'সিয়াসী কাশ্মাকাশ' গ্রন্থে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করেন—সম্পাদক।

www.pathagar.com

যে মুসলমানদের মনে ইসলাম বদ্ধমূল করা হোক। এ উদ্দেশ্য মুসলমানদের এমন এক দলের দ্বারা হাসিল করা যেতে পারে যারা ইসলামের উপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখে, শুধু মৌখিক দাবী করেনা। শুধু ঈমান অর্থহীন হ'য়ে পড়ে যদি তা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সমাষ্টিক কর্মকান্ডে পথ নির্দেশ করতে না পারে। এ ধরনের কোন দল পূর্ব থেকে বিদ্যমান নেই এবং তা কায়েম করতে হবে। তা এভাবে কায়েম করা যেতে পারে যদি ইসলামকে একটা গতিশীল জীবন বিধান (দ্বীন) হিসেবে পেশ করা যায়, নিছক গতানুতিক ধর্ম হিসেবে নয়। এ কারণেই তিনি জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি মুসলিম লীগের বিরোধীতা করেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে মুসলিম লীগ তার দলে বিভিন্ন উপাদান শামিল করে রেখেছিল। যেমন কমিউনিষ্ট, নাস্তিক, মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং এমন মুসলমান যাদের বাস্তব জীবনে ইসলাম প্রবেশ করার কোন সুযোগই দেয়া হয় নি। তাঁর মতে এ ধরনের দল কি ভূমিকা পালন করতে পারে? যে সময়ে সকল ধর্মের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি চরম আক্রমণ আঘাত চলছে, ভালো ভালো মুসলমান ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে সে সময়ে শুধু মুসলিম জাতীয়তা কোন কাজে আসবে না। এ সব প্রতিহত করার জন্যে মুসলমানদেরকে সংগ্রাম করতে হবে এবং এ সংগ্রাম ভিন্নমুখী হতে হবে।

মাওলানাকে যখন মুসলিম লীগের সাথে সহযোগিতা করতে বলা হয় তখন তিনি বলেন, আপনারা এটা মনে করবেন না যে মতানৈক্যের কারণে তার সাথে অংশগ্রহণ করছি না। আমার জন্যে মুশকিল এই যে অংশগ্রহণ কি ভাবে করব। কারণ কোন আংশিক চিকিৎসা আমার মনে ধরে না এবং আংশিক কাজের প্রতি আমার কোন আগ্রহও নেই।

মাওলানার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা আংশিক সমাধান হবে। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে সব মুসলমান ভারতে রয়ে যাবে তাদের নিরাপত্তার এবং ইসলামের নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে তাদের উন্নতি অগ্রগতির কোনই নিশ্চয়তা নেই। তাঁর মনে এ প্রশ্ন ছিল যে উপমহাদেশে ইসলামের কি দশা হবে। এখানে ইসলামকে পুরোপুরি সংরক্ষিত করার পথ তালাশ করতে হবে আংশিক সংরক্ষণ নয়।

www.pathagar.com

মাওলানা ১৯৩৮ সালের শেষে তিনটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায় সংগত বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ বিকল্প প্রস্তাবটিই পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রেরণা জোগায়।

—০—

www.pathagar.com

শতাব্দীর মানব
চিত্ত বিজয়ী ও চিরস্মরণীয়
—মাওলানা গোলযার আহমদ মোযাহেরী

উনআশির ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় জ্ঞানের সূর্য অস্তমিত হলো। দুনিয়া আবার জ্যোতিস্তম্ভ থেকে বঞ্চিত হলো। ইসলামী দুনিয়ার বীর মুজাহিদ, কোরআনের ভাষ্যকার, নবী প্রেমিক, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ বিদায় হলেন। সেই সাথে বিদায় হলেন বিশ্বজোড়া ইসলামী আন্দোলনের সর্বগুণে গুণান্বিত নেতা। আধুনিক যুগের রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মুখপাত্র হয়ে পড়লেন নীরব ও নিস্তব্ধ। বিপ্লবী কলম থেমে গেল, চিরতরে মূক হয়ে গেল। আধুনিক যুগের ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা,, চিত্ত বিজয়ী, মুকুটবিহীন বাদশাহ, ধৈর্য ও সহনশীলতার, ত্যাগ ও কুরবানীর, স্নেহ ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক বিদায় গ্রহণ করলেন। বিশ্বব্যাপী শোকের মর্সিয়ার মধ্য দিয়ে দুনিয়া উপলব্ধি করলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মিলিত হলেন তাঁর স্রষ্টার সাথে—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।"

চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর রাত ও দিনগুলোকে যদি একটা ব্যক্তিত্ব মনে করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে মুহতারম আবুল আলা মওদুদীরই ব্যক্তিত্ব বলতে হয়। এ কথা ন্যায়তঃ স্বীকৃত যে এ শতাব্দীতে জ্ঞান ও গবেষণার আকাশে কয়েকটি সূর্যের উদয় হয়েছে, তাকওয়া ও রূহানিয়াতের মহফিলে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে, সাহিত্য ও রাজনীতির ফুল বাগিচায় বার বার বার বসন্তের প্রাণমাতানো সমীরণ বয়ে গেছে,

www.pathagar.com

গ্রন্থরচনার বাগানে বহু ফুল ফুটেছে। কিন্তু মাওলানার বহুমুখী প্রতিভা ও সুদূরপ্রসারী ব্যক্তিত্ব এ শতাব্দীর উপরে যে গভীর ও স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছে তা কালের বিবর্তনে ম্লান না হয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে। একদিকে তিনি ছিলেন হকও হেদায়েতের কাফেলার পথ প্রদর্শক, এবং অন্য দিকে রাজনীতির অংগনে অশ্বারোহী সৈনিক। তিনি যেমন ছিলেন উচ্চস্তরের গবেষক পন্ডিত, তেমনি তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ও সুন্দর রচনা শৈলী সম্পন্ন সাহিত্যিক। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন ঈমাম রাযীর মতো সমালোচক, তেমনি ছিলেন ইমাম গায্যালীর দীক্ষাদানের সমর্থক। মসীচালনার ময়দানে দূরদর্শী সমালোচক, বিরাট পন্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট সাহিত্য শিল্পী হিসেবে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের আসনে থেকে তাঁকে যেভাবে ফাঁসীমঞ্চে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে করে ইমাম তাইমিয়া (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) ও মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দের স্মৃতি তিনি জাগ্রত করে রাখেন।

মাওলানার ব্যক্তিত্ব এমন এক গুলিস্তানের মতো যার প্রতিটি ফুলের রং বিভিন্ন প্রকারের এবং সুবাস এক এক ধরনের। রং চিত্তাকর্ষক ও সুবাস মন মাতানো। অবশ্যি মাওলানার ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ তাঁর জীবন চরিতের একটা দিকের উপর নজর দিতে চাই এবং তাহলো "আলেমে দ্বীন হিসেবে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।"

'আলেমে দ্বীন' কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে যে চিত্রটি মনের উপর ভেসে ওঠে তাহলো বিশেষ ধরনের লেবাস পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি, বিশেষ ভাবে দরসে নিজামীর শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন প্রসিদ্ধ দ্বীনী মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত। এমন ব্যক্তিকে বলা হয় আলেমে দ্বীন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা নয়। কার্যকর নয় এমন কিছু অব্যবহারিক তাত্ত্বিক জ্ঞানের তুবড়ি ফুটানোর নাম এলম নয়, আর না মানতেক বা তর্ক-শাস্ত্রের মার পেঁচের নাম। মর্ম উপলব্ধির নামই ত এলম। তা যদি না হয় তাহলে এ ধরনের প্রত্যেক এলমকে বড়ো জোর অক্ষর জ্ঞান বা অক্ষর পরিচয় বলা যেতে পারে। এ তত্ত্বটাই মাওলানার মনে বদ্ধমূল হয়। যার ফলে তিনি বহু গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী) মনের মধ্যে গেঁথে ফেলেন অর্থাৎ একটি দুটি নয় নানান বিষয়ের নানান ধরনের অসংখ্য

www.pathagar.com

বই পুস্তক অধ্যয়ন করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ মন্থন করেন। কিন্তু আল কোরআনকে জ্ঞানের চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেন, যা সকল জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্যের কোষাগার। আল কোরআনকে মাওলানা তাঁর মুহসেন কেতাব (পৃষ্ঠপোষক ও অনুগ্রহশীল) বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনে এ কোরআনই তাকে সাহায্য করে। এলুম ও হিকমতের এ ভান্ডার লাভ করার জন্যে তিনি হাদীসে রসূলকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এ দুটির সাথে তিনি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক করেন। তারপর বহু বছর যাবৎ অক্লান্ত চেষ্টা সাধনার পর সরাসরি ইস্তেম্বাৎ ও ইস্তিখরাজের (অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের) যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে তার ঝলক দেখতে পাওয়া যায়।

আলেমে দ্বীন হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা জানতে পারি যে তাঁর দ্বীনী এলুম শুধুমাত্র ফেকাহ সম্পর্কিত বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ দীনকে তিনি যেমন একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মনে করেন, ঠিক তেমনি দুনিয়ার সকল জ্ঞান বিজ্ঞানকে তিনি দীনেরই একটা অংশ এবং দীন উপলব্ধি করার মাধ্যম মনে করেন। বস্তুতঃ মাওলানা হাদীস, তফসীর, ফেকাহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কোন বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত করতে গেলে তার গভীরে প্রবেশ করে পুংখানুপংখ রূপে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বিষয়টির ভালোমন্দ ও ইতিবাচক নেতিবাচক উভয় দিক যাচাই পর্যালোচনার পরই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। এসব কারণেই তাঁর গ্রন্থাবলীতে যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি ও সুদৃঢ় সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

এতটুকু আলোচনার পর মনের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যে ব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে অক্লান্ত চেষ্টা সাধনার পর জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং দুনিয়ার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মতবাদগুলো সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, তাঁর কথা হৃদয়ংগম করার জন্যে প্লাটো এবং সক্রেটিসের মত মনমানসিকতার প্রয়োজন হতে পারে। সেই সাথে তিনি স্বয়ং তাঁর ভাবধারা প্রকাশ করার জন্যে কতো জটিল পরিভাষা, দুর্বোধ্য বাকপদ্ধতি, কঠিন কঠিন শব্দ ও দুরূহ বাক্য ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু অতীব আনন্দ ও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শতাব্দীর এ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনের গ্রন্থাবলী শুধুমাত্র স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যা-

www.pathagar.com

লয়ের শিক্ষক ছাত্রের মহলেই জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, বরং সাধারণ শিক্ষিত লোকও সহজেই তাঁর গ্রন্থাবলীর স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। মাওলানা ঐসব আলেমগণের মধ্যে একজন যাঁদের এ পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে ইল্‌ম প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা উপলব্ধি করার নাম। আর এ ছিল মাওলানার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে মাওলানার প্রবন্ধাদি উচ্চ থেকে নিম্ন মহল পর্যন্ত সকলের কাছে সমভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমন সহজ সরল ও বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও বলিষ্ঠ যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবগম্ভীরতার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, মাওলানার জীবনে জ্ঞান গবেষণাই প্রসিদ্ধি লাভ করেনি বরং বাস্তব জীবনে তার প্রাধান্যও পরিলক্ষিত হয়। এদিক দিয়ে তাঁর জীবন কাগজ কলম ও বিস্মৃতির গর্ভে কাটেনি, বরং পরিপূর্ণ জিহাদের ময়দানে কেটেছে।

মাওলানাকে আমরা দেখেছি ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম তাইমিয়া এবং মুজাদ্দিদ আল ফেসানীর পদাংক অনুসরণ করে চলতে এবং প্রতি পদে পদে এল্‌ম ও আমলের একত্র সমাবেশ তাঁকে অধিকতর মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

ইসলাম ন্যায়সংগতভাবে প্রত্যেক যুগেই একটা বিপ্লবী মতবাদ এবং মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্যে একটা সার্বিক জীবন বিধান হিসেবেই তার ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং প্রত্যেক যুগেই তার এ বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শতাব্দীতে এ গৌরব মাওলানা মওদূদীই অর্জন করেছেন। কারণ তিনি হৃদয়গ্রাহী, ভাবগম্ভীর এবং নতুন প্রকাশভংগীতে দ্বীন ইসলামের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন যা কার্যতঃ প্রয়োগযোগ্য। তিনি ইসলামকে দুনিয়ার একটা প্রাণবন্ত জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ইসলামের এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে ঐ সব যুবকদেরকে যাদের বিভিন্ন 'ইজম' ও জীবন বিধানের প্রবল আগ্রাসনের সময় চোখ খুলেছে। বস্তুতঃ আজ আমরা দেখি যে মাওলানার মৃত্যুতে বয়স্কদের তুলনায় যুব সমাজের চক্ষু অধিকতর অশ্রুকাতর। জানিনা তাদের সংখ্যা কত হাজার বা লক্ষ হবে যাদের আকীদাহ বিশ্বাস নড়বড়ে হয়েছিল এবং বাতিল মতবাদের প্রবল প্রভাবে যাদের জীবন বরবাদ হতে চলেছিল। মাওলানার সাহিত্য তাদেরকে ভ্রান্ত চিন্তাধারার গভীরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

করেছে। মাওলানা তার জীবদ্দশায় বলতেন—ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং জাহেলিয়াত পরিপূর্ণ অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুনিয়ার সামনে এ কথা সুস্পষ্ট করেছেন যে ইসলাম একটা বিজ্ঞানসুলভ ও বিজ্ঞানসম্মত দ্বীন বা জীবন বিধান। জ্ঞানীগণ তা উপেক্ষা করতে পারে না।

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতো বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও মাওলানা অধ্যয়ন করা থেকে বিরত হননি কখনো। তাঁর লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা মৃত্যু এসেই বিনষ্ট করে দিয়েছে। নতুবা তিনি ত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাগজ কলমকে তাঁর বন্ধু ও সাথী বানিয়ে রাখেন। তিনি বলতেন, যদি সম্ভব হতো তাহলে কবরে ইট তক্তার পরিবর্তে বই পুস্তক রাখার ব্যবস্থা করতাম।

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

(দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর)

—কথাটি সাইয়েদ মওদূদীর ব্যাপারেই খাটে। জ্ঞান চর্চা আলেম সমাজের বিশিষ্ট গুণ। এ জন্যে মাওলানা তাঁর জীবনে এ গুণটিকে সমুজ্জ্বল করেছিলেন।

মাওলানার জ্ঞান গরিমার এতো বড়ো মহত্ত্ব এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাব প্রকৃতির উপর অহংকার কোন কালো ছায়া ফেলতে পারেনি। বরঞ্চ তিনি সর্বদা ছিলেন বিনয় নম্রতার প্রতীক। তিনি তাঁর সংগী সাথীদেরকে কোনদিন তাঁর জ্ঞান গরিমার দোহাই দিয়ে ভীত সংকিত করতে চান নি। তাঁর বিনয়নম্র আতিথেয়তা নিকট ও দূরের লোককে প্রভাবিত করেছে ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সত্য কথা এই যে—এলমু ও গর্ব অহংকার একত্রে মিলিত হতে পারেনা। যিনি যতো বড়ো আলেম হবেন ততোবেশী বিনয়াবনত ও অতিথিপরায়ন হবেন। কারণ এল্‌ম ও তাক্‌ওয়া দুটি এক সূত্রে বাঁধা যেন দুটি জমজ ভাই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। তাহলো এই যে মাওলানা বিরাট আলেমে দ্বীন, বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং একটি দ্বীনী, সামাজিক ও রাজনৈতিক দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও হরহামেশা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর স্বীয় অভিমত চাপিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

চেষ্টা করা ত দূরের কথা বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ পরামর্শের পর স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে এলমী ও রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি তাঁর অভিমত পরিবর্তন করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন অপেক্ষাকৃত ভালো অভিমত সামনে এসেছে। সত্য গ্রহণ করার এ প্রবণতা কম লোকের মধ্যেই হয়ে থাকে।

মোট কথা আলেমে দ্বীনের যে সংজ্ঞা এলম ও আমলের দিক দিয়ে হতে পারে তা পুরোপুরি মাওলানার মধ্যে পাওয়া যেতো। বরঞ্চ এ বিষয়ে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনি যেমন ছিলেন এক জ্ঞান সমুদ্র, ঠিক তেমনি সকল উন্নত চরিত্রের গুনাবলীর সমাবেশ ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের পিপাসা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাকওয়া ও বিনয়। ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভংগী এবং স্নেহ-ভালোবাসার স্বভাব প্রকৃতি।

এলমের ময়দানে তাঁর যে বিশিষ্ট উচ্চ স্থান ছিল এবং সাহিত্য রচনায় তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সব মূল্যায়ন করতে গেলে বহু গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। তাঁর বহু সাহিত্যের মধ্যে 'তাফহীমুল কোরআন' পড়ে দেখুন, এত একেবারে ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ—ইনসাইক্লোপেডিয়া। এ প্রত্যেক যুগের জন্যে একটা জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠ অবদান। সকল দিক দিয়ে, মাওলানার মর্যাদা নির্ণয় করা আমাদের কাজ নয়—এ ঐতিহাসিকের কাজ।

যা হোক, মাওলানা তথাকথিত আলেমদের বিরোধীতা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা সত্ত্বেও এমন এক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যেখান থেকে তাঁর দূরদর্শিতার জ্যোতি চারদিকে আলোক বিকীরণ করছে এবং গোটা দুনিয়া, সমগ্র মানবজাতি ও সকল মুসলমান তার থেকে প্রেরণা লাভ করছে। তার থেকে চলার পথে আলো গ্রহণ করছে, অন্ধকার রাতের শেষে শুভ্র উষার আলোক দেখতে পাচ্ছে। এ নূর, এ আলো, এ পথ নির্দেশিকা, এ বিপ্লবী সাহিত্যাবলী, এ জ্ঞান সমষ্টি ইনশা আল্লাহ দুনিয়ার বুকে ইসলামী বিপ্লব, খোদার আইন ও নবীর শিক্ষার প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠিত করার উপায় হবে।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রঃ)

এক যুগ স্রষ্টা ব্যক্তিত্ব

ফাঁসীমঞ্চেও তাঁর সত্যকথন

এ তখনকার কথা যখন জামায়াত ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী পাকিস্তানে ইসলামী শরিয়ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করেন। সে সময়ে কাদিয়ানী ফেৎনা মুসলমানদের সংহতি রাষ্ট্রীয় ও আদর্শের দেয়ালে ফাটল ধরার পরিকল্পিত তৎপরতা শুরু করে। মুসলমানদের প্রতিটি চিন্তার অংগন (School of Thoughts) এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়। কিন্তু মাওলানা মওদুদী এতোটুকু যথেষ্ট মনে করেন নি। এমন কি বিক্ষোভ প্রতিবাদেও কোন কাজ হবে না মনে করে কাদিয়ানী সমস্যার উপরে এক যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও এতোটা তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ ছিল যে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তাদের জন্যে নরম দিল শাসকবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সত্য উদঘাটিত করার অপরাধে মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অবশেষে তাঁর প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

অনেক মহল থেকে মাওলানাকে এ পরামর্শ দেয়া হয় যে তিনি যেন করুণা প্রদর্শনের জন্যে আপীল করেন। তাদের ধারণা এ ভাবে সরকারের কাছে কাকুতিমিনতি করলে হয়তো তাঁরা এ মর্দে দরবেশের প্রতি করুণা করবেন এবং তাঁর জীবন রক্ষা হবে। কিন্তু মাওলানা স্বয়ং এ ভাবে মুক্তিলাভকে সত্যের অবমাননা মনে করতেন। সে জন্যে এ উদ্যোগ তাঁর কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। সরকার স্বয়ং বিষয়টি পুণর্বিবেচনা করে মৃত্যুদন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিণত

www.pathagar.com

করে। অতঃপর এ শাস্তি দু' বছর ছ'মাস পরে রহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে যখন ফাঁসীর হুকুম শুনানো হয় তখন এ জ্ঞানীগুনী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া কি ছিল। মাওলানা মামলার রায় শুনার পরে বলেন—

"জীবন মৃত্যুর ফয়সালা যমীনে হয়না, আসমানে হয়।"

এ কথা বলে নিশ্চিন্ত ও শান্ত মনে জেলখানা চলে যান। না কোন উদ্বেগ উৎকন্ঠা, মনোবল হারিয়ে ফেলার অথবা কোন দুশ্চিন্তার কোন চিহ্ন তাঁর মুখমন্ডলে দেখা গেল। সাক্ষাতের জন্যে আপন পুত্র গ্রিলে ফাঁসী কুঠরির ছিদ্র পথে তাকে সম্বোধন করে মাওলানা বলেন,

"বেটা, ঘাবড়ায়োনা। আমার পরওয়ারদেগার যদি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নেয়া মঞ্জুর করে থাকেন, তাহলে বান্দাহ খুশীর সাথে তাঁর সংগে মিলিত হবে। আর যদি তাঁর হুকুম এখন না হয়ে থাকে, তাহলে উল্টো এরাই ফাঁসীতে ঝুলবে, আমাকে ঝুলাতে পারবেনা।"

জেলখানার রেকর্ডে এটা আছে যে মামলা চলাকালে মাওলানাকে 'সী ক্লাস' কয়েদী হিসাবে খুনী আসামীদের মতো রাখা হতো। ২১৬ ঘন্টার নিঃসংগ কারাদন্ডও তাঁকে দেয়া হয়। ফাঁসীর হুকুম হওয়ার সাথে সাথে তাঁর আপন পোষাক খুলে জেলের পোষাক পরিয়ে দেয়া হয়। ইজারবন্দবিহীন পাজামা তাঁকে পরতে দেয়া হয়। পরে তাঁকে এ কথাও বলা হয় যে তাঁকে চরকায় সুতো কাটতে হবে। এ সময়ে তিনি তাঁর আম্মার কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন,

"যে পথে আমি চলছি, সে পথে এ মনযিল ত অবশ্যই আসার কথা। মনযিল যে এসেছে তার জন্যে মোটেই অবাক হচ্ছি না। অবাক হচ্ছি এ জন্যে যে এতো বিলম্বে কেন এলো।"

ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে বিরাট বিরাট দাবী করার লোক সব যুগেই দেখা গেছে। ছোটো মুখে বড়ো কথাও শুনা গেছে। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে যে ধরনের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের সব কিছুই বড়ো বড়ো দাবীর উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই পরিস্থিতি ভিন্নমুখী হয়েছে, তখন তারা তাদের রাজনীতির তরীতে পাল তুলে দিয়েছে বাতাসেরই অনুকূলে। যেন নীতির উপর অবিচল থাকতে গিয়ে তাদের গদী লাভে অসুবিধা না হয়ে পড়ে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের কথা পাল্টাতে যেন কোন সুবিধাবাদীর পশ্চাতে

www.pathagar.com

পড়ে না থাকে। কিন্তু পাকিস্তান ইতিহাসের এ উজ্জ্বল অধ্যায়কে কেউ মিটিয়ে দিতে পারবেনা যে যে মনীষী ও তাঁর বাস্তব জীবনের উল্লেখ আমরা এখানে করছি, তিনি তাঁর নীতি ও লক্ষ্যের উপরে শুধু পাহাড়ের মতো অটলই ছিলেন না, বরঞ্চ সংকল্প ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে সকল শাসকবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন এমন যে কিছুতেই খরিদ করা যায় না এবং সকল রাজনৈতিক এক নায়কের কাছে অনমনীয়।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ঐ সব ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম যাঁরা আপনযুগের প্রতিটি প্রয়োজন এবং মিল্লাতের দাবী যথাসাধ্য পূরণ করেছেন। তিনি শতাধিক ছোটো বড়ো গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। হাদীস, তফসীর, সীরাত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৈতিকতা এবং বহুবিধ ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার তৈরী করে গেছেন।

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে বিংশতি শতাব্দীর তিরিশের দশকে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলমানদের পৃথক জাতীয়তার মূলনীতির স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বিভাগের পূর্বে আলেম সমাজের একটা বৃহৎ অংশ হিন্দু মুসলিম এক জাতীয়তার সম্মিলিত প্ল্যাটফরমের শোভাবর্ধন করছিল। অথচ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধাণ্য লাভের এটাই ছিল হাতিয়ার যা সরলপ্রাণ মুসলমানগণ বহুদিন যাবৎ বুঝতেই পারেনি। মাওলানা মওদূদী বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে এক জাতীয়তার খন্ডন করেন। তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেন। ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমান একটা স্বতন্ত্র জাতি। মুসলিম অমুসলিম মিলিত হয়ে এক জাতি গঠনের ধারণা ইসলামের পরিপন্থী। জাতীয়তার উপরে তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারণা স্বীকৃত হয় এবং তার ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয়।

মুসলমান যে একটি পৃথক জাতি, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র এবং তাদের যে স্বতন্ত্র নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে এ সত্যটি মাওলানার প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমান একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জাতি। তাদের দ্বীনী শিক্ষার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্যে অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য। ইসলামী জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন পাকিস্তান

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার সময়েও মাওলানা অব্যাহত রাখেন। তাঁর গোটা আন্দোলনের বুনিয়াদ ছিল এ মূলনীতি যে, মুসলমান মুসলিম সমাজে সত্যিকার মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করবে, তাদের চরিত্র ও আচার আচরণ হতে হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, খৃষ্টানদের মনমানসিকতা, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি তাদের ব্যক্তিত্বকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মাওলানা এক বিশেষ প্রকাশভংগীতে মুসলমানদের উদীয়মান বংশধরকে সম্বোধন করেন। সত্য কথা এই যে তিনি এ ব্যাপারে খুবই সাফল্য লাভ করেন। একটা 'জেনারেশান গ্যাপ্' এরপর মুসলমান যুবকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া গেল যারা দ্বীনের প্রতি অনুরক্ত ছিল, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জৌলুস দেখেও দ্বীনের ওকালতি করতো, ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করতে যারা জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল। কি জানি এ আন্দোলন যদি ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের সেই চিন্তার শূন্যতা দূর না করতো, তাহলে আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নাচগান ও মদ্যপানের ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত আখড়ায় পরিণত হতো। নতুন বংশধরদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল বড়ো কঠিন কারণ রাজনৈতিক নেতাগণ ছিলেন ইসলাম থেকে বহু দূরে।

"আখবারে জাহান"
(১লা অক্টোবর ১৯৭৯)

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী

ইসলামী জগতের ঐক্যের পতাকাবাহী ছিলেন।

—সাইয়েদ মুজতাবা হুসাইন

এ দুনিয়া ধ্বংসশীল। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে 'প্রতিটি মানুষকে তার প্রভুর নিকটে হাজির হতেই হবে যতোই সে ঔদ্ধত্য অহমিকা প্রকাশ করুক না কেন। মানুষ ও অন্যান্য জীবের ধ্বংস ও স্থায়িত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ্ অনেক রহস্য নিহিত রেখেছেন। এখন এ হচ্ছে মানুষের কর্তব্য যে সে মানসিক যোগ্যতার মাধ্যমে আপন সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করবে এবং আল্লাহ-তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী এ নশ্বর দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে। সে স্বয়ং আহ্কামে ইলাহীর নমুনা হিসেবে নিজেকে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করবে এবং চারধারের লোকজনকে তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত করবে। একজন পথ প্রদর্শকের এই ত কাজ এবং এর বেশী কিছু তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় নি। এ ধরনের সত্তাগুলোর দৈহিক ধ্বংসের মধ্যেই তাদের চিরন্তন স্থায়িত্বের রহস্য নিহিত থাকে। আর এরাই হচ্ছেন আল্লাহতায়ালার সে সব নেক বান্দাহ্ যাঁদেরকে শেষ বিচার দিনে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁদের মাটির দেহ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না বটে, জীবদ্দশায় তাঁরা যে সব স্মরণীয় কাজ করে যান, তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে রুহানী খোরাক সরবরাহ করতে থাকে। একেই আমরা বলে থাকি মৃত্যুর পর অমরত্ব।

আল্লাহতায়ালা মাগফেরাত দান করুন, সম্প্রতি আমাদের থেকে চলে যাওয়া ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ ধরনেরই এক সত্তা।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে আমাদের সামনে পেশ করেন এবং ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করেন। কোরআন সম্মত জীবনের দৃষ্টিভংগী ও জীবন দর্শনকে তার প্রকৃত রূপে পেশ করেন। তাঁর কলমের তরবারী দিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার তেলেসমাতি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। যারা ধর্মের পরিপন্থী আকীদাহ্ বিশ্বাসের দোকান সাজিয়ে বসেছিল, তাদের বাজার যখন মন্দা হয়ে পড়লো, তখন তাঁর উপরে কাদা ছোঁড়ানো ব্যতীত তাদের গত্যন্তর রইলো না। তাঁর যথেষ্ট নিন্দা অপবাদ ও গালী গালাজ করা হলো, কতিপয় তথা কথিত আলেম এখনো এ কাজ থেকে বিরত হতে পারেন নি। মাওলানা মুহতারাম প্রতিটি অভিযোগ অপবাদ হাসিমুখে বরণ করেন। তিনি শুধু সেসব অভিযোগের জবাব দেন যা সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি ইসলামকে তার সঠিক নামেও সঠিক রূপে পেশ করেন, এ কারণেই তিনি ফের্কাবন্দী ইসলামের জন্যে বরদাশত করতেন না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভুট্টো সরকারের শাসন আমল পর্যন্ত প্রত্যেক সরকারের নিকটে তিনি ছিলেন অপছন্দীয়। তাঁর উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা হয়। কখনো তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়, কখনো তাঁর প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ হয়। কখনো তাঁকে বিদেশের দালাল নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর সাহস প্রশংসনীয় যে এ সব সংকটপূর্ণ অবস্থা তাঁকে ক্ষণিকের জন্যেও বিচলিত করতে পারে নি এবং নবী মুস্তফা (সঃ) এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তিনি অব্যাহত রাখেন। প্রতিটি নতুন বছর এ সংগ্রামে নতুন প্রাণ স্পন্দন সঞ্চার করতে থাকে। বার্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর মিশন অব্যাহত রাখেন।

মাওলানা মরহুম একজন প্রখ্যাত আলেম, উচ্চাংগের গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রবন্ধকার। প্রাঞ্জলভাষী বক্তা, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি একজন কোরআনের মুফাস্সির ছিলেন। এতো সব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি যতটা দেখেছি এবং শুনেছি, তিনি হাব্বাজুব্বার মতো আকর্ষণীয় পোষাক পছন্দ করতেন না। বরঞ্চ এমন পোষাকই ব্যবহার করতেন যা সাধারণ সম্ভ্রান্ত লোকের হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ হাব্বা জোব্বা চোগা প্রভৃতি তিনি এ জন্যে পছন্দ করতেন না যে তার আড়ালে তথাকথিত আলেমগণ কত কিছুই না অকর্ম কুকর্ম করে

www.pathagar.com

ফেলতেন। অপর দিকে তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সম্পন্ন জীবন যাপন ভালো বাসতেন। অতএব তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল সম্ভ্রান্ত জীবন যাপনেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত প্রচারক ও উচ্চস্তরের পত্রিকা সম্পাদক। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও গভীর জ্ঞানের বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রাথমিক জীবনের রচিত 'আল জিহাদু ফিল্ ইসলাম' পরবর্তী কালের তর্জুমানুল কোরআন, তাফহীমুল কোর আন' 'খেলাফাত ও মুলুকিয়াত' ও 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী থেকে। একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন তাঁর রাজনৈতিক-প্রজ্ঞার জীবন্ত প্রমাণ। তিনি তাঁর কাজের দ্বারা প্রমাণ করেন যে রাজ-নীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করা যায় না। বরঞ্চ রাজনীতি ধর্মের অধীন হওয়া উচিত। যে সব মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মও রাজনীতিকে পৃথক করেছে, তাদের পরিনাম আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সাধারণ মৌলভীদের সাথে মাওলানার দূরতম সম্পর্কও ছিল না। কতিপয় দলের সাথে তাঁর চিন্তার দিক দিয়ে মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাঁদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। প্রয়োজনে তাঁদের সাহায্য করতেও তিনি কুন্ঠিত হন নি। অন্ধ বিদ্বেষের কালো চশমা খুলে মাওলানাকে দেখলে তার মধ্যে বহু গুণেরই সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে।

নজফে যখন শিয়া আলেমদের উপর ইরাক সরকার অত্যাচার উৎ-পীড়ন চালিয়ে তাঁদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে, এবং তাঁদেরকে কারাদন্ড ও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করতে থাকে, তখন একমাত্র মাওলানা মওদূদীই ছিলেন যিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সব জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে রাশিয়ার মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছে তা মাওলানা মওদূদীর ইসলামী তবলিগেরই ফলশ্রুতি। তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারা ছিল। কিন্তু ইসলামী বিশ্বের ঐক্যের তিনি বিরাট পতাকাবাহী ছিলেন। বর্তমানের নতুন বংশধরকে গোমরাহির পংকিল জলাভূমি থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চালাবার যে কাজ তিনি করেছেন তা আর কেউ করতে পারে নি। এ কারণেই বিশ্বের দূর দুরান্তে তাঁর জন্যে শোক

www.pathagar.com

প্রকাশ করা হয় এবং অবশ্য তিনি তার যোগ্য ছিলেন। আগামী যুগে তাঁকে এতোটা শ্রদ্ধার চোখে দেখা হবে যতোটা আমরা পারিনি।

—(জসারাত, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯)

—০—

www.pathagar.com

নতুন বংশধরের বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব

—আবদুল করীম আবেদ

উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) থেকে মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী পর্যন্ত চিন্তাধারার আন্দোলনের এক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় এবং এ সবের লক্ষ্য ছিল কি ভাবে মুসলমানগণ তাদের পতন যুগকে উন্নতির যুগে রূপান্তরিত করতে পারে। এ চিন্তাধারায় আন্দোলনের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংগ্রাম প্রত্যেক যুগে অব্যাহত ছিল এবং প্রতিটি আন্দোলন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা করে এসেছে। এ প্রসংগে মাওলানা মওদুদীর বিশিষ্ট গুণ এই যে তিনি জাতির বয়োবৃদ্ধদের থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে অনুচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রেণীকেই তাঁর আহবান জানিয়েছেন। মাওলানা তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের জায়গীরদারী পরিবেশ থেকে। কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের আমীর ওমরা মহলকে আহবান জানান নি এবং তাঁদের সাথে কোন সম্পর্কও রাখেন নি। কারণ মাওলানার দূরদর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল যে, জায়গীরদারীর এ ব্যবস্থা সময়ের স্রোতে ভেসে যাবে। মাওলানার সমকালীন লোক দাক্ষিণাত্যের জায়গীরদারী ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। কিন্তু এ পরিবেশে মাওলানা তাঁর গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে রাজতন্ত্র ও বাদশাহী ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থা। এ কথা ঠিক যে এ ধরনের কথায় দাক্ষিণাত্যের প্রশাসন যন্ত্রের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ কি করে কান দিতে পারেন? এ ছিল শুধু যুব সমাজ যারা মাওলানার বই পুস্তকে আকর্ষণ অনুভব করে। সত্য বলতে কি,

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও মাওলানা আমাদের যুব সমাজের পছন্দসই গ্রন্থকার ছিলেন।

মাওলানা যখন তাঁর লেখার কাজ শুরু করেন তখন আলেম সমাজ কোমর বেঁধে তাঁর বিরুদ্ধে লেগে যান। তারপর কুফর তৈরীর কারখানা থেকে কুফুরী ফতোয়ার গোলা বর্ষণ শুরু হয়। অভিযোগ করা হয় যে এ ব্যক্তি তাঁর নাম আবুল আ'লা কেন রাখলেন। এ নামতো গায়ের ইসলামী। কেউ বলেলা ইনি ত মির্যা গোলাম আহমদের মতো নবী অথবা মাহদী হওয়ার দাবী করে বসবেন। মাওলানা এ সবের জবাবে বলেন, এ সব বুযর্গদের জবাবে আমি শুধু এতোটুকু বলবো যে আমার মৃত্যুর পর যখন খোদার দরবারে হাজীর হবো, তখন এ ভাবে হাজীর হবো যে এ সব অভিযোগ থেকে আমি পাক-পবিত্র থাকবো এবং খোদার দরবারে এ সব লোক মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবেন।

নতুন বংশধরের কাছে মাওলানার জনপ্রিয়তার একটি কারণ এই যে, তিনি আলেম ও চিন্তাশীল হওয়ার সাথে সাথে একজন উচ্চাংগের সাহিত্যিকও ছিলেন। স্যার সাইয়েদ ও শিবলী নোমানী যে গদ্য সাহিত্যের ভিত রচনা করেন, মাওলানা তাকে বাস্তব রূপ দেন, মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন করেন। তাঁর এ গদ্য সাহিত্যে সম্বোধন ও শক্তিশালী বর্ণনা নৈপুণ্যের সাথে ছিল তর্কশাস্ত্র ও যুক্তিপ্রমাণ। যুব সমাজ ইসলামকে গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয় বরঞ্চ তর্কশাস্ত্র ও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বুঝতে চায়। আর এ ভাবে ইসলামকে বুঝাতে পারেন শুধু মাওলানা মওদূদী। আর যুব সমাজে মাওলানার জনপ্রিয়তার এটাই হলো মূল কারণ।

মাওলানার লেখার ভংগী ছিল অনন্য ও অনুপম এবং তাঁর এ ধরনের লেখা ও গ্রন্থ রচনা শুধুমাত্র এ উপমহাদেশের নয় বরঞ্চ আরব আফ্রিকার দেশগুলির মুসলমান যুবকদেরকেও প্রভাবিত করেছে। যুব শ্রেণীর মধ্যে মাওলানার জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ এই যে তিনি ইসলামকে একটি বিপ্লবী দ্বীন হিসাবে পেশ করেন এবং গতানুগতিক ধর্ম অথবা পূজাপাঠ এবং কুসংস্কার সুলভধর্মের তিনি খন্ডন করেন। তাঁর চিন্তাধারার সাথে মতবিরোধ ত রাখা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা তাঁর পরম বিরুদ্ধ বাদীগণও স্বীকার করেন যে, মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থাবলী না থাকলে আমাদের যুব সমাজ ইসলামের

www.pathagar.com

পরিবর্তে নাস্তিক্য ও বস্তুবাদের পতাকাবাহী হ'য়ে পড়তো।

গ্রন্থাবলী

মাওলানা মওদূদীর প্রথম গ্রন্থ রচনা "দৌলতে আসফিয়া আওর হুকুমাতে বরতানীয়া।" এটা ছিল তাঁর তেরো বছর বয়সের লেখা। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শাসকদের উপর বৃটিশ সরকারের জুলুম ও অবিচারের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে রয়েছে। এ সংক্রান্ত মাওলানার দ্বিতীয় গ্রন্থ হ'চ্ছে—"দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস।"

মাওলানার পরবর্তী গ্রন্থাবলীর প্রথম ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—"আল্ জিহাদ্ ফিল্ ইসলাম" তৎকালীন ভারতের বুদ্ধিজীবি মহলকে আলোড়িত করে। তিনি এক নতুন বর্ণনাভংগীতে এ বিষয়ের উপর মসী চালনা করেন। এ এমন এক সময় ছিল যখন মুসলমান লেখকগণ এ কথার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছিলেন যে ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়। নবী ও খেলাফতে রাশেদার যুগে মুসলমানদের 'জেহাদ' নিছক আত্মরক্ষামূলক ছিল। মাওলানা এ দৃষ্টিভংগী খন্ডন করে বলেন যে ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আন্দোলন। তার লক্ষ্য হচ্ছে সারা দুনিয়ার জুলুম নিষ্পেষণের শাসন নির্মূল করা। এ জন্যে দুনিয়ার বুকে যেখানেই কোন জুলুম অবিচারের শাসন হবে, সেখানে জিহাদের মাধ্যমে খোদার বান্দাহদেরকে মুক্তিদান করা মুসলমানদের ফরয। এ হচ্ছে 'জিহাদের' এক অভিনব ও বিপ্লবী ধারণা। এতে ছিল এক ধরনের প্রথম আক্রমণ। স্যার সাইয়েদ আহমদের চিন্তার অংগন (SIR SAYYED'S SCHOOL OF THOUGHTS) থেকে গ্রন্থাকারগণ দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করার যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তা এতে ছিলনা। মাওলানা বলেন, কায়সার ও কেসরার (তৎকালীন স্বৈরাচারী ইরান ও রোম সাম্রাজ্য) শাসন কোনক্রমেই বরদাশ্ত করা যেতে পারেনা। কারণ, এ রাষ্ট্রগুলি মানবীয় অধিকার পদদলিত করছিল এবং তারা খোদার বান্দাহদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। এসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এবং তাদেরকে নির্মূল

www.pathagar.com

করে সুবিচার কায়েম করাই হলো 'জিহাদ'। জিহাদের এ নতুন ও বিপ্লবী ধারণা যুব সমাজকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে।

মাওলানা "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" শীর্ষক তাঁর আর একটি গ্রন্থেও ইসলামকে বিপ্লবী দ্বীন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে ইলাহ্, রব, এবাদত ও দ্বীনের যে মর্ম কোরআন পেশ করে তার উপর আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে এমন কোন ব্যক্তিকে শাসক মেনে নেয়া, যে কথা ও কাজে আল্লাহ্র আইন ও ইসলামী শিক্ষাকে অস্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তাকে ইলাহ্ ও রব মেনে নেয়া। এমন ভ্রান্ত লোকের আদেশ মেনে চলা প্রকৃতপক্ষে তার এবাদত করা। দ্বীনের অর্থ এই যে হুকুম শাসন শুধু খোদারই মেনে চলতে হবে এবং প্রত্যেকটি এ ধরনের শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে যে কথা ও কাজে খোদার শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। এ বিদ্রোহ মুসলমানদের ঈমানের অংশ বিশেষ। আল্লাহ্র শাসন ক্ষমতা যারা স্বীকার করে নেয়, তারা আল্লাহ অস্বীকারকারী অথবা আল্লাহ্র নাফরমানদের শাসন ক্ষমতা মেনে নিতে পারে না।

মাওলানা যে সময়ে তাঁর কলমের ব্যবহার শুরু করেন সে সময়ে গোটা পরিবেশের উপর কংগ্রেসের প্রাধান্য চলছিল। তখন মুসলমানদের শুধু নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নয়, বরঞ্চ আলেম সমাজও ভৌগলিক জাতীয়তার প্রতিমা পূজায় লেগে গিয়েছিল। মাওলানা "মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব" শীর্ষক প্রবন্ধাদি লেখা শুরু করেন যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রথম দু'খন্ডে মাওলানা বলেন যে. ইসলামে জাতীয়তার বুনিয়াদ দেশ, বংশ অথবা ভাষা নয়, বরঞ্চ আকীদাহ বিশ্বাস। ইসলাম এক পৃথক ইসলামী জাতীয়তার রূপ দেয়। মুসলমানদের ইসলামী জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তারা ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাক—কংগ্রেসের এ প্রচেষ্টা মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করারই এক ষড়যন্ত্র। মাওলানা বলেন, আমাদের জন্যে ভারতভূমি পূত পবিত্র নয়, ইসলাম পূত পবিত্র। আমরা ধরিত্রীর পূজারী নই। আকীদাহ বিশ্বাস ও মতবাদের ভিত্তিতে আমরা একটি দল। এ জন্যে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে নয় বরঞ্চ একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। এদিক দিয়ে ভারতীয় মুসলমান 'অখন্ড ভারতের' ধারণা মেনে নিতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য 'অখন্ড ভারত' নয়—বরঞ্চ উপ-

www.pathagar.com

মহাদেশের মুসলমানদের 'অখন্ড অস্তিত্ব।' এ জন্যে প্রয়োজন, ভারত আইনে এ কথা স্বীকার করে নেয়া হোক যে উপমহাদেশে একটি নয় বরঞ্চ দুইয়ের অধিক জাতির বাস এবং প্রত্যেক জাতির পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অধিকার থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের ভিত্তিতে হওয়া চলবেনা। বরঞ্চ প্রত্যেক জাতির এ অধিকার থাকতে হবে যে, যে আইনকে তারা তাদের অস্তিত্বের জন্যে মারাত্মক মনে করবে তাতে 'ভেটো' প্রদান করবে। এ কথা মেনে না নিলে ভারতও এক থাকতে পারবে না—তাকে বিভক্ত করতে হবে।

মাওলানা তাঁর 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থেও এ দৃষ্টিভংগী পেশ করেন যে, ইসলাম পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে না। তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনীর তীব্র সমালোচনা করেন। কারণ তিনি ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ সমর্থন করছিলেন। মদনী মরহুমের সমালোচনা করার কারণে তাঁর ভক্তবৃন্দ সুদীর্ঘকাল যাবত মাওলানা মওদূদীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুফরী ফতোয়া জারী করতে থাকেন। 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' এবং মুসলমান আওর মওজুদাহ্ সিয়াসী কাশমাকশ (মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) প্রথম ও দিত্বীয় খন্ড প্রকাশিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তার মায়াজাল ছিন্ন হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ ইকবাল পদ্যে এবং মাওলানা মওদূদী গদ্য সাহিত্যে ইসলামী জাতীয়তাবাদ এমন সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন যে মনমস্তিষ্ক প্রভাবিত করে ফেলে।

মুসলমান আওর মওজুদাহ্ সিয়াসী কাশ্মাকাশ্ তৃতীয় খন্ডে মাওলানা মওদূদী মুসলীম লীগের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে এ সব লোক ইসলামের নাম উচ্চারণ করেন বটে কিন্তু তার উপর আমল করেন না। এ সব লোক যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবেন তার মধ্যে ইসলাম বিজয়ী হবেনা। আর না এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে যেখানে হরেক রকমের ভালোমন্দ লোকের একত্রে ভিড় জমিয়ে শ্লোগানের পর শ্লোগান দেয়া হবে এবং কোন না কোন উপায়ে ক্ষমতা লাভ করা যাবে। এ ধরনের ক্ষমতালাভ অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ এর দ্বারা ইসলামের অধিকতর কলংক করা হবে।

ইসলামীরাষ্ট্র, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অথবা সত্যিকার পাকিস্তান কায়েম করার সঠিক পন্থা এই যে যারা সর্ব প্রথম ইসলামকে বুঝে

www.pathagar.com

এবং তার উপর আমল করে এমন লোকদেরকে সংগঠিত করতে হবে। তারপর এমন সব লোকের জামায়াত গঠন করতে হবে যারা ইসলামী শাসন পরিচালনা করতে পারবে এবং যারা ইসলামী চিন্তাধারা ও চরিত্রের অধিকারী। এ যদি না হয় তাহলে পাকিস্তান বানিয়ে কোন লাভ হবে না। এমন পাকিস্তানে পাশ্চাত্য মনা ক্ষমতা লোভী ও স্বার্থ পূজারী লোক ক্ষমতা দখল করে বসবে এবং তারা দেশ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হবে। এ জন্যে পাকিস্তান দাবীর সাথে সাথে পূত পবিত্র নেতৃত্বও সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু লীগের যে নেতৃত্ব চলছে তা পূত পবিত্র নয় এবং কতিপয় ব্যক্তিত্ব ব্যতীত আর সকলে অনির্ভরযোগ্য।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মাওলানার সমালোচনা লীগ মহলকে ব্যথিত করে। এ নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগকে সমর্থন না করে তার বিরোধীতা করার কারণে ঐ সব লোকও মাওলানার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন যাঁরা মাওলানার প্রশংসা করতেন। কিন্তু মাওলানা যে অবস্থান বা স্ট্যাণ্ডকে নীতিগতভাবে সঠিক মনে করতেন তার উপর অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত লীগের সাথে কোন বুঝাপড়া করেন নি।

মাওলানার সামাজিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে "পর্দা" এমন একটি গ্রন্থ যার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে মাওলানা শুধু দ্বীন ইসলামেরই আলেম ছিলেন না, বরঞ্চ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন। মাওলানা বলেন, আসল প্রশ্ন এটা নয় যে নারী তার চেহারা ও হাত খোলা রাখবে, না ঢেকে রাখবে। অবশ্য এ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আসল এই যে আমাদেরকে কি আধুনিক সভ্যতার মূল্যবোধ মেনে নেয়া উচিত ? আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর যে মর্যাদা, সে মর্যাদাই কি ইসলামী সমাজে নারীদের লাভ করা উচিত ? এ প্রসংগে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম লাভের যে সব কারণ-উপকরণ ছিল, মাওলানা তা বিশ্লেষণ করেন। এ সভ্যতার বর্তমান পরিনাম ফল পরিসংখ্যানের আকারে তিনি পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্নায়ুর উপর নারী আরোহণ করে আছে তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এ সভ্যতায় নারীর মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়েছে।

মাওলানার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সব চেয়ে সহজ সরল ও সাধারণের

www.pathagar.com

বোধগাম্য ভাষায় যে গ্রন্থ তাহলো খুৎবাত। এ হচ্ছে মাওলানার কতকগুলি বক্তৃতার সমষ্টি। পাঠান কোটের মসজিদে তিনি এ সব বক্তৃতা করেন। এ গ্রন্থে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব প্রভৃতির মর্মকথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এমন সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় ভংগীতে যে তা মানুষের অন্তরের অনঃস্থলকে প্রভাবিত করে। ব্যাপার এই যে 'খুৎবাত' পড়ার পর যদি ঈমানি যিন্দাহ্ হয়ে যায় তাহলে দিলের মধ্যে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়। এর দ্বারা ইসলামের হুকুম আহকামের উপর আমল করার এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয়।

মাওলানার গ্রন্থাদির মধ্যে 'সুদ' শীর্ষক গ্রন্থখানি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এ গ্রন্থ-পাঠেও বুঝতে পারা যায় যে মাওলানা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সভ্যতার গভীর জ্ঞান রাখেন। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার জন্ম কি ভাবে হলো এবং তার গর্ভ থেকে কি ভাবে কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র ভুমিষ্ট হলো মাওলানা তা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—প্রকৃত মন্দ জিনিস সমাজতন্ত্র না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সমাজ-তন্ত্র পুঁজিবাদের ফসল, পুঁজিবাদের মূল ঠিক থাকলে তার থেকে সমাজতন্ত্রের বিষবৃক্ষ অবশ্যই উৎপন্ন হবে। সে জন্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নির্মূল করার জন্যে প্রকৃত মনোযোগ দেয়া উচিত। আর এ ব্যবস্থার বুনিয়াদ হলো সুদ।

মাওলানার সব চেয়ে বড়ো অবদান তাঁর 'তাফহীমুল কোরআন।' এ নতুন বংশধর এবং নতুন যুগের মুসলমানের জন্যে একটি বিরাট সওগাত। ফেকাহ্ বাহাস ও তর্কবিতর্কের উর্ধে থেকে এ গ্রন্থে দ্বীন ইসলামের প্রাণ শক্তি পেশ করা হয়েছে। এ তফ্সীরের মধ্যে না মোজেযাসমূহের উপর কোন জোর দেয়া হয়েছে। আর না অবোধগম্য অথবা জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। বরঞ্চ সহজ সরল পন্থায় এ কথা বলা হয়েছে যে ইসলাম দুনিয়াতে কোন ধরনের জীবন ব্যবস্থা পেশ করে।

—(দৈনিক মাশ্‌রিক, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯)।

—০—

www.pathagar.com

আমাদের যুগ মাওলানা মওদূদীর যুগ

—সালীম আহমদ

ইতিহাস যদি এমার্সনের কথায় মহান ব্যক্তিদের ছায়া হয়, তাহলে মাওলানা মওদূদীর ছায়ার নাম হচ্ছে উপমহাদেশের বিগত অর্ধ-শতাব্দীর চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস। আমরা কি দেখি? অবস্থার স্রোত একদিকে প্রবহমান। মুহূর্তের পর মুহূর্ত আসে ও যায়। তার একটা শৃংখল তৈরী হতে থাকে। সাধারণ মানুষ সে শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে সে দিকেই চলতে থাকে যে দিকে যুগের হাওয়া তাদেরকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কালচক্রে তাকদীরে এলাহীর ভিত্তিতে এক মহান ব্যক্তির জন্ম হয় এবং ইতিহাসের শৃংখল ছিন্ন হয়ে যায়। অবস্থা ও ঘটনাবলী নতুন রূপ লাভ করে। নতুন শক্তি, নতুন সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। নতুন যোগ্যতা ও কর্মশক্তির সঞ্চার হয় এবং নতুন বংশধর জন্ম লাভ করে। পুরাতন ও জরাজীর্ণ যুগ তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে বিদায় গ্রহণ করতে থাকে। ভবিষ্যতের নতুন নতুন প্রাসাদ তৈরী হয়। অতীত ও বর্তমানের আলো আঁধারে পথ ভ্রষ্ট মানুষ জীবনযাত্রার নতুন জীবনীশক্তি ও নতুন গন্তব্য স্থলের সন্ধান পায়। তখন আমরা উপরে উল্লেখিত মানুষটিকে মানুষ বলিনা বলি একটি নিদর্শন। তাঁর যুগকে চিনতে পারা যায় তাঁর নিদর্শন থেকে। মাওলানা মওদূদীও ছিলেন এমনি একজন মানুষ—এমনি একটি নিদর্শন। আমরা বলতে পারি যে আমাদের যুগ মাওলানা মওদূদীর যুগ।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যা ছিল দুটি যুগ সংগম। আলো ও অন্ধকার ছিল পরস্পর সংঘর্ষশীল। মুসলমান সামগ্রিকভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ও অধঃপতনের শিকার হয়ে পড়েছিল, ধর্মহীন শিক্ষা ও জাহেলী চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের ফলে মুসলমান মানসিক বিভ্রান্তিতে নিমগ্ন ছিল। ঈমান ও একীনের প্রদীপ নিভু নিভু ছিল। এ দুটিতে সন্দেহ সংশয়ের ঝড়-ঝঞ্ঝা চলছিল। ইসলামের নাম নেয়া শিক্ষিত লোকের জন্যে ছিল অপমানজনক। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা বিস্তার লাভ করছিল। মানুষের জীবন থেকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছুবার আলো নিভে গিয়েছিল। শিক্ষিত মহল খোদার পরিচয়, আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্টতা ও অনিশ্চয়তার পথে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। ইকবালের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছিল, কিন্তু তা শুনার ও বুঝার লোক ছিল খুবই বিরল। এ ছিল এক চরম বিপর্যয়ের যুগ এবং তার থেকে শুধু অন্ধকারই ঠিকুরে বেরুচ্ছিল। এমন অবস্থায় খোদার ইচ্ছায় একটি প্রদীপ জ্বালানো হলো। হকের আওয়াজ বুলন্দ হলো। মাওলানা মওদূদী মুসলমানদের সমুন্নতির এক নতুন স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্ন কোন সাধারণ পরিবর্তনের স্বপ্ন ছিল না। আর না তিনি স্যার সাইয়েদের মতো মুসলমানদেরকে হিন্দুর মুকাবেলায় বেশী বেশী ইংরেজের অধীনে চাকুরী দেওয়াবার অভিলাষী ছিলেন। না তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বানিয়ার স্থলে মুসলমান বানিয়াকে সামনে অগ্রসর করানো। আর না তিনি মুসলমান জাতিকে জাতি হিসাবে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছিল এমন এক স্বপ্ন যা কুফর ও নাস্তিকতার পরিবেশ পাল্টে দেবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন এক বিপ্লবের যা ইসলামকে পুণ জীবিত করবে। এমন এক বিপ্লব যা আমরা দেখছি যে আমাদের দরজায় ও দিলের উপর আঘাত করছে। অবশ্য এ বিপ্লব সৃষ্টিতে অনেক শক্তি, উদ্যম ও আহ্বান শামিল আছে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, এ সবের মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল, সব চেয়ে সুস্পষ্ট আওয়াজ কার ছিল? সকলের জবাব এই হবে মাওলানা মওদূদীর আওয়াজ, মাওলানা মওদূদীর আওয়াজ।

মাওলানা মওদূদী যখন তাঁর কাজ শুরু করেন, তখনকার অবস্থা আজকের মতো ছিল না। তাঁর পথে পাহাড়ের মতো প্রতিবন্ধক ছিল, খোদার বিরাট বিশাল দুনিয়ায় তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

একাকী নিঃসংগ। তাঁর কাজ সহজ ছিল না। এ ছিল অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাবার বরঞ্চ সূর্য কিরণ ঢেলে দেয়ার কাজ। এ সব কিছু জানা ছিল তাঁর। তিনি জানতেন, খোদা ব্যতীত তাঁর আর কোন সহায় সম্বল নেই। খোদাই তাঁর মধ্যে সাহস ও উদ্যম সৃষ্টি করে দেন, ধৈর্যশীল ও অটল থাকার শক্তি দান করেন, ইমান ও একীনের অস্ত্রে সজ্জিত করেন। হকের পথে মাওলানা হকের নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

প্রদীপ শিখা যেমন জ্বলে উঠলো, হাওয়া তেমনি প্রবল বেগে বইতে লাগলো। মাওলানার বিরুদ্ধে ঝড় ঝঞ্ঝা বইতে শুরু করলো। এ প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত তা চলতেই আছে। সত্যকে সমুন্নত করতে চাওয়ার অপরাধে মাওলানার প্রতি যে অভিযোগ-সমালোচনার তীর নিক্ষিপ্ত হয় তাতে লক্ষ লক্ষ দরদী দিল আহত হয়েছে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে মাওলানা কখনো ভুল করেন নি। অবশ্য হয়তো তাঁর ভুল হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে তাঁর কথায় দ্বিমত করা উচিত নয়। নিশ্চয়ই তাঁর সাথে যেমন একমত হওয়া যায়, তেমনি দ্বিমত পোষণও করা যায়। তা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আমি এ কথাও বলতে চাই না যে মাওলানার সমালোচনা করলে গোনাহ্ হবে। কারণ মাওলানা একজন মানুষ বই কিছু ছিলেন না এবং তিনি সমালোচনার উর্ধে ছিলেন না। কিন্তু আমি অবশ্যই এ কথা বলবো যে মাওলানা এ যুগের এমন এক আওয়াজ ছিলেন যাকে কুফর ও নাস্তিকতা স্তব্ধ করে দিতে চাইতো। গোমরাহীর প্রতিটি তরবারী মাওলানার উপর আঘাত হানতো, কুফরের তোপ ও মেশিন গানের লক্ষ্য ছিল মাওলানার দিকে। যে শক্তি ইসলামের দুশমন, তা ছিল মাওলানার দুশমন। এর কি কারণ থাকতে পারে যে মওদূদীর সাথে শত্রুতা করার জন্যে ইসলামের দুশমন এবং ইসলামের তথা কথিত দোস্ত এক সাথে মিলিত হতে পারে? মাওলানা অবশ্যই অপরের তীরের আঘাত সহ্য করতে পারতেন, দুশমনের আঘাতও বরদাশত করতে পারতেন। কিন্তু একবার সে হৃদয়খানার অবস্থা চিন্তা করে দেখুন যার উপর আঘাতকারী অপরের সাথে নিজের লোকও অগ্রবর্তী ছিল।

ইসলামের বিজয় ছিল মাওলানার লক্ষ্য। এ কাজ তিনটি মৌলিক বিষয়ের দাবী রাখে।

(১) জ্ঞান ও চিন্তা। অর্থাৎ ইসলামের শাশ্বত তথ্য ও তত্ত্বাবলীর

www.pathagar.com

যুগোপযোগী ব্যাখ্যা।

২) কর্ম ও আচার আচরণ। আহবায়ক দুনিয়ার সামনে যে পয়গাম পেশ করেন তিনি স্বয়ং তার বাস্তব নমুনা হবেন।

৩) সংগঠন ও প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ এমন এক জামায়াত গঠন করতে হবে যে পয়গাম বাস্তবায়িত করবে এবং সামষ্টিক কাজকর্মের দ্বারা গোটা সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। এর প্রথম যে কাজটি জ্ঞান ও চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত তা সমাধা করতে হলে নিম্নের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে—

১) দ্বীনের নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য জ্ঞান, তাঁর আত্মা ও দেহ। অর্থাৎ জাহের ও বাতেনের এমন উপলব্ধি যার ভিত্তিতে সুক্ষ্মদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। বানীবাহক মূল ও তার শাখা প্রশাখার জ্ঞান রাখবেন। তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবেন। বিবেক স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা স্বজ্ঞা (Intuition) এবং যুক্তি প্রমাণের দাবী পূরণ করবেন।

২) আধুনিক যুগের জ্ঞান। তাঁর জানা থাকবে বর্তমান যুগের তাত্বিক ও ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ কি এবং কোন চিন্তাধারা ও সমস্যাবলী মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ভাবে প্রভাবিত করছে। অতঃপর তাঁর এটাও জানা থাকবে যে এ সব দাবীর প্রেক্ষিতে ইসলামের মূলনীতি কি ভাবে কার্যকর হতে পারে এবং প্রজ্ঞাও কার্যক্রমের দিক দিয়ে তা কার্যকর করার পন্থা কি।

৩) জ্ঞান প্রচার ও প্রসারের যোগ্যতা। অর্থাৎ বানীবাহক তার জ্ঞান ও চিন্তাধারা, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে আকর্ষণীয় ভংগীতে অন্যান্যের নিকটে পেঁাছাবার যোগ্যতা রাখবেন।

এভাবে দ্বিতীয় যে কাজটি যার সম্পর্ক আমল ও আখলাকের সাথে তার জন্যেও তিনটি শর্ত :

১) পরিপূর্ণ ইমান। পয়গাম বাহকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা সত্য, সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

২) সৎ মিল্লাত। পয়গাম বাহকের লক্ষ্য হবে হকের বিজয় ব্যতীত কোন ব্যক্তিগত, দলীয়, বংশীয়, বা ভৌগলিক জাতীয়তা কোনটাই তাঁর লক্ষ্য বস্তু হবে না।

৩) নেক আমল। পয়গাম বাহক যা কিছুই বলেন, তার প্রত্যেক কাজ তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার সত্যতা প্রমাণ করবে।

তৃতীয় কাজ সংগঠন এবং প্রশিক্ষণেরও তিনটি শর্ত।

www.pathagar.com

১) ঐকমত্য ও একতা। পয়গাম বাহক যে জামায়াত গঠন করবেন তা তাঁর পয়গামের সাথে পরিপূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করবে। জামায়াতের লোকজনকে তাদের ঈমান, যোগ্যতা ও আচার আচরণের দিক দিয়ে এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে করে তাদের মধ্যে মর্যাদা ও যোগ্যতার পুরোপুরি স্তর বিন্যাস হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্তরে একত্রে মেলামেশাতে কোনরূপ দলাদলি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

২) কর্মব্যবস্থা। জামায়াতের লোকদের মধ্যে তাদের স্তর বিন্যাসের দিক দিয়ে প্রত্যেক স্তরের লোকের পরিষ্কার জানা থাকবে যে তাদের কাজের পরিমন্ডল কি। তার সে পরিমন্ডল অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব এবং কর্মসূচী তৈরি করতে হবে।

এ সব শর্ত পাঁচটি বিষয়ের অধীনে আসে যথা—

(১) জ্ঞান ও চিন্তা (২) কাজ ও আচার আচরণ (৩) লেখা ও বক্তৃতা (৪) সংগঠন ও প্রশিক্ষণ (৫) রাজনৈতিক প্রভাব।

এখন এসব দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যায় যে উপমহাদেশের বিগত আড়াইশ বছরের ইতিহাসে মাওলানা মওদূদী ব্যতীত এমন এক ব্যক্তি কে আছেন যাঁর মধ্যে এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় ? আর কাকেই বা এ বাঞ্চিত মানে পাওয়া যায় ?

মাওলানা মওদূদী আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুতে উদ্দেশ্যের মৃত্যু হয় না। আকৃতি বিলুপ্ত হলেও অর্থ বিলুপ্ত হয় না সূর্য লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু চাঁদ সেতারা ও প্রদীপে আলো রয়ে যায়। আর আলো যতো দিন থাকবে ততোদিন কে বলতে পারে মাওলানা জীবিত নেই। মাওলানা জীবিত ছিলেন, জীবিত আছেন এবং ততোদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন যতোদিন দুনিয়ার বুকে এমন একজন লোক পাওয়া যাবে যে ইসলামের বিজয়ের প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে।

—(জাসারাত, ৫ই অক্টোবর ১৯৭৯)

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব একটি পর্যালোচনা

—অধ্যাপক ওয়ারেস মীর

খ্যাতনামা ব্যক্তি (Greatman) হতে কে না চায় ? কিন্তু খ্যাতনামা হওয়ার জন্যে যে সব গুণাবলীর দরকার তা সকলের মধ্যে থাকেনা। মহৎ গুণাবলী বিকাশের সুযোগও অনেকের ভাগ্যে জোটে না। মাওলানা মওদূদী নিঃসন্দেহে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বন্ধু ও শত্রু নির্বিশেষে সকলের পক্ষ থেকে তাঁর মহত্বের স্বীকৃতির জন্যে এবং তাঁর চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা কার্যকর করার জন্যে তিনি সারাজীবন যে নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনা করেছেন তা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

জীবনের সুখশান্তি ও আনন্দসম্ভোগ বিসর্জন দিয়ে তিনি তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মশক্তি সুসংহত করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত স্বীয় মিশনের জন্যে উৎসর্গ করেছেন। মরণের সময় তিনি একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি সকল দিক দিয়ে পাকিস্তানের সবচেয়ে সার্থক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষ যদি তার জীবনকে সুশৃংখল করে চেষ্টা সাধনা করে তাহলে সে যে কত বড়ো সাফল্য লাভ করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাওলানা মওদূদী।

সকল সফলকাম ব্যক্তিত্বের সাফল্যের ধরন একই রকম হয়না। কিছু লোকের আবির্ভাব হয় ঝড়ের মতো। আবার তারা অন্তর্হিত হয় ঘূর্নি-বায়ুর মতো। কিছু লোকের আবির্ভাব হয় পাহাড়ী ঝর্ণার মতো। তারপর সময়ের গতির সাথে সাথে প্রাথমিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তারা প্রশান্ত ও উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করে এবং বেগবান ও গভীর নদীর

www.pathagar.com

আকার ধারণ করে। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব এ দ্বিতীয় প্রকারের। তাঁর কয়েকজন সমসাময়িক তাঁর সাথে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। রোমান্টিক গল্প উপন্যাস রচনা ও তার আবেগ উচ্ছ্বাস ভরা বিষয়বস্তু তাদেরকে খ্যাতির শীর্ষ সোপানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুদৃঢ়, সুদূরপ্রসারী ও চিরস্মরণীয় খ্যাতি লাভ মাওলানা মওদূদীই করেছেন। ভাবাবেগ ও কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে শূন্যমার্গে বিচরণ করার পরিবর্তে তিনি একটি মতবাদ সহ সামনে অগ্রসর হন এবং সারাজীবন বিরুদ্ধ শক্তির সাথে লড়তে থাকেন। মাওলানার কথায়—চাষের জন্যে যে জমি আমরা পেয়েছি, তাতে বহু বছর ধরে হালচাষ করা হয়নি। তা তরুলতাহীন একটা কঠিন প্রান্তর হয়ে আছে যার মধ্যে যেখানে সেখানে কণ্টকময় ঝোপ্ ঝাড় ও গুল্মগুচ্ছ উৎপন্ন হয়েছে। এর থেকে কোন ফসল লাভ করতে হলে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের দরকার।

মওদূদী সাহেব ফসল লাভের জন্যে সত্যিই দীর্ঘকাল যাবত চেষ্টা সাধনা করেন এবং এখন তাঁর আন্দোলনের পথের অধিকাংশ কন্টাকাকীর্ণ গুল্মগুচ্ছ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছে।

একবার মাওলানা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যা কিছু কাজ হচ্ছে তা আল্লাহতায়ালার মর্জিতেই হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা যদি এ হয় যে এ কাজ হতে হবে, তাহলে যতদিন আমি পারি তিনি আমার দ্বারা এ কাজ করিয়ে নেবেন। আর যখন আমি থাকব না, তখন অন্য কারো দ্বারা এ কাজ করিয়ে নেবেন।

এখন সকলের দোয়া করা উচিত যেন মাওলানার তরবিয়তপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য থেকে এমন কোন এক ব্যক্তিত্ব খুঁজে বের করা যায় যিনি মাওলানারই মতো উৎসাহ উদ্যম ও দূরদৃষ্টি সহকারে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।

অধিকাংশ মহান ব্যক্তিদের মতো মাওলানা মওদূদীও এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামী জাতীয়তার পুনর্জীবন ও সংরক্ষণের জন্যে তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছেন। এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে। তবে সে সময়ের মুসলমানদের জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মেজাজ প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির সাথে তাঁর মত বিরোধ ছিল। কিন্তু এ মতবিরোধকে তিনি রাজনৈতিক যুদ্ধের আকার ধারণ করতে দেননি। তাঁর ভক্তঅনুরক্ত তাঁকে তাঁদের আধ্যাত্মিক নেতা মনে করেন। তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধরনটা এমন যে তাঁদের মতে যদি

www.pathagar.com

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে পবিত্র ভূমির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে সম্ভবতঃ তিনি প্রথম নজরে পড়বেন। যাঁরা মাওলানা মওদূদীর সমালোচক তাঁরা সম্ভবতঃ এতে একমত হবেন না। কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে পাকিস্তানের ভেতরে ও বাইরে যুব সংগঠনগুলির উপর জামায়াতে ইসলামীর যে প্রভাব রয়েছে তা অন্যান্য দল বা ব্যক্তিত্বের জন্যে ঈর্ষার বস্তু বটে।

ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে এ বয়স পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার অংগনগুলিতে যে ব্যক্তির সমর্থন ও বিরোধীতায় সব চেয়ে বেশী ধ্বনী প্রতিধ্বনী শুনেছি তা ছিল মাওলানা মওদূদীরই ব্যক্তিত্ব। এমন কি তাঁর মৃত্যুর দিনেও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম 'সাইয়েদী সাইয়েদী। মুরশেদী মুরশেদী" ধ্বনীতে মুখারিত হতে থাকে। এ নামের শ্লোগান আমরা বৃটেনের বিভিন্ন শহরগুলিতে শুনতে পেয়েছি। পাকিস্তান এবং ইসলামের উপরে লিখিত প্রত্যেকটি বিদেশী গ্রন্থে আমরা মওদূদী চিন্তাধারার উল্লেখ দেখতে পেয়েছি। পাকিস্তানের ভেতর ও বাইরে চিন্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কমিউনিষ্টকে আমরা মাওলানা মওদূদীর বড়ো দুশমন পেয়েছি। তারপর মহান ও খ্যাতনামা ব্যক্তি আর কাকে বলে? সমাজতন্ত্রীদের নিকটে মাওলানা মওদূদীর গুরুত্ব এতোখানি যে, লাহোরের জনৈক সমাজতন্ত্রী সাংবাদিক গর্বের সাথে এ কথা বলেন যে তিনি মাওলানার যাবতীয় সাহিত্য কন্ঠস্থ করেছেন। মাওলানার বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি ও বই-পুস্তক লেখার কাজ তিনি এতকাল ধরে করছেন যে এ ব্যাপারে মাওলানার বইয়ের উধৃতিগুলি তাঁর মুখস্থ হ'য়ে গেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটা মজার জিনিস ধরা পড়েছে। তা হলো এই যে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে যদি কেউ সমাজতান্ত্রিক দর্শনের অক্টোপাস থেকে বেরিয়ে আসেন, তাহলে তিনি সরাসরি সাইয়েদ সাহেবের আন্দোলনে যোগদানের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সম্ভবত তার কারণ এই যে ইসলামের সমাজ দর্শন ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও প্রচারে সাইয়েদ মওদূদী যুক্তিতর্ক ও বিচার বুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভে তাঁর ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা তাঁকে কথা বলার বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। একটি মিশন এবং পরিকল্পনার জন্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে উৎসর্গ করেন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে

www.pathagar.com

চিত্তজয়কারী এক অসাধারণ শক্তির উন্মেষ হয়। তর্জমানুল কোর-আনের মাধ্যমে তিনি তাঁর সুসংহত চিন্তাধারা ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বীনের প্রতি অনুরক্ত প্রতিটি মুসলমানের ঘরে পৌঁছিয়ে দেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সব চেয়ে বড়ো সৌন্দর্য এই যে তিনি ছোটো-খাটো বিষয়গুলোকেও সিরাতুল মুস্তাকীমের আলোকে ব্যাখ্যা করতেন, দ্বীনের মর্মকথা বয়ান করার জন্যে আলোচ্য জটিল বিষয়-বস্তুর দৃষ্টান্তও বর্তমান জীবন ধারা থেকে খুঁজে বের করতেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে ভাব প্রবণতা ছিল না। তবে উপযোগী শব্দ সম্ভারে সজ্জিত থাকতো। তাঁর গদ্য সাহিত্যে কবিতার ব্যবহার ছিলনা। কিন্তু তাঁর লেখা যে অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চার করতো তা লক্ষ্য করে বিরোধী মহল ভীত সংত্রস্ত হতো। শব্দের বাগাড়ম্বর ও মৌলবিয়ানা ভাবপ্রবণতার সৃষ্টির পরিবর্তে তিনি পাঠককে যুক্তিতর্ক ও সুস্থ বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ছিলেন সদা প্রফুল্ল।

মাওলানা ইসলামী রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন করলে আলেম সমাজ তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি জবাবে বলেন, আশংকা ত এই ছিল যে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে একটি দল গঠন করা হলে কমিউনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট কান খাড়া করবে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়েছি যে যেখান যেখান থেকে বিরোধীতার অশংকা ছিল সেখানে ত এখনো নীরবতা বিরাজ করছে। কিন্তু হামলার সূচনা হয়েছে ঐ সব দ্বীনদার মহল থেকে যাদের সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছিলাম। মাওলানা পাশ্চাত্য সভ্যতারও সমালোচক ছিলেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে স্থবির চিন্তাধারাও পছন্দ করতেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী মহল তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলনা এবং যারা ইসলামী আন্দোলনকে অতীতের এক পবিত্র উত্তরাধিকার মাত্র মনে করতো তারা মাওলানাকে মৃত্যুর পরও ক্ষমা করতে পারে নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা মাওলানার আন্দোলনকে একটা কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করে এবং অনুকূল পরিবেশ ও উর্বর ভূখন্ড দান করে। কিন্তু হর হামেশা বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়।

একদিকে যেমন জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি সুশৃংখল ও মজবুত সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে এবং মাওলানার অভিভাবকত্বে অনেকে যেমন খ্যাতিলাভ করেন, অপরদিকে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

বিভিন্ন সরকারের অধীনে মাওলানার বিরুদ্ধে মসি চালনা করে অনেকেই দেদার রোজগার করেছেন। রোজগারের আর একটা পথ আমরা এও দেখেছি যে সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একজন ইংরেজী ভাষার সাংবাদিক মাওলানার উর্দু বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ করে অন্ন সংস্থান করতে থাকেন।

মাওলানার বিরুদ্ধে এ অভিযোগও করা হয় যে, তিনি অযথা সমাজতন্ত্রীদের বিরোধীতা করে তাদের জনপ্রিয়তার পথ সুগম করেছেন। তার জবাবে এটাও বলা যায় যে সমাজতন্ত্রীরা মাওলানার বিরোধীতা করে তাঁর আন্দোলনের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অংগনে ক্রমাগত সংগ্রামরত থাকার কারণে মাওলানার স্বভাব প্রকৃতিতে দৃঢ়তা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহনশীলতার গুণাবলী বিকাশ লাভ করে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে যেমন শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি জুলুম অবিচারের শিকারও হয়েছেন। জবাবে অধিকাংশ সময় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিরোধীদের মধ্যে অনেকেই জেলের নিঃসংগ মুহূর্ত গুলোতে তাফ্‌হীমুল কোরআন অধ্যয়ন করে মনের প্রশান্তি তালাশ করেছেন। জনাব আলতাফ গওহর ত জেলের মধ্যে তাফ্‌হীমুল কোরআনের এক খণ্ড ইংরেজীতে অনুবাদই করে ফেলেন।* কোন না কোন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাও মাওলানার স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর দুয়ারে ধর্ণা দিতেও বাধ্য হয়েছেন।

মাওলানা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কাজে নিমগ্ন থাকেন। তিনি সীরাত পাকের উপর দু'খণ্ড অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাওলানা তাঁর কলমকে শুধুমাত্র গঠন মূলক কাজেই ব্যবহার করেন। মৌলভীদের মতো কুফরীফতোয়াবাজি অথবা কাউকে তিরস্কার ও ভৎসনার কাজে ব্যবহার করেন নি।

মোদ্দা কথা মাওলানা পাকিস্তান ও ইসলামী বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ ছিলেন।

—০—

* জনাব আলতাফ গওহর আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিয়োজিত ছিলেন।

— সম্পাদক

www.pathagar.com

যুগ স্রষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব

—মতিন ফিকরী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। কিন্তু তাঁর যুগসৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের পদধ্বনী যথারীতি হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছে। তিনি লক্ষ কোটি হৃদয়ে স্ফূরিত ও স্পন্দিত হচ্ছেন। তাঁর পদধ্বনী, তাঁর কথা আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের যে মুহূর্তগুলো, আমাদের আলাপ আলোচনা, তাঁর মিষ্টি মধুর কথাগুলো, সে প্রশান্ত দৃশ্যপট একটি একটি করে চোখ, মন ও কানের পর্দায় ভেসে উঠছে।

উনিশ শ' আটান্ন সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারী করার পর সকল রাজনৈতিক দলের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করেন। তখন সারা দেশে এক অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। যে সব রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও সভাসমিতিই ছিল একমাত্র কাজ, তাঁরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় যাদের রাজনৈতিক তৎপরতা ব্যতীত আর কোন কাজই ছিলনা। এমন অসহায় ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি কন্ঠই ধ্বনিত হতো আর তা ছিল মাওলানা মওদূদীর। একটিমাত্র দল ছিল যার কর্মীবৃন্দকে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হওয়ার পর সমাজ সেবা ও তবলিগের কাজে দেখা যেতো। তাঁরা যেখানেই থাকতেন নিয়ম শৃংখলার সাথে প্রতি হপ্তায় একত্রে মিলিত হতেন। কোরআন হাদীস এবং আন্দোলনের বই পুস্তক সমষ্টিকভাবে পড়াশুনা করতেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে চিন্তার আদান প্রদানও

www.pathagar.com

করতেন। তাদের চিন্তাভাবনা এবং তা প্রকাশ করার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা কারো ছিলনা।

মাওলানা মওদূদী প্রতি হপ্তায় কোরআন ও হাদীসের দারস দিতেন। আমার যতোটা মনে পড়ে প্রথম প্রথম এ দারস্ হতো মুচি দরজার (লাহোর) বাইরে বরকত আলী ইসলামীয়া হলে। কিন্তু পরে হলে স্থান সংকুলান হতোনা বলে এবং অন্যান্য কারণে এ দারসের ব্যবস্থা করা হয় কেল্লা গুজার সিং-এর মসজিদে মুবারকে। এ দারস্ হতো শুধুমাত্র কোরআন ও সুন্নাতের মর্মকথা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপরে। দারসের পর মাওলানা প্রশ্নের জবাব দিতেন। এ সব প্রশ্নোত্তরও হতো রাজনীতি বিবর্জিত। অধিকাংশ প্রশ্ন হতো দারসে, কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে। রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থাকলে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ বলে তার জবাব থেকে মাওলানা বিরত থাকতেন। এতদ্সত্ত্বেও, মাওলানার দারসে কোরআন ও হাদীসে সরকার ভয়ানক উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। সে জন্যে এ ধরনের দ্বীনী সমাবেশের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করার জন্যে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। সরকারের এ জন্যে মাথা ব্যথা কেন তা আমার জানা ছিল না। তবে হাঁ এতে করে জামায়াতে ইসলামীর অবশ্যই ফায়দা হয়েছে। তাহলো এই যে দারসের রিপোর্ট তৈয়ার করার জন্যে যে ইন্টেলিজেন্স অফিসার নিয়োজিত থাকতেন তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী'ই হয়ে পড়েন এবং মাওলানার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন।

অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মাওলানার দারসে কোরআন ও হাদীসের খ্যাতি এতোটা ছড়িয়ে পড়ে যে লাহোরের সাথে সংলগ্ন অন্যান্য শহর ও মহকুমাগুলো থেকে লোক নিয়মিত দারসে শরীক হতে থাকে। মাওলানা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ দারস নিয়মিত দিতে থাকেন। এ দারসে নিয়মিত শামিল হওয়ার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। এখনো আমি সে দারসের আনন্দঘনো মুহূর্তগুলো হৃদয়ে অনুভব করি। তাঁর দারস এবং বক্তৃতা ওলামায়ে কেরাম, খতীব ও সাধারণ বক্তাদের থেকে বিলকুল ভিন্ন ধরনের ছিল। কথার জাদু এবং সুমধুর কণ্ঠের দ্বারা প্রেরণা সৃষ্টি করার পরিবর্তে তিনি অর্থ ও মর্মের প্রতি জোর দিতেন। প্রাণস্পর্শী সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর দারস এবং বক্তৃতায় এক বিশেষ সাহিত্যিক আস্বাদ পাওয়া যেতো যা তারাই উপভোগ করতে

www.pathagar.com

পারতো যারা ভাষাও সাহিত্যে রুচিবোধ রাখতো।

সত্য কথা এই যে, মুহতারাম মাওলানার দারস ও বক্তৃতা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তৃতা সম্পর্কে আমার রুচির পরিবর্তন এনে দেয়। তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনার পর কোন অনলবর্ষী বক্তার বাক-চাতুর্য ও ভোজবাজি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। রাজনৈতিক বক্তৃতা হোক অথবা ধর্মীয়, বক্তা তাঁর বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার জন্যে সাধারনতঃ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোন কোন বক্তার কবিতার ব্যবহার বড়ো অনুপযোগী হতো এবং কারো কারো উপ-যোগী হতো। মাওলানা যদিও কবিতায় বড়ো মজা পেতেন, কিন্তু নিজের কথার দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি করার জন্যে কবিতার আশ্রয় খুব কমই নিয়েছেন। আমি ত মাওলানার বহু বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু শুধু মাত্র দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যখন তিনি তাঁর কথার মধ্যে কিছু রস সৃষ্টি করার জন্যে কবিতার ছত্র উধৃত করেন। আইয়ুব খানের আমলে গণতন্ত্র বহালের জন্যে পিডিএম গঠিত হয় এবং সারাদেশে এ উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো জনসভা হতে থাকে। এ সব সভায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেন। একবার এমনি এক জনসভায় সকল রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা বক্তৃতার জন্যে দাঁড়ালেন (অথবা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথার জন্যে ওজর পেশ করে বসে বসেই বক্তৃতা শুরু করেন) তখন নিম্নের কবিতা পাঠ করেন—

আমীর জমা হ্যাঁয় আহ্বাব হালে দিল কাহ্‌লে
ফের ইস্‌তিফাতে দিলে দুস্তাঁ রাহে না রাহে।

সে সময় মাওলানার এ কবিতা এমন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে যার প্রভাব এখনো হৃদয়ে অনুভব করি। বরঞ্চ সে সময়ের পরিপূর্ণ দৃশ্য আমার মনে অংকিত হয়ে আছে।

একবার এক সভায় পাকিস্তানের উপর বৈদেশিক ঋণের চাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাওলানা গালেবের এ দুটি ছত্র পড়েন—

কর্‌য্‌ কি পিনে থে মাই লেকিন সমঝতে থে কে হাঁ
রং লায়েগী হামারী ফাকা মস্তী একদিন।

হতে পারে যে অন্যান্য সময়েও মাওলানা কবিতার ব্যবহার করে থাকবেন এবং হয়তো তিনি গালেব পরিবারের সাথেই সংশিলষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

আমি অন্ততঃ তাঁর মুখ থেকে এ দুটি বার ব্যতীত আর কখনো কবিতা শুনি নি।

মুহতারাম মাওলানা যা কিছু লিখেছেন তা অর্থ, যুক্তি প্রমান ও প্রকাশভংগীর দিক দিয়ে এতোটা প্রভাবশালী যে এ ধরনের অন্য লেখার মর্ম উদ্ধার করা বড়ো কঠিন। তাঁর সাহিত্য পড়ার পর অন্যের সাহিত্য পড়তে মজা লাগে না। এ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। তবে সত্য কথা এই যে, যাঁরাই অন্তর দিয়ে তাঁর লেখা বই পুস্তক পড়েছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁদের সকলের এ একই রকমের অভিজ্ঞতাই হয়েছে। মাওলানার প্রাণস্পর্শী ব্যক্তিত্ব এককালীন রুচি প্রকৃতির পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে মাওলানার এ অভ্যাস ছিল যে তিনি আসর মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়ে আন্দোলনের কর্মী, বন্ধু বান্ধব, ভক্ত অনুরক্ত এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে সহজ সরল ও রসিকতাপূর্ণ ভাষায় ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। এ যেন সারাদিনের ক্লান্তিকর বুদ্ধি বৃত্তিক ও গবেষণামূলক কাজকর্মের পর একটুখানি বিশ্রামলাভ ও চিত্তবিনোদনের সময় নির্ধারিত থাকতো যার থেকে এককালে প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করা যেতো।

ইছ্‌ড়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় জামায়াতের সবুজ শ্যামল ঘাসের মনোরম আস্তরণের উপর দু সারি করে বসার চেয়ার রাখা হতো। গরমের দিন হলে দু'একটা পেডেস্টাল ফ্যানেরও ব্যবস্থা থাকতো। ঘাসের গালিচার একপ্রান্তে বিছানো থাকতো নামাযের চাটাই। লোক আসর নামাযের জন্যে মাওলানার প্রতীক্ষায় থাকতো। এমন সময় দেখা যেতো মাওলানার অফিস ঘরের দরজা খুলে গেছে এবং মাওলানা কিশ্‌তী টুপি মাথায় বেরিয়ে আসছেন। শহরের বাইর থেকে আগত লোকজন মাওলানার সাথে মুসাফা করছেন এবং তারপর মাওলানা আসরের নামাজে ইমামতি করছেন। নামাজের শেষে তিনি পুনরায় ক্ষণিকের জন্যে ভেতরে যাচ্ছেন। লোকজন নামাজের বিছানা ছেড়ে চেয়ারে আসন গ্রহণ করছেন। সমবেত লোকদের প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত না করে মাওলানা তশরিফ আনছেন এবং হাস্য রসাত্মক আলাপ আলোচনা শুরু হচ্ছে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় দপ্তর ইছড়া থেকে মনসুরায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরও মাওলানার বাসগৃহে বিকালের আসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

মূত্রাশয়ের ব্যথা ছিল মাওলানার যৌবনকাল থেকেই। জ্ঞান চর্চার জীবনে মাওলানা যখন যুবকদের চেয়ে অধিক কর্মতৎপর ছিলেন তখন থেকেই এ রোগের কথা শুনতাম। উনপঞ্চাশের দুসুরা জুন মুলতান সেন্ট্রাল জেল থেকে হাফেজাবাদের হাকীম মুহাম্মদ শরীফের কাছে লিখিত এক পত্রে মাওলানা বলেন—

"যে দিন আমি গ্রেফতার হই তার পাঁচ ছ'দিন আগে অনুভব করলাম যে একটা মূত্রাশয় থেকে পাথর মূত্রস্থলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অতএব পিষে খাবার ঔষধ এবং জুশান্দা ব্যবহার করা শুরু করলাম। যার ফলে পেশাব থেমে থেমে হতে লাগলো মনে হলো পাথরটা এখন বেরিয়ে পড়বে। খোদা ঠিক এমন সময়ে আমার গ্রেফতারীর সময় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। তবে দাওয়া দোয়া ছেড়ে ছুড়ে পুলিশের সাথে চল্লাম।"

ঐ জেল থেকেই মাওলানা তাঁর পুত্র আহমদ ফারুকের নামে লিখিত এক পত্রে বলেন—

"মূত্রাশয়ের রোগ ত আমাকে কয়েক ফার্লং হাঁটারও অযোগ্য করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন আমি হাঁটার অভ্যাস এতোটা বাড়িয়ে দিয়েছি যে রোজ প্রায় আট মাইল হাঁটি, কিন্তু ক্লান্তি বোধ করি না।"

এ হচ্ছে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা যখন মাওলানার বয়স ছিল ৪৫/৪৬ বছর। কিন্তু মূত্রাশয়ের রোগ মাওলানাকে নিষ্পেষিত করে রেখেছিল। তথাপি তিনি তাঁর দৃঢ় সংকল্প দিয়ে রোগটিকে দমিত করতে থাকেন এবং তাঁর বুদ্ধি বৃত্তিক গবেষণা আন্দোলনের কাজে তাকে প্রতিবন্ধক হতে দেন নি। সর্বদা তাঁর চেহারায় একটা প্রফুল্লতা ও সজীবতা লক্ষ্য করা যেতো। এমন কি রোগের সময়ও তাঁর চেহারা এ ধরনেরই দেখতে পাওয়া যেতো। মনে পড়ে একবার কে যেন মাওলানা কে বলেন, আপনার চেহারা দেখে ত মাওলানা রোগ বুঝতে পারা যায় না। মাওলানা তখন বলেন, আমার চেহারা বড়ো ধোকাবাজ। তার থেকে আমার মনের ও রোগের অবস্থা আন্দাজ করতে পারবেন না।

রোগ মাওলানাকে ভেতরে ভেতরে ঘুণের মতো খেয়ে ফেলছিল। সম্ভবতঃ পঁয়ষট্টির পরের কথা। মাওলানাকে পুনরায় জামায়াতের আমীর নির্বাচিত করা হয়। মাওলানা শূরা সদস্যদের সামনে বলেন, এখন আর এ দায়িত্ব পালনের হিম্মত আর আমি আমার মধ্যে পাচ্ছি না। মালিক নাসরুল্লাহ্ খান আযীযকে আল্লাহ্ মাফ করুন, তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

আনন্দময়ের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মাওলানার কথায় ফোড়ন কেটে বল্লেন, মাওলানা, আমি আপনার থেকে কয়েক বছরের বড়ো। আমি যখন আমার মধ্যে হিম্মত ও যৌবন তরংগ অনুভব করি তখন আপনার ত বুড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার পর আপনি বুড়ো হবেন। মৃদু হাসিতে মাওলানার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী

—মকবুল জাহাঙ্গীর

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দেহত্যাগের খবর পেলাম। তাঁর মৃত্যু এমন মহিমময় যে আমার মনে হয় তাঁর জীবন তাঁর মৃত্যুর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে থাকবে। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী এর আগেও দুবার চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরে গেছেন এবং দৃশ্যতঃ আরোগ্য লাভ করে ফিরে এসেছেন। কিন্তু আন্দাজ অনুমান এ কথাই বলে যে, তিনি তাঁর প্রাপ্ত আয়ুর মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করেছিলেন এবং নিছক ইচ্ছা শক্তি ও দুর্দম সংকল্পের জোরে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। শেষ বারে যখন তিনি তাঁর পুত্রের পীড়াপীড়িতে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা যান, ত সেখান থেকে হতাশাব্যঞ্জক খবর আসতে থাকে। সকাল যায় বিকেল আসে এবং তাও অতীত হয়ে যায়। এ ভাবে সময় যেতে থাকে। অবশেষে গতকাল সে সংবাদই শুনতে হলো যা ভাগ্যে লেখা ছিল। মৃত্যু থেকে কে বেঁচে থাকতে পারে? যে জন্মেছে সে একদিন অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু যাঁরা একটি মহান লক্ষ্য এবং মিশনকে সামনে রেখে জীবন যাপন করেন, মৃত্যু প্রকৃত পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তাঁরা চিরদিনের জন্যে দৃষ্টির আড়াল হ'য়ে গেলেও লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে জীবিত থাকেন।

আর এ কোন্ আজব কথা যে যখন আমি মাওলানা আবুল আ'লা এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের ব্যক্তিত্ব ও অবদানের পর্যালোচনা করি তখন আমি পদে পদে মুহাম্মদ আলী জওহরকে

www.pathagar.com

আবুল আ'লা বলে এবং আবুল আলাকে মুহাম্মদ আলী বলে ভুল করি। তার মানে এ দুজনের মধ্যে এমনই গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর যতোদিন জীবিত ছিলেন ইসলামের জন্যেই জীবিত ছিলেন। আর মাওলানা মওদূদী যে দিন থেকে ইসলামী জাগরণকে তাঁর জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দেহ ও মনের সকল শক্তি দিয়ে সে মিশন পরিপূর্ণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর যে ভাবে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর ভিন দেশে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ঠিক সে ভাবে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী ভিন দেশে চিরতরে চক্ষু বন্ধ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার জন্যে লন্ডন গিয়েছিলেন এবং মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীও কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকায় যান।

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী তাঁদের মধ্যে ছিলেন না যাঁরা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হন অথবা অপরের প্রভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি প্রভাব গ্রহণ করেন না বরঞ্চ প্রভাব অপরের উপর বিস্তার করেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি প্রভাব গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রভাব গ্রহণের কথা তিনি বারংবার গর্বের সাথে প্রকাশ করেন। প্রাথমিক জীবনে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে মুহাম্মদ আলী জওহরের হামদর্দ পত্রিকায় তিনি কাজ করবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এক প্রকৃতিগত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। আমার বেশ মনে আছে, মাওলানা মওদূদী আনন্দের সাথে এ কথা বলতেন যে মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর মনে মুসলমানদেরকে উন্নতশির দেখার বড়ো অভিলাষ ছিল। মুসলমানদের জন্যে দিনের শান্তি ও রাতের আরাম তিনি হারাম করেছিলেন। মুসলমানদের সামান্য বিপদ মুসিবতে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে সময়ে শুদ্ধি আন্দোলন করছিলেন এবং একজন মুসলমানের হাতে নিহত হন, সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, সে সময়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর রোজ দিল্লী জামে মসজিদে জিহাদের উপর মনোজ্ঞ ভাষণ দিতেন। আমি শ্রোতাদের পেছনে বসে পরম উৎসাহে তাঁর ভাষণ শুনতাম। আমি বার বার দেখেছি মাওলানা জওহর ভাবাবেগের আতিশয্যে কেঁদে ফেলতেন।

www.pathagar.com

তাঁর কান্নার প্রভাবে শ্রোতাগণও কান্নায় ভেঙে পড়তেন। দ্বীন ও শরিয়তের পুনর্জীবনের এমন এক প্রচণ্ড ভাবাবেগ শ্রোতাদের মনে সৃষ্টি হতো যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। একদিন মাওলানা জওহর তার ভাষণে জিহাদের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে দুঃখ করে বলেন, জিহাদের উপরে এ সময়ে এমন কোন গ্রন্থ নেই যা ভারতে বসবাসকারী অমুসলিমদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিতে পারে যে জিহাদের সঠিক মর্ম কি। আহা, যদি কোন আলেমে দ্বীন এ দিকে মনোযোগ দিতেন এবং এ ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর এ কথাগুলি শুনার পর আমি মনে মনে বললাম, যদিও আমি আলেমে দ্বীন নই, তথাপি এতে আশ্চর্যের কি আছে যদি এ সৌভাগ্য আমার হয়। অতএব বাসায় পৌঁছেই এ বিষয়ের উপরে 'আলজমিয়ত' পত্রিকায় এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার সিদ্ধান্ত করি।

উল্লেখ্য যে এ এমন সময়ের ঘটনা যখন মওদূদী সাহেব তখনো মাওলানা হন নি এবং তাঁর বয়স বাইশ তেইশ বছরের বেশী ছিলনা। আল-জমিয়ত পত্রিকায় যখন 'আল্ জিহাদ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, তখন পাঠকবর্গ স্তম্ভিত হলেন। মানুষ অনুভব করলো যে লেখক বড়ো শক্ত হাতে কলম ধরেছেন এবং তাঁর মণীষী ও যুক্তি প্রমাণ নির্ভরযোগ্য। পরবর্তীকালে মওদূদী সাহেব এ সব প্রবন্ধাদি নতুনভাবে সুবিন্যস্ত করে বর্ধিত আকারে একটি গ্রন্থের রূপ দেন এবং দারুল মুসান্নেফীন আযমগড় থেকে সাইয়েদ সুলায়মান নদভী কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের সাথে কাজ করতে যে প্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতার কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি তা এই যে মাওলানা মওদূদী কারো অধীনে বা তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারতেন না। এটাই ছিল কারণ যে তিনি তাঁর নিজস্ব বিভাগে নিজস্ব পথ বের করে নেন এবং প্রকৃতিসুলভ স্বাধীনতার দ্বারা পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মণীষা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তা ছাড়া তিনি তাঁর আটশ' বছরের পুরুষানুক্রমিক বুদ্ধি বৃত্তিক মর্যাদা এবং 'রুশ্দ ও হেদায়েতের' (দ্বীনী শিক্ষাদীক্ষা ও হেদায়েত দান) প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর তাঁর পূর্বপুরুষদের এ মহান ঐতিহ্য চলে আসছিল হযরত খাজা কোতবুদ্দীন মওদূদ

www.pathagar.com

চিশ্‌তী (রহঃ) থেকে। স্বয়ং তাঁর নাম 'আবুল আ'লা' তাঁর জনৈক মুত্তাকী ও মণীষী পূর্বপুরুষের নামানুসারেই রাখা হয়।……আমি সর্ব প্রথম মাওলানার নাম শুনি ১৯৫৩ সালে যখন পাঞ্জাবে 'খতমে নবুয়ত' প্রশ্নে মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে দাংগা হাংগামা হয় এবং পাঞ্জাবে সামরিক আদালত মাওলানাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ফাঁসীর আদেশ শুনানোর পর এ সম্পর্কে দৈনিক তাস্‌নিমে যে ক্রোড়পত্র ছাপানো হয়েছিল, আমার পুরানো কাগজ পত্র তালাশ করলে তা হয়তো পাওয়া যাবে। ফাঁসীর আদেশ পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। তা হ'য়েছিল এ জন্যে যে সমগ্র দুনিয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু মাওলানা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সহকারে করুণার আবেদন (Mercy Petition) করার জন্যে মাওলানাকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমার সময় যদি পূর্ণ হ'য়ে থাকে, তাহলে কোন এপিল আবেদন আমাকে বাঁচাতে পারবেনা। কিন্তু আমার মৃত্যুর সময় যদি না এসে থাকে, তাহলে তারাই বরঞ্চ ঝুলবে। আমাকে ঝুলোতে পারবে না।

সাতান্ন সালে সাংবাদিকতার মোহ এ অধমকে টেনে নিয়ে যায় দৈনিক তাস্‌নিমে। সে সময়ে তাস্‌নিমের প্রধান সম্পাদক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয। তাঁর হাতে সাংবাদিকতার তালীম নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময়ে কয়েকবার দূর ও নিকট থেকে মাওলানা মওদূদীকে দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। বই পুস্তকে মানবতা সম্পর্কে যা কিছু পড়েছিলাম তা যে কি বস্তু তা জানতে পারলাম। সাতান্ন থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়। এ সময়ের মধ্যে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীকে একজন উচ্চস্তরের মানব, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং দৃঢ় সংকল্প রাজনীতিবিদ হিসাবে দেখার ও যাচাই করার বহু সুযোগ পেয়েছি। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে পড়বে। তবে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া উচিত যে মাওলানা এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সুস্পষ্ট তা হচ্ছে তাঁর জীবনের রাত ও দিন, তা ঘরে হোক বা বাইরে হোক, ছিল একই রকমের। অথচ প্রায় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনের বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনের একরূপ ঘরে এবং

www.pathagar.com

অন্য রূপ বাইরে। এদিক দিয়ে মাওলানার ভেতর ও বাইর ছিল একই ধরনের। যে কথা তাঁর মনের তাই মুখ ও কলম দিয়ে বেরিয়ে আসতো। তাঁর মধ্যে মুনাফেকীর নাম নিশানা ছিল না। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, দ্বীন সম্পর্কিত ধারণা ও ধরন ধারণ এবং রাজনীতি নিয়ে যতো মতবিরোধ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ আর কারো বেলায় এতটা করা হয় নি। তথাপি তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার বহু উর্ধে ছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যে অশ্রাব্য ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা হতো তার জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে অবাক হতে হয়।

তাঁর দ্বিতীয় গুণ ছিল তাঁর চরিত্র ও আচার আচরণের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা যার বিরুদ্ধে তাঁর কট্টর বিরোধীও মুখ খুলতে পারতো না। পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দিল্লী ও হায়দরাবাদ—দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সভ্যতা-ভব্যতা সাইয়েদ মওদূদীকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়েছিল। এ ধরনের লোক এখন খুবই বিরল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মার্জিত, সুস্পষ্ট ও ধীর। কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর দৈনন্দিন আলাপ আলোচনা ও জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ অতি সহজেই লিপিবদ্ধ করতে পারতেন। আটান্ন সালের ৭ই অক্টোবরের ঐতিহাসিক রাতে তিনি লাহোরের মুচি দরজায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর ভাষণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব ছিল জনাব আবাদ শাহপুরী, জনাব নবী আহমদ লুধী ও এ অধমের উপরে। আমরা মাওলানার দু'আড়াই ঘণ্টার ভাষণের প্রতিটি শব্দ অতি সহজে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর এ ঐতিহাসিক ভাষণ দৈনিক তাস্‌নিমে প্রকাশ লাভের সুযোগ হয় নি। কারণ সে রাতেই সামরিক শাসন জারী করা হয়। পরিষদগুলো ভেঙে দেয়া হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা বক্তা নন, বাগ্মী ছিলেন। তাঁর ভাষণ ছিল তাঁর নিজস্ব ধরনের অনন্য ও অনুপম। সাধারণ বক্তা তাঁর বক্তৃতায় বুদ্ধিমত্তার চেয়ে বেশী ভাবাবেগের উপর জোর দেন, কিন্তু সুবক্তা বা বাগ্মী বুদ্ধিমত্তা পরিত্যাগ করেন না এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে শ্রোতাদেরকে খুশী করেন। মাওলানা ভাষণের পূর্বে তার প্রস্তুতি নিতেন এবং যে যে বিষয়ের উপরে তাঁকে বলতে হতো তা কাগজের টুকরায় টুকে নিতেন। বক্তৃতার সময় আওয়াজ উঁচু নীচু অবশ্যই হতো। কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু তিনি পরিত্যাগ করতেন না এবং বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতো। তিনি

www.pathagar.com

সাধারণ বক্তা ও ওয়াজকারীর মতো এদিক সেদিকের নিরর্থক কথা, রসিকতা অথবা আজে বাজে কেচ্ছা কাহিনী বয়ান করতেন না। এদিক দিয়ে মাওলানা মওদূদীকে একজন নীরস-বিরস বক্তা বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতো এবং ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের বিরাট সমাবেশে প্রতিটি শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে তাঁর কথা শুনতো।

চিঠিপত্রের জবাব দিতে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। ব্যস্ততার কারণে জবাব কখনো কখনো বিলম্বে আসতো। কিন্তু এ ধারণা করা যেতো না যে পত্র লিখে তার জবাব পাওয়া যাবে না। যেমন কোন কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি জবাব না দেওয়াকে তাঁদের মহত্ব বলে মনে করেন। সংঘাতিক রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি পত্রের জবাব দস্তুর মতো লিখিয়ে নিতেন। তাঁর সর্বশেষ পত্র আমার কাছে সংরক্ষিত আছে যা তিনি লিখিছিলেন ১৯৭৯ এর ২২শে সেপ্টেম্বরে যে দিন তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন, সে সময়ে আমি সাইয়ারা ডাইজেস্টের সম্পাদক ছিলাম। দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন হবে, না পার্লামেন্টারী পদ্ধতির—এ নিয়ে সাইয়ারা ডাইজেস্টের পাতায় যাঁরা আলোচনা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ মুহাম্মদ বাকের, ব্রিগেডিয়ার গুলজার আহম্মদ (অবসর প্রাপ্ত), প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমি মাওলানাকে অনুরোধ করে পত্র লিখি যে তিনিও এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবেন। মাওলানার জবাব এলো। তিনি লিখেছেন—

মুহতারমী ও মুকাররমী। আস্সালামু আলায়কুম ও রহমাতুল্লাহ।

১৩ই সেপ্টেম্বরের পত্র পেয়েছি। প্রথম কথা এই যে আমার স্বাস্থ্য আজকাল এতোই খারাপ যে বহু কষ্টে নিজের জরুরী কাজগুলি করছি। আর বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়েছি। দ্বিতীয় কথা এই যে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অথবা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির বিতর্ক বর্তমানে অনাবশ্যক নয় বরঞ্চ অসংগতই মনে করি। জেনারেল জিয়াউল হক এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলেছেন যে তিনি নিছক কথাচ্ছলে এক কথা বলে ফেলেছেন। কোন আইনগত বিতর্ক সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। এখন এ নিয়ে অযথা বির্তকের প্রতি গুরুত্ব দেয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

খাকসার আবুল আ'লা

মাওলানা আ'লায়ে ইল্লীনে তাঁর প্রভুর দরবারে পৌঁছে গেছেন। প্রকৃত সাফল্য ত আখেরাতের এবং তাও এ অবস্থায় যে নামায়ে আমাল

www.pathagar.com

ডান হাতে হবে। আল্লাহ পাকের কাছ থেকে এ আশাই রাখি যে তিনি তাঁর ফযল ও করমে তাঁকে মাগফেরাত দান করবেন। মানবীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধে কেইবা আছে। মানুষ দুনিয়াতে আসতেই থাকবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা উপহার হিসেবে ভালো ও মহৎ লোক পাঠাতেই থাকবেন। কিন্তু যে যুগে ভালো মানুষের ভয়ানক অভাব সে যুগে মাওলানার বিকল্প কোন মানুষ যতোদূর নজর যায় দেখা যায় না।

সুবুত্‌ আস্ত্‌ বর জারিদায়ে আলমে দাওয়ামে মা।

—০—

www.pathagar.com

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী

—সাইয়্যেদ আবদুল ওয়াদুদ শাহ

আজ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী বিদায় নিয়েছেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেউন।"

এ দুনিয়ায় কত মানুষ! একদুই লাখ নয়, কয়েক কোটি নয়, চারশ' কোটি মানুষ বর্তমান দুনিয়ায় বিদ্যমান। এদের মধ্যে আঙুলে গনা যাবে এমন কিছু লোককে মানুষ বলা যাবে। কারণ আজকাল ত প্রকৃত মানুষ হওয়াটা যেমন তেমন কথা নয়।

আর যে ব্যক্তি মানবতার কল্যাণের মিশন নিয়ে ময়দানে নামেন তিনি ত বিরাট মানব।

দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী দুনিয়াতে হামেশা শুধু তাঁরাই অমর হ'য়ে আছেন, যাঁরা তাঁদের জীবন এলুম ও মানবতার খেদমতে কাটিয়ে দিয়েছেন।

আর যিনি তাঁর গোটা জীবন জ্ঞান অর্জন ও তা প্রচার ও প্রসারের কাজে কাটিয়ে দিয়েছেন, আপনি তাঁর কি নাম দেবেন ?

প্রতিদিন দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্ম গ্রহণ করছে এবং মরছেও। তাদের সারা জীবন পেট ও কামাই রোজগারকে কেন্দ্র করেই কাটে এবং এ দুটি বস্তুর পেছনে ছুটাছুটি করতে করতে জীবন শেষ হ'য়ে যায়। তাদের জীবনের পর্যালোচনা করলে শুধু—এ দুটি বস্তুকেই তাদের জীবনের বিরাট লাভ বলে মনে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে এ দুটি জীবনের জন্যে অপরিহার্য, তবে—তা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়।

একজন মুসলমান হিসাবে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর জীবন চরিতের পর্যালোচনা করে দেখুন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে সাংবাদিক-

www.pathagar.com

তার সূচনা এবং ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা। পঁচিশ বছর বয়সে 'আল্ জিহাদ্ ফিল ইসলাম' এর মতো প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা, 'তাফ্হীমুল কোরআন' নামে ছ' খন্ডে কোরআনের তফ্সীর এবং নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর সীরাতে পাক রচনা। এতো বিরাট এলমী খেদমত যিনি করেন দুনিয়া কি তাঁকে কখনো ভুলতে পারে ?

ব্যাপার ত এই যে কেউ একখানা বই লিখলেই তাঁকে স্মরণ করা হয়। আর যিনি স্বয়ং এক জীবন্ত ইন্সাইক্লোপেডিয়া (বিশ্বকোষ) তাঁকে ভুলে যাওয়া অন্ততঃ জ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞান অর্জন করা এক কথা এবং তার উপর আমল করা অন্য কথা। যেহেতু আমাদের দ্বীন প্রত্যেক ব্যাপারে দ্বীন ও দুনিয়াকে এক সাথে নিয়ে চলে পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত করেনা সে জন্যে আমরা যখন দ্বীনের চাহিদা মুতাবেক জীবন গঠনের সংকল্প করি তখন, বিশেষ করে আজকালকার দিনে, আমাদেরকে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ শুধুমাত্র নিজে অবলম্বন করেন না, বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানকে এ পথে পরিচালিত করেন, তাঁর সম্পর্কে এমন চিন্তা করা বড়ো কঠিন যে তিনি কখনো দমে যাবেন, কারো কাছে নতি স্বীকার করবেন অথবা তাঁকে খরিদ করা যাবে। যারা দমে যাবার তারা দমে যায়, যারা মাথা নত করার তারা মাথা নত করে। কিন্তু সত্যভাষী সত্যের উপর অবিচল থাকেন। কোন ঝড় তুফান তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।

মাওলানার জীবনের একটা অংশ কারা অন্তরালে কেটেছে। তিনি কোন নৈতিক অপরাধ করেন নি। তাঁর অপরাধ তাই ছিল যা সত্যনিষ্ঠদের হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ হক কথা বলা।

এ কথা শাসকদের হৃদয়ে কণ্টকের মতো মনে হতো। কাদিয়ানীদের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে হলো তাঁর মৃত্যুদন্ড।

মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করার অপরাধে তাঁর প্রতি গুলী বর্ষণ, হত্যার প্রচেষ্টা ও হামলা—এবং সারা জীবন তাঁর উপর অবিরাম অভিযোগ ও গালির গোলা বর্ষণ।

কিন্তু যিনি তাঁর জানের সওদা কোন পার্থিব বস্তুর বিনিময়ে করেন নি, জান্নাতে ফিরদৌসের বিনিময়ে করেছিলেন, তিনি এ সবের থোড়াই পরোয়া করতেন। কোন কিছু তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। যারা বিক্রি হ'য়ে যেতে পারে তারা কোন মহৎ কাজ করতে পারেনা।

www.pathagar.com

যারা সময়ের স্রোতে ভেসে যায় তারা কোন বিপ্লব আনতে পারেনা। বিপ্লব সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়। চরিত্রহীন লোক বিপ্লব সাধন করতে পারেনা।

তাঁর সাথে অনেকের মতভেদ হতে পারে, কঠিন মতভেদ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁকে এ মানদণ্ডে মেপে দেখুন— জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পরে এমন ব্যক্তি কি কোন সাধারণ মানুষ হতে পারে যাঁকে সাইয়েদ কুতুব শহীদ 'যুগের ইমাম' বলেছেন। ফিলিস্তিনের মুফ্‌তীয়ে আযম যাঁকে 'ইমামুল মুসলেমীন' নামে আখ্যায়িত করেছেন ? যাঁকে তাঁর দ্বীনী খেদমতের জন্যে শাহ ফয়সল এওয়াড' দান করা হ'য়েছে ? আর এ এওয়ার্ডের প্রায় বারো লক্ষ টাকা নিজের জন্যে অথবা সন্তানদের জন্যে ব্যয় না করে দ্বীনের কাজে দান করেছেন তিনি কি সাধারণ মানুষ হতে পারেন ? এমন ব্যবসা, এমন পুঁজি বিনিয়োগের কথা কেউ কোন দিন শুনেছে কি এবং এমন এ যুগে কখনো হয় কি ?

আজ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আর জগতে নেই। প্রত্যেককেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু—

ফানা হো জায়েংগে হাম, আওর তুম আঁসু বাহাওগে,
হামারে বা'দ হাম জেয়সে কাঁহা সে লোগ লাওগে ?
আমরা শেষ হ'য়ে যাব, আর তোমরা অশ্রু প্রবাহিত করবে,
আমাদের পরে আমাদের মতো লোক তোমরা কোথা থেকে আনবে ?

একটি হাদিসে কুদসীতে আছে, প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ জন্ম গ্রহণ করবেন যিনি দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি ফুৎকারিত করবেন। অর্থাৎ দ্বীনকে তার আসল রূপে উপস্থাপিত করবেন।

বর্তমান শতকের ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণকারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জীবন চরিত আলোচনা করে দেখলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিশ্বাস জন্মে যে নিঃসন্দেহে হাদীসে কুদসীতে এমন ব্যক্তিত্বের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে এলম ও আমলের সম্পদে ভূষিত করেছিলেন। এর বদৌলতে তিনি শুধুমাত্র তাঁর নিজের পথকেই সুগম করেন নি, বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ মানুষকে কল্যাণের দিকে ডেকেছেন এবং এ পথে চালাতে কৃতকার্য হয়েছেন। এ যেমন তেমন কাজ নয়। শুধু নিজের পরিবর্তন

www.pathagar.com

করাই বড়ো কঠিন কাজ। অসংখ্য মানুষের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা এতো বিরাট কাজ এবং রাব্বুল আলামীনের কাছে তার প্রতিদান এতো বিরাট যে তার জন্যে এতোটুকু বলা যেতে পারে, হাদীসে কুদসীর এ কথাগুলি—"নেকির দাওয়াত যে দেয় তার জন্যে ততো প্রতিদান যা নেক কাজকারীদের জন্যে রয়েছে।"

একথা সুস্পষ্ট যে এ যাবত কিছু লোক আপন স্বার্থের জন্যে মাওলানার অন্ধবিরোধীতাই করে এসেছেন এবং অমূলক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এখন মাওলানা তাঁর আপন নামায়ে আমল সহ তাঁর রবের দরবারে পেঁাছে গেছেন। এখন ফয়সালা হবে। কিন্তু ফয়সালা ত খোদা এখানেও করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও পরস্বপহরণকারীদের জন্যে এতো বড়ো শাস্তি রয়েছে যে বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছনার মৃত্যু থেকে তারা বাঁচতে পারে না। যাঁরা সত্যের নকীব, তাঁরা তাঁদের পেছনে এক সত্য নিষ্ঠ বাহিনী নিয়ে চলেন। এমন লোক প্রত্যেক যুগেই ছিল এবং প্রত্যেক যুগেই থাকবে। আবুল আ'লার মহত্বের জন্যে এই যথেষ্ট।

—০—

www.pathagar.com

পাকদিল্ ও পাকবায্

—রফীক গৌরী

দুনিয়া একটা সরাইখানা। এখানে লোক আসে এবং চলে যায়। আর এ আসা যাওয়ার অবিরাম ধারা আদি কাল থেকেই চলে আসছে এবং চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। যখন কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব তার যশ ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে চিরতরে চোখের আড়াল হয়ে যান তখন এমন এক শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে যে তা কিছুতেই পূরণ করা যায় না। তখন আমরা স্মৃতির সাহায্যে প্রিয় ব্যক্তিকে কল্পনার জগতে ফিরে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করি। কিন্তু যে একবার চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ও তকদীরের লিখন। আর এই নিয়মের অধীনেই ইসলামী জগতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও তাঁর রবের দরবারে চলে গেছেন।

মাওলানা কি ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু লেখা অহেতুক মনে হচ্ছে। এ জন্যে যে মাওলানার দোস্ত দুশমন, আপন পর সকলেই জানেন তিনি কেমন ছিলেন। মাওলানার মিশন সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিল। তাঁর মহত্ত্বও জানা ছিল সকলের। এটাই ছিল কারণ যার জন্যে যারাই ইস-লাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল—তারা ইহুদী হোক বা কাদিয়ানী, হিন্দু হোক অথবা খৃষ্টান, সোশ্যালিষ্ট হোক অথবা কমিউনিষ্ট, তারা সকলেই মাওলানাকে তাদের এক নম্বর দুশমন মনে করতো।

এমন কোন্ সৌন্দর্য ছিল যা মাওলানার মধ্যে ছিল না? একাধারে তিনি এক সত্যের আহ্বায়ক, ইসলামের মুখপাত্র, ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তাশীল, সাহিত্যিক, বাগ্মী, রাজনীতিবিদ ও নেতা এবং একজন দক্ষ সংগঠক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাস, জ্ঞান বিজ্ঞান ও

www.pathagar.com

সাহিত্যের দিক দিয়ে ছিল অতীব গুরুত্বের অধিকারী এবং মৃত্যুর পরেও তেমনি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবেও। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য কাগজে চিত্রিত করা আমার সাধ্যের অতীত। এ মহান ব্যক্তির মহান জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে আমার মধ্যেও কিছু মহত্বের প্রয়োজন যা আমার নেই। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে এ সম্পর্কে কোন চেষ্টাই করা যাবে না। তাই বলি, অতীত ও বর্তমানের মহান ব্যক্তিত্বসমূহের মতো মাওলানা মওদূদীও ছিলেন এক অপ্রত্যাশিত নিয়ামত। তাঁর অভ্যাস ছিল সত্যের, প্রেম ও ভালোবাসার এবং প্রফুল্লতার শিক্ষা দেয়া, নেক কাজ করার ও পবিত্র জীবন যাপনের দীক্ষা দেয়া ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। তাঁর জীবনের এক মহান লক্ষ্য ছিল এবং এ লক্ষ্য হাসিলের বহু উদ্দেশ্য ছিল। এ মহান লক্ষ্য ছিল তাঁর জীবনের মূলধন। বিবেক ও প্রজ্ঞা শক্তির দ্বারা তিনি এ লক্ষ্যে দিনরাত অবিচল থেকে চেষ্টা সাধনা করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর গোটা জীবনকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তাঁর অনুভূতিতে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠতো তা ছিল তাঁর লক্ষ্যেরই নিদর্শণ। তাঁর পবিত্র ও বিশুদ্ধ চিন্তা ধারা, সোনালি সুন্দর মূলনীতি ও মানবতার মহান মূল্যবোধ রচনা করে। এ সব মূলনীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে তিনি উম্মতে মুসলেমার পথ নির্দেশনা দান করেন এবং তাদেরকে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এ প্রতিদিনের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যে, পানি যে পাত্রে ঢালা হয় সে পাত্রের রূপ সে ধারণ করে। ঠিক তেমনি কোন কোন ব্যক্তির স্বভাব প্রকৃতিতে ঐসব ধারণা বাসনা, চিন্তাধারা ও নিয়ম পদ্ধতির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় যা তিনি তৈরী করেন। ব্যক্তি যে ধরনের হবে তেমনি তার রীতি নীতি হবে। একজন নিষ্কলুষ সত্য নিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষ্য হবে জাতিকে সত্য পথ প্রদর্শন করা ও তাদের কল্যাণ সাধন করা। তিনি তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষার উৎস থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা মিটাতে চান।

আবার এ শিক্ষা যদি কোন অপাত্রে দান করা হয় যার মনের মধ্যে কলুষতা ও দুরভিসন্ধি প্রবেশ করে তাহলে তার কুফলও প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ সব যারা কার্যকর করার চেষ্টা করবে তারা গোমরাহির এমন অতল তলে নিমজ্জিত হবে যে তার থেকে আর কোনদিন পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। ভালো যমীনে যে বীজ বপন করা হয় তার থেকে ফুলে ফলে সুশোভিত বিরাট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যমীন অনুর্বর

www.pathagar.com

হলে তার থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

আমার মতে মাওলানার জীবদ্দশায় সাহিত্যিক প্রবন্ধকারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে মাওলানার প্রসংশায় তাঁরা কিছু লেখেন। কারণ মাওলানা তা মোটেই পছন্দ করতেন না। এখন ত তিনি আমাদের মধ্যে আর নেই। তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এক সংযোজক স্বর্ণ আংটা হয়ে পড়েছে। এখন ত আমার মতো নগন্য লেখকেরও সুযোগ এসেছে তাঁর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার। এখন দ্বিধাহীন চিত্তে আপন মতামত প্রকাশ করতে পারি।

মাওলানা মওদূদী মৃতবৎ জাতিকে ডাক দিয়েছেন। যারা সাড়া দিয়েছে তাদেরকে একত্র করেছেন, তাদেরকে সংগঠিত করেছেন, তাদের তরবিয়ত দিয়েছেন। লক্ষ্য হাসিলের জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ কুরবাণী করার প্রেরণা দিয়েছেন। তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর অনুভূতি জাগ্রত করে দিয়েছেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে দেশ ও মানবতার খেদমতের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা দান করেন। এ শক্তি দিয়ে আদর্শিক ও রাজনৈতিক অংগনে নাস্তিক, কমিউনিষ্ট, পাশ্চাত্যপন্থী ও ক্ষমতালোভী মহলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্যে জনমত সৃষ্টির অভিযান চালান। নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত জাতিকে আলোড়িত করেন। আলেম, আইনজীবী, ছাত্র প্রভৃতি সকল স্তরের লোকদের টীম তৈরী করেন।

মাওলানাকে তাঁর সারা জীবনে অতি নীচ প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখীন হতে হয়। যমানা হকের এ বানী বাহককে প্রথমে স্বাগত জানিয়েছে গালি ও বিদ্রূপ দিয়ে, অভিযোগ উত্থাপন করে, কাফের ফতোয়া দিয়ে। কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কোন্ অভিযোগ ছিল যা তাঁর উপর আরোপ করা এবং এমন কোন জুলুম উৎপীড়ন যা তাঁকে করা হয় নি।

প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় কম লোকই তাঁর সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

(সাপ্তাহিক চাটান)।

—০—

www.pathagar.com

ক্ষমা প্রার্থনার দাবী

—মিয়া আবদুল মজিদ

প্রাক্তন সম্পাদক, পাকিস্তান রিভিউ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় প্রেস ব্রাঞ্চ, পাঞ্জাব সিভিল সেক্রেটারিয়েট লাহোরে।

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে- TO BE FOREWARNED IS TO BE FOREARMED—পূর্বাহ্নে কোন বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল মানুষ তার নিরাপত্তার জন্যে আগে থেকেই অস্ত্রসজ্জিত হ'য়ে থাকে। পাঞ্জাব সরকার প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে রেখে-ছিলেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত বেসামরিক কাজকর্ম দেখা-শুনার জন্যে এবং তৎ সংক্রান্ত আদেশ জারী করার জন্যে পাঞ্জাব সরকার স্যার জোন এন্ডারসনকে জয়েন্ট সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই সরকার পাঞ্জাব প্রেসের উপর সেন্সরশিপ কঠোর করেন। সেন্সরশিপের উপর কড়া নজর রাখার ভার ছিল হোম সেক্রেটারী ম্যাকডোনাল্ডের উপর প্রাদেশিক প্রেস্ এ্যাড্ভাইজার হিসাবে। খান বাহাদুর চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন, (অফিসার ইনচার্জ প্রেস ব্রাঞ্চ) অ্যাসিস্ট্যান্ট্ প্রভিন্সিয়াল প্রেস অ্যাড্ভাইজার এবং স্পেশাল প্রেস অ্যাড্ভাইজার হিসাবে নিযুক্ত হন। এক নম্বর সেন্সরের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রিন্টার পাবলিশার্সকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রবন্ধ, খবর, কবিতা প্রভৃতি ছাপাবার পূর্বে প্রেস ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট প্রভিন্সিয়াল প্রেস্ অ্যাড্-ভাইজারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল

www.pathagar.com

চ্যাম্বারলেন পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের সকল দায় দায়িত্ব জার্মানীর উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রচন্ড প্রচারণা শুরু করা হয়। দুনিয়াকে এ ধারণাই দেয়া হচ্ছিল যে বৃটিশ সরকার একেবারে নির্দোষ। শান্তি প্রিয়তা সর্বদাই বৃটেনের বৈদেশিক নীতি রয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণই হচ্ছে বৃটিশ পলিসির কেন্দ্রীয় স্তম্ভ।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে প্রেস ব্রাঞ্চের কাছে সেন্সরের জন্যে প্রেরণ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন যে ইংলন্ডই বিশ্বশান্তির সব চেয়ে বড়ো দুশমন, যুদ্ধবাজ (WARMONGER) এবং কলংকিত AGRESSOR, প্রথম আক্রমনকারী। সে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি শান্তিপ্রিয় দরিদ্র ও নিরীহ জাতিকে অস্ত্র বলে তার গোলাম বানিয়েছে। তাদেরকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত করে রেখেছে। তাদের উপর নিজের সভ্যতা সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের খনিজ সম্পদ লুন্ঠন করেছে এবং সে সব দেশের জনসাধারণকে অত্যাচার উৎপীড়নের এক করুণ চিত্র বানিয়ে রেখেছে।

মোট কথা তাঁর এ প্রবন্ধের ইংরেজী তরজমা স্যার জোন এন্ডারসনের নিকট পেশ করা হলে তিনি তার উপর মন্তব্য করেন যে তর্জুমানুল কুরআনের জন্যে লিখিত মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধ অত্যন্ত আপত্তিকর হয়েছে। এ গোটা প্রবন্ধই সেন্সর করতে হবে।

উপরন্তু অ্যাসিস্টেন্ট প্রভিন্সিয়াল প্রেস অ্যাডভাইজার চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেনকে নির্দেশ দেয়া হয় যে মাওলানা মওদূদীকে প্রেস ব্রাঞ্চে ডেকে এনে কড়া ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে হবে এবং তাঁর কাছে লিখিত ক্ষমার আবেদন পত্র নিতে হবে। অন্যথায় সরকার তাঁকে নজরবন্দ করতে বাধ্য হবেন।

অতঃপর মাওলানাকে একটি হুকুমনামার মাধ্যমে প্রেস ব্রাঞ্চে তলব করা হয়। মাওলানা তশরিফ আনেন। কামরায় চৌধুরী সাহেব ও আমি ছিলাম। 'আসসালামু আলায়কুম' বলে মাওলানা ভেতরে প্রবেশ করেন। আমি ত দাঁড়িয়েই ছিলাম এবং চৌধুরী সাহেব সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। মাওলানার পরিধানে ছিল কালো রঙের

www.pathagar.com

শিরওয়ানী, সাদা হিন্দুস্তানী কাটিং এর পায়জামা এবং মাথায় নতুন টুপি। তাঁর চুল ছিল কৃষ্ণ বর্ণের। তিনি চৌধুরী সাহেবের ডান ধারে বসে পড়েন এবং আমি বামে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা চৌধুরী সাহেব প্রথমে শুরু করেন। তাঁর কথার মধ্যে অফিসার সুলভ ঝাঁজ ও তিক্ততা ছিল। বল্লেন, আপনার প্রবন্ধ বনাম সেন্সর অত্যন্ত আপত্তিকর। তা ছাপতে নিষেধ করা হয়েছে। আপনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন, বৃটিশ সরকার এবং ইংলন্ডকে খুব একচোট নিয়েছেন। তাঁদেরকে বিশ্ব শান্তির এক নম্বর দুশমন বলেছেন। আমার প্রতি সরকারের নির্দেশ এই যে আপনাকে যেন আমি কঠোরভাবে সাবধান করে দিই। উপরন্তু আপনার কাছ থেকে যেন লিখিত ক্ষমার আবেদন পত্র নেই এবং আপনি এ নিশ্চয়তা দেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রবন্ধ আর কখনো লিখবেন না।

আমি লক্ষ্য করছিলাম যে চৌধুরী সাহেবের কথাগুলি মাওলানার অসহনীয় হয়ে পড়ছিল। তিনি যেন রাগে লাল হ'য়ে উঠেছেন এবং অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন, তাঁর চরম দুশমনের বিরুদ্ধে আমি তাঁর কয়েকবার মন্তব্য করতে শুনেছি। তিনি অত্যন্ত শালীনতা, ভদ্রতা ও সহনশীলতার সাথে তাদের অমূলক অভিযোগ খন্ডন করেন। কখনো রাগান্বিত হন নি। কিন্তু এবার তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দেন। বলেন, চৌধুরী সাহেব! সরকার ভালো করেছেন যে আমার প্রবন্ধ ছাপতে নিষেধ করে দিয়েছেন। প্রবন্ধটি যখন সেন্সরই করা হলো ত আমাকে ডেকে পাঠাবার এবং সাবধান করে দেয়ার কি বৈধতা ছিল? যদি আমি তা সেন্সর না করিয়ে ছাপতাম, তাহলে আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহনের ন্যায়সংগত অধিকার আপনাদের ছিল। আমি আমার প্রবন্ধে সত্য এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পরিপন্থী কোন কথা বলিনি। এটা সত্য যে ইউরোপের ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ ত একদিকে রয়েছেনই, আর স্বয়ং ইংরেজ সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত অনেক আগেই সে সব কথা বলেছেন যা আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি। পরিতাপের বিষয় যে আপনি আমাকে পাকড়াও করে আমার হিসাব নিতে বসেছেন। আমি ত আমার প্রবন্ধকে কিছুতেই আপত্তিকর এবং অপরাধযোগ্য বলে মেনে নিতে পারি না। আমি ত ইসলামের ইতিহাস এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখে আমার অভিমত প্রকাশ করেছি। চৌধুরী সাহেব। খোদার ফযলে আপনি ত একজন মুসলমান। ঈমান ও ইনসাফের দাবী অস্বীকার করবেন না। একদিন ত আপনাকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজীর হয়ে নিজের কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। আপনার বিবেক যদি জীবন্ত থাকে এবং দেলের মধ্যে ঈমানের স্ফুলিংগ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আপনি চিহ্নিত করে দিন আমার প্রবন্ধে কোন্‌ বাক্যটি অথবা বিবৃতিটি মিথ্যা, অতিরঞ্জিত অথবা অবান্তর। মুসলমান হিসাবে আপনার এ ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব ছিল যে, আপনি আপনার উর্ধতন অফিসারদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করতেন। তাদের কথায় সায় দেয়া আপনার ঠিক হয় নি। এখন রইলো আমাকে সাবধান করে দেয়ার বিষয়টি। ত আমি এর কণামাত্র মূল্য দিই না। আমি কোরআনের আঁচল কখনো হাত ছাড়া করিনি এবং করবোও না কোন দিন।

তারপর আপনার সরকার যে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবী জানাচ্ছেন সে সম্পর্কে আমার কথা এই যে, কান খাড়া করে শুনুন।

আপনি আবুল আলা মওদূদীকে বলেছেন যে সে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এ আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপনার সরকার আমাকে ফাঁসি দিন, যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিন, নজরবন্ধ করে রাখুন, আমি কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।

মাওলানা খুবই উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। চৌধুরী সাহেব কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ধীর কন্ঠে বল্লেন, মাওলানা। লিখিত না হোক, মৌখিক একটু দুঃখ প্রকাশ করুন না।

মাওলানা বল্লেন চৌধুরী সাহেব। আপনার সরকার এবং আপনি যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন তার জন্যে আমি তৈরী আছি।

এ মাওলানার শেষ কথা। তারপর বল্লেন, চৌধুরী সাহেব। আস্‌সালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।"

মাওলানার বিদায়ের পর প্রেস ব্রাঞ্চের সুপার মিয়া ফকীর মুহাম্মদ চৌধুরী সাহেবের কামরায় ঢুকলেন। চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, এ মৌলভী ভয়ানক শক্ত। কিছুতেই ক্ষমা চাইবে না। তার দুর্দান্ত সাহস দেখে আমি ত অবাক হয়েছি।

চৌচুরী সাহেব আমাকে বল্লেন, আবদুল মজিদ! সেন্সরশিপ ত

www.pathagar.com

আপনার সাবজেক্টটা সাক্ষাৎকারের উপর নোট লিখে আনুন।

আমি নোট লিখে পেশ করলাম। চৌধুরী সাহেব তাঁর মন্তব্যসহ উপর আলার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন THE CASE MAY BE FILED ঘটনার যবনিকা পাত হলো। এ ঐতিহাসিক ঘটনার পর মাওলানার প্রতি আমার শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গেল।

—o—

www.pathagar.com

যখন সাইয়েদ মওদূদী অধ্যাপক ছিলেন

—মুশতাক আহমদ ভাট্টি এম. এ

এ শুধু গর্বের বিষয় নয়, আমার এক বিরাট নিয়ামত যে ইসলামীয়া কলেজ লাহোরের ১৯৩৯—৪০ এর শিক্ষা বছরে, আমার চতুর্থ বর্ষে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দ্বীনী পটভূমির বদৌলতে একে ত ১৯৩৭ সাল থেকে তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে মাওলানার সাথে আমার গায়েবানা পরিচয় হয়। কিন্তু মাওলানা যখন ইসলামীয়া কলেজ লাহোরে অধ্যাপক হয়ে এলেন তখন তাঁকে দেখার সুযোগ হয়। জামায়াতে ইসলামী কায়েম করার বহু পরে যাঁরা মাওলানাকে দেখেছেন তাঁরা ধারণা করতে পারেন না যে মাওলানার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল। মধ্যম ধরনের শারীরিক গঠন, গৌর বর্ণ, পায়ে কালো বুট, সাদা চুরিদার পায়জামা, গায়ে শিরওয়ানী, মাথায় টুপি, কালো ছোটো ছোটো দাড়ি-গৌরবর্ণের উপর অত্যন্ত মানানসই ছিল। চশমার পেছনে উজ্জ্বল দুটি চোখ। ইংরেজী কায়দায় চুল ছাটা, চর্বিহীন প্রাণবন্ত (Smart) দেহ, গুরু-গম্ভীর ও শালীন, চলনে বলনে অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক। এর সব কিছুই শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। শুধু প্রকাশ্য দৈহিক কাঠামোতে বেশ পার্থক্য সুচিত হয়েছিল।

আমি যখন প্রথমবার তাঁকে দেখলাম তখন অপলক নেত্রে দেখতেই থাকি। আজব ধরনের যাদুকরী ব্যক্তিত্ব। আমার ভারি আনন্দ হতে লাগলো যে যে ব্যক্তির লেখনী আমার মনের মধ্যে আন্দোলন ও তৃপ্তি সঞ্চার করেছে, সরাসরি তাঁর থেকে ফায়দা হাসিলের সুযোগ হলো।

আগে আমাদের দ্বীনিয়াতের অধ্যাপক ছিলেন মাওলানা মুহম্মাদ ওমর। তিনি ছিলেন পুরাতন ধরনের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

www.pathagar.com

প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন না। সেজন্য অধিকাংশ ছাত্র তাঁর পিরিয়ডে শুধু হাজিরা দিতে আসতো। কারণ ইসলামীয়া কলেজে দ্বীনিয়াতে ফেল করার অর্থ সব বিষয়ে ফেল করা এবং অন্যান্য বিষয়ের হাজিরীর সাথে দ্বীনিয়াতের হাজিরীও গণ্য করা হতো। মাওলানা ওমর যখন ইংরেজীতে টেনে টেনে রোলকল করতেন ছাত্ররা 'ইয়েস' বলার সাথে সাথে পেছন দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়তো। রোল কল্ করার পর মাওলানা ওমর মাথা তুলে দেখতেন যে মাত্র কয়েক-জন ক্লাসে রয়ে গেছে। বলতেন, আচ্ছা, একজন মাত্র রয়ে গেছে, ঠিক আছে, সামনে এগিয়ে এসো। বলতে গেলে একশ' সোয়াশ' ছাত্রের মধ্যে পনেরো বিশজন ক্লাসে থাক'তো। তারপর শুরু হতো তাঁর দ্বীনিয়াতের লেক্চার। হতো সাধারণ মৌলবীয়ানা ওয়াজ। ছাত্ররা অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতো।

বার্ধক্যের জন্যে মাওলানা ওমর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে আন্জুমানে ইসলামীয়া লাহোর মাওলানা মওদূদীকে অনুরোধ করেন ইসলামীয়াতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে। মাওলানা সম্ভবতঃ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রেখে যথারীতি বেতনভুক কর্মচারী হওয়ার পরিবর্তে অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহন করতে রাজী হন। মাওলানা সে সময়ে ইসলামীয়া পার্ক চৌবুর্জি'তে যফর ইকবাল সাহেবের সাথে ওয়ালী কুঠিতে থাকতেন। আন্জুমান কলেজে আসা যাওয়ার জন্যে টাংগাভাড়া বাবদ পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিত।

মাওলানার আসার পর ইসলামীয়াতের গুলবাগিচায় হঠাৎ বসন্তের আগমন হলো। তার মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে গেল। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন খাজা দিল মুহাম্মদ। প্রথম প্রথম এ ব্যবস্থা করা হলো যার ফলে কলেজের সব ক্লাসের ছাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপন আপন দায়িত্বশীল অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে হাবিবিয়া হলে জমায়েত হতো। আজও যখন আমি মনের চোখ দিয়ে অতীতের দিকে তাকাই তখন অধিকাংশ অধ্যাপককে নিজ নিজ ক্লাসের নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ইনি অধ্যাপক হামীদ আহমদ খান, উনি অধ্যাপক ফাইয়ায মাহমুদ. উনি অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ, এদিকে অধ্যাপক এলমুদ্দীন সালেক রয়েছেন ত ওদিকে অধ্যাপক আবদুল বশীর আযরী। মঞ্চের পাশে ভাইস্ প্রিন্সিপাল সাইয়েদ আবদুল

www.pathagar.com

কাদের বসে আছেন এবং এক কোণে অধ্যাপক আবদুল বাসেত। স্বয়ং খাজা সাহেব তত্ত্বধানের জন্যে মঞ্চের উপর মাওলানার সাথে বসে রয়েছেন। এক অভিনব দৃশ্য ছিল। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সকল ক্লাসের ছাত্রদের কলেজের উপর তলা থেকে নেমে আসা এবং পিরিয়ড শেষে আপন আপন ক্লাসে ফিরে যাওয়া লোক গিজ্ গিজ্ করার এক দৃশ্য ফুটে তুলতো। গোটা হল ঘর মানুষে থৈ থৈ করতো। একে ত মাওলানার আওয়াজ ছিল অনুচ্চ এবং হলটিও বিরাট প্রশস্ত, মাওলানা মাইকে তাঁর ভাষণ শুরু করতেন। গোটা হলের মধ্যে এক গভীর নিবিড় তন্ময়তা বিরাজ করতো। মাওলানা ওমরের সময়ে ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়তো এবং সামান্য সংখ্যক অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে থাকতো। কিন্তু মাওলানা মওদুদীর লেকচারের সময় হল গিজ গিজ করতো। ছাত্ররা সামনে গলা বাড়িয়ে উম্মুখ হয়ে থাকতো লেকচার শুনার জন্যে। গোটা পরিবেশে এমন নীরবতা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতো যে একটা শুকনো পাতা পড়লেও তা শুনা যেতো।

মাওলানার ভাষণের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে যে ইসলামীয়াত বিষয়টিকে আমরা অত্যন্ত নিরস ও বিরস মনে করতাম, আমাদের কাছে হ'য়ে পড়লো অত্যন্ত মজার এবং সুখপাঠ্য বিষয়। আমরা সকলে এ পিরিয়ডের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। তাঁর ভাষণে আমাদের জং ধরা মন-মগজ পরিষ্কার হতে থাকে। তাঁর আওয়াজ, কণ্ঠস্বর, যুক্তি প্রমাণসহ তাঁর অনর্গল ভাষণ আমাদেরকে এতোটা আনন্দ দিত যে প্রতিটি কথা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতো। আর এটাও এক সত্য যে, অধিকাংশ ছাত্রের মনমস্তিষ্কে এবং তারপর জীবনের আচার আচরণে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে।

এ ছিল এক নতুন জিনিস—অন্য কোন দুনিয়ার পয়গাম, যার সাথে আমাদের কার্য অপরিচিত ছিল, আমাদের আত্মা অনবহিত ছিল। তাঁর এ লেকচারের মধ্যে ছিল এক বিরাট প্রেরণা, যা আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যুবকদের রক্তে উষ্ণতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং জীবনের নক্শা ওলটপালট হতে থাকে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসার মাদকতা বাড়তেই থাকে কমেনা। ইসলামের সঠিক রূপের সাথে পরিচিতি হতে থাকে। এ অবস্থায় ক্রমশঃ এতো বেশী চর্চা হতে থাকে যে অন্যান্য কলেজের ছাত্রগণও আপন আপন ক্লাস ছেড়ে ইসলামীয়া কলেজে

www.pathagar.com

মাওলানার ভাষণ শুনার জন্যে আসতে থাকে। এ সব ছাত্রের মধ্যে আমার এক বন্ধু রাজা মুহাম্মদ খলীলুল্লাহ খান ছিলেন যিনি লহোর সরকারী কলেজে পড়াশুনা করতেন। সাপ্তাহিক দারসের এ ধারাবাহিকতা বেশ কিছু কাল চলে। সে সময়ে মাওলানা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) বইখানা পড়াতেন। তারপর লিখিত পরীক্ষাও নেন। এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন চৌবুর্জি জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের পুত্র আমার সহপাঠি ফযলুর রহমান যিনি পরে ডাঃ ফযলুর রহমান হ'য়ে আইয়ুব খানের ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর হন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সাইয়েদ আবদুর রহমান খাওয়ার যী।

মাওলানার এ ভাষণে শুধু ছাত্রগণই প্রভাবিত হয় নি। বরঞ্চ অধিকাংশ অধ্যাপক প্রভাবিত না হ'য়ে পারেন নি। অধ্যাপক এলমুদ্দীন সালেক আগে থেকেই ইসলামের অগ্নিস্ফুলিংগ ছিলেন। যুবক অধ্যাপক আবদুল বশীর আযরী এবং ডাঃ মুহাম্মদ বাকের ও ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হন। মজার ব্যাপার এই যে আমি এবং আমার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবুল বশীর আযরী জামায়াতে ইসলামীর সভায় শতরঞ্জি বিছিয়ে দিতাম। কলেজের অধ্যাপকগণ অবসর সময় স্টাফ রুমে বসে মাওলানার সাথে মত বিনিময় করতেন।

আমাকে কে যেন বলেছিলেন যে, মাওলানা ইংরেজী শুধু ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু হঠাৎ কখনো যদি মাওলানাকে স্টাফ রুমে যেতে অথবা বাইরে আসতে দেখতাম, তখন তাঁর হাতে সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট দেখতে পেতাম। আমি অবাক হতাম যে মাওলানা ইংরেজী সংবাদপত্র কি ভাবে পড়তেন। অথচ আমরা বি এ পড়েও ইংরেজী সংবাদপত্র ভালো করে বুঝতে পারতাম না। পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম যে কিছু পাশ করলেই জ্ঞান লাভ করা যায় না।

এ ভাবে ইসলামীয়াতের শিক্ষা দু'বছর ধরে চলে এবং মাওলানা অবৈতনিকভাবে এ কাজ করেন। ফার্সীতে এম এ পড়ার জন্যে ভর্তি হওয়ার পর যদিও ইসলামীয়া কলেজের সাথে আমার সম্পর্ক রইলো, কিন্তু এ বিষয়ের অধিকাংশ ক্লাস ওরিয়েন্টাল কলেজে করতে হতো। এ সময়ে জানতে পারলাম যে ইংরেজ সরকার মাওলানার বিপ্লবাত্মক শিক্ষাদানের খবর পেয়ে গেছেন। তার ফলে সরকারী মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে সেকেন্দার হায়াত খান পাঞ্জাবের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ইসলামীয়া কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় তাঁরা যেন মাওলানাকে অপসারিত করেন। সরকারের হুকুম লংঘনের ক্ষমতা কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিলনা বরং হুকুম পালন করাতেই তাদের মংগল। কিন্তু ছাত্রগণ টের পেয়ে হাংগামা শুরু করে। সে দিন কলেজে গিয়ে দেখলাম যেন প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে এবং জানালা, দরজার কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে। ছাত্ররা হরতাল ডেকেছে। মাওলানা তাদের এ আচরণ অপছন্দ করেন এবং এ সব না করে শান্ত মনে লেখাপড়ায় মন দেয়ার উপদেশ দেন। তিনি নীরবে সরে পড়েন। কিন্তু এ স্বল্পকালীন তাঁর শিক্ষাদানের ফলে হাজার হাজার ছাত্রের মনের উপর তাঁর বিরাট প্রভাববিস্তার লাভ করে। তাদের চিন্তাধারা ও আচার আচরণেও বিপ্লব সাধিত হয়।

—o—

www.pathagar.com

সুন্দর সবুজ খুশবুদার রুমাল খুলে দেখলাম

—মাওলানা মঈনুদ্দীন

[এখানে মাওলানা মঈনুদ্দীন মাদ্দা যিল্লুহুল আলীর কিছু পরিচয় দান প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি দারসে নিজামীর শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। কুরআন হাদীস ফেকাহ। প্রভৃতিতে অতি দক্ষতা সম্পন্ন একজন আলেম। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি যখন কোন বিষয়ের পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন এবং বিভিন্ন প্রামন্য গ্রন্থের অধ্যায় ও পৃষ্টাসহ যুক্তি প্রমাণ পেশ করতেন তখন মনে হতো তিনি কোন কেতাব সামনে রেখে তা অনর্গল পড়ে যাচ্ছেন। এদিক দিয়ে তিনি অনন্য সাধারণ ছিলেন, তিনি জামেয়া আরাবীয়া গুজরানওয়ালার শায়খুল হাদীস ছিলেন —সম্পাদক]

(প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর কথাগুলো পেশ করা হচ্ছে)।

প্রশ্ন—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাথে কখন এবং কিভাবে আপনার পরিচয় হয়েছিল।

জবাব—ডিসেম্বর একচল্লিশের কথা। মুরাদাবাদের শাহী মাদ্রাসা কাসেমুল উলুমে আমি পড়তাম। একদিন তিরমিযি শরীফের দারস চলছিল। হঠাৎ খেলাফতে রাশেদার প্রসংগ উঠলো। প্রখ্যাত গ্রন্থকার মাওলানা মুহাম্মাদ হামেদ মিয়া পড়াচ্ছিলেন। তিনি বল্লেন এ যুগে খেলাফতে রাশেদার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ব্যবস্থা ত হযরত আলী(রা) এবং হযরত মায়াবিয়ার (রা) হাতেও কায়েম থাকতে পারেনি। আজ কাল যেহেতু কারো মধ্যে মাহমুদ গজনভী ও সালাউদ্দীন আইয়ুবীর মতো তাক্ওয়া পাওয়া যায় না সে জন্যে এখন খেলাফতে রাশেদার

www.pathagar.com

প্রশ্নই উঠতে পারে না। বড়োজোর এটা হতে পারে যে মোগলদের মতো কোন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে যা ইসলামী শাসনের কাছাকাছি হবে। ব্যস্ এতোটুকু।···কিন্তু পাঞ্জাবে মাওলানা আবুল আলা মওদূদী নামে এক ব্যক্তি আছেন যিনি খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা কায়েম করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ সর্বপ্রথম মাওদূদীর সাথে আমার গায়েবানা পরিচয়। তখন জামায়াতে ইসলামীও কায়েম হয়েছিল। কিন্তু আমার তা জানা ছিলনা এবং মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া সাহেবও কিছু বলেন নি। সুতরাং মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া এ হয় যে যদিও তিনি মুখলেস এবং হক কথা বলছেন, কিন্তু যুগের দাবী সম্পর্কে বে-খবর। তিনি একজন সরলমনা গ্রাম্য মোল্লার মতো কাঁধে লাঠি নিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন "আমি ইসলামী নিজাম কায়েম করব।"

উনিশ শ' চোয়াল্লিশ পর্যন্ত এ অবস্থা ছিল। যদিও আমি ব্যাপক পড়াশুনা করেছি। বহু লাইব্রেরী উজাড় করেছি এবং ডজন দেড়েক বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করেছি। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর কোন বই আমার চোখে পড়েনি।

বিয়াল্লিশে আমি শিক্ষা সমাপ্ত করে কোহাট থেকে আশি মাইল দূরে আমার গ্রামে এক দ্বীনী মাদ্রাসা খুলে শিক্ষকতা শুরু করি। সে সময়ে আমি একটি স্বপ্ন দেখি যার তাবীর (ব্যাখ্যা) আমার ওস্তাদ এ ভাবে করেন যে আল্লাহতায়ালা আমার জন্যে এক নতুন ইলমের দরজা খুলে দিবেন। আমি অবাক হলাম যে দারসে নিজামীর সকল বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করার পর আর এমন কোন্ ইল্ম বাকী রইলো যার দরজা আমার জন্যে খোলা হবে।

এ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। আমি চাইছিলাম যে এমন একটি সংবাদপত্র হওয়া দরকার যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি জানতে পারা যায়। এক বন্ধু বলেন, লাহোর থেকে 'কাওসার' নামে একটি পত্রিকা বেরয় তা এ মানের। আমি কাওসার সম্পাদককে নমুনা স্বরূপ 'কাওসারের' দুটি সংখ্যা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করে পত্র লিখলাম। প্রত্যুত্তরে মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের শেষ সংখ্যা এবং নভেম্বরের প্রথম সংখ্যা পাঠিয়ে দেন। শেষ পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম—"মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবাত্মক গ্রন্থাবলী।"

www.pathagar.com

এ নাম দেখেই মনে পড়লো এ সেই ব্যক্তি-যাঁর কথা মাওলানা মিয়া সাহেব বলেছিলেন। মনে করলাম তাঁর বই পড়ে দেখা উচিত।

আমার এক ওস্তাদের ছেলে লাহোর থাকতেন। তাঁকে একদিন বললাম, "মাওলানা মওদূদীকে দেখেছেন?" তিনি বল্লেন, "দেখিনি তবে তাঁর বই আমার কাছে রয়েছে।" তাহলো "মুসলমান অওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাশ (২য় খণ্ড)।" বইখানা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে একই নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। তার প্রতিক্রিয়া এই হলো যে উক্ত গ্রন্থের অন্য দুটি খণ্ডও এনে পড়লাম। তারপর 'তাফহীমাত' ও 'তানকীহাত'ও জোগাড় করলাম।

সে সময়ে আমি এক স্বপ্ন দেখি যে কে যেন আমাকে সুন্দর সবুজ খুশবুদার একটি রুমাল দিলেন। খুলে দেখি তার মধ্যে "তর্জুমানুল কুরআন।" তখন থেকে 'তর্জুমানুল কুরআন' পড়া শুরু করি। তার ফলে আমার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে দ্বীনের তবলিগের কাজ একাকী হয়না—সামষ্টিক হতে হবে। আমার অঞ্চলে কাওসারের গ্রাহক হওয়ার জন্যে বহু নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দিলাম। মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয আমাকে বলেন, আমি যেন সরদার আলী খানের সাথে দেখা করি। অতঃপর পেশাওর জেলার পাবীতে জামায়াতে ইসলামীর যে সম্মেলন হয় তাতে যোগদান করে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ি।

প্রশ্ন—আপনি মাওলানার অতি নিকট ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি আপনাকে খুব সম্মান করতেন। এ ব্যাপারে আপনার কিছু স্মৃতিকথা আমি সংরক্ষণ করতে চাই।

জবাব—মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় পেশাওরে ১৯৪৮ সালে। ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বার যখন তিনি সীমান্ত প্রদেশে আসেন তখন খুররম নামক স্থানে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দেন। তাজুল মুলুক সাহেব আমাকে তাঁর ভাষণ তরজমা করার দায়িত্ব দেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল "ইসলামের এবাদতের ধারণা।" তাঁর চল্লিশ মিনিটের এ বক্তৃতা কোন প্রকার নোট না নিয়ে অবিকল পশতু ভাষায় তরজমা করি। মাওলানা অবাক হলেন এবং খুশীও। বল্লেন "আপনিত একেবারে টেপ রেকর্ডার।" দেখা হলে তিনি আমাকে এভাবেই সম্বোধন করতেন। ঐ বছরেই যখন জামায়াতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ণের কাজ শুরু হয় তখন মাওলানা আমাকে লাহোরে ডেকে পাঠান। আমি আমার

www.pathagar.com

গ্রাম্য পোষাক পরিচ্ছদে এসে হাজীর হলাম। জামায়াতের রুকনগণ আমাকে দেখে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করেন—"আপনি কে এবং কোথা থেকে এসেছেন ?"

আমি যখন বললাম যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ণের ব্যাপারে যে বৈঠক হবে তাতে যোগদানের জন্যে এসেছি। তখন তাঁদের কারো বিশ্বাস হলোনা। এমন সময়ে মাওলানা বাইরে তশরিফ আনলেন। বল্লেন, "আপনারা জানেন না—ইনি আমাদের টেপ্‌রেকর্ডার ;"

তারপর ভালোবাসার সুরে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার প্রশংসাও করলেন।

এ সফরেই মাওলানা খুররম থেকে কোহাট আসেন যেখানে আমরা একটি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চাইছিলাম। করক নামক স্থানে পৌছুলে মেঘের গর্জন ও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মাওলানা সমবেত লোকদেরকে বলেন, মঈনুদ্দীন সাহেব আপনাদেরকে আমার খুররমের বক্তৃতা শুনাবেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করি এবং টেপ্ রেকর্ডারের সত্যতা প্রমানিত হয়।

এখান থেকে যখন আমরা লেতম্বরের দিকে রওয়ানা হই তখন মাওলানা বলেন করকের কড়ক ত দেখলাম অর্থাৎ করকে মেঘগর্জন ত দেখলাম, এখন লেতম্বরের সেতম্বর (সেপ্টেম্বর) দেখি।*

মাওলানা মুহতারাম সাধারণ দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের মতো শুষ্ক নিরস বিরস লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সহাস্যবদন এবং তাৎক্ষ-নিক জবাব দান কারী। তেষট্টি সালে যখন তিনি ডেরাইসমাইল খানে আসেন, তখন আমার কাছে পাঠানদের ইতিহাস জানতে চান।

বল্লাম, সাধারণত বলা হয় যে পাঠান বাপের দিক দিয়ে বণী ইসরাইল এবং মায়ের দিক দিয়ে কুরাইশী, অর্থাৎ কায়স আবদুর রশীদের (বণী-ইসরাইল) বিয়ে হয়েছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কন্যার সাথে। এই জন্যে কিছু পাঠান বলে যে তারা হযরত খালেদের বংশধর।

মাওলানা এ কথা শুনে বলেন, আচ্ছা। তাহলে পাঠানদের বংশ মায়ের থেকে চলতে থাকে ?

---

* মাওলানা মরহুম ছিলেন অত্যন্ত রসিক। সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি বাদল হয় না সম্ভবতঃ তিনি বৃষ্টিবাদলহীন এক আবহাওয়ার প্রতিই ইংগিত করেন

—সম্পাদক।

www.pathagar.com

আমি তৎক্ষনাৎ বল্লাম, জি হাঁ, ঠিক তেমনি যেমন সাইয়েদদের বংশ মা থেকে চলে।

মাওলানা খুব হাসলেন ও আমার হাজের জওয়াবী বা প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের প্রশংসা করলেন।

এ সফরে মাওলানা পেশাওর থেকে ডেরাইসমাইল খান আসেন। এখান থেকে আবার পেশাওর যেতে হবে। মাওলানা জিজ্ঞেস করেন, পেশাওর থেকে ডেরাইসমাইল খানের দূরত্ব কত? বল্লাম, দু'শ' দশ মাইল। মাওলানা সাথে সাথেই বল্লেন, তাহলে ত আপনারা আমার সাথে- 'চারশ' বিশ' করলেন।

অতএব আমরা ফেরার পথে মাওলানাকে কোহাট ছাউনি ঘুরে ফিরে দেখালাম এবং তাতে করে দূরত্ব (আপ ডাউন) চারশ' বিশ মাইলের বেশী হলো। ফেরার পথে আমরা পিযু নামক স্থানে থামলাম। এখানকার মুরগী বড়ো নামকরা। আরবাব সাঈদ রান্নাকরা নাদুস-নুদুস বিরাট এক মোরগ খরিদ করলেন। মাওলানা খাওয়ার পর বলেন, ভাই এখনত আমি পিযুর অনুরাগী হয়ে পড়লাম। এখন দেখছি এখানে প্রায় আসতে হয়।

আমি রসিকতা করে বল্লাম, মাওলানা, পিযু কিন্তু আমার এলাকা, এখানে আসতে হলে আমার অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা চট্ করে বলেন, মিয়াওয়ালীর পথে চুপে চুপে আসবো এবং মোরগ খেয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়বো।

মাওলানার মধ্যে অনুসন্ধিৎসার প্রবণতা প্রবল ছিল। ছোটো খাটো বিষয়কেও তিনি উপেক্ষা করতেন না এবং এ সব বিষয়েও সাথীদের থেকে তথ্যাদি জানতে চাইতেন। এ সফরে যখন আমরা লাছি নামক স্থানে পৌঁছলাম যেখানে একজন তাঁকে চায়ের দাওয়াত দেন। মাওলানা স্থানটির নামকরণের কারণ জিজ্ঞেস করেন। যখন তাঁকে বলা হলো, কোন এক সময়ে লাছি নামে একজন হিন্দু মহিলা এখানে বাস করতো, তখন মাওলানা হেসে দেন।

আমি মাওলানার ওখানে খুব কম যেতাম। মাওলানা থাকতেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। তাঁর এক একটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। আমি চেষ্টা করতাম যাতে তাঁর কাজের কোন প্রতিবন্ধক না হই। তথাপি শূরা ও আমেলার বৈঠকে সাক্ষাৎ হতো। আমি দেখে অবাক হতাম যে মাওলানা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা এমন কি

www.pathagar.com

দিনের পর দিন শূরা সদস্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তারপর তাঁর অভিমত এতো সংক্ষিপ্ত অথচ সার্বিক হতো যে সকল পয়েন্ট তার মধ্যে এসে যেতো।

এ সব বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হতো, মাওলানা যে সব প্রস্তাবাদি তৈরী করতেন রুকনগণ অনেক সময়ে তারও সমালোচনা করতেন। এমন কি তাঁর ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের উপরও কথা উঠতো। মাওলানার সভাপতিত্বে যে সব বৈঠক হতো তা দীর্ঘ হতো। মাওলানা ইচ্ছা করলে হাত উঠিয়ে ভোট নিয়ে ফয়সালা করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করতেন না। তিনি প্রতি রুকনকে নিশ্চিন্ত করতেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত ব্যতীত সকল ফয়সালা সর্বাদিসম্মত হতো। ভোট গ্রহণের প্রয়োজন কখনো হতো না।

প্রশ্ন—মাওলানার সাথে আপনার ইলমী বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথাবার্তাও হয়ে থাকবে। তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিবেন কি ?

জবাব- একবার এক বৈঠকে আমি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা, শায়খ ইবনুল আরাবী যে 'ওয়াহ্দাতুল অজুদে' এবং শায়খ আল্ফে সানী যে 'ওয়াহ্দাতে শহুদে বিশ্বাসী ছিলেন, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?

প্রথমতঃ মাওলানা এ কথায় তেমন কান দিলেন না। পরে বল্লেন, হয়তো আমার কথা আপনার মনঃপূত হবে না অথবা গোস্তাখি মনে করবেন। কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করাতে মাওলানা বলেন, ইবনে আরাবীর মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই সত্যের দুটি দিক এবং মুজাদ্দিদ আল্ফে সানী বলেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ঐক্যের দৃষ্টিভ্রম রয়েছে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনই ঐক্য নেই।

আমি এ জবাবে প্রীত হলাম। অবশ্যি এ বাবত 'ওয়াহদাতুল অজুদ' ও 'ওয়াহদাতুল শহুদ' সম্পর্কে যতো ব্যাপক পড়াশুন করেছি তার সার সংক্ষেপ মাওলানার জবাবে এসে গেল।

এ প্রসংগে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল এই যে, কি কারণে ইবনুল আরবী 'ওয়াহদাতুল অজুদে' বিশ্বাসী হলেন ? মাওলানা তার জবাবে বলেন, গ্রীক দর্শনের মূলনীতি হচ্ছে একই বস্তু একই বস্তু সৃষ্টি করতে পারে। একত্ব থেকে বহুত্ব হতে পারে না। এর থেকে ইবনে আরাবীর মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, সৃষ্টিজগত তার বহুত্ব সত্বেও কি করে এক ইলাহ থেকে পয়দা হতে পারে ? তার জবাব তিনি এই

www.pathagar.com

দেন যে, সৃষ্টিজগতে প্রকৃত পক্ষে বহুত্ব নেই। বরঞ্চ খোদার একত্ব সৃষ্টি জগতের আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের বহুত্ব এবং খোদার একত্বের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ বৈষম্য নেই আছে বিশ্বাসমূলক বিরোধ।

এর আগে এ প্রশ্ন আমি অনেক বড়ো বড়ো আলেমকে করেছি। কিন্তু এর প্রকৃত পটভূমি এই প্রথমবার মাওলানার মুখে শুনলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে মাওলানার প্রজ্ঞা ছিল অপরিসীম ও অতীব বিস্ময় কর।

মাওলানার একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নের গভীর তলদেশে পেঁছিতে পারতেন এবং কয়েক শব্দেই তার সার্বিক ও সন্তোষজনক জবাব দিতেন। এমনি এক বৈঠকে আমি বলেছিলাম, কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, সমাজতন্ত্র দর্শনের ভিত্তি এই যে, মানুষ জন্মগতভাবে অপরাধী ও পাপী। উৎপাদনের উপাদান-গুলো যদি কোন মানুষ ব্যক্তির উপর সৃপর্দ করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সে তার স্বভাব অনুযায়ী শোষণ পীড়নের পথ অবলম্বন করবে। সমাজতন্ত্র মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা যেন খৃষ্টীয় গির্জা থেকে চুরি করে নিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা এই যে সমাজতন্ত্র পক্ষান্তরে মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। এ জন্যে যে প্রোলেটারি-য়েটদের একনায়কত্বের যুগ সমাজতান্ত্রিক দর্শনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন যুগ। এর দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটুকু নির্মূল করা হবে এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা যাবে। এতে করে প্রোলেটারিয়েটদের একনায়কত্ব আপনা আপনি খতম হ'য়ে যাবে। কোন সরকারের অস্তিত্ব থাকবেনা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার বিজয় সূচিত হবে। এর অর্থ এই যে মানবতা সম্পর্কে তাদের এ ভালো ধারণা রয়েছে যে এমন এক যুগ আসতে পারে যখন সামষ্টিক ব্যবস্হা ও আইনের শাসনের কোন প্রয়োজনই হবে না। মাওলানা! আপনার এ বিষয়ে কি ধারণা ?

মাওলানা নীরবে আমার কথা শুনেন এবং তারপর বলেন, প্রকৃত পক্ষে উভয় দৃষ্টিকোণই ভুল, সমাজতন্ত্রে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব মোটেই নেই।

আর এক সাক্ষাতে আমি আরবী ও দ্বীনী মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার মানের যে ক্রমবর্ধমান অবনতি হচ্ছে সে বিষয়ে আমার উদ্বেগ

www.pathagar.com

প্রকাশ করি এবং বলি মাওলানা! শতকরা দু'একজন এমন পাওয়া যাবে যারা ঐ সব বই পুস্তক পড়াতে পারবে যা তারা পড়েছে। আমি তাঁকে একটি ঘটনার কথা বল্লাম যে, হাদীসের ক্লাসে একটি ছাত্র যখন আবু মুসা আশয়ারীর নাম শুনলো, তখন বল্লো যে হযরত মুসার পিতার বয়স এতো দীর্ঘ ছিল যে রসূলের (সঃ) সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল।

মাওলানা জবাবে এক মজার গল্প শুনালেন। তিনি বলেন, একজন আলেম আমার কাছে এসে বলেন, মাওলানা! ঈসার (আঃ) যুগ আগে ছিল, না মুসার (আঃ) যুগ?

তারপর মাওলানা বলেন, এ ধারণা মনের মধ্যে রেখে কাজ করুন যাতে পড়াতে পড়াতে একশ' জনের মধ্যে দু'একজন কাজের লোক তৈরী হতে পারে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও খারাপ। এমন কি স্বয়ং পাশ্চাত্য-বাসীও পেরেশান যে তাদের শিক্ষার মানও নীচে নেমে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। এর কারণ কি এ নয় যে, সমগ্র দুনিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং যেহেতু তা হচ্ছে একটা জড়বাদী পাশবিক সভ্যতা, সে জন্যে তা বাহ্যিক আকার আকৃতির উপরই গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আসলে ভেতরে কিছুই নেই? আর এ জন্যেই তার অধঃপতন হচ্ছে?

মাওলানা আমার কথায় সায় দিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্রশ্ন—এমন কোন দৃষ্টান্ত কি আছে যে মাওলানার চিন্তাধারার সাথে আপনার মতানৈক্য হয়েছে এবং আপনি তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন?

জবাব—একান্ন সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ "আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর একটি বিষয়ে আমার মতভেদ হয়। মাওলানাকে তা অবহিত করলে তিনি আমার অভিমত মেনে নেন।

তার পটভূমি এই ছিল যে মিশর ঐ চুক্তি রহিত করার চেষ্টা করছিল যা মিশর ও বৃটেনের মধ্যে ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত হয়। এ ভাবে ইরানে ডঃ মুসাদ্দেকের সরকার বৃটিশ সরকারের তেল কোম্পনীর

www.pathagar.com

সাথে সম্পাদিত এক পুরাতন চুক্তি রদ করে তেল সম্পদ জাতীয়করণ করতে চাইছিল। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যবাসী এ প্রশ্ন তোলে যে ইসলামের দৃষ্টিতে চুক্তি সংরক্ষণ মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কোন চুক্তি অপর পক্ষের মর্জির খেলাপ না একতরফা রদ করা যায় আর না তাতে কোনরূপ সংশোধনী করা যায়।

এ প্রসংগে মাওলানা মুহতারম মিশর ও ইরানের প্রতি সমর্থন করে বলেন, চুক্তি দু'প্রকারের। এক—এমন চুক্তি যাতে উভয় পক্ষ সম মর্যাদাসম্পন্ন হয়। একপক্ষ এ চুক্তি রদ করতে পারে না এবং সংশোধনও করতে পারে না। দুই—কোন চুক্তি যদি এমন হয় যে একপক্ষ জবরদস্তি অন্য পক্ষের উপর চাপিয়ে তা মেনে চলতে বাধ্য করে তাহলে সুযোগ পাওয়া মাত্র দ্বিতীয় পক্ষতা রদ করতে পারে অথবা তার মধ্যে পরিবর্তন করতে পারে। মিশর ও ইরানের সাথে বৃটেনের চুক্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের।

প্রমান স্বরূপ মাওলানা হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে স্বীকৃত হয় যে কোন লোক যদি মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে মদীনায় যায় তাহলে মুসলমানগণ তাকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু যদি কেউ মুরতাদ হয়ে মদীনা থেকে মক্কায় যায় তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। কিন্তু কিছু দিন পর যখন কতিপয় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছে তখন স্বয়ং আল্লাহ-তায়ালা হুকুম দেন যে তাদেরকে যেন ফেরৎ পাঠানো না হয়। মাওলানার অভিমত এ ছিল যে যেহেতু এ চুক্তি দ্বিতীয় প্রকারের ছিল সেজন্যে আল্লাহর হুকুমে নবী (স) তা একতরফা রদ করে দেন।

আমি এক বৈঠকে মাওলানাকে বলি যে আমার মতে ব্যাপার এমন নয়। বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে চুক্তি শুধু পুরুষদের ব্যাপারে ছিল। মহিলাদের চুক্তিতে কোন উল্লেখই ছিলনা। সংশিলষ্ট হাদিসে (رجل) (পুরুষ) শব্দ আছে (نساء) মহিলা শব্দ নেই।

মাওলানা তার জবাবে আমাকে আল্লামা ইবনে কাইয়েমের কেতাব দেখতে বলেন। তাঁর ধারণা ছিল আসল শব্দ احد ছিল যা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য। আর (رجل) শব্দ রাবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা. কিন্তু অনুসন্ধানের পর আমার পরামর্শই সঠিক হয়। অতএব সূরা

www.pathagar.com

মুমতাহেনার তফসীরে মাওলানা আমার অভিমতই গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে মুতার ব্যাপারে মাওলানার সাথে আমার সূক্ষ্ম মতভেদ ছিল। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি বলেন যে মুতাকে তিনি সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন, বর্ণনা ভংগীতে ভুল ধারণা হতে পারে এবং এ সন্দেহ তিনি দূর করে দেবেন। বস্তুতঃ সূরা মুমেনুনের তফসীরে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে মুতাকে তিনি অকাট্য হারাম মনে করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে মাওলানা কখনো জিদ অথবা হঠকারীতা করতেন না। আহলে ইলুম যে বিষয়ে তাঁকে দলিল প্রমান দিয়ে বুঝাতে পেরেছেন, সে বিষয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর অভিমত পরিবর্তন করেছেন। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রশ্নোত্তরে বুঝা যায় যে দলিল প্রমাণকে মাওলানা কত বিরাট গুরুত্ব দিতেন।

প্রশ্ন—আপনার মতে কতিপয় আলেম মাওলানার অসাধারণ বিরোধীতা করেন। তার বুনিয়াদী কারণ বলবেন কি ?

জবাব—আলেমদের পক্ষ থেকে মাওলানার বিরোধীতার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, সাধারণতঃ সমালোচনার ক্ষেত্রে মাওলানা এবং অন্যান্য আলেমদের দৃষ্টাকোণে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান যুগে এটা মনে করা হয় যে যার সম্মান করা হয় তার প্রত্যেক কথা চোখ বন্ধ করে হুবহু মেনে নিতে হবে এবং কোন ব্যাপারে মতভেদ করা যাবে না। অর্থাৎ হযরত যা বলবেন তা পাথরের উপর খোদাই করার মতো অপরিবর্তনীয়। মতানৈক্য বা সমালোচনার অর্থ তাকে হেয় ও অপমানিত করা।

মাওলানা মওদুদী সম্মান শ্রদ্ধাকে এ অর্থে গ্রহন করতেন না। শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মতভেদ ও সমালোচনা সঠিক মনে করতেন। সমালোচনাকে হেয় অপমানিত করার নামান্তর মনে করতেন না। মাওলানা অনেক রাজনৈতিক ও ইলমী বিষয়ে বিরাট বিরাট বুযর্গানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক মতভেদ করেছেন। যুক্তি প্রমানসহ তাঁদের ত্রুটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এটাকেই ঐ সব আলেমগণ বুযর্গানের-প্রতি অশ্রদ্ধা অপমান বলে গন্য করে বিরোধীতা শুরু করেন।

মাওলানার বিরুদ্ধে বিরোধীতার ঝড়' সৃষ্টি করার দ্বিতীয় কারণ এই যে ভারতের অধিকাংশ ওলামা রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেসের সহযোগী ছিলেন। ভারত বিভাগের পর ভারতে যখন শাসনতন্ত্র তৈরী

www.pathagar.com

হলো এবং তার ভিত্তিতে নির্বাচনের সময় এলো তখন ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী এ সিদ্ধান্ত করে যে সাধারণ নির্বাচন থেকে মুসলমানদের বিরত থাকতে হবে এবং কোন দলকে ভোট দেয়া চলবেনা। অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন দলের বিশেষ করে কংগ্রেসের হারজিত নির্ভর করতো মুসলমানদের ভোটের উপর। যদি জামায়াতের দৃষ্টিভংগী সর্বত্র প্রসার লাভ করতো তাহলে কংগ্রেসের পরাজয়ের আশংকা হতো। তাছাড়া দ্বিজাতিত্বের প্রশ্নে মাওলানা কংগ্রেস ও কংগ্রেসমনা আলেমদের উপর খুব একচোট নিয়ে ছিলেন। এ কারণে কংগ্রেস আলেমদের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া হাসিল করে যাতে করে জনগণের মধ্যে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে জামায়াতে ইসলামীর সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই, বরঞ্চ এ একটি অমুসলমানদের জামায়াত। বস্তুতঃ পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় আলেমগন মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া বাজির অভিযান শুরু করে তার পটভূমি এই ছিল। এ ছিল কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক প্রায়োজন যা ভারতীয় আলেমগণ পূরণ করেন।

বিরোধীতার তৃতীয় কারণ ছিল সমকালীন ফেৎনা। মাওলানা ইসলামকে একটা জীবন বিধান হিসাবে পেশ করেন এবং প্রমান করেন যে ইসলাম প্রত্যেক যুগের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। আমাদের যুগের আলেমদের এ সম্পর্কে কোন ধ্যান ধারণাই ছিলনা। তাঁরা জানতেন না যে আধুনিক যুগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, আইন সম্পর্কিত এবং চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে তার সমাধান কি। তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু ঐ সব বিষয়ে যা গতানুগতিকভাবে চলে আসছিল, যেমন 'রফে ইয়াদাইন', আমীন্ বিল্ জিহ্র্, অযু, গোসল প্রভৃতি। এখন তাঁরা যখন দেখলেন যে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের প্রভাবে সাধারণ শিক্ষিত লোক উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান এ সব আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে তখন তাদের দুটি পথ ছিল। এক এই যে তাঁরা বলে দিতেন যে এ সব সমস্যার সমাধান কি তা তাঁরা জানেন না, অথবা নৈতিক সাহসিকতার সাথে বলতেন, 'এ সবের সমাধান আমাদের জানা নেই। মাওলানা মওদূদীর কাছে রয়েছে।' কিন্তু এ দুটি পথের কোনটি অবলম্বন না করে তাঁরা তৃতীয় পথ অবলম্বন করেন। তাহলো, তাদের মনের কাল

www.pathagar.com

ঝাড়ার জন্যে মাওলানা মওদূদীর প্রতি গালিবর্ষণ, ফতোয়াবাজি, অমূলক অভিযোগ উত্থাপন, প্রভৃতি হীনতম আচরণ শুরু করেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে এই একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁদেরকে এক নতুন বিপদে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলতে পারি যে যদি একদিনের জন্যেও মাওলানা মওদূদী দেওবন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতো। সাইয়েদ সুলায়মান নদ্‌ভী এবং মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী প্রথমে কিছু লোকের কাছে খুবই ঘৃণিত ও নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু মাওলানা থানভীর কাছে বয়আত করার পর তাঁদের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হন।

এটা আনন্দের কথা যে মাওলানা মুহতারাম এ ধরণের কোন নেতিবাচক অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হন নি। বিরুদ্ধবাদীগণ বিরোধীতার সীমা অতিক্রম করেছেন, সকল প্রকার হীন আচরণ করেছেন। কিন্তু মাওলানা সামান্যমাত্র উত্তেজিত ও বিচলিত হন নি। তিনি কারো পক্ষ থেকে প্রশংসা অথবা নিন্দাচর্চার কোন গুরুত্ব দিতেন না। কোন পরোয়াও করতেন না। আমার বেশ মনে আছে, ১৯৫২ সালে ভারতের দু'জন প্রখ্যাত আলেমকে যখন প্রশ্ন করা হ'য়েছিল যে মুসলমানদের ভোটের সব চেয়ে হকদার কোন্ দল তখন তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছিলেন কংগ্রেস। তার কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে কংগ্রেসই জাতীয় দল এবং তারাই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। এ ফতোয়া একান্ন সালের পয়লা ডিসেম্বর 'আল্ জমিয়ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী একটি আন্দোলন

—জনৈক প্রবন্ধকার, জাসারাত

আমি পূর্ণ দিয়ানত দারীর সাথে বলছি যে, ইসলামী ব্যবস্থা এবং দ্বীনে হকের সকল দিকের উপলব্ধি ও অনুভূতি মওদূদী সাহেবের সাহিত্য ও আন্দোলনের মাধ্যমেই লাভ করেছি। অষ্টম ও নবম ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন প্রথমে তাঁর দ্বীনিয়াত গ্রন্থ (ইসলাম পরিচিতি) পড়েছিলাম। বহুদিন যাবত এ বইখানি আমার সাথী হ'য়ে ছিল। এ যেন আমারই মনের কথা কেউ কাগজের পাতায় লিখে রেখেছেন। বিকেল বেলা যখন ভ্রমণে বেরুতাম তখন দ্বীনিয়াতের কিছু অংশ উচ্চস্বরে পড়তাম।

মওদূদী সাহেব যে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করেন তা এমনই সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ যে আপনি তা আপনার সমাজে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।... ...আমি জাপান থেকে মাওলানা মওদূদীকে লিখিত এক-খানা পত্রে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। সেই সাথে এ কথাও বলেছিলাম যে তাফহীমুল কুরআনের প্রথম খণ্ডে এমন কিছু শব্দ আছে যা গ্রন্থখানির বিজ্ঞতাপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পরিবেশে কেমন যেন বেমানান মনে হয়। জবাবে মাওলানা বলেন, তিরিশ বছর আগে গ্রন্থখানা লেখা হয় এবং এমন এক দীর্ঘকাল যে বাইরের দুনিয়ার সাথে সাথে মানুষ স্বয়ং বদলে যেতে থাকে ও বাড়তে থাকে। স্বাস্থ্য ও আয়ু সুযোগ দিলে খণ্ডটি দ্বিতীয়বার লেখার বাসনা আছে।... ...একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা ও তার নেতৃত্বদানের সাথে সাথে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য রচনা এমন উচ্চ পর্যায়ে পেঁাছে যে তা শুধু এ উপমহাদেশেরই নয় বরং ইসলামী বিশ্বের জন্যে এক অমূল্য সম্পদ।

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদীর প্রতি দুনিয়ার মুসলমানদের কত গভীর ভালো-বাসা ও শ্রদ্ধা ছিল তার অনুমান পাকিস্তানের বাইরে অবস্থানকালে আমি করতে পেরেছি। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালে সাইয়েদ মরহুমকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময়ে আমি নিউইয়র্ক ছিলাম। সেখানে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্র পাওয়া যেতো। একদিন এক সুদানী ছাত্র কতকগুলো সংবাদ পত্র এনে বললো, এ সব পড়ে দেখুন, এর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে সাইয়েদ মওদূদীর গ্রেফতারের ফলে সুদানে কেমন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে। সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে মাওলানার মুক্তির জন্যে সুদানে কর্ম পরিষদ (COMMITTEE OF ACTION) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি পাকিস্তান সরকারকে সুদানের প্রতিক্রিয়া অবহিত করে সতর্ক করে দিয়েছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের একটা সংগঠন আছে। ১৯৬৬ সালে আমি নিউইয়র্ক পৌঁছলে দেখতে পেলাম যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব দেশের বহু মুসলমান ছাত্র রয়েছে। পাকিস্তানী ছাত্রের সংখ্যা ত হাতের আঙুলে গণা যেতো। একদিন কতিপয় আরব ছাত্র আমার সাথে দেখা করতে এলো। কিছু গতানুগতিক আলাপ আলোচনার পর তারা আমার কাছে মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তকের নামও সে সবের বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলো। তাদের জানা নেই মনে করে আমি বিস্তারিত বলা শুরু করলাম এবং এভাবে আধ ঘন্টা ধরে বলেই চল্লাম। তারপর টের পেলাম যে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। জনৈক ছাত্র বললো, আমরা আমাদের সংগঠনের জন্যে একজন সেক্রেটারী, তালাশ করেছিলাম এবং চাচ্ছিলাম যে সাইয়েদ মওদূদীর দেশ থেকেই কোন প্রতিনিধীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করবো। এখন আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

দু'বছর যাবত আমি এ সংগঠনের সেক্রেটারী এবং পরে সভাপতি হই। এ সময়ের মধ্যে মুসলমান ছাত্রগণ কোন বিষয় নিয়ে আসতো এবং বলতো এ সম্পর্কে সাইয়েদ মওদূদী কি বলেছেন? অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব 'রাসায়েল ও মাসায়েলের' খন্ডগুলো থেকে অথবা তাফহীমের প্রথম খন্ড থেকে পাওয়া যেতো, মুসলিম দেশগুলোতে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা সম্পর্কে অনুমতি দানের ব্যাপারে কোন বিস্তারিত লেখা নজরে পড়লো না। সেজন্যে এ প্রশ্নটি আমি ভাই খুরশিদ সাহেবের মাধ্যমে মাওলানার খেদমতে পাঠিয়ে দিই। মাওলানা তার

www.pathagar.com

বিস্তারিত জবাব পাঠিয়ে দেন। সে জুমার কথা আমার বেশ মনে আছে যখন জুমার নামাযের পর আমি আমার সাথীদেরকে বল্লাম যে মওদূদী সাহেবের জবাব এসে গেছে। তারপর মাওলানার উর্দু পত্রের ইংরেজী তরজমা করে শুনিয়ে দিই। ইংরেজী তরজমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সিরিয়ার জনৈক ছাত্র দাঁড়িয়ে বল্লো, ঠিক আছে আমরা উর্দু জানি না, তথাপি সাইয়েদ মওদূদীর উর্দু পত্রখানাই পড়ে শুনিয়ে দিন। তাঁর লেখা শুনাটাও ত একটা অভিজ্ঞতা বটে।

মাওলানা মওদূদীর তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' প্রথম খন্ড সে সময়েই মাওলানার পুত্র ডাঃ আহমদ ফারুক আমাকে পড়তে দেন। আমার বন্ধু যখন এ গ্রন্থখানা আমার নিকটে দেখতে পান, তখন তাঁরা দাবী করেন যে প্রতি হপ্তায় আমি যেন দু'একদিন তার তরজমা করে শুনাই। অধ্যয়নের সাথে এ কাজ করা বড়ো কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা মুশকিল সহজ করে দেন এবং কয়েক মাস ধরে আমরা এভাবে তাফহীম অধ্যয়ন করতে থাকি।

একাত্তর ও বাহাত্তর সালে জাপানের উসাকা শহরে থাকার আমার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বহু আরব বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ হতো। প্রতি হপ্তায় জুমার দিন মসজিদে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত হতো। কোন না কোন প্রকারে 'মহান ব্যক্তি' 'বিরাট পুরুষ' 'ইসলামী চিন্তাশীল' সাইয়েদ মওদূদীর নাম এসেই যেতো। জাপানে সুদান টিন বোর্ডের প্রতিনিধি জনাব ইসমাইল আল রাফায়ীর সাথে আমার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

একদিন তিনি আমার বাসায় ছিলেন এমন সময় ডাকে মাওলানা মওদূদীর একখানা পত্র এলো। ইসমাইল চিঠির প্যাডে 'মওদূদী' নাম পড়ে ফেল্লেন এবং বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সাইয়েদ মওদূদীর পত্র ?

আমি 'হ্যাঁ' বলে পত্রখানা পড়ে টেবিলের উপর রাখলাম। তারপর তিনি পত্রখানা হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। না বুঝলেও তিনি উর্দু পড়তে পারতেন। পত্রের 'শেষে খাকসার আবুল আলা' পর্যন্ত পড়ে থেমে গেলেন। তারপর কি মনে করে আমাকে তার অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার অর্থ বলার পর তিনি খুবই অভিভূত হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

তারপর আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যেন কিছু দূরত্ব সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ তিনি আমাকে সম্মান করা শুরু করলেন। এ আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "ব্যাপার এই যে, মাওলানা মওদূদী আপনাকে পত্র লেখেন। অতএব আপনার সম্মান করা আমার ওয়াজেব।"

ইসমাইল আল্‌ রাফায়ী এমন এক ঘটনার কথা বলেন যার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য কত দূর দূরান্তের দেশে মনমানসিকতাকে কতখানি প্রভাবিত করছে। ইসমাইলের ফারুক নামে এক বন্ধু আছেন। তিনি যত সব অনাচার পাপাচারে ডুবে ছিলেন। মদ্যপান, ব্যভিচার, ভোগ বিলাস প্রভৃতিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন, তারপর তাঁর বদলি হলো দক্ষিণ সুদানের এক নিভৃত স্থানে। সেখানে সময় কাটাবার জন্যে তাঁকে বই পুস্তকের স্মরণাপন্ন হতে হয়। কারণ তাঁর চাহিদা মেটাবার কোন উপায় উপকরণ সেখানে ছিল না। জনৈক স্থানীয় মুসলমান তাঁকে সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তক পড়তে দেন। এ সব বই পুস্তক পড়ার পর তাঁর মনের দুনিয়া বদলে যায়। মদের পেয়ালার পরিবর্তে তাঁর হাতে তসবিহ্‌ উঠলো, রাতে নাইট ক্লাবে নাচ গান ও মদের আসরে কাটাবার পরিবর্তে জায়-নামাযে তাঁর সময় কাটতে থাকে।

কিছু কাল পর আবার খর্তুমে তাঁর বদলি হয়। বন্ধু বান্ধব ভাবলেন তাঁর এ পরিবর্তন সাময়িক। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে তাঁরা দেখলেন যে তিনি ত নিজেকে সকলের অপেক্ষা উত্তম রঙে রঞ্জিত করেছেন। আর সে রঙ হচ্ছে আল্লাহর রঙ। দ্বীনের মর্যাদা বোধ এতোটা বেড়ে যায় যে কোথাও কোন বিদ্‌আত অথবা গোমরাহি নজরে পড়লে তার বিরোধীতা করেন।

ইসমাইল সাহেব আমাকে তার বন্ধু ফারুকের ঠিকানা দিয়ে বলেন, মওদূদী সাহেবকে বলুন ফারুককে একখানা হেদায়েত নামা পাঠাতে যাতে করে সে দ্বীনের কাজে হিকমত, নম্রতা এবং প্রাণস্পর্শী ভাষা ব্যবহার করে। আমি মাওলানাকে বিস্তারিত লিখে জানাই। তিনি ফারুককে কি লিখেছেন তা আমার জানা নেই। তবে ইসমাইল সাহেব যখন এক হপ্তা সুদানে কাটিয়ে করাচী আসেন তখন তিনি বলেন যে এখন ফারুক তবলিগের কাজে উত্তম পন্থা ও নম্রতা অবলম্বন করেছেন।

www.pathagar.com

মাওলানার সাহিত্য বহুকাল যাবত এভাবেই পড়া হতে থাকবে এবং এভাবেই পাঠকের মনের দুনিয়া পরিবর্তন হতে থাকবে। তাঁর ইল্‌ম ইল্‌মুন্নাফে' (কল্যাণকর ইল্‌ম)। তার কল্যাণকারীতার মধ্যে রয়েছে তাঁর আমল, ইখলাস্‌ এবং রুজু ইলাল্লাহ্‌। মাওলানার সাহিত্যাবলীর প্রতিটি হরফ কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াতের অসিলা হবে। (ইন্‌শা আল্লাহ্‌)।

—০—

www.pathagar.com

ইসলামের বিরাট ব্যক্তিত্ব সন্ধানে বেরুবে কিন্তু পাবেনা

—আবদুর রশীদ আরশাদ

ইসলামের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে আল্লাহতায়ালা অশেষগুণাবলী ও ব্যাপক যোগ্যতায় ভূষিত করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন বশীকরণকারী বক্তা ও উচ্চমানের সাহিত্যিক, খ্যাতনামা তফসীরকার, মুহাদ্দিস্ এবং ফেকাহ শাস্ত্রবিদও। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মহাপন্ডিত এবং উচ্চাংগের সমালোচক ও ঐতিহাসিকও। তিনি ছিলেন অগণিত বুদ্ধিবৃত্তিক, গবেষণা-মূলক দ্বীনী, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির প্রণেতা এবং আধুনিক যুগের নজীর বিহীন তফসীর 'তাফহীমুল কুরআনের' গ্রন্থকারও। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক অংগণের বীর সেনানীও এবং ফাঁসী মঞ্চের যিন্দাহ শহীদও। এ ধরনের মণীষা, প্রজ্ঞা, চিন্তাধারা ও অন্তর্দৃষ্টি, কর্মতৎপরতা ও মহৎ আচার আচরণের লোক কয়েক শতাব্দীর পরই জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

এতো সব গুণপনা, মহত্ব ও খ্যাতি সত্বেও মাওলানা মওদূদী গর্ব-অহংকার, ঔদ্ধত্য, আত্ম-অহংকার প্রভৃতি দুর্বলতার বহু উর্দ্ধে ছিলেন। পক্ষান্তরে বিনয়-নম্রতা, স্নেহশীলতা, দানশীলতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। তাঁর জীবন ছিল অবিরাম চেষ্টা সাধনা, একটানা সংগ্রাম, মহত্ব ও দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল আদর্শ। তার আলোক বিচ্ছুরণের প্রতি ছিল ইসলামী বিশ্বের পরিপূর্ণ আস্থা। নিঃসন্দেহে তাঁকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল খোদার পথের পথযাত্রীদের অগ্রনায়ক। ভাগ্যের লিখন তাঁকে সকল গুণে গুণান্বিত

www.pathagar.com

করে রেখেছিল—যেমন হওয়া উচিত একজন দ্বীনী আন্দোলনের নেতার।

সাইয়েদ মওদূদী সংকল্পে সুদৃঢ়, দ্বীনী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে অনড়, দূরদর্শীতায় অনন্য সাধারণ এবং সঠিক অভিমত ব্যক্তকারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। দৃশ্যতঃ রক্তমাংসের একজন সাধারণ মানুষ তিনি ছিলেন। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। যে কোন লোভলালসা, ভয়ভীতি তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না।

মাওলানা প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক দ্বীনী বিষয়ে সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন। সেই সাথে তিনি আধুনিক যুগের সকল ফেৎনার মুলোৎপাটন করেন। কাদিয়ানীবাদ, হাদীস শাস্ত্রে অবিশ্বাস, নাস্তিক্য, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি ফেৎনা সমূহের মুকাবিলায় দ্বীন ইসলামের আলোকোজ্জ্বল শিক্ষা তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও বর্ণনা ভংগীতে উপস্থাপিত করেন যে দেশের অধিকাংশ সুধীবৃন্দ শুধু এ সব ফেৎনা সম্পর্কেই সজাগ সচেতন নন, বরঞ্চ সে সবের মুকাবিলার জন্যে যুক্তি প্রমাণের হাতিয়ার দ্বারা সজ্জিত।

এ ফেৎনার যুগে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদের পতাকা বুলন্দ করেন এমন এক সময়ে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার জাদু ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়ার বড়ো বড়ো দাবীদার-দের দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করেছিল, চিন্তাধারা প্রভাবিত ও স্থবির করে দিয়েছিল। তাঁদেরকে এতোটা ভীতি বিহ্বল করে দিয়েছিল যে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা শুরু করেছিলেন যে, মনে হতো যেন কুরআন পাকের আয়াত সমূহ এবং নবীপাকের বাণী ঐ সব মতবাদেরই সমর্থক যা পাশ্চাত্যের ইসলাম দুশমন গ্রন্থকারগণ পেশ করছিলেন।

এ সব অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী তাঁর প্রসিদ্ধ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত গ্রন্থে 'পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন—

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর মধ্যে এমন সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল যা তাঁকে মানসিক নেতৃত্বদানের পদমর্যাদায় ভূষিত করেছিল। তাঁর ছিল খোদা প্রদত্ত সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তাশক্তি, শক্তি

www.pathagar.com

শালী লেখনীশক্তি এবং হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভংগী, তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল। অপর দিকে ইসলামী শিক্ষা ও জীবন পদ্ধতির প্রতি ছিল তাঁর অদম্য বিশ্বাস। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার সমালোচনা ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি করতেন দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে। পূর্ববর্তী যুগের মুসলিম লেখক ও গ্রন্থকারদের লেখায় যেমন পরাজিতের মনোভাব ও ত্রুটি স্বীকারের প্রবনতা লক্ষ্য করা যেতো, মাওলানা মওদূদী ছিলেন এ সবের বহু উর্ধে। তিনি তাঁর প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়াদি ও রাজনৈতিক বিতর্কের উপর যে সব শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখেন তা ভারতের ইসলাম প্রিয় মহলে খুবই সমাদৃত হয়। যাঁরা তৎকালীন পরিস্থিতিতে ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ইসলামের বিজয়লাভের অভিলাষী তাঁরা মাওলানার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর বিরাট ও অমর অবদান এই যে, ইসলামের সুন্দর ও উজ্জ্বল অবয়বের উপরে জমে উঠা ধূলাবালি, আবর্জনা তিনি তাঁর পান্ডিত্বপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও বর্ণনাভংগীর দ্বারা পরিষ্কার করে তাকে পুনরায় আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। তিনি মুসলমানদের মনে সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য লাভের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে তিনি এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন যে ইসলাম একটি শাশ্বত পূর্ণাংগ জীবন বিধান এবং এর প্রতি তাঁদেরকে আকৃষ্টও করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সমকালীন লোকদের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। এবং নিজে হ'য়ে পড়েছিলেন ইসলাম প্রিয় মহলের চোখের জ্যোতি।

এভাবে তিনি যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সৌভাগ্য লাভ করেন তা তাঁর সমসাময়িক লোকের হিংসার কারণ হয়ে পড়ে। এ সব লোক তাদের হিংসার অনল নির্বাপিত করার জন্যে বছরের পর বছর ধরে সাইয়েদ সাহেবের প্রতি ক্রুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। তাঁকে অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়া হয়। তাঁকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। তাঁর সাহিত্য থেকে কোন কথকে পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে—তাঁর উপর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়। নানানভাবে তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে খাটো করার সকল অপচেষ্টা করা হয়।...কিন্তু

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর অনুপম ধৈর্য ও সহনশীলতা তাদের সকল হীন প্রচারণার হাতিয়ারকে ভোঁতা ও নিস্তেজ করে দেয়।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তা প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম এবং সমসাময়িক ইসলাম বিরোধী ফেৎনার মুকাবিলার কাজেই সাইয়েদ মওদূদী তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি রাত ও দিন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে এ মিশন সম্পন্ন করার কাজে ব্যয় করেন, তা ছাড়া তিনি এক অমূল্য সাহিত্যভান্ডার সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি তাঁর জীবনে শুধু "তাফহীমুল কুরআনই" রচনা করতেন, তাহলে এটাই তাঁর এক অমর অবদান হতো যা দুনিয়াতেও তাঁর খ্যাতি অর্জন করতো এবং আখেরাতে নাজাতের অসিলা হতো। কিন্তু তিনি মিল্লাতে ইসলামীয়ার জন্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চিরসজীব ফুলবাগিচা, ভাষা ও বর্ণনাভংগীর উজ্জ্বল রত্ন এবং দ্বীন উপলব্ধি করার এমন সব সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন যে ইসলামের সন্তানগণ কয়েক শতাব্দী যাবত এ সবের দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। যতো বড়ো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীনই তিনি হতেন, তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। সত্যের আহ্বানকারীর এই ছিল বৈশিষ্ট্য। নির্মম জালেমের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে কেউ তাঁর খেদমতে হাজীর হলে তাঁর মিষ্টি মধুর হাসি মুখ সকল উদ্বেগ উৎকন্ঠা দূর করে দিত। তাঁর ঈমান উদ্দীপক কথায় তাদের সাহস ও উৎসাহ উদ্যম বেড়ে যেতো।

মাওলানা মওদূদী ফিকাহ্ ও তৎসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর ভারসম মধ্যপন্থার সঠিক অনুসারী ও উত্তম মুখপাত্র ছিলেন। ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে স্থবিরতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে তিনি পারস্পারিক সহনশীলতা, মধ্যপন্থা, উপেক্ষার মনোভাব, উদারতা এবং পারস্পরিক বুঝা পড়ার নীতিতে কাজ করার পথ অবলম্বন করেন। এ সব বিষয়ে এমন কোন মতানৈক্য হলে তাকে যুক্তি প্রমাণের মধ্যেই সীমিত রাখতেন। এ সব বিষয়ে এমন কোন কঠোর নীতি অবলম্বন করা তিনি কিছুতেই পছন্দ করতেন না যার দ্বারা উম্মাতে মুসলেমার ঐক্য-সংহতি ও স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং এ সব খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ করে একই উম্মাহ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হ'য়ে

www.pathagar.com

পড়ে। মাওলানা মওদূদী এ পন্থা এমন এক ভূখন্ডে অবলম্বন করেন যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাঁদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে মিল্লাতে ইসলামীয়ার মধ্যে স্থায়ী ফের্কাবন্দী সৃষ্টি করে রাখেন। সুপরিকল্পিতভাবে তাদের একে অপরকে এমনভাবে উস্কিয়ে দিতেন যে খুঁটিনাটি বিষয়ের মতানৈক্য 'কুফর ও ইসলামের' দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় এ ফের্কাবন্দী বা দলাদলির বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল বড়ো কঠিন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী এ চতুর্মূখী লড়াইয়ের পরোয়া না করে তাঁর লেখার কাজ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে উপমহাদেশে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির শ্লোগান সব চেয়ে শক্তিশালী মনঃপূত বরঞ্চ এক জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়। যদিও আজকাল ফের্কাবন্দীর প্রবণতা ও চর্চা কিছু না কিছু পরিমানে রয়েছে এবং কোন কোন স্বার্থান্ধ ধর্মীয় নেতা ফের্কাপুরস্তির ঘাড়ে সওয়ার হ'য়ে রাজনৈতিক দোকানের জৌলুস বর্ধিত করছেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ ওসবের প্রতি ঘৃণা পোষণই করেন।... ... ...

মাওলানা মওদূদী প্রশংসা অথবা নিন্দার কোন পরোয়া না করে শুধু সে কথাই বলতেন—যা ইসলামের নীতি ও শিক্ষার সাথে সংগতি-শীল। মোট কথা আধুনিক যুগে মওদূদীর চিন্তাধারা এমন এক উজ্জ্বল ও শক্তিশালী চিন্তাধারা যা ইসলামী শিক্ষারই প্রতিবিম্ব এবং ইসলাম দুশমনদের গতিরোধ করার যে গ্যতাসম্পন্ন। তাঁর চিন্তা-ধারার সাহায্যে ফের্কাপুরস্তির পরিপূর্ণ নিরাময় করা যেতে পারে, রাজনৈতিক সমস্যা ও বিতর্কের সঠিক সমাধান এবং আঞ্চলিক গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার মূলোচ্ছেদ করা যেতে পারে।

আজ যখন মাওলানা মওদূদী আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। তখন এতোটুকু বলতে পারি—

কুছ্ এয়সে ভি এস্ বযম্ সে উঠ জায়েংগে জেন্‌কে
তুম্ ঢূংডনে নেক্‌লোগে মাগার পা না সেকোগে।

কিছু এমন লোক এ সংঘ থেকে উঠে যাবে, যাদের সন্ধানে বেরুবে কিন্তু পাবেনা।

—০—

www.pathagar.com

মাওলানা 'আসেম নোমানীর সাথে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! কত দিন থেকে আপনি মাওলানা মওদূদীর সাথে কাজ করছেন?

জবাব—তাঁর খেদমতে পনেরো বছর অতীত হলো। যোগ্যতার কারণে আমার এ সৌভাগ্য হয় নি, বরং এ আল্লাহতায়ালার নেহায়েত মেহেরবানী যে এ দীর্ঘকাল যাবত আমি মাওলানার খেদমত করছি এবং তাঁর নিকটতর।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব। মাওলানার সাথে আপনার কি কখনো কোন মতানৈক্য হয়েছে?

জবাব—মতানৈক্য হয়েছে কিন্তু ইল্‌ম, চিন্তা ও রাজনীতির ভিত্তিতে হয় নি। হয়েছে কিছু কাজ কর্ম উপলব্ধি করার ব্যাপারে।

প্রশ্ন—মাওলানা আপিসের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ অথবা সহযোগিতা পছন্দ করতেন?

জবাব—মাওলানা আপিসের এবং ব্যক্তিগত কাজকর্মে অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিতেন। এমন কখনো হতো না যে কেউ আপিসের কোন কিছু এ স্থান থেকে উঠিয়ে অন্যস্থানে রেখে দিয়েছেন। কারণ মাওলানা তা পুরোপুরি বুঝতে পারতেন। তিনি আপিসের প্রতিটি বস্তু অত্যন্ত সাজগোছ করে রাখতেন। এ সাজানো গুছানো তিনি ক্ষুন্ন হতে দিতেন না। অনেক সময় চাকর ঘর পরিষ্কার করতে এসে কোন একটি জিনিস একস্থান থেকে অন্য স্থানে রেখে দিলে মাওলানা আপিসে আসা মাত্র তা টের পেতেন এবং তা যথা স্থানে পূর্বের মতো রেখে দিতেন। একটি বস্তু তার নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়ার এই যে সুনিপুন ব্যবস্থা এ ছিল মাওলানার নিজস্ব ব্যাপার। এতে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার ছিল না। ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার

www.pathagar.com

প্রতি তাঁর এতোটা বিশ্বাস থাকতো যে একবার তিনি আমাকে বলেন, যে ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী আমি আমার বই পুস্তক সাজিয়ে রেখেছি, তাতে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেলেও এ ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী আমি সে বই তালাশ করে বের করতে পারব যা আমার দরকার।

একবার তিনি আমাকে একখানা বই আনতে বলেন এবং আমি তা আলমারী থেকে তাঁকে এনে দিলাম। পরে আবার তা আলমারীতে রেখে দিই। কিন্তু রাখার সময় পূর্বে সাজানো ক্রমিক ধারা আমি ভুলে যাই। পরের দিন তা মাওলানা দেখা মাত্রই বুঝতে পারলেন এবং বই-খানা তার পূর্বস্থানে রেখে দিলেন।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! মুহতারাম মাওলানা এতো রাজনৈতিক ও দলীয় কর্মব্যস্ততার মধ্যে কি করে বুদ্ধি বৃত্তিক ও চিন্তা মূলক কাজের জন্যে সময় বের করতেন?

জবাব—নিঃসন্দেহে এ মাওলানার এক বিস্ময়কর কর্মকুশলতা যা আমরা বুঝতে পারি না। যখন মাওলানার স্বাস্থ্য ভালো ছিল এবং তিনি জামায়াতের আমীর ছিলেন, তখন দিনরাত জামায়াতের কাজ, সাক্ষাৎকার, সফর, ভাষণদান, বিবৃতি প্রদান প্রভৃতি কাজে এতো ব্যস্ত থাকতেন যে লেখা পড়ার ও আপিসের কাজ ব্যাহত হতো, এ অভাব তিনি পূরণ করতেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত হওয়া সত্বেও তিনি রাতে বসে কাজ করতেন। আজকার কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। অনেক সময় যথা সময়ে কাজ সম্পন্ন করার জন্যে তাঁকে সারা রাত জাগতে হতো। এ রাত জাগতে গিয়ে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের ও বিশ্রাম গ্রহণের কোন খেয়াল করেন নি। ফলে শেষবয়সে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং লেখার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ষোল সতেরো মাস ত কোন লেখা পড়ার কাজ করতে পারেন নি। এ সময়ে তিনি সংবাদপত্র পাঠ এবং সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দিতেন।

প্রশ্ন—মাওলানা মুহতারামের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে কোন স্মরণীয় ঘটনা?

জবাব—তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট পনেরো বছর এক ধারাবাহিক স্মরনীয় কাল। তিনি তাঁর আচার আচরণ ও বাস্তব কর্মকান্ডের দ্বারা জীবনের এমন এক পথ সুস্পষ্ট করে তোলেন যা এক যুগে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।...বিশেষ ঘটনার কথা বলতে গেলে, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মাও-লানার, আচরণের কথাই বলতে হয়। বিরুদ্ধবাদীরা মাওলানার উপর

www.pathagar.com

চরম আক্রমন চালাতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপরও। কিন্তু মাওলানা গালি শুনার পরও তা হাসিমুখে বরণ করতেন। আজ থেকে বারো বছর আগের এক ঘটনা। একব্যক্তি একখানা সংবাদপত্র নিয়ে এলেন তাতে একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা সম্পর্কে লিখেছেন, মাওলানা মওদূদী ইসলামের এক একটি স্তম্ভ ভেঙে ফেলেছেন। ফলে তিনি শুধু মুসলমানদেরই নয় তাঁর নিজের ভবিষ্যতও খারাপ করছেন।

মাওলানা পত্রিকাটি দেখে একদিকে রেখে দিয়ে শুধু এতোটুকু বল্লেন, হতে পারে যে আমি তাঁর থেকে খারাপ।

মাওলানা হামেশা বিরুদ্ধবাদীদের নাম সম্মানের সাথে নিতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অপপ্রচার করেননি। মাওলানা সম্পর্কে আমার আর একটি প্রতিক্রিয়া এই যে তিনি কখনো জিদকারী ছিলেন না এবং আপন অভিমতকে অটল মনে করতেন না। আমার মনে আছে জনৈক বুযর্গ তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করেন···তিনি সঠিক-ভাবে তার যুক্তি প্রমাণও পেশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত ভিন্ন অভিমত পড়ার পর মাওলানা আমাকে অমুক বইখানি বের করে আনতে বলেন। দ্বিতীয় দিন মাওলানা বইখানি রেখে দিতে বলেন এবং সেই সাথে বলেন, মতানৈক্য প্রকাশকারী লেখা পড়ার পর আমি আমার লেখা বই দ্বিতীয় বার পড়ে দেখলাম এবং এমন কোন কিছু ইলম ও চিন্তার দিকে আমার নজর পড়লোনা যা আপত্তিজনক। অতএব অভিযোগ-কারীর নিয়তই হয়তো ঠিক নয় অথবা তাঁর চিন্তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! দেশী বিদেশী সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধি-দলের গড় কি ছিল? কখনো কি তিনি কারো সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন?

জবাব—এ ব্যাপারেও মাওলানা অত্যন্ত উদার ছিলেন। কখনো কখনো আমি অনুভব করতাম যে বেশী দেখা সাক্ষাতের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু মাওলানা কখনো তাঁর স্বাস্থ্যকে ওজর হিসাবে পেশ করেন নি। কোন কোন সময়ে সাক্ষাৎকারীদের সাক্ষাৎকার বিলম্বিত করার পরামর্শ দিলে মাওলানা তা অস্বীকার করতেন এবং বলতেন, যখন এসেছেন তখন সাক্ষাৎ করতে দেন।

www.pathagar.com

তাঁর রোগ বেড়ে গেলে অনেক সাক্ষাৎকারীকে আমরা ঠেকিয়ে রাখতাম এবং একথা মাওলানাকে জানতে দিতাম না।...আমার মনে নেই যে মাওলানা কখনো ক্লান্তি অথবা কর্মব্যস্ততার জন্যে কারো সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন। অনেক সময় খেতে বসলে সাক্ষাৎকারী এসে যেতো। শুবার সময়ও আসতো। আপিস থেকে উঠে পড়েছেন, এমন সময় খবর দিলেও মাওলানা বিনা আপত্তিতে সাক্ষাৎকারীকে ডেকে নিতেন।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাক্তিত্বের মধ্যে কার সাথে মাওলানার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল?

জবাব—এর সঠিক জবাব ত মাওলানাই দিতে পারতেন। আর এ প্রশ্নটাও বড়োই নাজুক যে এর জবাব ত মাওলানাও দিতেন না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে মাওলানা প্রত্যেকের সাথে হাসি মুখে দেখা করতেন। তাদের সাথে পার্থক্যমূলক কোন আচরণ করতেন না। যাহোক আমার অভিজ্ঞতা এই যে ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীকে (পাকিস্তানের এককালীন প্রধান মন্ত্রী) তিনি খুব পছন্দ করতেন। অসুস্থ হওয়ার কারণে চৌধুরী সাহেব খুব কম মাওলানার সাথে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু মাওলানা তার হামেশা খোঁজ খবর নিতেন এবং কুশলাদি সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। এমনি নবাব মুশতাক আহমদ গুরমানীর (সাবেক গভর্ণর) সাথেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। নবাব সাহেব প্রায় দেখা করতে আসতেন। বিচারপতি আফজাল চীমার সাথেও তাঁর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বিচারক থাকা কালেও তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা করতে আসতেন। ইসলামী আদর্শ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হওয়ার পর ত ঘন ঘন আসতেন। আগা সুরেশ কাশ্মীরীর সাথেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আগা সাহেবের জন্যে ত মাওলানার দুয়ার চির উম্মুক্ত ছিল।

প্রশ্ন—মাওলানার পড়াশুনার সময় কি ছিল?

জবাব—মাওলানার মুহতারাম এশার নামাযের পর খানা খেতেন। খাওয়ার পর পড়াশুনা করতেন। গ্রন্থ রচনার কাজও এভাবে করতেন।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! যেড্ এ ভুট্টো এবং জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের বিবরণ ও তার প্রতিক্রিয়া জানাবেন কি?

জবাব—ভুট্টো সাহেবের বিস্তারিত বিবরণ ত আমার জানা নেই। কারণ

www.pathagar.com

তিনি ফোনে মাওলানাকে বলে দেন যে তিনি একাকী দেখা করবেন। অবশ্য তাঁর আগমন বড়ো জাঁক জমকপূর্ণ ও রাজকীয় ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অসাধারণ। তাঁকে ভয়ানক বিব্রত মনে হচ্ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর লোক ইউনিফরম পরিহিতও ছিল এবং সাদা পোষাকেও ছিল। সংখ্যায়ও ছিল অনেক বেশী। ভূট্টো সাহেব ঠিক সময়ে আসেন।...এদিকে জিয়াউল হক সাহেবের আগমন ছিল একেবারে মামুলি ধরনের। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পৌঁছেন। তাঁর সাথে মাত্র দু'খানা গাড়ি ছিল। আর সাবেক প্রধান মন্ত্রী ভূট্টো সাহেবের সাথে গাড়ির দীর্ঘ সারি।

প্রশ্ন—সংবাদপত্রে মাওলানার বিরুদ্ধে যে সব তীব্র সমালোচনা ও অভিযোগ প্রকাশিত হতো সে সম্পর্কে মাওলানার প্রতিক্রিয়া কি ছিল ?

জবাব—মাওলানা সে সব উপেক্ষা করতেন। তিনি বলতেন, সাফাই পেশ করতে যতো সময় ব্যয় করব সে সময় দ্বীনের কাজে লাগাবো।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব মাওলানা মুহতারাম তাঁর পেছনে বহু বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আন্দোলন মূলক উত্তরাধিকার ছেড়ে গেছেন। প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর ন্যায় আপনিও কি মাওলানাকে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কে চিন্তান্বিত দেখেছেন কি যে তা সঠিক ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে কি না ?

জবাব—এ ব্যাপারে মাওলানা কখনো চিন্তিত ছিলেন না। তিনি আল্লাহতায়ালার কাছে এ দোয়াই করতেন, "যতো দিন জীবিত থাকবো তোমার দ্বীনের খেদমতের যেন যোগ্য থাকি।" তিনি এ চিন্তা করতেন না যে তাঁর পরে কি হবে। এ ব্যাপারটি তিনি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন—মাওলানার পড়াশুনার 'হবি' (শখ) কেমন ছিল ?

জবাব—পড়াশুনা করার শখ ছিল তাঁর ভয়ানক। একবার তিনি রসিকতা করে বলেন, আমার কবরে ইঁট ও তক্তার স্থলে বই পুস্তক দিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন—মাওলানা মুহতারাম কাউকে কি তাঁর ইলম ও চিন্তাধারার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে সামনে বাড়িয়েছেন ?

জবাব—আল্লাহতায়ালা মাওলানা মুহতারামকে যে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন তার নমুনা কয়েক শতাব্দীতেও পাওয়া যাবে না। আপনার প্রশ্নের জবাবে এতটুকু বলতে পারি যে মাওলানার

www.pathagar.com

সাথে যারা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে মালিক গোলাম আলী সাহেব নির্ভরযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবত মালিক সাহেব মাওলানার তরবিয়তের অধীন ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি কাজ করতে থাকেন, ইলমী ও দ্বীনী বিষয়ে মাওলানা তাঁর প্রতি আস্থা রাখতেন। এমন কমই দেখা গেছে যে মালিক সাহেবের কোন ইলমী বিষয়ের গবেষণার উপর মাও-লানা দ্বিমত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! মুহতারাম মাওলানার শেষ বয়সে শিক্ষক ছাত্র এবং বিশেষ করে যুব সমাজের উপর খুব আশা পোষণ করতেন। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে-ছেন কি?

জবাব—ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কে মাওলানার প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো ছিল। বিশেষ করে জমিয়তে তোলাবার নওজোয়ানদেরকে তিনি খুব ভালো বাসতেন। আর যেহেতু শিক্ষকগণ ছিলো চিন্তাক্ষেত্রের সিপাহী সেজন্যে তাদেরকেও তিনি ভালোবাসতেন। জমিয়তের ছাত্রদেরকে তিনি আপন পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। পুত্র যেমন জিদ ধরে পিতার রুচির বিরুদ্ধেও কিছু কথার স্বীকৃতি আদায় করে নেয়, কিছুটা এ ধরনেরই জমিয়তে নওজোয়ানরাও করতো। অন্যদিকে একজন স্নেহশীল পিতার স্নেহ বাৎসল্যও হাস্যোজ্জল হয়ে উঠতো।

একবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের পুরো প্যানেল নির্বাচনে জয় লাভ করে এবং লিয়াকত বেলুচ সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্ররা বিজয়ের মিছিল করে মাওলানার বাড়ি আসে। মাওলানার মুবারকবাদ দেয়ার সাথে সাথেই ছাত্রগণ মিষ্টি দাবী করে।

মাওলানা বলেন, যতো খেতে চাও খাও। কিন্তু মনে রেখো হোস্টেলে যাদেরকে ছেড়ে এসেছো তারা যেন বঞ্চিত না হয়। তারপর মিষ্টি কয়েক মন পৌঁছে যায় এবং মাওলানা চার হাজার টাকার মিষ্টির বিল পরিশোধ করেন। (বলতে গেলে সে বারে ২০০ মন মিষ্টি খাওয়ানো হয়)।

এমনি যুবকদের ইসলামী সাহিত্যের প্রয়োজন হলে তা মাওলানা পূরণ করেন। মাওলানা মুহতারাম ছাত্রদের দ্বীনি কাজ কর্মে বড়োই সন্তুষ্ট হন।

জনৈক ব্যক্তি একবার মাওলানাকে চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন এবং বলেন যে মাওলানা তা যেখানে খুশী ব্যয় করতে পারেন।

www.pathagar.com

মাওলানা সমুদয় টাকা জমিয়তের তবলিগী ফান্ডে দান করেন। এতে বুঝা যায় যে মাওলানা মুহতারাম দ্বীনি দিক দিয়ে জমিয়তে তোলাবাকে কোন্ মর্যাদায় ভূষিত দেখতেন।

প্রশ্ন—মাওলানা দিনে রাতে কত এবং কতোক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতেন ?

জবাব—মাওলানা তাঁর জীবনে এক পূর্ণ রমযান মাস তারাবীর পর কাজে বসতেন এবং কাজ করতেই থাকতেন। শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকজন এসে বলতো—"সিহরী তৈরী আছে খেয়ে নিন।"

আমি তাঁকে দৈনিক গড়ে ষোল ঘন্টা ক্রমাগত কাজ করতে দেখেছি।

প্রশ্ন—সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় মাওলানার আচরণ কেমন হতো ?

জবাব—এরূপ অবস্থায় মাওলানার মধ্যে না কোন হীনমন্যতা (Inferior Complexty) আর না কোন গর্ব অহংকারের প্রকাশ ঘটতো। বরঞ্চ বড়োই ভারসাম্য পূর্ণ ভংগীমায় দেখা করতেন। আইয়ুব খানের সাথে দুবার তাঁর ইচ্ছায় লাহোর গভর্ণর হাউসে মাওলানা দেখা করেন এবং তিনবার পিন্ডিতে। অবশ্য ক্ষমতাসীন ছাড়া জ্ঞানী-গুনীদের সাথে সাক্ষাতের সময় বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে মিলিত হতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মুফ্তীয়ে আযম মাওলানা মুফতী আমীনুল হুসায়নী, কাবা শরীফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সাবীল, মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ, মুফ্তী সাইয়াদুদ্দীন সাহেব কাকাখেল, মাওলানা মুঈনুদ্দীন, মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

প্রশ্ন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেবের সাথে মাওলানার আচরণ কেমন ছিল ?

জবাব—মাওলানার আচরণ ইসলাহী সাহেবের সাথে সর্বদা ছিল ভ্রাতৃত্বসুলভ। যদিও তিনি জামায়াত ত্যাগ করেন কিন্তু মাওলানা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। মাওলানা ইসলাহীর পুত্র সাংবাদিক আবু সালেহ যখন কায়রোর বিমান দুর্ঘনায় নিহত হন তখন মাওলানা শোক প্রকাশের জন্যে ইসলাহী সাহেবের বাড়ি যান। ইসলাহী সাহেবের জামায়াত ত্যাগের পর এই প্রথমবার মাওলানা তাঁর বাড়ি তশরিফ নেন। মাওলানা আমেরিকা যাওয়ার কয়েক মাস আগে মাওলানা ইসলাহী দেখা করতে চান এ কথা মাওলানাকে জানানো হলে তিনি

www.pathagar.com

বলেন, যখন খুশী তশরিফ আনতে পারেন। আমেরিকা রওয়ানা হওয়ার দুদিন পূর্বে সাক্ষাতের দিন নির্ধারিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক এসময়ে মাওলানার অবস্থা খুবই আশংকাজনক হয়ে পড়ে। সে জন্যে মাওলানা ইসলাহী সাহেবকে বলে দেয়া হয় তিনি যেন কষ্ট না করেন।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! মাওলানার জীবন ত দুঃখে ভারাক্রান্ত জীবন। এরূপ দুঃখের সময় তাঁকে কি অবস্থায় দেখেছেন?

জবাব—বড়োই ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী থেকে শুরু করে চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ, সরদার আলী খান, মাওলানা আবদুল আযীয, ডাঃ নাযীর আহমদ পর্যন্ত যতোজন সাথী তিনি হারান সবই তাঁর জন্যে বড়ো বেদনাদায়ক ছিল। এমনিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের পতনও তাঁর জন্যে ছিল মর্মন্তুদ। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর মর্জির প্রতি নতশির হয়ে ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকেন। অবশ্য ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতৃবৃন্দের উপর যখন অমানুষিক নির্যাতন নিষ্পেষণ চলাছিল, তখন তাঁকে খুবই পেরেশান দেখেছি। আমার মনে আছে যখন সাইয়েদ কুতুবের শাহাদাতের খবর পৌঁছে, তখন অস্বাভাবিকভাবে মাওলানার চোখে অশ্রু ঝরতে দেখা যায়। সাধারণ ভাবে তাঁকে কখনো পেরেশান দেখা যেতো না। বরঞ্চ তাঁর কাছে কেউ বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে আসলে তা দূর হয়ে যেতো। জমিয়তে তোলাবা জয়লাভ করলে তাঁর ভারি আনন্দ হতো।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! আপনার দ্বারা মাওলানার মনে কোন প্রকারে অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি?

জবাব—মাওলানা কখনো কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রকাশ করেন নি। জীবন ভর তাঁর এ অভ্যাস ছিল।

প্রশ্ন—মাওলানা মুহতারাম আপনাকে কি বলে সম্বোধন করতেন?

জবাব—আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে ডেকে পাঠাতে হলে সুলতান সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। সামনে থাকলে 'আপনি' বলে ডাকতেন যাতে আমার খুব লজ্জা লাগতো।

প্রশ্ন—নোমানী সাহেব! এমন গুণান্বিত একজন ব্যক্তিত্বের অবসানে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়?

জবাব—আমার মতো ব্যথাতুরের প্রতিক্রিয়া এই যে দ্বীনের কাজ

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। মাওলানা মরহুম যে নতুন পথে রওয়ানা হয়েছেন সে পথ সকলের—প্রাচীনদের ও নতুনদের এবং একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই সে পথে চলতে হবে। এ শোক ও বিলাপ তাঁর প্রতি শুধু আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে। এ শ্রদ্ধা আমাদের সাফল্য এনে দেবে যদি আমরা মাওলানা মওদূদীকে তাঁর নবজীবনদানকারী ও অমর মিশনের মাধ্যমে অমর বানাতে পারি।

—০—

www.pathagar.com

অমর জীবন

—অধ্যাপক আবদুল গণী ফারুক

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালে সরকার মাওলানা মওদূদীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠান এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মৃত্যুদণ্ডের পরওয়ানা নিয়ে যিনি আসেন তিনি এভাবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন, আপনি চাইলে এক হপ্তার মধ্যে করুণা প্রদর্শনের জন্যে আপীল করতে পারেন।

পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মাওলানা মওদূদী নিরুদ্বিগ্ন ও ধীর স্থির চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা যমীনের উপরে হয় না, হয় আসমানে। ওখানে আসমানে যদি আমার মরণের ফয়সালা হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু ওখান থেকে যদি মরণের ফয়সালা না হয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আমার একটি চুলও ছিঁড়তে পারবে না।

এ কয়েদী আপন বিবি বাচ্চা ও বন্ধুবান্ধবকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেন তাঁরা যেন তাঁর পক্ষ থেকে কখ্খনো করুণার আপীল না করেন। জেলের অভ্যন্তর থেকে জানালার শিক ধরে প্রাণ প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাকীদ করে বলেছেন, বাছা ঘাব্ড়িও না। আমার পরওয়ার-দেগার যদি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নেয়া মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে আনন্দের সাথে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবো। আর যদি তাঁর হুকুম এখনো না হয়ে থাকে, তাহলে এরাই বরঞ্চ উল্টো লট্‌কে থাকবে আমাকে লটকাতে পারবে না।

অবস্থার বিস্ময়কর পরিবর্তন হতে থাকে। আপন প্রভুর প্রতি এ কয়েদীর দৃঢ় বিশ্বাস ও অদম্য সংকল্প বিস্ময় সৃষ্টি করে। দুদিন পরই

www.pathagar.com

মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তিত হয়। তারপর একদিন তা আইনঘটিত কারণে নাকচ হয়ে যায়। পঁচিশ মাস কারাদন্ড ভোগের পর মুক্তি কার্যকর হয় এবং মৃত্যু পরাজয় বরণ করে।

তেষট্টির শেষের দিকের কথা। লৌহ মানব মাওলানা মওদূদী তাঁর পরিচ্ছন্ন নিয়ত ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর চারপাশে একত্র হয়েছেন উন্নত স্বভাবের ত্যাগী ব্যক্তিবর্গ। লাহোরে ভাটি গেটের সন্নিকট একটা সংকীর্ণ ও দীর্ঘ অপরিচ্ছন্ন স্থানে নিজস্ব ধরনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় নি। সে জন্যে অল্প অল্প দূরে মুকাব্বের দাঁড় করিয়ে মাইকের অভাব পূরণ করা হয়। তাঁরা বক্তার কথা নিকটস্থ শ্রোতাদের কানে পেঁছাতে থাকেন। সম্মেলন স্থলে অতুলনীয় শৃংখলা ও নীরবতা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রোতাগণ ভাষণ শুনছেন। হঠাৎ একদিকে হাংগামার সূত্রপাত হয় এবং তাঁবু অগ্নিদগ্ধ হয়ে খুঁটিসহ ভূপতিত হতে থাকে। মহিলাদের ক্যাম্পেও হামলা এবং বোতল বর্ষিত হতে থাকে। ব্যবস্থাপকদের একজন শাহাদতের জাম পান করেন। আক্রমণকারী-গণ গুলী ছুঁড়তে থাকে। তাদের লক্ষ্য মঞ্চের উপর ভাষণদানকারীর প্রতি যৌবনে যিনি প্রশংসিত হয়েছেন মাওলানা মুহম্মদ আলী জওহর ও আল্লামা ইকবালের দ্বারা। এখন বয়স তাঁর ষাটের কোঠায়, কেশদাম শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছে। তাঁর মাথার উপর দিয়ে পিস্তলের গুলী পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি কোন প্রকার ভীতি, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন। শ্রোতাগণ উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত। কিন্তু শান্তশিষ্ট মনে আপন আপন স্থানে অটল অচল। নেই কোন দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি ও হৈ-হল্লোড়।

এ কিয়ামত সুলভ পরিস্থিতিতে চারদিক থেকে ধ্বনিত হতে থাকে, 'মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।"

কিন্তু খোদার এ বান্দাহ শান্তশিষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন কন্ঠে সকলের দাবী নাকচ করে দিয়ে বলেন, "আমি বসে পড়লে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?" যমানা বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছে, ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের এ সাময়িক তুফান শুধু পূর্বের তুফানগুলোর ন্যায় স্তব্ধ ও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেনা, বরঞ্চ

www.pathagar.com

তার সাথে গুন্ডামির নায়করাও বিষময় পরিনামের আঁধারে নিমজ্জিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এ ব্যক্তির প্রতিটি দিন উদিত হয় সম্মানেরই সওগাত নিয়ে।

এ উনআশি সালের কথা। সেপ্টেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ রোজ বুধবার। লাহোরের ফিরোজপুর রোড যেন হাশরের ময়দান। কয়েক মাইল ব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ শোক সন্তপ্ত ও অশ্রুকাতর অবস্থায় ভারাক্রান্ত পদক্ষেপে চলেছে কাদাফী ষ্টেডিয়ামের দিকে। এ জনস্রোতে রয়েছেন বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের মানুষ, আছেন ওলামা, ব্যবসায়ী, সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল স্তরের সকল চিন্তাধারার লোক। তবে যুবকদের সংখ্যাই বড়ো। লোক চলেছে নানান ভাবে, মোটর গাড়িতে, বাসে, ট্রাকে, স্কুটারে, সাইকেলে ও পায়ে হেঁটে। অনেকে এসেছেন শত শত মাইল অতিক্রম করে। সকলে শোক সন্তপ্ত, তাঁদের অশ্রু জোয়ার অপ্রতিহত। অনেকেই শোকের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে ঢলে পড়ছেন।

একদা যিনি চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা ও মনীষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, ফাঁসীর কুঠুরিতে যিনি হাসি মুখে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন; মৃত্যুদন্ডও যাঁকে তাঁর দৃঢ় সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি; অবিরল গুলী বর্ষণকালে খোদার প্রতি যাঁর ঈমান ও তাওয়াক্কুল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি, তিনি আজ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিচ্ছেন।

যশ ও গৌরবের পূজারী প্রতিটি মানুষ তাঁর দিকে আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাকিয়ে আছেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্প বর্ষন করছেন। আজ যখন এ ব্যক্তি দ্বীনের অতুলনীয় খেদমত করে আপন প্রভু সন্নিধানে চলে গেছেন, তখন এ সব লোক যদিও তাঁর সফল জীবনের জন্যে আনন্দিত, তথাপি তাঁর বিরহ বেদনায় মুহ্যমান। আকর্ষণীয় পবিত্র ব্যক্তিত্ব, অগাধ ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা, অতুলনীয় চিন্তা গবেষণা, বীরত্ব ও সংকল্পের প্রতিমূর্তি আর চোখে দেখতে পাওয়া যাবে না। ব্যস, শুধু এ বঞ্চনাটুকু তাদেরকে করে ফেলেছে অর্ধমৃত।

www.pathagar.com

অতুলনীয় যোগ্যতা প্রতিভা ও পূণ্যপূত ভাবাবেগের অধিকারী সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিজয়ে অবাক হতে হয়। তিনি ছিলেন আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাদির মধ্যে একটি। তাঁর অস্তিত্ব ও আমলের দ্বারা এ সত্যটি সুস্পষ্ট-রূপে উদ্ঘাটিত হয় যে, ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাস শাশ্বত মর্যাদার অধিকারী। তিনি কালের কাছে এ স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়েন যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আজও ঠিক তেমনভাবেই বাস্তবে পরিণত করা যায় যেমন করা হয়েছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। তার অস্তিত্ব থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে মিল্লাতে ইসলামীয়া বন্ধ্যা বা অনুর্বর নয়। মওদূদী এ যুগের হক ও সততার প্রতীক হয়ে পড়েছিলেন। বাতিল ও তাগুতী শক্তি তাঁর জন্যে ছিল সদা পেরেশান ও বিক্ষুব্ধ।

সাইয়েদ মওদূদী যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তিনি নাস্তিকতা, জড়বাদ এবং ইসলামের প্রতি সন্দেহ সংশয়ের বিরুদ্ধে এমন চতুর্মুখী সংগ্রাম শুরু করেন যে তাঁর জীবদ্দশাতেই সে সবের দৃশ্যতঃ গগণচুম্বী প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। একজাতীয়তার মতবাদ শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায়। হাববা-জুববা ও পাগড়ি তসবিহ্‌র পবিত্রতাও তাকে বাঁচাতে পারে নি। কমিউনিজমের দর্শন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। জড়বাদের কোমর ভেঙে যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ে। ধর্ম নির-পেক্ষতা মুনাফিকসুলভ রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে গণ্য করা হয়। কাদিয়ানী মতবাদ যুক্তিসংগভাবেই তার ভয়াবহ পরিনাম ভোগ করে। হাদীস অবিশ্বাসকারীগণ পশ্চাৎপদ হতে হতে ব্যর্থতার গহ্বরে পতিত হয়। একনায়কত্ব তার যাবতীয় বৈষয়িক শক্তি সত্বেও টিকে থাকতে পারে না। ফের্কা পুরস্তি শিক্ষিত সমাজে একটি গালিতে পরিণত হয়। সাইয়েদ মওদূদী যুক্তি প্রমাণের এমন হাতিয়ার ব্যবহার করেন যে দুশমনের ক্ষতস্থান চিকিৎসা করা এবং গালি দেয়া ব্যতীত আর করার কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ তাঁর দুশমনগণ অপপ্রচারের নিম্নতম স্তরে নেমে যে ভাবে তাঁর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে এবং যে ভাবে তিনি তা সহনশীলতার সাথে হাসিমুখে বরণ করেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদী এ সব বিজয় লাভের সাথে সাথে ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করেন। এর আগে যদিও ওলামায়ে কেরাম ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের একটি দল রাজনৈতিক অংগনেও সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন, ইলম ও চিন্তার অংগণকেও তাঁরা শূন্য রাখেন নি বরং এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় খেদমত ও আঞ্জাম দিয়েছেন; কিন্তু আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সহজ-সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় যুক্তিপ্রমাণসহ বিজ্ঞানসুলভ পদ্ধতিতে সাইয়েদ মওদূদী যে ইসলামের এক-একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাকে একটি স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা ও পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করেন তার কৃতিত্ব তাঁর নিজস্ব। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এই যে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন যে সব নওজোয়ান জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন করে তারা শুধু হীনমন্যতা থেকেই রক্ষা পায় নি, বরং ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

ষাট সালের নভেম্বর মাসে শাহ সউদের অনুরোধে মাওলানা মওদূদী মদীনা মুনাওয়ারার জন্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রনয়ণের কাজ শুরু করেন। একষট্টি সালের ডিসেম্বরে পুনরায় তিনি হেজাজ গমণ করেন এবং শাহ সউদ ও অন্যান্য দায়িত্ব-শীলগণের সাথে আলাপ আলোচনার পর তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পরি-কল্পনা গৃহীত হয়। তাঁর সব চেয়ে বিরাট অবদান এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ফেকাহ্ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক সউদী আরবে প্রচলিত একমাত্র হাম্বলী ফেকাহ্ শিক্ষাদানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। পরবর্তী বছর মে মাসে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে মুশাবিরাতের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাওলানা মদীনা শরীফ গমন করেন। এবার তিনি হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করেন। প্রতিবার তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হাজীর হয়ে হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি শ্রদ্ধাসহ নবী পাকের (সঃ) দরবারে দরুদ ও সালাম পেশ করেন।

www.pathagar.com

শাহ ফয়সালের সাথে খানায়ে কা'বার গোসল দেয়ার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন।

বাষট্টির ১৮ই মে মক্কা মুয়াযযামায় মু'তামারে আলমে ইসলামীয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বত্রিশটি দেশের একশ বিশ জন প্রতিনিধি 'যোগদান করেন। মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। শাহ সউদ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উদ্দেশ্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রচার ও প্রসার এবং বিশ্বের মুসলমানকে ইসলাম দুশমনদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করা। মাওলানা মওদূদী এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

আইয়ুব খানের শাসন কালে একটির পর একটি করে মাওলানার অগ্নি পরীক্ষা শুরু হয় এবং খোদার ফযলে সবটিতেই তিনি সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হন।

প'য়ষট্টির ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। মাওলানা মুহতারাম সকল মতবিরোধের উর্ধে থেকে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। মাওলানা রেডিও পাকিস্তান থেকে ইসলামী জিহাদের বাস্তব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ধারাবাহিক ভাষণ দিতে থাকেন। সকল ইসলামী দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পাক ভারত যুদ্ধের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করে পাকিস্থানের অবস্থান বা পজিশন সঠিক ও ন্যায় সংগতও বলে প্রমানিত করেন। এ সময়ে তিনি সকল সীমান্ত অঞ্চল ও আযাদ কাশ্মীর সফর করেন।

ছেষট্টি সালে মাওলানা তাঁর এক অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ "খেলাফাত ওয়া মলুকিয়াত" প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলো পূর্বাহ্নে 'তর্জমানুল কোরআনে' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বিরোধীতার ঝড় সৃষ্টি হয়। যদিও নিরপেক্ষ সুধী ও সুবিচারমনা মনীষীগণ কর্তৃক গ্রন্থখানি উচ্চ প্রশংসিত হয়, আলেমদের বিভিন্ন দল মাওলানাকে হেয় ও খাটো করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানিকে একটা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করেন। গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলাম দুশমনদের প্রচারণা বন্ধ করা যারা একথা বলতো যে এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মাত্র কয়েক বছর চলেছিল এবং পরে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে বিস্মৃতির অতল তলে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত হয়। এর মধ্যে এমন কোন যোগ্যতাই ছিল না যে মানব সমস্যার সমাধান পেশ করতে পারে। অথবা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে এ ধরনের প্রচারণা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অনৈসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহল এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল। ইসলামী ব্যবস্থার যে কোন আহবায়কের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এ সবের জবাব দেয়া। নতুবা এ পথে চলাই ছিল অর্থহীন। মাওলানা এ গ্রন্থে একদিকে যেমন ইসলামী ব্যবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, অপর দিকে একথাও বলেছেন যে স্বয়ং ইসলামী ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। এ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যেমনটি চলেছিল তেমনি হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয ও (রঃ) কৃতিত্বের সাথে তা চালিয়ে দেখিয়েছেন। এ ছিল আসলে কতিপয় লোকের সংকীর্ণ মানসিকতা ও দোষত্রুটি যারা ইসলামী ব্যবস্থা চলতে দেয়নি তাদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে। এখন দুটি মাত্র পথই আমাদের জন্যে খোলা হয়েছে। হয় আমরা ইসলামকে একটা ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মনে করবো (মায়াযাল্লাহ) অথবা কতিপয় ব্যক্তিকেই দায়ী করবো যারা এ ব্যবস্থাকে চলতে দেয় নি এবং খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।

সাতষট্টির ২৯শে জানুয়ারী মাওলানাকে চতুর্থবার গ্রেফতার করা হয়। তার কারণ আইয়ুব খানের নির্ধারিত ১২ই জানুয়ারী ঈদ না করে ১৩ই জানুয়ারী কেন করা হলো। ব্যাপার এই যে ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সিহরীর একটু আগে সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে চাঁদ দেখা গেছে এবং ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঈদুল ফিতর হবে। গোটা আলেম সমাজ (কতিপয় সরকারী মৌলভী ব্যতীত) সরকারের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অধিকাংশ লোক ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার ঈদ করেন। এতে করে আইয়ুব খান ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং অন্যান্য কয়েকজন আলেমসহ মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর মাওলানাকে বান্নুর সন্নিকট এক অজ্ঞাত স্থানে নজরবন্দ করে রাখা হয়। এ অন্যায় আটকাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয় এবং মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন জনাব এ, কে, ব্রোহী। সরকার বড়ো বেকায়দায় পড়ে দেড় মাস পর ১৬ই মার্চ মাওলানাকে মুক্তি দান করেন।

www.pathagar.com

এ সময়ে মাওলানা "তাফ্হীমুল কুরআন' তৃতীয় খন্ড পুনঃপরীক্ষা (REVISE) করে দেখেন। গোটা কুরআন পাক ধারাবাহিক অধ্যয়ন করেন। এ কাজের প্রয়োজনীয়তা তিনি বহু দিন যাবত অনুভব করছিলেন কিন্তু সময় পাচ্ছিলেন না। অবশ্য গ্রেফতারের পর চব্বিশ দিন যাবত তাঁকে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক দেয়া হয় নি।

আটচল্লিশের ৪ঠা অক্টোবর মাওলানাকে প্রথববার গ্রেফতার করা হয়। সে সময়ে মাওলানা মূত্রাশয়ের চিকিৎসা করছিলেন। তাঁর মূত্রাশয়ে পাথর তৈরী হয়েছিল। গ্রেফতারের পর ফয়সালাবাদ জেলে থাকাকালীন পাথর মূত্রনালীতে এসে আটকে যায় যার ফলে সতেরো আঠারো ঘন্টা প্রশ্রাব বন্ধ থাকে। মাওলানা আল্লাহতায়ালার দরবারে দোয়া করেন—"আয় আল্লাহ্, আমি এ জালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্যে আবেদন করতে চাইনা। তুমি তোমার ফযল ও করমে হয় পাথর সরিয়ে দাও অথবা বের করে দাও।" আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং পাথর মূত্রনালী থেকে সরে যায়। বিশ বছর পর সে পাথর পুনরায় কষ্ট দিতে থাকে এবং মাওলানার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে তিনি এক বছরের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের পদ থেকে ছুটি গ্রহণ করে অপারেশনের জন্যে ১৯৬৮ সালে বিলেত গমন করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর লন্ডন ক্লিনিকে তাঁর অপারেশন হয়। অপারেশন যদিও ভয়ানক আশংকাজনক ছিল কিন্তু তা আশ্চর্যজনক ভাবে সফল হয়। তারপর এমন দ্রুততার সাথে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় যে সার্জেন ডাঃ আলেকজান্ডার বেড্নুক বলেন, "আমি আপনার এ অপারেশনকে যদি আপনার জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা বলি তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না।

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর মাওলানা সুস্থ শরীরে লাহোর ফিরে আসেন এবং বিমান বন্দরে তাঁকে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এ সময়ে মিঃ ভুট্টু এবং মাওলানা ভাষাণীর কর্মতৎপরতার ফলে দেশের উপর সমাজতন্ত্রের আকস্মিক আক্রমণ অত্যাসন্ন ছিল। মাওলানা কয়েক হাজার লোকের এক সমাবেশে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেন, "এ দেশ মার্কস অথবা মাওসেতুং এর দেশ নয়। এ হচ্ছে মুহাম্মদ আরাবী (সঃ) এর দেশ, যতদিন আমাদের ঘাড়ে মাথা আছে এখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা চলতে পারে না। খোদার ফযলে আমরা দশটি ফ্রন্টে লড়াই করতেও ভুল করবো না। আমরা ইনশা-

www.pathagar.com

আল্লাহ একই সাথে একনায়কত্ব ও খোদাদ্রোহীতার বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"

উনসত্তরের সেপ্টেম্বরে মরক্কোর ফাস্ শহরে কাযাদীনের প্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মরক্কোর সরকার মাওলানাকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা জনাব খলিল ছামেদী সহ ১৫ই সেপ্টেম্বর সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে রাবাতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এ ছিল ও আই সি ও ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। মরক্কোর বাদশাহ হাসান মাওলানাকে এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। অতি শ্রদ্ধার সাথে মাওলানাকে প্রথম সারিতে আসন দেয়া হয়।

কোন ফেৎনাবাজ মৌলভীর বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে জওহরাবাদের জনৈক যুবক মাওলানাকে হত্যা করার নিয়তে সত্তরের ৬ই সেপ্টেম্বর লাহোরে ইছ্ড়ায় মাওলানার বাস ভবনে পৌঁছে। সে আসরের নামাযে মাওলানা মুহতারামকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছোরা সহ মাওলানার কাছে আত্মসমর্পন করে। মাওলানা তাকে মাফ করে দেন এবং পুলিশের গ্রেফতারি থেকেও বাঁচিয়ে দেন।

বাহাত্তরের জুন মাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ত্রিশ বছর একটানা প্রাণান্তকর শ্রম সাধনার পর মাওলানা মুহতারাম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তফ্সীর 'তাফ্হীমুল কুরআন" ৭ই জুন, ১৯৭২ সমাপ্ত করেন। বিয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে এ তফ্সীর লেখার সুচনা এ লাহোর শহরেই হয় এবং এ শহরেরই এ সৌভাগ্য হয় যে এখানেই এ তফ্সীর সমাপ্ত হয়। অতএব এ জুন মাসেরই এক বিকেল বেলা এ জন্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ও

www.pathagar.com

সুধীবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ মুহাম্মদ, মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখেল, জনাব এ, কে, ব্রোহী এবং ডাক্তার ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী। জনাব ব্রোহী বলেন, "আপনারা জানেন আমি কোন সম্প্রচারবাদী (PROPAGANDIST) নই। আমার মতে মাওলানা মওদূদী আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান। তাঁর দুশমন প্রকৃত পক্ষে ইসলামেরই দুশমন।"

তিনি সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট আইনবিদগণের সম্মেলনের উল্লেখও করেন যেখানে ভারতের প্রতিনিধি তাঁর মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীর কাছে তাঁর এ পয়গাম পেঁাছিয়ে দেন, "কিয়ামতের দিনে একটি সাক্ষ্যই যদি যথেষ্ট হয় তাহলে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেব যে সাইয়েদ মওদূদীর মাধ্যমেই আমি ইসলাম বুঝতে পেরেছিলাম এবং ভালো মুসলমান হয়েছিলাম।"

সাইয়েদ মওদূদীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভেঙে পড়ছিল এবং তিনি বাহাত্তরের ৪ঠা নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ইমারত থেকে ইস্তাফা দান করেন। তারপরও তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে জামায়াতকে রাহনুমায়ী করতে থাকেন।

ডাঃ হাসান আসকারী বলেন, সাইয়েদ মওদূদীর নামায়ে আ'মালের উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে জমিয়তে তোলাবার ভূমিকা, ছাত্রদের এই একটি মাত্র সংগঠন যা উচ্ছৃংখল ও চরিত্রহীন ছাত্রদের সাফল্য জনকভাবে মুকাবিল করে এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভদ্রতা, শালীনতা, লজ্জাশীলতা এবং গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তিয়াত্তরে যখন 'খত্মে নবুয়্যত' আন্দোলন চলছিলো তখন মাওলানা মওদূদীর পরামর্শে তাঁর মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। অবশেষে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং পাকিস্তানের কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে আইনানুগ পন্থায় অমুসলমান সংখ্যালঘু বলে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদুদী ক্রমাগত ভয়ানক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ সময়ের মধ্যে এক নতুন অবদান রেখে যান এবং তা হলো তাঁর রচিত "সীরাতে সরওয়ারে আলম" যা দুখন্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দুটি খন্ডের জন্যে তথ্যাদি একত্রকরণের কাজ করছিলেন এমন সময় তাঁর রবের পক্ষ থেকে ডাক আসে এবং সে ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।"

—o—

www.pathagar.com

বিচারপতি ডাঃ জাবিদ ইকবালের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব! মাওলানা মুহতারামের সাথে আপনার পরিচয় কেমন করে হয়?

জবাব—উনপঞ্চাশ সালের কথা যখন আমি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরাল থিসিসের (DOCTORAL THESIS) জন্যে গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম। আমার বিষয় ছিল—THE DEVELOPMENT OF POLITICAL PHILOSOPHY (রাজনৈতিক দর্শনের ক্রমবিকাশ)। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর কয়েকখানা গ্রন্থ আমি পড়াশুনা করছিলাম যার দ্বারা আমি বিশেষভাবে উপকৃত হই। ফলে তাঁর সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁর সাথে আমার পূর্ণ পরিচয়ও ঘটে।

মনে রাখবেন যে আমার গবেষণার কাজ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত চলতে থাকে।

প্রশ্ন—মাওলানা মুহতারামের সাথে আপনার প্রথম সামনাসামনি সাক্ষাৎ কখন হয়েছিল? সে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া আপনার কি হয়েছিল?

জবাব—সে সত্তর সালের কথা। তখন দেশে নির্বাচনের হৈ চৈ চলছিল। আমিও একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী ছিলাম। মাওলানা আমার প্রতি সমর্থন জানান। যতোটা মনে পড়ে আমি মজীদ নিযামী ও সুরেশকাশ্মীরী মরহুমের সাথে মাওলানার বাড়ি সাক্ষাতের জন্যে যাই। প্রতিক্রিয়ার কথা বলছেন? সেত আমরা এবং আপনি সকলেই জানি। একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনের সাথে সাক্ষাতের পর মানুষের অস্তিত্বই নয়, তার মন ও চিন্তাধারাও প্রতিক্রিয়ায় নিমজ্জিত

www.pathagar.com

হয়। অতএব এদিক দিয়ে আমার প্রতিক্রিয়াও তাই হয়েছিল যা প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর হয়ে থাকে। আমি মনে করি বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার অংগনে তাঁর ব্যক্তিত্ব একটি সর্বস্বীকৃত সত্য এবং এ 'স্বীকৃতির' প্রতিক্রিয়া আজও মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে আছে।

প্রশ্ন—মওলানা মুহতারামের সাথে আপনার শেষ দেখা কখন হয় ?

জবাব—সত্তরের নির্বাচনের পর আমি বিচার বিভাগে যোগদান করি। এ জন্যে রাজনীতির সাথে বাস্তব যোগাযোগ আর থাকে নি। ফলে মাওলানা মুহতারামের সাথে প্রথম সাক্ষাতই শেষ সাক্ষাতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন—আপনার কি মনে নেই, কেন্দ্রীয় মজলিসে ইকবালের এক অনুষ্ঠানে (এপ্রিল ১৯৭০) মাওলানার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

জবাব—(একটু চুপ থাকার পর) হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে, দেখা হয়েছিল, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ মনে নেই।

অবশ্য এতোটুকু বলতে পারি যে, ইসলাম ও তার সংস্কৃতি আমার প্রিয় বিষয়বস্তু, এ দিক দিয়ে মাওলানার সাথে আমার অনেক গায়েবানা বৈঠক হ'য়ে থাকে। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর 'শব্দ' জীবিত রয়েছে, তা আমার কেন, আগমনকারী প্রতিটি বংশধরের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব! মাওলানা মুহতারাম কি কখনো আপনার বাড়ি তশরিফ এনেছেন ?

জবাব—জি না, মাওলানা মুহতারাম আমার বাড়ি কখনো আসেন নি।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব! মাওলানার কোন্ বইখানা আপনাকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে এবং কোন্ বই থেকে সব চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন ?

জবাব—আমি যখন গবেষণার কাজ করছিলাম, মাওলানার সকল সাহিত্যই কমবেশী সামনে থাকতো। অবশ্য STATE সংক্রান্ত ISLAMIC STATE সব চেয়ে বেশী পড়াশুনা করতাম, বিশেষ করে ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION যা অধ্যাপক খুরশিদ সাহেব মাওলানার প্রবন্ধাদি থেকে সংকলিত করে ইংরেজীতে তরজমা করেছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব। এ কথা সকলের মুখেই শুনা যায় যে মাওলানা মুহতারাম আল্লামা সাহেবের (আল্লামা ইকবাল মরহুম) আমন্ত্রণে পাঞ্জাব তশরিফ এনেছিলেন। এর সমর্থনে আপনি কি কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পেশ করতে পারেন ?

জবাব—এর চেয়ে আর বড়ো সাক্ষ্য কি হতে পারে যে মাওলানা স্বয়ং এর সত্যতা স্বীকার করেছেন ? ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের কথা বলতে গেলে আমি এ কথা বলতে চাই যে চৌধুরী নিয়ায আলী মরহুম ও আল্লামার মধ্যে যে পত্র বিনিময় হতো সে সম্পর্কে আমি অবহিত। এ সব পত্র থেকে জানতে পারা যায় যে আল্লামা সাহেব 'দারুল ইসলাম' পাঠানকোটে একটা শিক্ষা স্কীম তৈরী করিয়েছিলেন। এতে চৌধুরী নিয়ায আলী জমি ও দালানকোঠা দান করেছিলেন এবং সেই সাথে আল্লামা সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মাওলানা মুহতারামকে পাঠানকোট ডেকে আনা হয়। এ বিষয়ে আল্লামার অনেক পত্র এবং মৌখিক সাক্ষ্য প্রকাশিত হ'য়েছে।

প্রকৃত পক্ষে আল্লামা তাঁর এলাহাবাদে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী রাষ্ট্রের যে চিত্র পেশ করেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি ভারতের সকল আলেমের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

তিনি এটাও চাচ্ছিলেন যে তাঁরা পাঞ্জাবে এসে জমায়েত হবেন। এ ব্যাপারে তিনি মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদ্ভীর সাথেও যোগাযোগ করেন। যেহেতু মাওলানা মুহতারাম (মওদূদী) সে সময়ে একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁর সকল জ্ঞানচর্চা ইসলামী রাষ্ট্রের চিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল, সে জন্যে এ দিক দিয়ে এ সকল কার্যকারণ একত্র হ'য়ে স্বয়ং একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের রূপ পরিগ্রহ করছে যে আল্লামা মাওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাব আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি পুনরায় এ কথা বলবো যে যখন মাওলানা মওদূদী স্বয়ং এ কথা বলছেন যে আল্লামা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের আবার কি অর্থ হতে পারে ?

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব ! চৌধুরী গোলাম আহমদ পরভেজও এ দাবী করেন যে আল্লামা তাঁকে পাঞ্জাবে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ দাবী সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

জবাব—পরভেজ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। আমি ত প্রথ-

www.pathagar.com

মেই বলেছি যে আল্লামা নির্ভরযোগ্য আলেমগণকে পাঞ্জাবে একত্র করার বাসনা পোষণ করতেন। আর মাওলানা মওদুদী ত তাঁদেরই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পরভেজ সাহেবের ব্যাপারে আমার ত এ বিশ্বাস হয় না যে আল্লামা তাঁকে একজন আলেমে দ্বীন মনে করতেন। আর পরভেজ ত শুধু দাবী করেছেন কিন্তু কোন লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেন নি।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব ! মাওলানা মওদুদীও ত কোন লিখিত সাক্ষ্য পেশ করতে পারেন নি। তাহলে তাঁর পাঞ্জাব আগমনকে আল্লামার আমন্ত্রণের উপর আরোপ করা হচ্ছে কেন ?

জবাব— দেখুন, মাওলানা মওদুদী থেকে খোদা না খাস্তা মিথ্যা-ভাষণের ত কোন আশংকা করা যায় না, তার পর একথা বলাও ঠিক নয় যে আল্লামার আমন্ত্রণে তাঁর পাঞ্জাব আগমনের কোন ঐতিহাসিক সনদ নেই। এ সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে চৌধুরী নিয়াষ আলীর চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছি।

আর একটি কথা মনে রাখবেন যে আল্লামা সে সময়ের ভারতীয় আলেমগণের সকলের সম্পর্কে একই ধারণা রাখতেন না। বরঞ্চ কয়েক-জনের সাথে তাঁর মতবিরোধও ছিল, যেমন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে প্রকট মতবিরোধ ছিল মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনীর সাথে, যিনি বলতেন যে জাতি জন্মভূমির ভিত্তিতে গঠিত হয়। পক্ষান্তরে আল্লামার অভিমত এই ছিল যে ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি জন্মভূমির ভিত্তিতে হয় না, বরঞ্চ ঈমান ও আকীদাহর ভিত্তিতে হয়। বস্তুতঃ তিনি মুসলিম মিল্লাতের বুনিয়াদ জন্মভূমির পরিবর্তে তওহীদ ও রেসালাতের উপর বলে ধারণা করতেন। তেমনি ভাবে জন্মভূমির ভিত্তিতে জাতি গঠনের ধারণার কারণে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথেও তাঁর মতবি-রোধ ছিল। অপরদিকে আল্লামা সাহেব মাওলানা মওদুদীকে উপরোক্ত আলেমদ্বয় থেকে ভিন্নরূপ পেয়েছিলেন। তাঁকে ভৌগলিক জাতীয়-তার চরমবিরোধী এবং তার পরিবর্তে ইসলামী জাতীয়তার মহান আহবায়ক মনে করতেন।

প্রশ্ন—আপনি ভৌগলিক জাতীয়তা ও ইসলামী জাতীয়তার বরাত দিয়ে মাওলানা মুহতারামের উল্লেখ করলেন, এমতাবস্থায় মাওলানার বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধীতার অর্থ কি ?

জবাব—শুরুতেই আমি একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে এ ধরণের হীন প্রচারণা তাঁরাই করছেন পাকিস্তানের প্রতি যাঁদের না কোন

www.pathagar.com

ভালোবাসা আছে, আর না আন্তরিক সম্পর্ক। সম্প্রতি বিচার প্রতি মুনীর জিন্নাহ থেকে জিয়া' (FROM JINNAH TO ZIA) নামে একখানি বই লিখেছেন। তাতে মাওলানাকে পাকিস্তান বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। এ বইখানি আসলে আমার IDEOLOGY OF PAKISTAN বইয়ের জবাবে লেখা হ'য়েছে। আমি আমার গ্রন্থে মুনীর রিপোর্টের পর্যালোচনা করেছি। বিচারপতি মুনীর তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে ওলামায়ে ইসলাম "মুসলমান" শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারেন না এবং কোন সংজ্ঞায় একমতও হতে পারেন না। এ প্রসংগে তিনি তাঁর রিপোর্ট তৈরী করতে গিয়ে বড়ো বড়ো আলেমগণকে রীতিমত পরীক্ষা করেছেন। সে সব নির্ভরযোগ্য আলেমগণের মধ্যে মাওলানা মুহতারাম অর্থাৎ মওদূদী মুহতারামও ছিলেন। রিপোর্টের FINDING ছিল— 'মুসলিম পরিভাষাটির' কোন সংজ্ঞা নেই যা আছে তা অস্পষ্ট।"

আমি আমার IDEOLOGY OF PAKISTAN গ্রন্থে এ প্রশ্ন তুলেছি যে মুনীর ইনকোয়ারী রিপোর্ট প্রণয়ণকারী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁর বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ হয়েছে অ্যাংলো স্যাক্সন পদ্ধতিতে। অতএব ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অধিকার তাঁর নেই। কারণ তাঁর প্রশিক্ষণে ধর্মের কোনো হাত ছিল না আর না এদিক দিয়ে ধর্মের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল। অতএব ওলামায়ে কেরামের জন্যে প্রশ্নও এমনভাবে করা হ'য়েছিল যেন বিচারপতি স্বয়ং মুসলমান নন। বরং অন্য কোন ধর্মের লোক। মুনীর রিপোর্টকে আমি সরাসরি পাকিস্তানের প্রতি আক্রমণ বলে গন্য করেছি। মুনীর রিপোর্টের অনিবার্য ফল এই দাঁড়াতো যে 'মুসলিমই' একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাহলে মুসলিম জাতীয়তা এবং পাকিস্তানেরই বা কি অর্থ হতে পারে? আর পরে ত বাস্তবক্ষেত্রে জানা গেল যে পশ্চিমের দেশগুলোতে ইহুদীরা মুনীর রিপোর্টকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এখন এসে বিচারপতি মুনীর আমার। বই IDEOLOGY OF PAKISTAN এর জবাবে FROM JINNAH TO ZIA লিখলেন তার মধ্যে অন্যান্য কথার সাথে মাওলানা মুহতারামের উপর পাকিস্তান বিরোধীতার অভিযোগ এনেছেন। অন্যান্য আলেমদের সাথে তাঁর দ্বীনী মর্যাদাকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন, "ইসলাম ও ইসলামী আইন আমাদের জানা আছে। আলেমদের মনে ছিল অস্পষ্টতা। এবং আমাদের finding (অভিমত) আলেমদের অযোগ্যতারই পরিনাম ফল।" বিচারপতি মুনীর তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে

www.pathagar.com

মুহতারামের প্রতি যে সব অভিযোগই আরোপ করেছেন তা তাঁর অতীতের বরাত দিয়েই করেছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে যাঁরা পাকিস্তানের বিরোধী ছিলেন তাঁরাই ঘটনাক্রমে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। (তিনি জাতীয় ঐক্যদলের অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারের প্রতি ইংগিত করেছেন যা আগষ্ট ১৯৭৮ থেকে এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পি এন এ'র অংগদল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী এ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল)। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমার ধারণা এই যে, যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে পাকিস্তানের বুনিয়াদ দ্বিজাতীত্বের প্রতি মাওলানা মুহতারামের অকুন্ঠ সমর্থন থাকা সত্বেও মুসলিম লীগের কোন কোন নীতিতে তাঁর মতানৈক্য থাকার কারণে তাঁকে পাকিস্তান বিরোধী বলা হয়ে থাকে, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত তিনি তার বিরোধীতা করেন নি। শুধু তাই-নয় বরঞ্চ পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভের পর তিনি বিশেষ করে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সংগ্রাম করেছেন এবং এর জন্যে দিনরাত কাজ করেছেন। এখন তাঁর সকল চেষ্টা সাধনা ও শ্রমকে একথা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না যে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নি। এ প্রসংগে আমি আর একটি প্রশ্ন করতে চাই এবং তা হলো এই যে পাকিস্তানের সব চেয়ে বড়ো দুশমন ছিলেন স্যার যফরুল্লাহ খান। তিনি কাদিয়ানীও ছিলেন। অথচ তাঁকে পাকিস্হান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রী সভায় কি করে সামিল করা হলো ? এমনি-ভাবে মনযুর কাদেরের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরোধীতা কারো অজানা নয়। তিনিও আইয়ুব খানের আমলে মন্ত্রীত্বের মজা লুটতে থাকেন। আমার মতে পাকিস্তান বিরোধী কালও যে ছিল আজও সে আছে যে মিল্লাতকে শতটুকরায় বিভক্ত করেছে। মাওলানা মুহতা-রাম কালও জাতীয় একমুখীতা ও জাতীয় ঐক্যের আহবায়ক ছিলেন এবং আজও তাঁর চিন্তাধারা সে সুবাসই ছড়াচ্ছে।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব ! আপনার মতে আল্লামা ইকবাল এবং মাও-লানা মওদূদীর চিন্তাধারার মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় ?

জবাব—আমি আল্লামার জীবন চরিত লিখছি। এ হবে তিন খন্ডে। প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে যাতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সময়ের অবস্থা। তৃতীয় খন্ডে থাকবে

www.pathagar.com

১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের জীবন চরিত। আল্লামার জীবন চরিত রচনা করতে গিয়ে তাঁর চিন্তা ধারণা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। অপর দিকে মাওলানা মওদূদী সাহেব সম্পর্কেও গবেষণামূলক পড়াশুনা করেছি, উভয় ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারার সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তাঁদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগে আমি আল্লামার দৃঢ় অভিলাষের কথা আপনার গোচরীভূত করতে চাই। তিনি যে কাজের জন্যে সারা জীবন উদ্বেগ উৎকন্ঠা প্রকাশ করতেন তাহলো ইসলামী ফেকাহ্‌র সংকলন ও নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এ কাজ তিনি স্বয়ং করতে চাইছিলেন। বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান বিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত নওজোওয়ানদের দেখে তিনি প্রায় অস্থিরতা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন কালাম শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ প্রসংগে তিনি কিছু কাজও করেছিলেন। কিন্তু জীবিকা অর্জনের ঝামেলায় তিনি ফুরসৎ পান নি এবং একনিষ্ঠ হয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করতে পারেন নি। ওকালতি করে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন। এক মাসে যখন তিনি ৫০০ টাকার মামলা পেয়ে যেতেন তখন অতিরিক্ত মামলা গ্রহণ করা বন্ধ করে দিতেন। বলতেন, এ টাকায় আমার এক মাসের খরচ চলে যাবে। সে জন্যে অতিরিক্ত মামলা গ্রহণ করে আমার গ্রন্থ রচনার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাই না। বড়ো লোকদের জন্যে সম্ভবতঃ অর্থ সংকট অপেক্ষা বড়ো পরীক্ষা আর কিছু ছিল না যা তাঁদের যোগ্যতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংকুচিত করে রেখেছে। এ অবস্থা ছিল আল্লামার। কোন কোন সময়ে ওকালতি পেশায় বিরক্ত হয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। তিনি গভর্ণমেন্ট কলেজে পড়াতেন। উপরন্তু ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার খাতা তাঁর কাছে আসতো। পরীক্ষক হিসাবে সেগুলো দেখতেন, কিছু পরিশ্রমিকও পেতেন। তাই দিয়ে খরচ পত্র চালাতেন। তাঁকে এ সব কাজ এ জন্যে করতে হতো যে তিনি একজন দরিদ্র পরিবারের লোক ছিলেন। শেষ বয়সে যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন ঘরে কোন সম্পদ ছিল না। আমি বিস্তারিত বিবরণ এজন্যে আরজ করছি যাতে করে আপনি অনুমান করতে পারেন যে আল্লামা সাহেব যে কাজ করতে চাইছিলেন তার পথে কোন্ কোন্ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তিনি ইসলামী ফেকাহ্‌র সংকলন ও কালাম শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজে হাত দিতে

www.pathagar.com

পারেন নি। আল্লামা ইসলামী ফিকাহ্‌র সংকলনের গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং বলতেন, "এ সংকলনের কাজের জন্যে আমাদের এমন আইনবিদের প্রয়োজন যিনি প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর দক্ষতা অর্জন করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুসলিম দুনিয়া এমন আইনবিদের পথ পানে চেয়ে আছে। হতে পারে এ কাজ কোন এক ব্যক্তির নয় বহু ব্যক্তির। হতে পারে এ কাজ শতাব্দী পর্যন্ত ও সম্পন্ন হবে না।"

আল্লামার এ কথাগুলোর মধ্যে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। তাঁর এ কথার আলোকে মাওলানা মওদুদীর অবদানের প্রতি লক্ষ্য করুন। যে কাজ আল্লামা ছেড়ে গেছেন মাওলানা মুহতারাম তা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অবদানকে সারা দুনিয়া স্বীকার করে। আমার মতে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ওলামায়ে দ্বীন ইসলামী দুনিয়ায় অতি বিরল। মাওলানা মওদুদী তাঁদের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়। এখন প্রয়োজন এই যে মাওলানা মুহতারামের পরও একাজ চালু রাখতে হবে।

যেভাবে আল্লামার পর মাওলানা মুহতারাম সে কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন, তেমনি তাঁর পর এ কাজ বন্ধ হওয়া উচিত নয়। আল্লামা এ কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত জাগ্রত ও সচেতন ছিলেন এবং তাঁর এ বিরাট অভিলাষ ছিল যে নাদওয়াতুল ওলামা লাখ্‌নো এবং দেওবন্দের ছাত্র-দেরকে পাঞ্জাবে এনে একত্র করবেন যাতে তারা ফেকাহ সংকলনের কাজ করতে পারে। আজ আমাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিনাম এই যে আমরা যা কিছু ইউরোপে দেখি তাকেই গায়ের ইসলামী মনে করি। অথচ ইউরোপে HUMANISM (মানবতা) আন্দোলনের যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তা ইসলামেরই অবদান। আমি দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। যেমন আবুল মায়ালী এবং আইনষ্টাইনের ধারণার মধ্যে বিরাট সামঞ্জস্য দেখা যায়। এভাবে এরিস্টটলের যুক্তি শাস্ত্রের ইউরোপ যতোটা প্রতিবাদ জানিয়েছে, ইমাম রাযী তার বহু পূর্বে সেই প্রতি-বাদই এরিষ্টটলের যুক্তি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে করেছেন। অতএব আমি মনে করি মাওলানা মুহতারামের পর এ ময়দানে কাজ জারী থাকা উচিত। এ ধারাবাহিকতায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত হবে না।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব! ইসলামী JURISPRUDENCE-এ মাওলানা মুহতারামের কোন্ বক্তব্যের সাধারণতঃ বরাত দেয়া হয়ে থাকে?

www.pathagar.com

জবাব—আজকাল আমরা বিচারপতি বদিউজ্জামান কাইকাউসের একটি আবেদনের উপর শুনানি করছি। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সকল রেফারেন্স (বরাত) তাফহীমুল কুরআন থেকে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সামনে তাফহীমুল কুরআন পাঠ করেন। শুনানির জন্যে তাঁর আবেদন আমরা মঞ্জুর করেছি। এখন স্থানে স্থানে মাওলানা মওদূদীর লেখার কিছু রেফারেন্স আসবে।

প্রশ্ন—ডাক্তার সাহেব। আপনার কোন রুলিং অথবা রায়ে আপনি অথরিটি হিসাবে মাওলানা মওদূদীর কোন রেফারেন্স দিয়েছেন কি?

জবাব—আসলে আমার কাজের ধরনটা হলো ফৌজদারী। মাওলানা মুহতারাম ও তাঁর বইপুস্তকের বরাত সাধারণতঃ "মুহামেডান পার্সনাল ল" উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতিতে দেয়া হয়ে থাকে। এখন ফৌজদারী আইনেও অবশ্যই আসবে এবং তার সাহায্য নেয়া হবে।

প্রশ্ন—আপনার দৃষ্টিতে JURIST হিসাবে মাওলানা মওদূদীর কি মর্যাদা রয়েছে?

জবাব— আমাদের দেশের আদালতগুলোতে JURIST হিসাবে রীতি-মতো কারো কোন মর্যাদা নেই। JURIST CONSULTANT এর ধারণা এক সময়ে পাশ্চাত্যে প্রচলিত ছিল। এখন সেখানে তা নেই। প্রকৃত পক্ষে JURIST পরিভাষা ঐ ব্যক্তির উপর আরোপ করা যেতে পারে যিনি একই সাথে মুফতী এবং কাযী। যেমন আমাদের বিচারকদের মধ্যে বিচারপতি মাহমুদ শাফার মামলায় যে রুলিং দিয়েছিলেন তা এখনো চালু আছে। এখন তার বরাত দেয়া হয়। ঐদিক দিয়ে তিনি সংজ্ঞার (DEFINITION) বিচারে JURIST এর শ্রেণীতে পড়েন। এভাবে বিচারপতি বদিউজ্জামান কাইকাউস 'খুলা' সম্পর্কে যে রায় দেন, সুপ্রীম কোর্ট তা কয়েকবার চালু রেখেছেন এবং এখন পর্যন্ত তা চালু আছে। সংজ্ঞার দিক দিয়ে বিচারপতি কাইকাউসকে JURIST বলা যেতে পারে। অবশ্য বিচারপতি কাইকাউস 'খুলার' প্রশ্নে যে রায় দেন তার ভিত্তি ছিল 'তাফহীমুল কুরআন'। এ রায়ে তিনি যেখানে সেখানে তাফহীমুল কুরআনের বরাত (REFERENCE) দিয়েছেন। তিনি এতোদূর অগ্রসর হ'য়েছেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোক দেখে যে ঘুমের মধ্যে তার স্বামী নাক ডাকছে এবং তা তার জন্যে অসহনীয়, তাহলে শুধু এ কারণেই সে তার স্বামী থেকে তালাক নিতে পারবে। একটি ঘটনাকে ভিত্তি করে তিনি এ রায় দিয়েছেন। তাহলো এই যে

www.pathagar.com

হযরত যয়নব (রা) কে নবীর (সঃ) ইচ্ছায় এবং তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে গোলাম হযরত যায়েদের (রা) সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপর হযরত যয়নব (রা) এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে তিনি কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। এ কারণে একজন গোলামের সাথে তাঁর বনিবনাও সম্ভব নয়। সুতরাং হুজুর (সঃ) উভয়ের মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদ করে দেন।

এ যুক্তি প্রমান বিচারপতি কাইকাউস্ তাফ্হীমুল কুরআন থেকে নিয়েছেন যেখানে মাওলানা মুহতারাম বিষয়টি সমর্থন করেছেন। এ ঘটনায় যদিও সমস্ত রুলিং মাওলানা মুহতারামের রায়ের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা বিচার বিভাগের জন্যে অনিবার্য রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতএব আমরা রায়দাতাকে JURIST বলতে পারি না। বরঞ্চ তাঁর রায়কে EXPERT OPINION এবং রায়দাতাকে JURIST CON-SULTANT বলতে পারি। অতএব মাওলানা মুহতারামকে এ মর্যাদা দেয়া যেতে পারে এবং দেয়া হবে।

প্রশ্ন— ডাক্তার সাহেব। আপনি মাওলানা মুহতারামের কোন্ গ্রন্থখানার দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হ'য়েছেন ?

জবাব—তাফ্হীমুল কুরআন। মাওলানা মুহতারাম ছিলেন বিরাট ব্যাক্তিত্বের মালিক। তাঁর সাহিত্য শুধু আমাদের দেশেই পড়া হয় না। বরঞ্চ সারা দুনিয়ায় পড়া হ'য়ে থাকে। আমার একবার মাওলানা রুম এর শহর 'কাওনিয়া' যাওয়ার সুযোগ হ'য়েছিল যেখানে তাঁকে দফন করা হয়েছে। সেখানে মিল্লী পার্টি'র যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁরা মাওলানা মুহতারামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আমি যেখানেই গিয়েছি আমাকে মাওলানা মওদুদীর কুশল জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন কেউ প্রশ্ন করেন আল্লা-মাই যখন মাওলানাকে পাঞ্জাবে ডেকে এনেছিলেন তখন সরকার তাঁর মতো বিরাট আলেমে দ্বীনকে বার বার গ্রেফ্তার কেন করেন ?

তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব আমি দিই। তবে শেষ প্রশ্নের জবাবে তাঁদেরকে আমি বলি যে, গ্রেফতার করার ব্যাপার বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত নয়। গ্রেফতারি কোন আলেমে দ্বীনের মর্যাদাকে খাটো করে না। যেহেতু মাওলানা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত সে জন্যে সরাসরি সরকারের সাথে তাঁর মুকাবিলা হয়। তাই তিনি গ্রেফতারও হন। আমাদের দেশে যেই রাজনীতি করেন সরকার তাকে 'ভেতর বাইর'

www.pathagar.com

করেন। আমাদের ওখানে রাজনীতিক হওয়ার শর্ত হচ্ছে জেলযাত্রা। আমার এ শেষ কথায় তাঁরা সব হেসে ফেলেন।

প্রশ্ন—মাওলানার ব্যক্তিত্বের কোন্ দিকটি আপনাকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে ?

জবাব—আমি মাওলানার ইখ্লাস (SINCERITY) ও চরিত্রের দ্বারা সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছি যা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতম দিক। আমি মনে করি যে ইখ্লাস ও মধুর স্বভাব চরিত্র নবীচরিত্রের সুবাস। এর দ্বারাই মাওলানার সীরাত সুশোভিত ছিল। ছোটো হোক বড়ো হোক, শত্রু হোক মিত্র হোক সে তার নিজেকে মাওলানার সীরাতের ঐ দিকটির দ্বারা প্রভাবিত মনে করতো।

—০—

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদীর ওফাত

—নঈম সিদ্দীকী

তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর সাথে আমার জীবনের আটত্রিশটি বছর কেটেছে।......

এ আটত্রিশ বছরের দীর্ঘ সময়ে আমরা শুধু দ্বীনের প্রকৃত মর্ম'ই মাওলানার কাছে বুঝতে পেরেছি তা নয়, বরঞ্চ তাঁর থেকে শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে কুরআন ও হাদীসের দারস শুনেছি। বিনা দ্বিধায় তাঁকে সব ধরনের প্রশ্ন করেছি। তাঁর সাথে তর্ক করেছি, মনের মধ্যে আপন যুগের যত প্রকারের প্রভাব প্রতিক্রিয়া স্তূপিকৃত হ'য়ে ছিল তা তাঁর সামনে উগলে দিয়েছি। তিনি যে মহব্বত যে উদারতা এবং যে উৎসাহ দানের মাধ্যমে আমাদের মন মানসিকতার তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) করেছেন তা তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের উপর এতো বড়ো ইহসান (অনুগ্রহ) ছিল যে একমাত্র দোয়া করা ব্যতীত প্রতিদানে তাঁকে দেবার আমাদের কিছুই নেই। তার পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, বিবর্তনবাদ (THEORY OF EVOLUTION), মার্কসবাদ, গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির ব্যাপক আলোচনার দ্বারা তিনি যে ভাবে আমাদের মন মানসিকতা গড়ে তুলেছেন এবং দুনিয়ার প্রতিটি ফেৎনার মুকাবিলায় যেমন সুন্দর ভাবে দ্বীনের গূঢ় রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ কথাই বলা উচিত যে আটত্রিশ বছরের একটি দীর্ঘ কাল আমরা একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি যেখানে একই ব্যক্তি সকল বিষয়ের লেকচারার ও প্রফেসার ছিলেন। আর সেখানকার মূল কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু ছিল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনর্জীবন তথা

www.pathagar.com

পুণঃপ্রতিষ্ঠা।

সত্যি বলছি যে, যদি আমি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম তাহলে একজন গ্রাম্য যুবক হিসেবে বড়োজোর কোন কেরানীগিরি অথবা মাষ্টারি অথবা এ ধরণের কোন ছোটো খাটো কাজের বেশী করতে পারতাম না। অপর দিকে পরিবেশের প্রবল স্রোত না জানি কোন ঘূর্ণাবর্তে আমাকে ফেলে দিত। আমি এখন যা কিছু—যদিও এখনো আমি খোদার এক নগন্য ও গোনাহগার বান্দা—আমার মধ্যে যতোটুকু গুণেই আছে তার বিরাট অংশ সেই মর্দে হকের কারণেই যাঁর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য আমার কপালে লেখা ছিল।

এ আটত্রিশ বছরের সময়কালের মধ্যে আমিও এবং অন্যান্য অসংখ্য বন্ধুবান্ধবও ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ দেখেছি, তাঁর দাওয়াতী, রাজনৈতিক ও ইসলামী তৎপরতা খুব ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, খোদা ও রসূলের জন্যে গভীর প্রেমের যে অনুরাগ, খোদার দ্বীনের জন্যে যে ধরনের অদম্য প্রেরণা, উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে যে গভীর চিন্তা ভাবনা, পাকিস্তানের জন্যে যে ধরণের অপ্রতিহত উৎসাহ উদ্যম এবং গোটা ইসলামী বিশ্বের সমস্যাবলীর জন্যে তাঁর মধ্যে যে আন্তরিক উদ্দ্যোগ-উৎকন্ঠা দেখা যেতো, তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি গর্ব অহংকার ও 'রিয়া' সহকারে কাজ করতেন না, আর না অসংগত বিষয় প্রকাশ করতেন। না তিনি দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয় ছিলেন, আর না রাজনীতিতে প্রতারণা ও আত্মসাতের আচরণ অবলম্বন করেছেন। দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে তিনি আপন ভাই ও পুত্রের মতো ভালো বাসতেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। গালিদানকারীদেরকে তিনি উপেক্ষা করে চলতেন। সাথীদের মধ্যে কেউ তাঁর আচরণ সমর্থন করলে তিনি খুশী হতেন। কেউ একমত না হলে অথবা সমালোচনা করলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। উত্তেজনা বা ক্রোধের সাথে তিনি তাঁর বিরোধীদের উল্লেখ করতেন না, আর না কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হতেন। ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে তিনি কারো প্রতি না গালি বর্ষণ করেছেন, আর না শত্রুতা ও ফেৎনা ফাসাদের ঘূর্ণিঝড় পরিবেষ্টিত হ'য়ে নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিকোণ সহ কোন কাজ করেছেন। তাঁর ভাষা ছিল উচ্চমানের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কন্ঠস্বর ছিল নম্র ও মিষ্টি-মধুর।

www.pathagar.com

তাঁর সামনে আল্লাহ বখ্শ্ ধড় ফড় করে প্রাণত্যাগ করলেন। ডাক্তার নাযীর আহমদের শাহাদাতের খবর তাঁর কানে পেঁছিলো। সাতান্তরের আন্দোলনে দ্বীনের প্রেমিকগণ গুলীর শিকার হলেন। পুলিশের গুলীতে আলেমদের দেহ ঝাঁজরা হলো। প্রিয় নওজোয়ানরা কেল্লায় সি, আই, এর আপিসে ও থানায় অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করলো। এমন সব অবস্থাতেও তাঁর সে প্রসিদ্ধ শ্লোগান বদলালো না—
"সবর ও হিকমত।"

মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় আটত্রিশ সালে দারুল ইসলাম পাঠান কোটে। শেষ সাক্ষাৎ উনআশির জুনে আমেরিকার বাফেলোতে।

আমি ঐসব ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যে পাকিস্তান থেকে চৌদ্দ হাজার মাইল দূরে এমন এক ভূখন্ডে মাওলানা মরহুমের সাথে আনন্দদায়ক সাক্ষাৎ করি যেখানে মাওলানা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মুখমণ্ডল ছিল সতেজ সজীব এবং কথাবার্তা স্বাভাবিক। চিকিৎসার ফল হচ্ছিল শুনলাম, স্বাস্থ্যের উন্নতির সূচনা কদিন আগেই হ'য়েছিল।

দেশে ফিরে তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে বন্ধুবান্ধবদেরকে জানিয়ে দিলাম মাওলানার স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা। পরে জানা গেল যে অবস্থা আরো ভালো হয়েছে। এমন কি সেপ্টেম্বরে তাঁর ফিরে আসার প্রস্তুতি চলছে। স্বাস্থ্যের বেশী আশা আমি এজন্যে করেছিলাম যে মনে হতো আল্লাহ তায়ালা হয়তো 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তৃতীয় খণ্ড সমাপ্তির পূর্বে তাঁর শীর্ণদেহ বান্দাহকে অনন্তকালের বিশ্রামাগারে যাত্রা করা থেকে বিরত রাখবেন।

অতঃপর যে দিন মাওলানার অপারেশনের খবর এলো, সেদিন উদ্বিগ্নও হলাম। কিন্তু মনে আশা পূর্ববৎ রইলো। এ খবরের পর মাওলানার বাড়িতে খতমে কুরআন, যিকির ও দোয়ার সিলসিলা বা অনুক্রম শুরু হলো যা ২২ শে সেপ্টেম্বর তক্ চলে। হর রোজ শত শত মহিলা জমায়েত হতেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদের যাতায়াত চলতো। সব সময় যিকির ও দোয়া চলতো। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মহল্লার ঘরগুলোতে এ অবস্থাই ছিল। অন্যান্য শহর ও উপশহর ছাড়াও দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চল থেকেও পুঞ্জীভূত দোয়া আরশে ইলাহীতে উঠতো। মাওলানার আপন বাড়ি ছাড়াও ইছড়া এবং লাহোরের অন্যান্য অঞ্চলে মওদূদী প্রেমিকগণ ছাগল-দুম্বা জবেহ্ করে সদ্কা

www.pathagar.com

করতেন। অর্থাৎ কিনা যিকির, দোয়া, সদকা ও দান খয়রাতের এক নীরব আন্দোলন চলছিল। চলছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা আপনি, কাউকে কিছু বলতে হয়নি। এ ধরনের নিষ্ঠাপূর্ণ ও দরদভরা চেষ্টা চরিত্র দ্বারা খোদার অটল তাকদীর বদলানো যায় না। খোদার নির্ধারিত সময়কে এক মুহূর্ত আগে পিছু করা যায় না। যা হবার তা নির্ধারিত সময়েই হলো—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।"

কিন্তু যিকির ও দোয়ার এ শ্রম ত পন্ড হওয়ার কথা নয়। আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তা ত ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ারই কথা। দৃশ্যতঃ প্রথমতঃ যিনিই যিকির ও দোয়ার কাফেলায় শরীক হয়েছেন, তিনি তাঁর আখেরাতের কামাই করেছেন। তারপর কুরআন পড়ে পড়ে এবং সদকা দিয়ে দিয়ে যাঁরা দোয়া করেছেন নিছক খোদার জন্যে, মাওলানা মরহুমের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক ভালোবাসা একটি সাক্ষ্য হিসাবে মওলানার সপক্ষে রেকর্ড হয়ে গেছে। তৃতীয় বরকত এই যে, এ দোয়া যিকিরের অনুক্রম ইসলামের বিজয়ের জন্যে প্রেরণা বৃদ্ধির একটা উপায় হয়ে রইলো।

কথা কিছু বেড়ে যাচ্ছে।

মাওলানা মরহুম ও মগফুর নিছক খেয়ে দেয়ে ব্যক্তিগত জীবন যাপন করার লোক ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি এক ব্যাপক গণসংযোগ ও সম্পর্ক সম্বন্ধের জীবন যাপন করেন। তাঁর সত্যিকার উত্তরাধিকার কিছু টাকা পয়সা অথবা কয়েক বর্গ গজ জমি নয়। তাঁর অনন্ত অফুরন্ত উত্তরাধিকার সেই আকিদাহ বিশ্বাস ও লক্ষ্য যার জন্যে তিনি তাঁর শক্তির এক একটি বিন্দু ব্যয় করেন। তাঁর চিন্তাভাবনা, উঠাবসা, লেখাপড়া বক্তৃতা বিবৃতি, সফর ও ভ্রমণ, দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ সব কিছুই সেই আকীদাহ ও লক্ষ্যের জন্যে ছিল।

মাওলানার উত্তরজীবীদের (SURVIVORS) মধ্যে ঐ সব আপামর আম-খাস শামিল রয়েছেন যাঁরা ঐ আকীদাহ ও লক্ষ্যের জন্যে উৎসর্গীকৃত। এ ধরনের উৎসর্গীকৃতদেরকে (DEDICATED) বহু বছরের শ্রম

www.pathagar.com

সাধনায় মাওলানা মরহুম তাঁর চার পাশে একত্র করেছিলেন। তারপর তাঁদেরকে তিনি সংগঠিত করেন, তাদের তরবিয়ত দেন, তাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেন, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁদেরকে ইতিহাসের উপর রেখাপাত করার জন্যে পেছনে ছেড়ে যান।

মাওলানার এ এমন এক পরিবার এবং এমন এক ভ্রাতৃসংঘ (BROTHER-HOOD) যে, যে কাজের জন্যেই তাঁদের ডাক দিয়েছেন, তাঁরা 'লাববায়ক' বলেছেন। তাঁদের কতজন বড়ো বড়ো পদ ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, কতজন হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ পরিত্যাগ করেছেন। কতজন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তারপর খোদার এ সব বান্দাহ্ জেলে গিয়েছেন, রাজপথে লাঠির আঘাত খেয়েছেন, গুলীর শিকার হয়েছেন, গালির তীরবিদ্ধ হয়েছেন। থানা ও জেল-হাজতে হেস্ত-ন্যস্ত হয়েছেন। লাহোরের শাহী কেল্লায় এবং অন্যান্য শাস্তিকেন্দ্রে তাঁদের দেহ জর্জরিত করা হয়েছে। মানসিক শাস্তি দিয়ে স্নায়ুমন্ডলী অসাড় করে দেয়া হয়েছে। তাঁদের আত্মসম্মান ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস রয়েছে। আমি বলি যে অন্যান্য সকলকে ছেড়ে দিয়ে আপনি ঐ গ্রাম্য কর্মীর কথা চিন্তা করুন যাঁর প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন নেই, যাঁর গায়ে ভালো কেন পর্যাপ্ত কাপড়ও নেই। যাঁর ছেলে পুলে কষ্টে জীবন যাপন করছে। কিন্তু তিনি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর যাবত একজন উদভ্রান্ত প্রেমিকের মতো একামতে দ্বীনের জন্যে মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি মাওলানার নির্দেশে জনগণকে কোন পয়গাম পৌঁছাবার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি এক একটি হ্যান্ডবিল—বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রতিটি দরজায় আঘাত করছেন। সম্মেলনে যোগদানের জন্যে সফর করছেন। তরবিয়তে যোগদানের জন্যে সময় বের করছেন। দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন।

সত্য কথা এই যে, মাওলানা মওদুদীর আদর্শিক ভ্রাতৃসংঘের এ ক্ষুদ্র কর্মীর পায়ের ধুলো ধনসম্পদের স্তুপ, কুঠি, গাড়িবাড়ি, এবং বহুতল প্রাসাদ থেকে অনেক মূল্যবান। তাঁর ব্যক্তিত্ব ধনদৌলতের মালিকদের ব্যক্তিত্ব থেকে হাজারগুণ উন্নত ও পবিত্র।

আমি ভাবছি মাওলানার আদর্শিক ভ্রাতৃসংঘের এমন এক একজন সদস্যের দুঃখ কে লাঘব করবে? কে তাঁদের অশ্রু মুছে দেবে? কে

www.pathagar.com

তাঁদেরকে আশ্রয় দেবে ? তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে কে যাবে ?

ঐ কাতারে সে সব হাজার হাজার প্রিয় ভাইদের কথা ভাবছি যাঁরা চিত্রাল ও বেলুচিস্তান থেকে সুদীর্ঘ পথ সফর করে লাহোর পেঁৗছেছেন মাওলানার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে। এসেছেন শেষ বারের মতো মাওলানার চেহারার ঝলক দেখার জন্যে। তাঁদের আহত জর্জরিত ভাবাবেগের কোন পরিমাপ করতে পারেন কি ? তাঁদের মধ্যে কতজন শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মাইল ব্যাপী দীর্ঘ সারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন মাওলানার শেষ যিয়ারতের জন্যে।

মাওলানা মরহুমের প্রশস্ত ও বিস্তৃত ভ্রাতৃসংঘের একটি সারি ঐ সব জাগ্রতদিল, শাহীন সম নওজোয়ানদের যাঁরা শিক্ষাংগণের শিক্ষাবিরোধী পরিবেশ ও সমাজের পাপাসক্ত পারিপার্শ্বিকতাকে পরাভূত করে মাওলানার ইনকিলাবী পয়গাম নিজেদের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন। হকের পতাকা বুলন্দ করার জন্যে তাঁরা অধীর অস্থির। এ সব নওজোয়ান নাস্তিকতা ও জড়বাদ, সমাজতন্ত্র ও কালচার বনাম যৌনচর্চা থেকে নিজেদেরকে এমনভাবে রক্ষা করেছেন উঠতি বয়সের কোন বালক যেমন ধারা দুষ্কৃতিকারীর হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। তাঁরা পাঠাভ্যাসের ভয়ানক ব্যস্ততার সাথে সাথে একদিকে নিজেদেরকে ইসলামী চেতনা ও ইসলামী চরিত্র দ্বারা ভূষিত করেছেন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে তাঁরা ইসলামবিরোধী মতবাদের জাল বিস্তারকারীদের শক্তি চূর্ণ করেছেন। আর এক দিক দিয়ে তাঁরা দেশের ইসলামী আন্দোলনের শক্তি স্তম্ভ হ'য়ে আছেন।

আমি অনুমান করতে পারি সংকল্প ও সাহসিকতার এ সব মূর্ত প্রতীকদের উপর দিয়ে কোন্ শোক ও বিষাদের সাইমুম বয়ে গিয়েছিল। তাঁদের আত্মা কিরূপ আর্তনাদ করে উঠেছিল। কিন্তু তাঁরা বুকের ক্ষত থেকে খুন ঝরতে দেন নি। তারপরও তাঁদের কৃতিত্ব এই যে শোক সন্তপ্ত ও বিষাদ জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে অর্পিত দায়িত্ব সুশৃংখলার সাথে পালন করেন...

'.....আমি সকলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের ইসলামী আন্দোলনের এ সব মুজাহেদীনের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

www.pathagar.com

প্রদর্শন করছি। দোয়া করছি সাইয়েদ মওদূদীর এ সব প্রিয় সন্তান ও ইসলামের উৎসর্গীত সিপাহী আগামী যুগে ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনকে সাফল্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং দাওয়াতে হকের যে পতাকা তাঁরা শক্ত হাতে ধরেছেন তাকে যেন তাঁরা মানব জগতের সকল শীর্ষ স্থানে উড্ডীন করতে পারেন। নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব।

(তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদকীয়--সংক্ষেপিত)

(সমাপ্ত)

www.pathagar.com